সূচী পত্র।

প্রথম খণ্ড।

য়।			পৃষ্ঠা।
ও প্রার্থনা ভক্তিলক্ষণ	...	...	১
হিমা	...	...	৩
ত্য অবতারের কারণ	...	...	৩
হিমা	...	...	৪
ন মহিমা	...	...	৪
মহিমা	...	...	৬
্ন মহিমা	...	...	৫
ভক্তির মহিমা	...	...	৬
নাম-মাহাত্ম্য	...	...	৬
বিবরণ	...	...	৭
তত্ত্ব জিজ্ঞাসা	...	...	৭
বতামৃত নামের অর্থ	...	...	৮
াগতীর্থে মুনির সমাজ	...	...	৯
প্রবরের বিষ্ণুভক্তি	...	...	৯
ণ দেশীয় রাজার বিষ্ণুভক্তি	...	...	১১
বগণের মহিমা	...	...	১৪
মহত্ব বর্ণন	...	...	১৬
সভাবর্ণন	...	...	১৫
ন্দ্রের বিষ্ণুভক্তি	...	...	১৬
লোক বর্ণন	...	...	২১
মার বিষ্ণুভক্তি	...	...	২২
বমহিমা	...	...	২৭

বিষয়। পৃষ্ঠা।

শিবের বিষ্ণুভক্তি ৩১
বৈকুণ্ঠ মহিমা ৩৬
প্রহ্লাদের মহিমা ও বিষ্ণুভক্তি ৪১
শ্রীহনুমানের মহিমা ও ভক্তি ৫০
পাণ্ডবগণের মহিমা ও ভক্তি ৫৫
যাদবগণের মহিমা ৭৬
উদ্ধবের মহিমা ৮০
ব্রজবিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণের বিলাপ ৯৩
মায়া বৃন্দাবন ১০৪
শ্রীকৃষ্ণের মায়া বৃন্দাবন দর্শন ১০৬
ব্রজবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে দ্বারকাবাসীর অধৈর্য্য ... ১০৯
মায়া বৃন্দাবন হইতে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় পুনরাগমন ... ১১২
নন্দ যশোদার ভক্তির কারণ ১১৩
গোপী[illegible]পম ১১৩
প্রেম[illegible]র দুঃখের হেতু নহে মিলন ও বিরহ ... ১২০
ভক্তগণের ভক্তি সম্বন্ধে তৃপ্তি না হইবার কারণ ... ১২২
শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমতী রাধিকার নামোল্লেখ না থাকার কারণ ১২৪

দ্বিতীয় খণ্ড।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

যে যে সাধনে যে যে ধাম পাওয়াযায় ১২৭
কামরূপদেশবাসী ব্রাহ্মণবালকের কামাখ্যা দেবী কর্ত্তৃক উপদেশ
ব্রাহ্মণ বালকের গঙ্গাসাগরে গমন ১৩২
কাশীতে গমন, কাশীবাসীর আচারদর্শনে সন্ন্যাস গ্রহণের অভিলাষ কামাখ্যা
দেবী ও শিবের আদেশে সে অভিলাষ ত্যাগ ও মথুরা অভি মুখে গমন ১৩৪

বিষয়।			পৃষ্ঠা।
প্রয়াগ বাসীর আচার	...	...	১৩৫
শ্রীবৃন্দাবনে ব্রাহ্মণবালকের আগমন ও গোপকুমারের সহিত সাক্ষাৎকার			১৪০
ব্রাহ্মণ বালক সমীপে গোপকুমার কর্ত্তৃক নিজের অনুভূত সাধ্য সাধনাদির তত্ত্ব কথন	...	...	১৪১
গোপকুমারের গঙ্গাতীরে গমন	...	...	১৪৫
শ্রীক্ষেত্রে গমন	...	...	১৫১
শ্রীবৃন্দাবনে গমন	...	...	১৬০
স্বর্গে গমন ও বামনদেবের দর্শন	...	...	১৬২
মহর্লোকে গমন	...	...	১৭০
জনলোকে গমন	...	...	১৭৬
তপোলোকে গমন	...	...	১৭৯
সমাধি ইন্দ্রিয় মন	...	...	১৮০
স্মরণ প্রেমভক্তি	...	...	১৮৭
গোপকুমারের সত্যলোকে গমন	...	...	৯২
মুক্তি ও ভক্তি	...	...	১৯৭
নির্গুণ ও সগুণব্রহ্ম	...	...	২০৩
মুক্তি অপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠতা	...	...	২০৩
কর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য	...	...	২১৫
সমাধি ও ভক্তির লক্ষণ গত পার্থক্য	...	...	২১৯
গোপকুমারের সত্যলোক হইতে পৃথিবীতে আগমন		...	২২৬
পৃথিব্যাদি আবরণের বিশেষ বিবরণ	...	...	২২৮
গোপকুকার কর্ত্তৃক হরপার্ব্বতী দর্শন	...	...	২৩৪
শিব শিবলোক মাহাত্ম্য	...	...	২৩৭
বৈকুণ্ঠ মহিমা	...	...	২৪২
নববিধা ভক্তি	...	...	২৪৭
স্মরণ, কীর্ত্তন	...	...	২৫২
ধ্যানের অপেক্ষা সঙ্কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা	...	...	২৫৫

বিষয়।			পৃষ্ঠা।
গোপকুমারের ব্রজে গমন	...	...	২৩২
শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন	...	...	২৬৪
দেবর্ষি নারদের সহিত গোপকুমারের কথোপকথন		...	২৮৪
শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির সাধন	...	...	২৮৭
অবতার বর্ণন	...	...	২৮৮
ভগবান্মূর্ত্তি মায়িক নহে	...	...	২৯০
শক্তিবিবরণ	...	...	২৯৪
শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্	...	...	৩০০
শ্রীবিগ্রহের মাহাত্ম্য	...	...	৩০৪
গোপকুমারের অযোধ্যায় গমন	...	...	৩১১
দ্বারকায় গমন	...	...	৩২৪
গোলোক বৃন্দাবন	...	...	৩৪০
শ্রীকৃষ্ণের করুণা ব্রজলীলা বর্ণন	...	...	৩৪৮
জীবের আচার ও গোলোক প্রাপ্তির উপায়...		...	৩৬৯
প্রেম প্রাপ্তির সাধন	...	...	৩৮২
গোপকুমারের ব্রজে গমন	...	...	৩৯২
শ্রীমদনগোপালের দর্শন লাভ	...	...	৩৯৪
শ্রীগোলোকধাম দর্শন	...	...	৩৯৫
শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি	...	...	৩৯৯
গোপকুমার কর্ত্তৃক গোলোকনাথের দর্শন লাভ		...	৪০১
গোলোক মাহাত্ম্য	...	...	৪৮৫

ইতি সূচীপত্র সমাপ্ত।

শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ! !

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীধরস্বামী, দীপিকাদীপনী, বীররাঘব, বিজয়ধ্বজ, ক্রমসন্দর্ভ, সুবোধিনী, চক্রবর্ত্তী, সিদ্ধান্তপ্রদীপ এই আটটী টীকা, হিন্দী ভাষায় অনুবাদের সহিত খণ্ডে খণ্ডে দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত হইতেছেন। সম্পূর্ণ গ্রন্থের অগ্রিম দেয় মূল্য ৫০৲ টাকা। বার্ষিক ১২৲ টাকা। এরূপ অষ্টটীকা সম্বলিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত কেহ কখন প্রকাশ করেন নাই। ভক্তিগ্রন্থের শীর্ষস্থানীয়, পুরাণের শিরোমণি, সর্ব্বসংহিতার শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব বেদান্তের সার, যে শ্রীগ্রন্থ শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহের ন্যায় পূজিত, সেবিত ও স্তুত, সেই জ্ঞানবৈরাগ্য-ভক্তির অদ্বিতীয় ভাণ্ডার স্বরূপ শ্রীভাগবত হিন্দুর গৃহে গৃহে পঞ্জিকার ন্যায় অধীত ও আলোচিত হউন, তাহা হইলেই প্রকাশকের উদ্দেশ্য সফলীকৃত হয়।

২। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত (বঙ্গানুবাদ)—মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কৃত। যে মহামহিম শ্রীগ্রন্থ, এতকাল অতি দুষ্প্রাপ্য ছিলেন, শ্রীভগবানের কৃপায় আজি সেই শ্রীগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে সক্ষম হইলাম। শ্রীভাবনামৃত শ্রীবৈষ্ণবের নিত্য চিন্তনীয় শ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীন লীলাগাথায় পূর্ণ। এরূপ সুমধুর শ্রীগ্রন্থ জগতে সুদুর্ল্লভ। শ্রীবৃন্দাবননিবাসী শ্রীল রাধিকানাথ গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত। মূল্য ২৲ দুই টাকা ভিঃ পিঃ তে ৶০ আনা বেশী লাগে।

৩। শ্রীরায়শেখরের পদাবলী—শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন মধুর-লীলা গীতি। ৬৪ রসের সময়োচিত লীলাপদ ইহাতে বিরাজিত। বৈষ্ণব মহাজনগণ মধ্যে এক রায়শেখর ভিন্ন এরূপ দণ্ডাত্মিকা পদ আর কেহ প্রণয়ন করেন নাই। পদগুলি মধুর হইতেও সুমধুর। এ পর্য্যন্ত দণ্ডাত্মিকা পদাবলী ভক্তসমাজে প্রকাশিত হন নাই। অনেকের বিশেষ আগ্রহে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল্য ৷৷০ আট আনা, ডাঃ মাঃ ৶০।

৪। সর্ব্বসম্বাদিনী—(বঙ্গাক্ষরে মূল সংস্কৃত) শ্রীল শ্রীপাদজীব-গোস্বামী বিরচিত। ইহা শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ ষট্সন্দর্ভের বিবৃতি গ্রন্থ। এইগ্রন্থ পাঠ করিলে ষট্সন্দর্ভের মর্ম্ম সুচারুরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়। শ্রীভাগবতসন্দর্ভের বিবৃতি হইলেও ইহা স্বতন্ত্র গ্রন্থ। বিবিধ তত্ত্ব ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ এ গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত কখন মুদ্রিত হয়েন নাই। অনেক ভক্তি

পিপাসু তত্ত্বজিজ্ঞাসু সুধীগণের বিশেষ অনুরোধ ও আগ্রহে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল্য ১।০ পাঁচসিকা। ভিঃ পিঃ তে ১৸০ মাত্র।

৫। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত—বঙ্গানুবাদ। শ্রীল শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচস্পতি প্রভুপাদ ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র লাল শাস্ত্রি ভক্তিভাবন কর্ত্তৃক অনূদিত। অতি সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। স্থানে স্থানে জটিল তত্ত্ব ও দুরূহ ভাবের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের ন্যায় ভক্তিতত্ত্ব গ্রন্থ জগতে দুর্ল্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর চিত্তে যে কোন সন্দেহ বা প্রশ্ন উদয় হইবে, তৎসমুদয়ের যথাযথ ও হৃদয়গ্রাহি উত্তর শ্রীভাগবতামৃত গ্রন্থে দেদীপ্যমান। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই অমূল্য গ্রন্থ গৃহে রক্ষা করিয়া, নিত্য পাঠ করুন, তত্ত্ব উপলব্ধি করুন, ভক্তি প্রেমে তন্ময় হউন, তাহা হইলেই আমাদের গ্রন্থ প্রচার সফল হইবে। মূল্য ২৲ টাকা, ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীরামানুজ মুনি প্রণীত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য

বেদান্তসার

দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য ১॥০ টাকা, ডাকাঃ ৵০ আনা।

শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ভাষ্যত্রয় অর্থাৎ শ্রীনিম্বাদিত্য স্বামি প্রণীত
"পারিজাতভাষ্য" শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রণীত "বেদান্ত কৌস্তুভ"
—এবং—
মহামহোপাধ্যায় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশবকাশ্মিরী প্রণীত
"বেদান্তকৌস্তুভ প্রভা" দেবনাগরী অক্ষরে

ব্রহ্মসূত্র

প্রকাশিত হইতেছে। ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।
এখন হইতে গ্রাহকগণ নাম লেখাইয়া রাখিলে ৫৲ পাঁচ টাকায় পাইবেন। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মুদ্রণ কার্য্য সমাপ্ত হইলে মূল্য বৃদ্ধি হইবে।

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা।

চৌরাশী ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডলস্থ "শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় লীলামাহাত্ম্য ও তীর্থ-মাহাত্ম্য" সরল বঙ্গভাষায় পদ্যে অনুবাদিত। মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী।

শ্রীদেবকীনন্দন প্রেস,—শ্রীবৃন্দাবন।

শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃত।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

যিনি নিজ পদাব্জ-যুগলে প্রেম-বিতরণার্থ শ্রীগোলোক হইতে ভূলোকে মথুরামণ্ডলে অবতরণ করিয়াছেন, যিনি বিবিধ মধুরিমার সাগর, যাঁহার শ্রীচৈতন্যাখ্য অবতার হইতে চরম-সীমান্ত-প্রাপ্ত নিত্য গোপীপ্রেম অনুভবের বিষয় হইয়াছেন, সেই নিত্য-কৈশোর-ভূষিত কোন এক অনির্ব্বচনীয় পুরুষ সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১ ॥

যিনি ধর্ম্মাদি-চতুর্ব্বর্গ-ফল-প্রদায়িনী, যিনি নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইতে অধিকতর আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন, যাঁহার কৃপায় অনিত্য বিষয়সুখ হইতে বিমুক্তি লাভ করা যায়, শ্রীরাধারমণ-চরণ যুগল যাঁহার প্রধান আশ্রয়, ব্রজবাসিগণের ন্যায় গুরুতর-প্রেম-সহকারে যাঁহার অনুশীলন করিতে হয়, সেই শ্রীভক্তিদেবীকে নমস্কার।

যাঁহার শ্রীরূপের আশ্রয়ে এই অধমজন তদীয়া ভক্তি লাভ করিয়াছে, সেই স্বনামামৃতসেবী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে নমস্কার।

এই টীকাটির নাম দিগদর্শিনী। ইহা আমারই (গ্রন্থকারেরই) রচিত। ইহাতে অভিপ্রেত অর্থসমূহের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়াই, ইহার "দিগ্‌দর্শিনী" এই নাম রাখা হইয়াছে।

এই গ্রন্থে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-প্রদায়িনী শ্রীভগবদ্ভক্তি নিরূপিত হইয়াছেন। এই শ্রীভগবদ্ভক্তির অনুশীলনে ব্রহ্মানন্দ হইতে পরমমহান্ সুখরাশি সম্পন্ন

হয়েন। শ্রীমন্নন্দব্রজজনের ন্যায় শ্রীগোপীনাথচরণযুগলের আশ্রয়ে সর্ব্বনিরপেক্ষ-পরম-মহত্তম-প্রেমসহকারেই এই ভক্তির অনুশীলন করিতে হয়। উক্ত বিষয় কয়েকটি এই গ্রন্থে নির্দ্ধারিত হইতেছেন। আবার যাঁহারা এতাদৃশী ভক্তির অনুশীলন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের শ্রীবৈকুণ্ঠোপরি শ্রীগোলোক-ধামে শ্রীমন্নন্দকিশোরের সহিত নিরন্তর যথেচ্ছ-বিহার-রূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। এই সকল বিষয় যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছেন। গ্রন্থের নির্ব্বিঘ্ন-পরিসমাপ্তির নিমিত্ত গ্রন্থকার নিজ অভীষ্টদেবের অসাধারণ পরমোৎকর্ষ বর্ণন দ্বারা তদীয় মহাপ্রসাদ-প্রার্থনরূপ প্রথম মঙ্গলাচরণ করিতেছেন,—

যিনি ইত্যাদি। যিনি নিজ-পদাব্জ-যুগলে.........অবতরণ করিয়াছেন, এই পর্য্যন্ত বাক্য দ্বারা, তদীয় প্রসাদের সৌলভ্য, তদীয় কৃপায় অন্যের প্রেমলাভ এবং তদীয় গুণমাধুর্য্য উক্ত হইতেছেন। অসুরসংহার দ্বারা ভূভারহরণরূপ অবতার-প্রয়োজন অকিঞ্চিৎকর; প্রেমবিতরণরূপ তৎ-প্রয়োজনই অসাধারণ, অতএব মুখ্য; শ্রীমদ্ভাগবতের কুন্তীস্তবে এইরূপই উক্ত হইয়াছেন; অতএব সর্ব্বাগ্রে উক্ত বিশেষণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পরে প্রেম-বিতরণের উপকরণরূপে অপর বিশেষণ সকল উক্ত হইতেছেন,—যিনি বিবিধ ইত্যাদি। বিবিধ—রূপগুণাদিসম্বন্ধীয় নানাবিধ। মধুরিমার—মাধুর্য্যের। সাগর—অনবগাহ্য, স্থির, অপার ও অগাধ আশ্রয়। পুনশ্চ অসাধারণ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত লীলামাধুরী বলিতেছেন,—যাঁহার ইত্যাদি। নিত্য গোপীপ্রেম শব্দ দ্বারা দশাক্ষর মহামন্ত্রের অর্থ সূচিত হইয়াছেন। আবার গোপীপ্রেম শব্দ দ্বারা গোপীগণের পরমমাহাত্ম্য উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। প্রেমিক ভক্তমাত্রই ভগবৎপ্রেমের (শ্রীভগবানের ভালবাসার) বিষয় হইলেও নিত্যপ্রিয় গোপীসকল নিত্যসিদ্ধ নিরুপাধি ভগবৎপ্রেমের বিষয় বলিয়া, তাঁহাদিগেরই মাহাত্ম্যবিশেষ স্বতঃসিদ্ধভাবে উপস্থিত হইতেছেন। এতদ্দ্বারা গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সূচিত হইলেন। নিত্যশব্দ দ্বারা কখন কোনরূপে শ্রীভগবানের শ্রীগোপীগণে কিছুমাত্র উপেক্ষাদি নাই, ইহাও বোধিত হইতেছেন। নিত্যকৈশোরভূষিত—বাল্যাদি সকল অবস্থাতেই পরমমহাসুন্দর-কৈশোরশোভাশালী। এতদ্দ্বারা রূপমাধুর্য্য উক্ত হইয়াছেন। কোন এক অনির্ব্বচনীয় পুরুষ.........করিতেছেন—অনির্ব্বচনীয় পুরুষ শ্রীভগবান্ সর্ব্ব-

যাঁহাদিগের হরিতে পরম-সৌহৃদ-মাধুরী-সমূহের অল্প-মাত্রও কেহ কখন নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়েন না, যাঁহারা নিতান্ত ভগবৎ-প্রেমাস্পদ-রূপে প্রসিদ্ধ, সেই শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপী-সকল সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন ॥ ২ ॥

নিজভাব হইতে স্বীয় ভক্তবর্গের আপনাতে সুমধুর ভাব আলোচনা করিয়া, তদৃশ ভাবে লোভবশতঃ যিনি ভক্তরূপে এইস্থানে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই কনককান্তি যতিবেশধারী,

---

বিলক্ষণ নিজ রূপ, গুণ ও লীলাদির মাধুর্য্য প্রকটন দ্বারা সর্ব্বচিত্তাকর্ষক নিজচরণারবিন্দযুগলে দীনহীনজনসুলভ প্রেমভক্তি বিতরণ করিয়া আপনার সকল আবির্ভাব হইতে উৎকর্ষের চরমসীমা লাভ করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে গোপীভাবে ভাবিত হইয়া গোপীপ্রেম আস্বাদনপূর্ব্বক জগতে প্রচার করিয়াছেন, অতএব উক্ত গোপীপ্রেম আমরাও অসন্দিগ্ধরূপে বর্ণনা করিতে অসমর্থ হই নাই জানিয়া শ্রীবৈষ্ণবপ্রবরগণ শ্রদ্ধাসংকারে এই গ্রন্থ শ্রবণ করিতে পারেন ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানের মহাপ্রসাদ লাভ তদীয় প্রিয়তমজনগণের প্রসাদেই হইয়া থাকে, অতএব তদীয় প্রিয়তমজন সকলও তাঁহারই ন্যায় পরমোৎকর্ষে বিরাজ করিয়া থাকেন, ইহাই বলিতেছেন,—যাঁহাদিগের ইত্যাদি। হরিতে—পরমমনোহর শ্রীকৃষ্ণে। পরমসৌহৃদমাধুরীসমূহের—উৎকৃষ্ট প্রেমমাধুর্য্য সকলের। নিতান্তভগবৎপ্রেমাস্পদরূপে—প্রগাঢ় ভগবৎপ্রেমের পাত্ররূপে। এতদ্দ্বারা শ্রীভগবানের ও শ্রীগোপীগণের পরস্পর নিত্যপ্রেম দর্শিত হইলেন ॥ ২ ॥

গ্রন্থকার পুনশ্চ স্বীয় অসামর্থ্য আশঙ্কা করিয়া শ্রীভগবৎপ্রিয়তমাবতার পরমমহাগুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রসাদলাভার্থ তাঁহার পরমোৎকর্ষ বলিতেছেন,—নিজভাব ইত্যাদি। নিজভাব—নিজের অর্থাৎ শ্রীভগবানের নিজ ভক্তজনে যে প্রেম তাহা। সুমধুর—পরমোৎকৃষ্ট। ভাব—অসাধারণ প্রেম।

এই শ্রীশচীনন্দন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামক শ্রীহরি সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৩ ॥

কংসারির সেই ক্রীড়াকথা সকল দূরে থাকুক, দুরিত-হরণ এবং মুক্তি ও ভক্তির প্রতিপাদন হেতু যিনি জগতে পূজিতা, শ্রীকৃষ্ণের পরমদয়িতা, তাঁহার আবির্ভাব ও অবস্থান দ্বারা শোভিতা, মনোরমা, পুরীসমূহের শ্রেষ্ঠা, দেবী মথুরা সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৪ ॥

যিনি সাধুগণের চিত্তে শ্রীবৈকুণ্ঠনিবাস হইতেও অতিশয় প্রিয়তম বাসস্থান বলিয়া প্রতিভাত হয়েন, যে স্থানে মুরারি রাসে প্রেমবর্দ্ধন হেতু মধুর-বেণু-বাদন-পরায়ণ হইয়া সদা

ভক্তরূপে—প্রিয়সেবকরূপে, অথবা রূপনামক নিজ ভক্তের সহিত। এই-স্থানে—ভূলোকান্তর্গত-গৌড়মণ্ডলস্থ শ্রীনবদ্বীপে। এই—সাক্ষাৎ বর্ত্তমান ॥ ৩॥

উক্ত প্রেমভক্তির লাভ শ্রীভগবানের নিরন্তর ক্রীড়াবিশেষমণ্ডিত শ্রীমথুরামণ্ডলেই সিদ্ধ হয় বলিয়া তদীয় প্রসাদ-লাভার্থ তন্মাহাত্ম্য বলিতে-ছেন,—কংসারির ইত্যাদি। কংসারি শব্দ দ্বারা মথুরাবাসীদিগের আর্ত্তিভয়-নাশ সূচিত হইতেছে। সেই—অনির্ব্বচনীয় বা প্রসিদ্ধ। দুরিতহরণ—পাপনাশন। প্রতিপাদন—সম্পাদন। পরমদয়িতা—পরমবল্লভা। মনো-রমা—বিচিত্রশোভাশালিনী, অথবা সর্ব্বাভীষ্টসম্পাদয়িত্রী। পুরীসমূহের—অযোধ্যাদি সপ্ত পুরীর মধ্যে। দেবী—দ্যোতমানা, পরমেশ্বরী ॥ ৪ ॥

শ্রীমথুরামণ্ডলের মধ্যে আবার শ্রীব্রজভূমিই শ্রীভগবানের অসাধারণ মধুরমধুর বিহারের আস্পদ এবং শ্রীব্রজভূমির মধ্যে আবার শ্রীবৃন্দাবনাদিই তাদৃশ, অতএব শ্রীবৃন্দাবনাদিরই উৎকর্ষ বর্ণন করিবার নিমিত্ত, প্রথমতঃ শ্রীবৃন্দাবনের উৎকর্ষ বর্ণন করিতেছেন,—যিনি সাধুগণের ইত্যাদি। রাসে প্রেমবর্দ্ধন হেতু—রাসক্রীড়াবিষয়ে প্রেমবর্দ্ধনার্থ, অথবা রাসার্থ আপনাতে প্রেমবর্দ্ধনের নিমিত্ত। মধুরবেণুবাদনপরায়ণ—জগচ্চিত্তাকর্ষক-বংশীবাদন-

গো-সকলকে পালন ও গোপী-সকলকে সুখদান করিয়া থাকেন, সেই এই বৃন্দারণ্য সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন, সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৫ ॥

যিনি মথুরার সখীত্ব লাভ করিয়া গঙ্গাকে অতিক্রম করিতেছেন, যিনি বারি-প্রবাহ-চ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের পাদ-পদ্ম-প্রসূত মকরন্দ বহন করিতেছেন, সেই মুরহরদয়িতা, তরণিপুত্রী, ধর্ম্মরাজস্বসা যমুনা সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৬ ॥

গোপিকাগণ যাঁহাকে হরিদাসশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন, ইন্দ্র-যজ্ঞ-ভঙ্গ-কারী শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের করপদ্মতলে সপ্তাহ অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সেই শৈলকুলাধিরাজ গোবর্দ্ধন সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৭ ॥

পরায়ণ। শ্রীকৃষ্ণের বেণু প্রায়ই গোপালনকার্য্যে এবং তদীয় বিবিধ বৈদগ্ধি প্রায়ই গোপীরমণকার্য্যে ব্যবহৃত হইলেও, রাসে প্রেমবর্দ্ধনই উহাঁদের মুখ্য প্রয়োজন বুঝিতে হইবে; কারণ, প্রেমবিশেষবিস্তারার্থই তাঁহার অবতার এবং গোপালন ও গোপীরমণ উক্ত প্রেমবিশেষের উপকরণমাত্র। সর্ব্বোৎকর্ষে ইত্যাদি দ্বিরুক্তি অত্যন্তাদরে ॥ ৫ ॥

এক্ষণে শ্রীবৃন্দাবনালঙ্কারভূতা শ্রীযমুনার উৎকর্ষ বলিতেছেন,—যিনি মথুরার ইত্যাদি। যিনি মথুরার·········অতিক্রম করিতেছেন—যিনি মথুরামণ্ডলে সুন্দরগতিতে প্রবাহিত হইয়া গঙ্গা হইতে অধিকতর মহিমাশালিনী হইয়াছেন। মকরন্দ—ভক্তিরূপ মধুররসবিশেষ। মুরহরদয়িতা—শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া। তরণিপুত্রী—সূর্য্যকন্যা। ধর্ম্মরাজস্বসা—যমভগিনী ॥ ৬ ॥

গোপিকাগণ ইত্যাদি সুগম ॥ ৭ ॥

মুক্তি গূঢ় নিখিল-নিগম-তত্ত্ব সম্যক্ নির্ণয় করিয়া, জপ, যজ্ঞ, তপঃ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমধর্ম্মের নিষ্ঠা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক ত্যজ্যমানা হইয়াও, শরণকামনায় যাঁহার একমাত্রে চরণারবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভক্তি সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৮ ॥

যিনি বর্ণাশ্রমাচারীদিগের তত্তদনুষ্ঠানের, ধ্যানপরায়ণ-জনগণের মনোনিগ্রহের ও পূজানিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের পূজোপ-করণ-সম্পাদনের দুঃখ নিবারণ করিয়াছেন, যিনি কোনরূপে একবারমাত্র গৃহীত হইলেই প্রাণীদিগের মুক্তিপ্রদ হয়েন, যিনি আমার পক্ষে একমাত্র পরম অমৃতস্বরূপ, জীবন-স্বরূপ ও ভূষণস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের সেই আনন্দময় নাম সর্ব্বোৎ-কর্ষে বিরাজ করিতেছেন, সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৯ ॥

কলিযুগে প্রেমরসবিস্তারার্থ যিনি শ্রীচৈতন্যরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন, সেই অহেতুক্-করুণা-কারী শ্রীকৃষ্ণরূপ শ্রীগুরু-বরকে নমস্কার ॥ ১০ ॥

গূঢ়—রহস্যভূত। নিখিলনিগমতত্ত্ব—সর্ব্ববেদসার। মুক্তি……পূর্ব্বক—জপাদি নিষ্ঠা সহকারে অনুষ্ঠিত হইয়াও মুক্তিদান করিতে পারে না জানিয়া তত্তন্নিষ্ঠা পরিত্যাগ পূর্ব্বক। বৈষ্ণবগণ—বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষিত ব্যক্তি সকল। ত্যজ্যমানা—স্বয়ং উপস্থিত হইলেও উপেক্ষ্যমাণা। শরণকামনায়—আশ্রয়-কামনায়। একমাত্র চরণারবিন্দের—একদেশের ॥ ৮ ॥

যিনি বর্ণাশ্রমাচারীদিগের ইত্যাদি সুগম ॥ ৯ ॥

কলিযুগে ইত্যাদি সুগম ॥ ১০ ॥

চৈতন্যদেবের প্রিয়রূপ হইতে তাঁহাতে অনুভূত যে ভগবদ্ভক্তিশাস্ত্রসমূহের সার, ইহা তাহারই সংগ্রহ ॥ ১১ ॥

জৈমিনি মুনি অনুরাগবশতঃ যাহা রাজা জনমেজয়কে বলিয়াছিলেন, সেই সুগোপ্য এই 'ভাগবতামৃত' নামক শাস্ত্র বৈষ্ণব সকল শ্রবণ করুন ॥ ১২ ॥

পরীক্ষিন্নন্দন জনমেজয় মুনীন্দ্র জৈমিনির নিকট হইতে অত্যাশ্চর্য্য ভারতাখ্যান শ্রবণ পূর্ব্বক উহার শেষভাগ শ্রবণে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৩ ॥

জনমেজয় বলিলেন,—"ব্রহ্মন্, আমি মহর্ষি বৈশম্পায়নের মুখ হইতে ভারত শ্রবণে যে রস প্রাপ্ত হই নাই, তাহা আপনার মুখকমল হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব সেই ভারতের শেষভাগ মধুর রস দ্বারা সমাপন করুন" ॥ ১৪ ॥

জৈমিনি বলিলেন,—"হে নৃপোত্তম, শুকদেবের উপদেশে যাঁহার নিখিল ভয় বিনষ্ট হইয়াছিল, যিনি সম্যক্‌প্রকারে চতুর্ব্বর্গের ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ-প্রেমরস-প্রবাহে নিমগ্ন ছিলেন, যাঁহার নিজাভীষ্টপদারোহণের কাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল, সেই নৃপোত্তম

চৈতন্যদেবের—চিত্তাধিষ্ঠাতৃ শ্রীবাসুদেবের। প্রিয়রূপ হইতে—ত্রিভঙ্গি-সুন্দর-বেণুবাদনপর শ্রীমন্নন্দকিশোরস্বরূপের সেবন হইতে, অথবা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় শ্রীরূপগোস্বামী হইতে। তাঁহাতে—চৈতন্যদেবে। অনুভূত—সাক্ষাৎকৃত। সার—তত্ত্ব। সংগ্রহ—সংগ্রহরূপ গ্রন্থ ॥ ১১ ॥

বৈষ্ণব সকল—শ্রীমন্নন্দকিশোরের চরণকমলের মকরন্দ পান করিতে অভিলাষী বৈষ্ণব সকল ॥ ১২ ॥

পুত্রশোকাতুরা—পুত্রের অচিরভাবী বিয়োগ হইতে উৎপন্ন শোকে

পরীক্ষিৎকে, পুত্রশোকাতুরা, পুত্র কর্ত্তৃক সংসারের মিথ্যাত্ব প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশদান দ্বারা প্রবোধনপূর্ব্বক আনন্দিতা, স্নেহরসনিমগ্না, কৃষ্ণকথাশ্রবণে অত্যন্তোৎসুকা, তাঁহার জননী বিরাটতনয়া উত্তরা একান্তে বক্ষ্যমাণ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন” ॥ ১৫ ॥

উত্তরা বলিলেন,—“বৎস, তুমি শুকদেব কর্ত্তৃক যাহা উপদিষ্ট হইয়াছ, নিজ বুদ্ধি দ্বারা, ক্ষীরসাগর হইতে অমৃতের ন্যায়, তাহার সার উদ্ধার করিয়া, আমার নিমিত্ত প্রকাশ করিয়া বল” ॥ ১৬ ॥

জৈমিনি বলিলেন,—“মাতৃবৎসল রাজা পরীক্ষিৎ, শুকদেবের মুখ হইতে শ্রুত, অত্যদ্ভুত শ্রীগোবিন্দকথার আখ্যানরসে উৎসুক হইয়া, আদরসহকারে বলিতে লাগিলেন” ॥১৭॥

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন,—“মাতঃ, যদিও আমার প্রয়াণকাল নিকটবর্ত্তী এবং আমি ঐ অত্যল্পকাল মধ্যে মুনিব্রত অবলম্বনে অভিলাষী হইয়াছি, তথাপি আপনার প্রশ্নের মাধুরী কর্ত্তৃক মুখরীকৃত হইয়া, পুত্রের সহিত আপনার প্রাণদাতা প্রভুবর অচ্যুতকে প্রণাম করিয়া, তদীয় কারুণ্যের প্রভাবে এবং বেদব্যাসনন্দন গুরু সেই শ্রীমান্ শুকদেবের

কাতরচিত্তা। পুত্র কর্ত্তৃক—রাজা পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক। তাঁহার জননী—পরীক্ষিজ্জননী ॥ ১৫ ॥

তাহার—সেই সরস উপদেশ সকলের ॥ ১৬ ॥

আখ্যানরসে—কথনানুরাগে ॥ ১৭ ॥

মুখরীকৃত—কথনে প্রবর্ত্তিত। পুত্রের সহিত—আমার সহিত। আপনার

প্রসাদে, ভাগবতোত্তম-শ্রীমৎ-শুক-নারদাদি-কর্তৃক সমুদ্ধৃত, মুনীন্দ্রমণ্ডলীমধ্যে অবধারিত, পরাশরাদি-মহাজন-সম্মত, অতি-গোপনীয় শ্রীমদ্ভাগবতামৃত সম্যক্ কীর্ত্তন করিতেছি, অবধারণ করুন" ॥ ১৮ ॥

একদা তীর্থমুকুটমণি প্রয়াগে মাঘমাসে মুনিশ্রেষ্ঠগণ প্রাতঃস্নানাদি সমাপনানন্তর সানন্দহৃদয়ে শ্রীমাধবের সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়া "তুমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরমানুগ্রহপাত্র" বলিয়া পরস্পর শ্লাঘা করিতেছিলেন ॥ ১৯ ॥

হে মাতঃ, তৎকালে সেই প্রয়াগধামে দশাশ্বমেধিক-তীর্থে ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ, অশেষসম্পত্তিশালী, তৎপ্রদেশাধিকারী এক দ্বিজবর, ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবার মানসে স্বীয় পরিজন-বর্গে পরিবৃত হইয়া, আগমন করিলেন। মহামনা সেই ব্রাহ্মণ, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিবিধ খাদ্য-সামগ্রী আয়োজনানন্তর, প্রথমতঃ আবশ্যকীয় নিত্যকর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক, সুবিস্তীর্ণ স্থান সম্মার্জ্জনাদি দ্বারা সংস্কার এবং তন্মধ্যে একটি সুন্দর চত্বর নির্ম্মাণ ও স্বহস্তে গোময়াদি দ্বারা তাহা উপলেপন করিয়া, আতপাদি নিবারণার্থ তদুপরি একখানি চন্দ্রাতপ তুলিয়া দিলেন ॥ ২০ ॥

সেই স্থানে পবিত্র স্বর্ণ-সিংহাসনে শালগ্রাম-শিলারূপী শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপন করিয়া, সানন্দচিত্তে যথাবিধানে ভক্তিসহ-

---

—নিজের। অবধারণ—শ্রদ্ধা সৎকারে নিশ্চয় পূর্ব্বক হৃদয়ে রক্ষণ, শ্রবণ ॥ ১৮ ॥

দশাশ্বমেধিক-তীর্থে—দশাশ্বমেধ ঘাটে। চত্বর—বেদী ॥ ২০ ॥

কারে তাঁহার অর্চ্চনানন্তর, অন্নবস্ত্রাদি বিবিধ উপহার-সামগ্রী সমর্পণ পূর্ব্বক, তদগ্রে স্বয়ং নৃত্য করিতে করিতে গীতবাদ্যাদি দ্বারা মহোৎসব করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

তদনন্তর বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রসমূহের ব্যাখ্যান দ্বারা বাদ-কুশল বহু বহু ব্রহ্মচারী, গৃহী ও যতি ব্রাহ্মণ সকলকে প্রণাম করিয়া ও সতত শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনানন্দলুব্ধ অনেকানেক বৈষ্ণব-সকলকে মধুর বাক্যাবলি দ্বারা ও দণ্ডবৎ প্রণামাদি বিবিধ ব্যবহার দ্বারা আনন্দিত করিয়া, ঐ সকল মহাত্মাদিগের পাদ-প্রক্ষালন-জল স্বয়ং মস্তকে ধারণ করিলেন এবং ভগবন্নিবেদিত অন্নাদি দ্বারা তাঁহাদিগের সকলকেই শ্রীভগবানের ন্যায় পূজা করিলেন ॥ ২২ ॥

তদনন্তর আচণ্ডাল দীন দরিদ্র সকলকে সাদরে ভোজন করাইয়া কুক্কুর, শৃগাল, পক্ষী ও কীটাদিকেও যথাযোগ্য তৃপ্ত করিলেন ॥ ২৩ ॥

এইরূপে সর্ব্বপ্রাণীর তৃপ্তি-সাধনের পর সাধুগণের আজ্ঞা লইয়া সপরিবারে সহর্ষে সকলের অবশেষ অমৃত ভোজন করিলেন ॥ ২৪ ॥

পরে শালগ্রামশিলারূপী শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আগমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া, তাঁহাতেই পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কর্ম্মের ফল সমর্পণ করিলেন ॥ ২৫ ॥

অতঃপর সেই শালগ্রামশিলারূপী শ্রীকৃষ্ণকে সুসজ্জিত করিয়া, তিনি নিজ-গৃহাভিমুখে গমনোদ্যত হইলে, দেবর্ষি নারদ দূর হইতে তাঁহাকে দর্শন করিয়া, সহসা মুনিসমাজ

অবশেষ অমৃত—ভোজনাবশেষ অমৃততুল্য মহাপ্রসাদ ॥ ২৪ ॥

হইতে উত্থিত হইলেন এবং "এই ব্যক্তিই মহাবিষ্ণুর প্রিয়" বারংবার এই কথা বলিতে বলিতে দ্রুতবেগে সেই বিপ্রবর্য্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

ভগবদ্ভক্তি-রস-পানাসক্ত দেবর্ষি শ্রীকৃষ্ণের পরমোৎকৃষ্ট কৃপার পাত্র জনকে জনসমাজে ব্যক্তভাবে বিখ্যাপিত করিবার নিমিত্তই বক্ষ্যমাণ বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন ॥২৭॥

দেবর্ষি বলিলেন, হে বিপ্রবর্য্য, আপনিই শ্রীকৃষ্ণের পরমকৃপার ভাজন; যেহেতু, হে মহামতে, সম্প্রতি আমরা এই তীর্থরাজ প্রয়াগে আপনার ঈদৃশ ধন, দ্রব্য, ঔদার্য্য ও বৈভব সাক্ষাৎ দর্শন করিলাম এবং ঐ সকল আবার সদ্ধর্ম্মের সম্পাদক ইহাও দেখিলাম ॥ ২৮ ॥

দেবর্ষির এই কথা শ্রবণ করিয়া, সেই বিজ্ঞ বিপ্রবর দেবর্ষিকে বলিলেন,—স্বামিন্, আপনি আমাকে যাহা বলিলেন, আমি তাদৃশী উক্তির পাত্র নহি। আপনি আমাতে শ্রীকৃষ্ণের কৃপার কি লক্ষণ দর্শন করিলেন? আমি অতি তুচ্ছ, ভগবৎ-কৃপার অপাত্র। আমি কি বা দান করিতে সমর্থ? আমার বৈভবই বা কি আছে? আমার ভগবদ্ভজনই বা কোথায়? ॥ ২৯ ॥

কিন্তু দক্ষিণদেশে যে মহারাজ বিরাজ করিতেছেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র। তাঁহার রাজ্যমধ্যে কতশত দেবালয় রহিয়াছে। তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বত্রই ভিক্ষুক,

---

জনকে—জন সকলকে, অথবা শ্রীরাধাকে ॥ ২৭ ॥

সদ্ধর্ম্মের—ভগবদ্ভক্তি-লক্ষণ উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের ॥ ২৮ ॥

তীর্থপর্য্যটক ও অভ্যাগত ব্যক্তি সকল শ্রীভগবন্নিবেদিত অন্নাদি ভোজন করিয়া সদা সুখে ভ্রমণ করিতেছেন ॥ ৩০ ॥

তাঁহার রাজধানীর সমীপে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান্ কৃপা প্রকাশ করিয়া স্থিরমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ বিরাজ করিতেছেন ॥ ৩১ ॥

সেই স্থানে নিত্য নব নব মহোৎসব হইয়া থাকে এবং ঐ স্থানে অভিলষিত পূজোপকরণ সকলও প্রতিক্ষণেই নূতন নূতন হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

রাজা বিষ্ণুর নিবেদিত সেই সেই উপহার দ্বারা কি স্বদেশবাসী, কি বৈদেশিক বহু বহু লোককেই সাদরে ভোজন করাইয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥

সেই পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবানের দর্শন-লালসায়, মহাপ্রসাদ-রূপ অন্নাদির উপভোগ-সুখ লাভের নিমিত্ত এবং সাধুসঙ্গ-লাভার্থ নানা দিগ্দেশ হইতে সমাগত বিষ্ণুপরায়ণ সাধু-সকল নিয়ত সেই স্থানে বাস করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

রাজা নিজ রাজ্যকে দেবতা ও ব্রাহ্মণের উদ্দেশে বিভাগ করিয়া দান করিয়াছেন। ঐ রাজ্যে কোনরূপ উপদ্রব, শোক বা ভয় দেখা যায় না ॥ ৩৫ ॥

ঐ রাজ্যের ভূমি সকল অকৃষ্টপচ্যা। ঐ স্থানে বৃষ্টিও যথেষ্ট হইয়া থাকে। ঐ রাজ্যে ফল, মূল ও বস্ত্রাদি অভি-লষিত দ্রব্য সকল অতি সুলভ। ঐ স্থানের প্রজাবর্গের

অভ্যাগত—অতিথি ॥ ৩০ ॥

অকৃষ্টপচ্যা—শস্যোৎপাদনে কর্ষণাপেক্ষারহিত ॥ ৩৬ ॥

সকলেই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণ-পরায়ণ ও সুখী। তাঁহারা সকলেই পুত্রের ন্যায় রাজার আজ্ঞানুবর্ত্তী ॥ ৩৬ ॥

অচ্যুতপ্রিয় ও নিরহঙ্কার সেই রাজা সদা নীচজনোচিত সেবা সকল দ্বারা শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তাঁহার কার্য্য দ্বারা সংসারের অখিল লোকই আনন্দলাভ করিতেছেন ॥ ৩৭ ॥

রাজা স্বয়ং স্বীয় ভ্রাতা, ভার্য্যা, পুত্র, পৌত্র, ভৃত্য, অমাত্য, পুরোহিত ও অন্যান্য পরিজনবর্গের সহিত শ্রীভগবানের সম্মুখে বিবিধ ছন্দোবদ্ধ নাম-সঙ্কীর্ত্তন,নৃত্য, দিব্য-গীত-সমূহ গান ও নানা-বাদ্য-বাদন দ্বারা নিজ প্রভুর সন্তোষ সম্পাদন করিয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

তাঁহার সেই সেই গুণগ্রাম কৃষ্ণভক্তির অনুকূল। তাঁহার অসংখ্য-গুণাবলীর কয়টি বা আমি জানি এবং কয়টি বা সংখ্যা করিতে বলি ? ॥ ৩৯ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন,—তদনন্তর সেই রাজাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত, দেবর্ষি নারদ তদ্দেশে গমন করিলেন এবং রাজ্যমধ্যে ভগবদর্চ্চন-পরায়ণ প্রজা সকল দর্শন করিলেন ॥৪০॥

অনন্তর দেবর্ষি হর্ষভরে বীণা-বাদন করিতে করিতে রাজধানীতে উপনীত হইলেন এবং প্রয়াগে বিপ্রবরের মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, ঐ স্থানে তদপেক্ষা অধিক দর্শন করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥৪১॥

দেবর্ষি কহিলেন,—রাজন্, আপনার স্বধর্ম্মনিরত প্রজা-বর্গ, লোকবাৎসল্যাদি গুণগ্রাম, অন্নদানাদি ধর্ম্ম-কর্ম্ম, ধন, জ্ঞান ও ভক্তি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত এই রাজ্য-বৈভব দর্শন করিয়া,

আপনিই যে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র, আমি তাহা অনুভব করিতেছি ॥ ৪২ ॥

পরীক্ষিৎ কহিলেন,—বৈষ্ণব-চূড়ামণি, দেবর্ষি নারদ রাজার ঐ সকল গুণ সবিস্তার বর্ণন করিতে করিতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বীণাযোগে তদীয় গুণ-সকল গান করিতে করিতে তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

রাজাও নিজের প্রশংসা শ্রবণে লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া, মুনিবরের সম্যক্ অর্চ্চন-পুরঃসর বিনয়-সহকারে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

হে দেবর্ষে, অল্পায়ু, অল্পৈশ্বর্য্য, অল্পপ্রদ, অস্বতন্ত্র, ভয়াক্রান্ত, তাপত্রয়-পীড়িত, কৃষ্ণানুগ্রহ-বাক্যেরও অযোগ্য, এই অধম মনুষ্যকে আপনি কেন অবিচারে তদীয় করুণাপাত্র বলিয়া মনে করিতেছেন? ॥ ৪৫ ॥

দেবতাগণই ভগবান্ বিষ্ণুর দয়ার পাত্র; কারণ, তাঁহারা তেজোময়-শরীর-বিশিষ্ট, নিষ্পাপ, স্বত্ত্বগুণযুক্ত, দুঃখরহিত, সদা সুখবিশিষ্ট, স্বচ্ছন্দাচার ও স্বচ্ছন্দগতি এবং ভক্তকুলের অভিলষিত বরের প্রদাতা; মৃত্যু, রোগ ও জরা প্রভৃতির হরণকারী, স্বেচ্ছাক্রমে উপস্থিত ও ক্ষুধাতৃষ্ণাদি বাধার অভাবেও তৃপ্তিকর অমৃত তাঁহাদিগের ভোগ্য; তাঁহারা মানবগণ কর্ত্তৃক নিত্য-পূজিত হইয়া থাকেন, এবং এই ভারতবর্ষে প্রচুর পুণ্যকর্ম্ম করিলে যে স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়, মহাভাগ্যবলে সেই স্বর্গলোকে তাঁহারা বাস করিয়া থাকেন ॥ ৪৬ ॥

অস্বতন্ত্র—স্বধর্ম্মাচারাদি-পরাধীন ॥ ৪৫ ॥

হে মুনে, ঐ দেবতাদিগের মধ্যে আবার তাঁহাদিগের অধিপতি ইন্দ্রই শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপাপাত্র। তিনি ত্রিলোকীর রাজা এবং তাহাদিগের নিগ্রহে বা অনুগ্রহে সমর্থ। তিনি জলবর্ষণ দ্বারা লোক সকলের জীবন হয়েন। আমাদিগের ন্যায় সার্ব্বভৌম রাজার সম্বন্ধে শত অশ্বমেধের অনুষ্ঠান দ্বারা যাহা অতি দুর্ল্লভ, সেই ত্রিলোকীশ্বরতা তিনি একসপ্ততি চতুর্যুগ ব্যাপিয়া ভোগ করিয়া থাকেন। উচ্চৈঃ-শ্রবা অশ্ব, ঐরাবত গজ, কামদুঘা গো, একটিমাত্র পুষ্প দ্বারা বিচিত্র গীত, বাদ্য, নৃত্য, বেশ ও অশনাদি সর্ব্বকামের সম্পাদক পারিজাত প্রভৃতি কল্পবৃক্ষ ও কল্পবল্লী দ্বারা সমলঙ্কৃত নন্দনকানন প্রভৃতির ঐ ইন্দ্রই অধীশ্বর ॥ ৪৭-৪৯ ॥

ঐ দেবরাজ ইন্দ্রের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব, বামনরূপী ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং যাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইয়াছেন এবং যাঁহাকে সদা আপৎসমূহ হইতে রক্ষা করিয়া ও আনন্দিত করিয়া সাক্ষাৎ তদ্দত্ত পূজা গ্রহণ করিতেছেন। এ সকলই ত আপনি জানেন, ইহার অধিকও আপনার বিদিত আছে, অতএব আমি আর কি বলিব? ॥ ৫০—৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতামৃতে প্রথমখণ্ডে সরলানুবাদে

প্রথম অধ্যায় ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পরীক্ষিৎ কহিলেন,—মাতঃ, মুনিবর নারদ এইরূপে সেই রাজাকে প্রশংসা করিয়া স্বর্গে গমন পূর্ব্বক দেবসভা-মধ্যে বিরাজমান ও দেবতাগণে পরিবৃত শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করিলেন ॥ ১ ॥

দেবর্ষি দেখিলেন,—বামনরূপী ভগবান্ বিষ্ণু বিহগরাজ গরুড়ের পৃষ্ঠে সুখাসীন রহিয়াছেন; দেবতারা কল্পদ্রুমজাত বিচিত্র পুষ্পের মালা, বিলেপন, ভূষণ, বসন ও অমৃতাদি স্বর্গীয় উৎকৃষ্টোৎকৃষ্ট উপচার দ্বারা তাঁহার পূজা করিতেছেন; বৃহস্পতি প্রভৃতি মহর্ষিগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন; জননী অদিতি-দেবী কোমলকরস্পর্শাদি দ্বারা তাঁহাকে লালন করিতেছেন; তিনিও প্রিয় বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগকে আনন্দিত করিতেছেন; সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণ বিবিধ স্তব দ্বারা, জয়শব্দ দ্বারা এবং বাদ্য, গীত ও নৃত্য দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিতেছেন; তিনিও উচ্চৈঃস্বরে ইন্দ্রকে দৈত্যগণ হইতে দৃঢ় অভয় প্রদান এবং নিজ পত্নী কীর্ত্তি কর্ত্তৃক নিবেদিত তাম্বূল লীলাসহকারে গ্রহণ ও চর্ব্বণ করিতেছেন; দেবরাজ তৎপার্শ্বে স্বীয় আসনে আসীন ও স্বকীয় ছত্রচামরাদি বিভূতি সকল দ্বারা রাজিত হইয়া মুহুর্মুহু তদীয় মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন এবং তৎকর্ত্তৃক আচরিত নিজের উপকার সকল বর্ণন করিতে করিতে মহানন্দে সহস্র-নয়নে অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছেন ॥ ২ ॥

অনন্তর দেবর্ষি নারদ, নিজাবাসে প্রয়াণপরায়ণ শ্রীবিষ্ণুর অনুগমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সভাস্থলে সমাগত দেবরাজ ইন্দ্রকে জয়াশীর্ব্বাদ-সহকারে অভিনন্দন করিয়া বলিতে লাগিলেন। নারদ বলিলেন,—হে দেবরাজ, তুমি শ্রীবিষ্ণুর অনুকম্পা-ভাজন; যেহেতু চন্দ্র-সূর্য্য-যমাদি লোকপাল সকল তোমার আজ্ঞাকারী। বসুরুদ্রাদিও যে তোমার আজ্ঞাকারী, তাহা বলা বাহুল্য। মাদৃশ মুনিগণও তোমার বশীভূত। ঐন্দ্রী শ্রুতি সকল তোমাকে জগদীশ্বর বলিয়া স্তব করিয়া থাকেন। তুমি যখন ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলদাতা, তখন তোমার তাদৃশ স্তবও যুক্তই হইতেছে ॥ ৩ ॥

অহো! স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু তোমার কনিষ্ঠ সহোদর হইয়া কনিষ্ঠ কর্ত্তৃক জ্যেষ্ঠের সম্মানরূপ সদাচার পালনার্থ সদা তোমার গৌরব করিতেছেন ॥ ৪ ॥

পরীক্ষিৎ বলিলেন,—এইরূপে ইন্দ্রের সৌভাগ্য-বৈভব মুহুর্মুহু কীর্ত্তন করিয়া দেবর্ষি বীণাবাদন সহকারে তাঁহাকে ভগবৎপ্রিয় বলিয়া প্রশংসা করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

তখন দেবরাজ দেবর্ষি নারদকে অভিবাদন করিয়া লজ্জা-সহকারে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—হে গান্ধর্ব্বকলা-ভিজ্ঞ, তুমি কি আমাকে উপহাস করিতেছ? ॥ ৬ ॥

তুমি কি এই স্বর্গরাজ্যের বৃত্তান্ত বিদিত নও? আমরা

ঐন্দ্রী—ইন্দ্রসম্বন্ধিনী ॥ ৩ ॥

গান্ধর্ব্বকলাভিজ্ঞ—সঙ্গীতবিদ্যাবিৎ ॥ ৬ ॥

দৈত্যভয়ে এই স্বর্গ হইতে কতবারই না পলায়ন করিয়াছিলাম ? ॥ ৭ ॥

দৈত্যরাজ বলি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া অসুরদিগকেই সর্ব্বতোভাবে সূর্য্যচন্দ্রাদির অধিকারে নিযুক্ত করিয়াছিল। তৎকালে সেই যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিত ; আমরা উহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলাম ॥ ৮ ॥

তাদৃশ দুঃখের পর, আমার পিতা ও মাতার সুদীর্ঘকাল সুদৃঢ় তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু নিজ অংশমাত্র দ্বারা আমার ভ্রাতৃত্ব গ্রহণ করেন ॥ ৯ ॥

তিনি ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করিয়াও সেই শত্রু সকল বিনাশ না করিয়া কেবল আমাদিগের পক্ষে লজ্জাকর কপট যাচ্ঞা দ্বারা বলিরাজার নিকট হইতে স্বর্গরাজ্য আদায় পূর্ব্বক আমাকে অর্পণ করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

স্বর্গে স্পর্দ্ধা ও অসূয়া প্রভৃতি দোষ সকল আছে, ব্রহ্মহত্যাদি পাপ আছে এবং নিত্য পতনের ভয়ও আছে, অতএব স্বর্গবাসিগণের কি সুখ ? ॥ ১১ ॥

আরও আমার প্রতি উপেন্দ্রের বিশেষ উপেক্ষাই দেখা যায় ; যেহেতু তিনি সুধর্ম্মানাম্নী স্বর্গসভা ও পারিজাতবৃক্ষ এই দুইটি স্বর্গের উৎকৃষ্ট বস্তুই এখান হইতে মর্ত্ত্যলোকে লইয়া গিয়াছেন ॥ ১২ ॥

গোপগণ কর্ত্তৃক ক্রিয়মাণা আমার চিরন্তনী পূজা তিনি নষ্ট করিয়াছেন। তিনি আমার প্রিয় অখণ্ড খাণ্ডববন অর্জ্জুন দ্বারা দাহ করাইয়াছেন ॥ ১৩ ॥

চিরন্তনী—বহুকালাবধি প্রচলিত ॥ ১৩ ॥

পূর্ব্বে যখন আমি ত্রিলোকভয়দ বৃত্রাসুরের বধার্থ তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, তখন তিনি তদ্বিষয়ে উদাসীন হইয়া আমাকেই তদগ্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

তিনি আমার অমরাবতী উৎসাদন পূর্ব্বক আমাকে অবজ্ঞা করিয়া, সর্ব্বলোকোপরি প্রপঞ্চান্তর্ব্বর্ত্তী বৈকুণ্ঠমধ্যে নূতন নিজভবন নির্ম্মাণ করিলেন ॥ ১৫ ॥

তিনি আমাদিগের পিতা ও মাতার আরাধনার বলে এবং পুরোহিত বৃহস্পতির আগ্রহাতিশয়ে বাধ্য হইয়া মৎকৃত পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য নিজধামে গমন করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

পুনর্ব্বার সত্বর আগমন পূর্ব্বক অস্মদ্দত্ত অর্ঘ্য স্বীকরণানন্তর, আমাদিগের কর্তৃক "আমরা আপনার অনুগ্রহপাত্র" এই প্রকার উক্ত হইয়া, আমাদিগকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত, আদেশ করিয়া থাকেন যে, "আমি যাবৎ আগমন না করি, তাবৎ তোমরা ব্রহ্মা অথবা শিবের পূজা করিবে; যেহেতু উহাঁরা আমা হইতে ভিন্ন নহেন; বিষ্ণু, রুদ্র ও পিতামহ এই তিনটি দেবতা একই মূর্ত্তি, ইত্যাদি শাস্ত্রবচন কি তোমরা বিস্মৃত হইয়াছ?" ॥ ১৭ ॥

উহাঁর বাসেরও স্থিরতা নাই। বিশেষতঃ উহাঁর মুনিজনদুর্লভ বাসস্থান আমাদিগের অগম্য। উনি কখন প্রপঞ্চাতীত বৈকুণ্ঠধামে, কখন প্রপঞ্চান্তর্ব্বর্ত্তী রমাপ্রিয় নামক বৈকুণ্ঠলোকে, কখন ধ্রুবলোকে এবং কখন ক্ষীরাব্ধিমধ্যে শ্বেতদ্বীপে বাস করিয়া থাকেন। সম্প্রতি উনি দ্বারকাপুরীতে বাস করিতেছেন। সেখানেও বাসের নিয়ম নাই।

কখন পাণ্ডবাগারে কখন বা মথুরাতে বাস করেন। মথুরা-মণ্ডলে বাসকালেও আবার কখন মধুপুরে, কখন গোকুলে বাস করেন। গোকুলেও বাসের স্থিরতা নাই; বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। এইরূপে তাঁহার দর্শনই দুর্লভ, আমাদিগের প্রতি কৃপা ত দূরের কথা। হে পরমেষ্ঠি-তনয়-প্রধান দেবর্ষে, বরং আপনার পিতাকেই শ্রীহরির কৃপাপাত্র বলিয়া জানিবেন, তিনি লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণেরই তনয়॥ ১৮॥

তাঁহার একদিনে মাদৃশ চতুর্দ্দশ ইন্দ্র, চতুর্দ্দশ মনু ও তৎপুত্রাদি উদ্ভূত হইয়া থাকেন। তাঁহার একটি দিবসের পরিমাণ চারিসহস্র দৈবযুগ। তাঁহার রাত্রিকালও তাবৎ-পরিমিত। ঐরূপ অহোরাত্রের তিন শত ষষ্টি সংখ্যা পূর্ণ হইলে, তাঁহার একটি বৎসর পূর্ণ হয়। তাদৃশ একশত বৎসর তাঁহার আয়ুঃ-পরিমাণ॥ ১৯॥

তিনি লোকসকলের ও লোকপালসকলের সৃষ্টিকর্ত্তা ও অধিকারদাতা। তিনি লোকসকলের পালনকর্ত্তা ও কর্ম্মফল-প্রদাতা। উহাদিগের সংহারকর্ত্তাও তিনিই। সহস্র-শীর্ষা মহাপুরুষ তাঁহার লোকে ব্যক্তভাবে সর্ব্বদা অবস্থান ও যজ্ঞভাগসমূহ গ্রহণ করিয়া তল্লোকবাসীদিগকে আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন॥ ২০॥

তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র, তদ্বিষয়ে এইরূপ সহস্র সহস্র যুক্তি দেখা যায়। তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্রই বা বলি কেন; তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন নহেন, তাহা শ্রুতিবাক্য ও স্মৃতিবাক্য দ্বারা প্রতি-

পাদিত হইয়া থাকে। প্রভো, তাঁহার ও তল্লোকবাসী-দিগের এইরূপ এবং অন্য যে কিছু মাহাত্ম্য, তাহা ত আপনিই বিদিত আছেন ॥ ২১ ॥

পরীক্ষিৎ বলিলেন,—দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, "অহে ইন্দ্র, সাধু সাধু", এই কথা বলিতে বলিতে ত্বরান্বিত হইয়া, ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তিনি দূর হইতেই ব্রহ্মলোকস্থ ব্রহ্মর্ষিগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর ভক্তিসহকারে বিতায়মান মহা মহা যজ্ঞ সকলের সুমহান্ ধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

পরে সেইস্থানে উপনীত হইয়া দেখিলেন, পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া, সেই সকল যজ্ঞে শ্রৌত-পুরুষ-সূক্তোদ্দিষ্ট, জটামণ্ডলমণ্ডিত, সহস্রশীর্ষা, যজ্ঞাধিষ্ঠাতা মহাপুরুষরূপে লক্ষ্মীর সহিত আবির্ভূত হইয়া, যজ্ঞভাগ গ্রহণপূর্ব্বক যাজকগণকে আনন্দিত করিতেছেন ॥ ২৩ ॥

পরে সেই মহাপুরুষ পদ্মযোনির সন্তোষের নিমিত্ত তৎ-কর্ত্তৃক নিবেদিত দ্রব্যসমূহ সহস্র হস্ত দ্বারা সহস্র বদনে অর্পণ ও ভোজন করিয়া, যজমানদিগকে অভিলষিত বর প্রদানানন্তর নিদ্রাগৃহে গমন করিলেন। তৎকালে আর কেহই তাঁহার দর্শন পাইলেন না। লক্ষ্মীদেবী তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিতে লাগিলেন। তিনি লীলাসহকারে নিদ্রিত হইলেন ॥ ২৪ ॥

বিতায়মান—অনুষ্ঠীয়মান ॥ ২২ ॥

শ্রৌতপুরুষসূক্তোদ্দিষ্ট—বেদান্তর্গত পুরুষসূক্ত নামক মন্ত্রের লক্ষ্য ॥ ২৩ ॥

নিদ্রিত হইলেন—ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি দৃষ্টি নিমীলন করিলেন ॥ ২৪ ॥

ইত্যবসরে ব্রহ্মাও তাঁহার অনুমতি অনুসারে, পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞে নিজতনয় ঋষি সকলকে নিযুক্ত করিয়া, স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য সকল পর্য্যালোচনা করিবার নিমিত্ত নিজভবনে আগমন করিলেন ॥ ২৫ ॥

তদনন্তর দেবর্ষি পারমেষ্ঠ্যাসনে সুখাসীন, নিজ প্রভু, শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শ্রবণে ও তৎকীর্ত্তনে রত, আনন্দাশ্রুযুক্তাষ্ট-নেত্র, বিচিত্র-পারমৈশ্বর্য্য-সামগ্রী-পরিষেবিত, নিজ পিতা ব্রহ্মার সম্মুখে গমন ও তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

দেবর্ষি বলিলেন,—আপনিই নিশ্চয় ভগবান্ হরির কৃপা-পাত্র; যেহেতু আপনি প্রজাপতিদিগেরও পতি এবং সর্ব্বলোকের পিতামহ। আপনি একাকী এই চতুর্দ্দশ ভুবন সৃষ্টি, রক্ষা ও সংহার করিতেছেন। আপনি নিত্য ব্রহ্মাণ্ডসমূহের ঈশ্বর ও স্বয়ম্ভু শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

আপনার সভায় ভবদীয়-বদন-চতুষ্টয়-সমুদ্ভূত ধর্ম্মাদি চতু-র্ব্বর্গের ও তত্তৎসাধনসমূহের জ্ঞাপক বেদ ও পুরাণ সকল মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজ করিতেছেন ॥ ২৮ ॥

মত্ততাদি-দোষ-রহিত সাধুগণ বিশুদ্ধ স্বধর্ম্মাচারের পরিপাক দ্বারা শতজন্মে আপনার লোক লাভ করিতে পারেন ॥ ২৯ ॥

আপনার এই ব্রহ্মলোকের উপরে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে আর

নিজভবনে—লোক-পদ্মে ॥ ২৫ ॥

কোন লোক নাই। শ্রীনারায়ণের বৈকুণ্ঠাখ্য লোকও ইহার অভ্যন্তরেই বিরাজিত ॥ ৩০ ॥

ঐ বৈকুণ্ঠলোকে মহাপুরুষমূর্ত্তি শ্রীনারায়ণ নিত্য সাক্ষাৎ দৃশ্য হইয়া বাস করিতেছেন। সেই পদ্মনাভ পুরুষই যজ্ঞ-ভাগ সকল গ্রহণপূর্ব্বক ঐ সকল যজ্ঞের ফল প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

আপনি অন্বেষণহেতু বহু আয়াস স্বীকার করিয়াও কল্পা-দিতে তাঁহার উদ্দেশ প্রাপ্ত হয়েন নাই; কেবল কালান্তরে প্রভূত তপস্যা দ্বারা স্বীয় হৃদয়ে ক্ষণকাল তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

অতএব সত্যই আপনি শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। নিশ্চয় আপনিই সেই মহাপুরুষ এবং আপনিই লীলার্থ বিবিধ শরীর ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—দেবর্ষি এইরূপে স্বয়ং দৃষ্ট ও ইন্দ্রপ্রোক্ত মাহাত্ম্য সবিস্তার বারংবার কীর্ত্তন করিয়া ভক্তি-সহকারে তাঁহাকে নমস্কার করিলেন ॥ ৩৪ ॥

চতুরানন দেবর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়াই "আমি তাঁহার দাস" এই কথা বারংবার বলিতে বলিতে অষ্টকর্ণের আচ্ছা-দনে ব্যস্ত হইলেন। তিনি অশ্রব্য-বাক্য-শ্রবণ-জন্য কোপকে যত্ন সহকারে নিগৃহীত করিয়া আক্ষেপের সহিত নিজ পুত্র নারদকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

শ্রীব্রহ্মা বলিলেন,—আমি কি তোমাকে বাল্যাবধি "আমি ভগবান্ কৃষ্ণ নহি" এইটি প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা বার বার বুঝাইয়া বলি নাই? ॥ ৩৬ ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপা মহামায়া দাসীর ন্যায় তাঁহা দৃষ্টিপথে থাকিয়া নিজ গুণ সকল দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি, রক্ষা ও সংহার করিতেছেন ॥ ৩৭ ॥

আমরা সকলেই সেই মায়া কর্ত্তৃক মোহিত ও তাঁহার অধীন। অতএব আমাকে শ্রীকৃষ্ণের কৃপালেশেরও পাত্র বোধ করিও না ॥ ৩৮ ॥

আমি তাঁহারই মায়ায় সতত জগতের নিয়ামক, পালক ও সংহারক। আমি তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে সমুদ্ভূত। আমি তপস্বী, আমি তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকি, ইত্যাদি গুরুতর অভিমানই আমাকে নষ্ট করিতেছে। আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের আবশ্যকীয় ব্যাপার সকলের বিচারে বিহ্বল হইয়া এবং ভূতসঙ্কুল আত্মলোকের নাশচিন্তায় অভিভূত হইয়া সদা সর্ব্বসংহারক মহাকালের ভয়ে কেবল মুক্তির কামনা করিতেছি ॥ ৩৯ ॥

আমি তন্নিমিত্ত স্বয়ং ভগবৎপূজা করিতেছি এবং অপর সকলকেও তাহাই করাইতেছি। তার পর, আমার লোক-মধ্যে যে শ্রীনারায়ণের আবাস বলিয়াছ, তাহাও অসাধারণ নহে; কারণ, সেই জগদীশ্বরের বাস কোন্ স্থানেই বা নাই? ॥ ৪০ ॥

তিনি যে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন, তাহাও কেবল নিজাজ্ঞা-রূপ বেদের প্রচারার্থ এবং স্বয়ং সম্পাদিত প্রিয়তম যজ্ঞমূর্ত্তির বা যজ্ঞবিধির অনুগ্রহার্থ, মৎপ্রতি অনুগ্রহার্থ নহে ॥ ৪১ ॥

অহে বিচারাচার্য্য, সেই শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র ভক্তিপ্রিয়

জানিবে। তিনি ভক্তগণের প্রতি কৃপা বিস্তার করিয়া থাকেন, অভক্তগণের প্রতি কখনই তাহা করেন না ॥ ৪২ ॥

ভক্তি দূরে থাকুক, যদি তাঁহাতে আমার অপরাধ না হয়, তবে আমি আপনাকে বহু করিয়া মানি। তিনি যেমন রুদ্রের অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আমার অপরাধ ক্ষমা করেন না ॥ ৪৩ ॥

অতিদুষ্ট হিরণ্যকশিপু আমা হইতে বরসমূহ লাভ করিয়া সমস্ত লোকের উপতাপক ও বৈষ্ণব-দ্রোহ-তৎপর হইলে, প্রভু নারায়ণ যখন শ্রীমন্নৃসিংহরূপ ধারণপূর্ব্বক তাহাকে সংহার করেন,তখন আমি তদীয় ভীষণ রূপ সন্দর্শনে ভীত হইয়া, সপরিবারে দূরে থাকিয়াই তাঁহাকে বিচিত্র স্তবাবলী দ্বারা স্তব করিয়াছিলাম ; কিন্তু তিনি কটাক্ষ দ্বারাও আমাকে আদর করেন নাই। পরন্তু তাঁহার প্রসাদে প্রহ্লাদের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হইলে, আমি যখন অল্পে অল্পে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হই, তখন তিনি ক্রোধভরে আমাকে এই আদেশ করিলেন যে, "অহে পদ্মযোনে, তুমি আর কখন অসুরদিগকে এইরূপ বর প্রদান করিও না।" তথাপি আমি আবার রাবণাদি দুষ্টগণকে বর প্রদান করিয়াছিলাম। রাবণের যে সকল গর্হিত কর্ম্ম, তাহা কাহার জিহ্বা বলিতে ইচ্ছা করে ? ৪৪ ॥

মৎকর্ত্তৃক দত্তাধিকার মহামদমত্ত সদা বিবেকরহিত

বহু করিয়া মানি—সাধু মনে করি ॥ ৪৩ ॥

উপতাপক—পীড়াদায়ক ॥ ৪৪ ॥

ইন্দ্রাদি লোকপাল সকলের প্রভুর অতি অপরাধ সকল স্মরণ কর। ইন্দ্র গোবর্দ্ধনপূজায় মহাবৃষ্টি দ্বারা এবং পারিজাত-হরণে যুদ্ধ দ্বারা, জলেশ্বর গোপরাজ নন্দের হরণ দ্বারা এবং বাণসম্বন্ধীয় ধেনু সকলের অসমর্পণ দ্বারা, যম তাঁহার গুরু-পুত্রের অনুচিত সংহার দ্বারা, কুবের দুরাচার শঙ্খচূড়ের আচরণ দ্বারা প্রভুর প্রতি অপরাধ করে। আরও পাতাল-তলস্থ দানবগণ বৈষ্ণবদ্রোহী এবং তল্লোকস্থ কালিয়বান্ধব সর্প সকল স্বভাবতঃ ক্রোধপরায়ণ ও দুষ্ট ॥ ৪৫ ॥

সম্প্রতিও আমি স্বয়ং শ্রীবৃন্দাবনে প্রভুর ভোজন সময়ে তৎপালিত গোবৎস ও গোপবালক সকলকে মায়া বিস্তার পূর্ব্বক হরণ করিয়াছি ॥ ৪৬ ॥

হরণানন্তর মহাশ্চর্য্য লীলা অবলোকন করিয়া সভয়ে ও প্রণতি পুরঃসর স্তব করিলেও, আমি অতিশয় ধৃষ্ট বলিয়া, প্রভু আমাকে গোপবালক লীলা দ্বারা বঞ্চনা করিয়াছেন ॥ ৪৭ ॥

আমি এতাদৃশ অপরাধী হইয়াও, তদীয় প্রিয়তম ব্রজ-মণ্ডলের অনন্যগতি সেই প্রভুর তাৎকালিক সহজ বদন-কমলের প্রসাদ অবলোকনমাত্র হৃষ্ট হইয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছি ॥ ৪৮ ॥

আমরা, সর্ব্বদা তৎসমীপে অবস্থান উচিত হইলেও, ব্রজভূমিতে দীর্ঘকাল বাস করিলে যদি কোনরূপ অপরাধ ঘটে, এই ভয়ে, সেই স্থান হইতে চলিয়া আসিয়াছি। এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট, নিজের অন্য অসৌভাগ্য সকলের বর্ণন নিষ্প্রয়োজন ॥ ৪৯ ॥

দেখ নারদ, মহাদেবই একমাত্র বিষ্ণুর সখা বলিয়া বিখ্যাত, অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে তাঁহার সদৃশ কৃপাপাত্র আর দেখিতে পাই না ॥ ৫০ ॥

যিনি সদা শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমল-মকরন্দ-পানে উন্মত্ত হইয়া, ধর্ম্মাদি অর্থ সকলকে ও পারমৈশ্বর্য্যভোগকে তুচ্ছ করিয়াছেন,—যিনি অস্মাদৃশ ভোগাসক্ত বিষয়ীদিগকে উপহাস করিবার নিমিত্তই যেন স্বয়ং ধুস্তুর-ফল, অর্কপত্র ও অস্থিমালা ধারণ, উলঙ্গভাবে অবস্থান, ভস্মানুলেপন এবং প্রসারিত জটাভার বহন পূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছেন,—যিনি আত্মসংগোপনে অসমর্থ হইয়াই যেন কৃষ্ণপাদাব্জশৌচসম্ভূতা গঙ্গাকে নিজ মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক হর্ষভরে নৃত্য করিতে করিতে এই জগৎকে প্রলয়দশা প্রদান করিতেছেন ॥ ৫১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ হেতু তিনিই মাদৃশ আধিকারিক দেবতা সকলকে আমাদিগের অভিলষিত মোক্ষ প্রদান করিতে পারেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? তাঁহার পত্নীও ঐ মোক্ষ প্রদান করিতে সমর্থা ॥ ৫২ ॥

অহো! শিবলোকবাসী লোক সকলও মুক্ত। তাঁহার প্রসাদে কত লোকই না মুক্ত ও কৃষ্ণভক্ত হইয়াছেন! ৫৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীশিবের ভেদদৃষ্টি মহাদোষকরী বলিয়া গণিত হয়। শ্রীভগবান নিজের প্রতি অপরাধ বরং ক্ষমা করেন, কিন্তু শ্রীশিবের প্রতি যে অপরাধ, তাহা ক্ষমা করেন না ॥ ৫৪ ॥

শিবদত্তবরে উন্মত্ত ত্রিপুরাসুরের ভয় হইতে ও বৃকা-

সুরাদি হইতে অতিশয় বিপদগ্রস্ত শ্রীশিবকে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করেন এবং অমৃততুল্য মধুরবাক্য দ্বারা আনন্দিত করেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার মাহাত্ম্যবর্দ্ধনের নিমিত্ত, তাঁহার বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক পরশুরামাদিরূপে তদীয় অন্তরঙ্গ ভক্তের ন্যায় ভক্তিসহকারে তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ৫৫ ॥

অমৃতমন্থনে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সাক্ষাৎ থাকিয়াও প্রজাপতিগণ দ্বারা আরাধনা করিয়া শ্রীগৌরীপ্রাণবল্লভ মহাদেবকে আনয়ন পূর্ব্বক ঘোর বিষপান করাইয়া, নীলকণ্ঠ নাম দ্বারা বিভূষিত করিয়াছিলেন। ইহাতে কি স্পষ্ট বোধ হইতেছে না যে, তিনি শ্রীমন্মহাদেবকে মহামহিমাপরম্পরাসমূহ দ্বারা অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ॥ ৫৬ ॥

হে মুনে, শিবের প্রতি শ্রীহরির দয়ালুত্ব পুরাণ সকলই গান করিয়া থাকেন, এবং তাহা তুমিও বিদিত আছ, স্মরণ করিয়া দেখ ॥ ৫৭ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন,—হে পুত্রবৎসলে, অনন্তর দেবর্ষি গুরুকে প্রণাম করিয়া কৈলাসগিরিতে গমন করিতে উৎসুক হইলেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মা নিজপুত্র সেই দেবর্ষিকে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৮ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, পূর্ব্বকালে কুবের ভক্তিসহকারে আরাধনা করিয়া শ্রীশিবকে বশীভূত করেন। তন্নিমিত্ত উমাপতিও এই ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে আবিষ্কৃত কৈলাস-গিরিতে ঈশানকোণের পালকরূপে যথোচিত পরিবারবর্গে পরিবৃত হইয়া বাস করিতেছেন। ঐ স্থানে তাঁহার প্রপঞ্চাতীত নিজ

বৈভব সম্যক্ আবিষ্কৃত না হইলেও, তদপেক্ষায় স্বল্প বৈভব আবিষ্কার করিয়াই বাস করিতেছেন ॥ ৫৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যেমন মাদৃশ আধিকারিক দেবতাদিগের ভক্তিতে বশীভূত হইয়া আমার লোক ও স্বর্গাদিতে যথোচিত লীলাদি আবিষ্কারপূর্ব্বক বাস করিয়া থাকেন, শ্রীশিবও তদ্রূপ কৈলাসগিরিতে সমুচিত লীলাদি আবিষ্কার পূর্ব্বক বাস করিতেছেন ॥ ৬০ ॥

অনন্তর বায়ুপুরাণের মত বলিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মাণ্ড-কটাহের পৃথিব্যাদি সপ্ত আবরণের বহির্ভাগে যে শ্রীশিব-লোক বিরাজ করিতেছেন, তাহা অবিনশ্বর, অমায়িক ও আনন্দ-পরিপাক-স্বরূপ। শ্রীমন্মহাদেবের শ্রেষ্ঠ ভক্ত সকলই ঐ লোক লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৬১ ॥

আত্মতুল্যমহিমান্বিত ও শোভাসম্পন্ন পরিবারবর্গে পরি-বৃত ও মহাবিভূতিযুক্ত, ছত্রচামরাদি পরিচ্ছদ দ্বারা পরিমণ্ডিত, আপনা হইতে অভিন্ন শ্রীমৎ সঙ্কর্ষণদেবের অর্চ্চনায় রত হইয়া, শ্রীমন্মহাদেব ঐ নিজ লোকে বিরাজ করিতেছেন। তিনি তথায় ঐ সঙ্কর্ষণদেবকে নিজের অভীষ্টদেবতার ন্যায় অর্চ্চনা করিয়া কি না অদ্ভুত মহিমা বিস্তার করিতে-ছেন? ৬২॥

তুমি যখন শ্রীমন্মহাদেবে শুদ্ধভক্তিসম্পন্ন, তখন তুমি সেই স্থানে গমন করিতে সমর্থ। অতএব তুমি সেই শিব-লোকে গমন পূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা করিয়া তৎপ্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা অবলোকন কর ॥ ৬৩ ॥

পরীক্ষিৎ বলিলেন,—মাতঃ, দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক

এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া, শিবনাম ও কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে কৌতুকভরে শিবলোকে গমন করিলেন ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে প্রথমখণ্ডে সরলানুবাদে

দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ ২ ॥

Vrindavan Das

তৃতীয় অধ্যায়।

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—মাতঃ, দেবর্ষি নারদ ঐ শিবলোকে শ্রীসঙ্কর্ষণ দেবের অর্চ্চনরত, তদীয় ভাবে আবিষ্ট হইয়া নৃত্যপরায়ণ ও কীর্ত্তনোন্মত্ত, প্রীতিসহকারে জয়শব্দের সহিত গীতবাদ্যাদিনিরত, নন্দীশ্বরাদি নিজ অনুচরবর্গের পুনঃ পুনঃ শ্লাঘারত, বিচিত্র মধুর করতালি প্রদানে সমর্থা উমাদেবীকেও প্রশংসাকারী শ্রীমন্মহাদেবকে দূর হইতে দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং বীণাবাদন পুর্ব্বক প্রণাম করিলেন ॥ ১ ॥

পরে তিনি "আপনি শ্রীকৃষ্ণের পরমানুগ্রহভাজন" এই কথা বলিয়া বারংবার গান করিতে লাগিলেন এবং পিতা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক উক্ত সমস্ত বিষয়ই সুস্বরে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

অনন্তর বৈকুণ্ঠপ্রিয় শ্রীমন্মহাদেব, নিজপাদাব্জরেণু-স্পর্শকামনায় সমীপে অভ্যাগত মুনিবর নারদকে আকর্ষণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরসধারায় প্রমত্ত হইয়া, "হে ব্রহ্মপুত্র, কি বলিতেছ", সাদরে এই কথা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

তদনন্তর দেবর্ষি নারদ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, নিজের সম্ভাষণরসে আপ্লুত, নৃত্যকৌতুকত্যাগকারী, পরিমিত পরিজন দ্বারা পরিবৃত, ব্রতিগণের আসনে বীরাসনে আসীন, পার্ব্বতীপ্রাণনাথ সেই মহাদেবকে ভক্তিসহকারে প্রণাম পুরঃসর রুদ্রষড়ঙ্গক

নামক বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া তদীয় জগদীশত্বমাহাত্ম্যপ্রতিপাদক স্তবসমূহ দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন এবং তৎপ্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতিশয় বিস্তার করিয়া গান করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

তখন সকল বৈষ্ণবের চূড়ামণি ও বিষ্ণুভক্তিপ্রবর্ত্তক ভগবান রুদ্র নিজ প্রশংসাবাদ শ্রবণে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন পূর্ব্বক অতিশয় ক্রোধসহকারে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

শ্রীরুদ্র বলিলেন,—আমি কখনই জগদীশ্বর নহি বা জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কৃপাস্পদও নহি। কিন্তু আমি সদা তাঁহার দাসের দাসগণের অনুগ্রহপ্রার্থী ॥ ৬ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—তখন দেবর্ষি, শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদে শ্রীশিবের যে স্তব করিতেছিলেন, সসম্ভ্রমে তাহা ত্যাগ করিয়া, আপনাকে অপরাধীর ন্যায় মনে করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

শ্রীনারদ বলিলেন,—সত্যই আপনি বিষ্ণুর ও বৈষ্ণবদিগের দুর্গম ও নিগূঢ় মহিমা সকল বিদিত আছেন এবং অপরকেও বিদিত করাইয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

এই নিমিত্তই প্রধান প্রধান বৈষ্ণব সকল আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া থাকেন এবং শ্রীকৃষ্ণও আপনার প্রতি প্রীত হইয়া আপনার মহিমা অধিকভাবে বিস্তার করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কত বারই ভক্তিসহকারে আপনার আরাধনা করিয়া কতই না বর-গ্রহণ করিয়াছেন! ১০ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—তখন ভগবান মহাদেব নারদের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্যধারণে অসমর্থ ও লজ্জিত হইয়া সত্বর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নিজ করদ্বয় দ্বারা দেবর্ষির বদন আচ্ছাদন করিলেন এবং বলিলেন, "নারদ, তুমি আর আমার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিও না" ॥ ১১ ॥

অনন্তর সবিস্ময়ে উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"মুনে, প্রভুর দুর্ব্বিতর্ক্য লীলাবৈভব অবলোকন কর" ॥ ১২ ॥

"অহো! মদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কি বিচিত্র ও গম্ভীর, আমি তাঁহার চরণে বিবিধ অপরাধ করিলেও তিনি আমাকে উপেক্ষা করেন নাই" ॥ ১৩ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণভক্তিরসপ্লুত শ্রীশিবের এই সকল কথা শ্রবণে পরমানন্দিত হইয়া তাঁহার চরণদ্বয় ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

শ্রীনারদ বলিলেন,—আপনি শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয়। আপনার তাঁহাতে অপরাধের কোন অবকাশই দেখা যায় না। উহা কদাচিৎ লোকদৃষ্টিতে প্রকাশ পাইলেও শ্রীভগবানের দৃষ্টিতে প্রকাশ পায় না ॥ ১৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিতে আপনার অপরাধ প্রকাশ না পাইবার যথেষ্ট কারণ আছে। বাণাসুর নিজ বাহুবলে দৃপ্ত হইয়া সাধুগণের প্রতি উপদ্রব করিত। সে অনিরুদ্ধকে অসুর-মায়ায় বন্ধন করে। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার যুদ্ধ ঘটে এবং ঐ যুদ্ধে সে হতপ্রায় হয়। সে আপনার ভক্ত ও পুত্রবৎ পালিত; সুতরাং আপনি তাহার প্রাণরক্ষার্থ শ্রীহরির

স্তব করেন। তিনিও আপনার স্তবে প্রসন্ন হইয়া রোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ অসুরকে নিজ সারূপ্য ও আপনার পার্ষদত্ব প্রদান করিয়া দেবগণের দুষ্প্রাপ্য পদ প্রদান করেন ॥ ১৬ ॥

আপনি বৈষ্ণবদ্রোহী গর্গতনয় প্রভৃতিকে, তাহাদিগের সুদুশ্চর তপস্যা দ্বারা আরাধিত হইয়া, যে বর প্রদান করিয়াছিলেন, সে সকলও নিশ্ছিদ্র নহে; সুতরাং তাহাতে আপনার কোন অপরাধ দেখা যায় না ॥ ১৭ ॥

শ্রীহরির অংশাবতার শ্রীসঙ্কর্ষণাদির আশ্রিত অজ্ঞ চিত্রকেতু প্রভৃতি আপনার নিন্দা করিলেও আপনি তাহাদিগের প্রতি কোপ করেন নাই ॥ ১৮ ॥

আপনি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত তাঁহারই নিকট তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব বাঞ্ছা করিয়াও বিশেষ চাতুর্য্যসহকারে তদ্ভক্তত্বই প্রার্থনা করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

এই নিমিত্তই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ও ভগবতী দুর্গাকে ব্রহ্মাদিরও প্রার্থনীয় মোক্ষদানাধিকার প্রদান করিয়াছেন ॥ ২০ ॥

অহো! ঈদৃশ ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ ঐশ্বর্য্য থাকিলেও আপনি ঐ সকল নিজ সুখে আদররহিত হইয়া অবধূতের ন্যায় সদা বিষ্ণুভক্তিতে আবিষ্ট হইয়া মহান্ উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় দিগম্বর হইয়া রহিয়াছেন। আপনার ন্যায় অপর কোন্ ব্যক্তি পত্নীর সহিত ও প্রমথগণের সহিত ভাবাবেশে নৃত্য করিয়া থাকে? অদ্য আমি আপনার অদ্ভুত ভগবদ্ভক্তিলাম্পট্যমহিমা দর্শন করিলাম। অতএব আপনিই শ্রীকৃষ্ণের

নিত্য পরমবল্লভ। আপনাতে যে নিরুপাধিকৃষ্ণপ্রেম বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আর কি বলিব? আপনি তাঁহার প্রিয়ভক্ত বলিয়া, আপনার প্রসাদে দশ প্রচেতা প্রভৃতি অপর বহু বহু জনও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাস্পদতা লাভ করিয়াছে ॥ ২১ ॥

আপনার পত্নী এই দেবী পার্ব্বতীর প্রসাদেও কতশত লোক শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনিই বিশেষরূপে আপনাদিগের উভয়ের তত্ত্ব জানিয়াছেন ॥ ২২ ॥

এই অম্বিকাদেবী শ্রীকৃষ্ণের ভগিনীর ন্যায় সদা স্নেহপাত্র। অতএব আপনি আত্মারাম হইয়াও ইহাঁর অপেক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

আপনি সর্ব্বদা বিচিত্র ভগবন্নাম-সঙ্কীর্ত্তন-কথার উৎসব দ্বারা ইহাঁকে আনন্দিত করিয়া বিষ্ণুভক্তসঙ্গজনিত সুখ অনুভব করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—হে মাতঃ, অনন্তর বৈষ্ণবাগ্রগণ্য মহেশ্বর লজ্জায় অবনতবদন হইয়া ভগবদ্ভক্ত নারদকে বলিলেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—ত্যক্তসর্ব্বাভিমান ব্রহ্মনন্দন, কি আশ্চর্য্য! কি কষ্ট! তোমার ন্যায় নিরভিমান ব্যক্তিদিগের প্রভু শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায়? আর সকল অভিমানের মূলভূত লোক সকলই বা কোথায়? ২৬ ॥

আমি লোকেশ্বর, জ্ঞানদাতা, জ্ঞানী, মুক্ত, মুক্তিপ্রদ, ভক্ত, বিষ্ণুভক্তিপ্রদ ইত্যাদি অহঙ্কারে সমাবৃত ॥ ২৭ ॥

হে নারদ, আমাতে যদি শ্রীহরির বিন্দুমাত্রও কৃপা

থাকিত, তবে কি পারিজাতহরণ বা উষাহরণাদিতে আমার সহিত তাঁহার সংগ্রাম হইত, অথবা সেই প্রভু তদীয় দাস আমার আরাধনা করিতেন, বা "তুমি কল্পিত নিজ আগমসমূহ দ্বারা লোক সকলকে মদ্বিমুখ কর" আমাকে এই প্রকার আদেশ করিতেন ? ২৮ ॥

তুমি যে আমাদের দুই জনের মুক্তিদাতৃত্ব লক্ষ্য করিয়া হর্ষভরে প্রশংসা করিতেছ, ঐ মুক্তি অতি নিদারুণ ব্যাপার। উহা ভক্তগণের শুনিয়াও দুঃখ হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

অতএব হে কৃষ্ণপার্ষদপ্রধান দেবর্ষে, আমাকে শ্রীহরির কৃপাস্পদ বিবেচনা করিও না। বৈকুণ্ঠবাসী ভক্ত সকলই তাঁহার কৃপাসারভাজন ॥ ৩০ ॥

যাঁহারা ধর্ম্মাদি সমুদায় অর্থকে তৃণবৎ ত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে প্রিয় শ্রীহরির আরাধনা করিয়া তদীয় আরাধনার প্রভাবে আনুষঙ্গিকরূপে স্বয়ং উপস্থিত সমস্ত অর্থসিদ্ধি লাভ করিয়া তৎসমুদায়কে অপাঙ্গদৃষ্টি দ্বারাও আদর করেন না ॥ ৩১ ॥

যাঁহারা সকল অভিমান পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত-ভয়-বর্জ্জিত, গুণাতীত, সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীবৈকুণ্ঠপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৩২ ॥

ঐ শ্রীবৈকুণ্ঠধামে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা সকলেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তাঁহারা সেই স্থানে থাকিয়া সচ্চিদানন্দময় পরমবৈভব প্রাপ্ত হইয়াও তাহার প্রতি আদর করেন না এবং শ্রীহরির সারূপ্যের প্রতিও দৃষ্টি করেন না ॥ ৩৩ ॥

তাঁহারা হরিভক্তি দ্বারাই পরম সন্তোষ লাভ করিয়া

থাকেন, এবং তাঁহারা হরিভক্ত ও হরিভক্তির রক্ষণ এবং বর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত যদৃচ্ছাক্রমে সদা সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

ঐ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে যে পশুপক্ষিবৃক্ষাদি, তাহারাও সেই সেই যোনি ধারণ পূর্ব্বক মুক্ত পুরুষদিগকে উপহাস করিয়াই যেন বিবিধ সেবা দ্বারা নিরন্তর প্রভু শ্রীহরির অর্চ্চনা করিতেছে। আমরা যাহা ভাগ্যোদয়ে কদাচিৎ দর্শন করি, তাহারা সেই আনন্দবর্দ্ধন, রমালালিতচরণকমল শ্রীহরিকে সাক্ষাৎ দর্শন ও তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতেছে ॥ ৩৫ ॥

অহো! বৈকুণ্ঠলোকে ও তল্লোকবাসী পুরুষ সকলে শ্রীকৃষ্ণের যাদৃশ কৃপামাহাত্ম্য অজস্র বিরাজ করিতেছে, তাহা কি অন্য কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়? ৩৬ ॥

যে শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে পরমানন্দে নিরন্তর প্রভুর নাম-সঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা উদ্ভাবিত, প্রেমামৃতবহনশীল, বিচিত্র ভজন ব্যতিরেকে অন্য কোন চেষ্টাই দেখা যায় না ॥ ৩৭ ॥

অহো! তত্রত্য পরমানন্দরসাব্ধির মহিমা অতি অদ্ভুত। উহার কণার অর্দ্ধাংশ দ্বারাও ব্রহ্মানন্দ তুলিত হইতে পারে না ॥ ৩৮ ॥

ঐ শ্রীবৈকুণ্ঠধাম বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তসকল এবং তত্রত্য নিখিল পদার্থই কৃষ্ণপাদাব্জের পরমপ্রেম কর্ত্তৃক অনুগৃহীত ॥ ৩৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশকরুণাভাজন শ্রীবৈকুণ্ঠবাসীদিগের আমা অপেক্ষা অধিকতর মহিমার বিষয় আর কি বর্ণন করিব? ৪০ ॥

মর্ত্ত্যলোকবাসী, পাঞ্চভৌতিকদেহধারী, ভগবদ্ভক্তিরসিক মনুষ্য সকলও মাদৃশ দেবগণের সদা নমস্য ॥ ৪১ ॥

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, যাঁহারা একমাত্র তদীয় প্রেমসম্পত্তিলাভে অভিলাষী, তন্নিমিত্ত যাঁহারা সমস্ত অর্থ, স্বজন ও জীবনের প্রতি মমতা ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহারা ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত সাধ্য ও সাধন বিষয়ে স্পৃহারহিত হইয়াছেন, যাঁহারা জাতি বর্ণাশ্রমাচার ও ধর্ম্মের অধীনতার পরপারে গমন করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত যাঁহারা ঋণত্রয় হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছেন, যাঁহারা বেদবিহিত মার্গ অতিক্রম করিয়াও হরিভক্তি-প্রভাবাবেগে সর্ব্বদা অকুতোভয় হইয়াছেন, যাঁহারা তদ্ভক্তিরসলম্পট অতএব স্বর্গ মোক্ষ ও নরকে তুল্যার্থদর্শী হইয়া অপর কিছুই বাঞ্ছা করেন না ॥ ৪২ ॥

দেবর্ষে, আমি সত্য বলিতেছি, তাঁহারাই শ্রীভগবানের ন্যায় আমার পরম প্রিয় এবং তাঁহাদিগের সহিত সঙ্গ আমার পরম প্রার্থনীয় ॥ ৪৩ ॥

নারদ, তাদৃশ লোক সকলের যে স্থানে অবস্থিতি হয়, তাহাই বৈকুণ্ঠলোক, এ বিষয়ে কোন বিচার নাই, আমি এই মনে করি ॥ ৪৪ ॥

মর্ত্ত্যলোকবাসী মানবগণ যদি কৃষ্ণভক্তিরূপ সুধার পান-হেতু অহঙ্কারাস্পদ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ এবং দেহসম্বন্ধি মমতাস্পদ পুত্রকলত্রাদি ও বিষয়ভোগাদি বিস্মৃত হয়েন, তবে সেই সকল ব্যক্তির ভৌতিক শরীরেও সচ্চিদানন্দরূপতা সিদ্ধ হয় ॥ ৪৫ ॥

এই মর্ত্ত্যলোকেই সকল সিদ্ধ হইলেও, কেবল শ্রীভগবানের সহিত সদা সাক্ষাৎ ক্রীড়াপরম্পরা অনুভব করিবার নিমিত্ত তাঁহারা কখন কখন শ্রীবৈকুণ্ঠলোকের অপেক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৪৬ ॥

অতএব আমি যাঁহাদিগের মহিমা বলিলাম, সেই বৈকুণ্ঠবাসী লোকসকল অপ্রাপ্তবৈকুণ্ঠলোক মাদৃশ ব্যক্তি সকল হইতে শ্রেষ্ঠ; যেহেতু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কৃপাবিশেষপাত্র ও পরমপ্রিয় ॥ ৪৭ ॥

এই প্রকার বৈকুণ্ঠবর্ণনার মধ্যে মহালক্ষ্মীর মাহাত্ম্যবিশেষশূন্য শিববাক্য শ্রবণ করিয়া তদসহমানা মহালক্ষ্মীপ্রিয়সখী পার্ব্বতী বলিলেন, নারদ, ঐ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকেও মহালক্ষ্মী শ্রীহরির বিশেষ প্রিয়া বলিয়া প্রসিদ্ধা; যেহেতু তিনি তাদৃশ শ্রীবৈকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠবাসিগণের ঈশ্বরী ॥ ৪৮ ॥

যাঁহার কটাক্ষপাতে লোকপালগণের বিভূতি এবং যাঁহার অনুগ্রহে তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান, ভোগমোক্ষাদি-বৈতৃষ্ণ্যরূপ বৈরাগ্য ও ভগবদ্বিষয়িণী ভক্তি হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

যিনি আদরসহকারে ভবাদৃশ ব্যক্তি সকলকে পরিত্যাগ করিয়া তপস্যা দ্বারা সেই নিরপেক্ষ শ্রীভগবানকে আরাধনা করিয়া প্রিয়রূপে বরণ করেন ॥ ৫০ ॥

যিনি শ্রীভগবানের রমণীয় বক্ষঃস্থলোপরি নিত্য বাস করেন, যিনি পতিব্রতাগণের শ্রেষ্ঠা এবং যিনি অশেষ অবতার সকলে উহাঁর অনুগমন করিয়া থাকেন ॥ ৫১ ॥

পরীক্ষিৎ বলিলেন,—দেবর্ষি নারদ পরমানন্দে ক্ষোভিতচিত্ত হইয়া, "হে কমলাকান্ত, হে বৈকুণ্ঠপতে, হে হরে,

হে বৈকুণ্ঠলোক, ও হে বৈকুণ্ঠলোকবাসিগণ, হে কৃষ্ণপ্রিয়ে পদ্মে, হে বৈকুণ্ঠাধীশ্বরি মহালক্ষ্মি, আপনারা সকলেই জয়যুক্ত হউন” উচ্চস্বরে এই সকল বলিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥

অনন্তর সেই মহালক্ষ্মীর অভিনন্দনের নিমিত্ত বৈকুণ্ঠ-গমনোদ্যত নারদমুনিকে, স্বয়ং মহাদেব, তাঁহার অভিপ্রেতার্থ অবগত হইয়া, করদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠগমনে নিষেধ করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥

মহেশ্বর বলিলেন,—নারদ, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জন দর্শনে ঔৎসুক্য বশতঃ তোমার স্মৃতি কি বিলুপ্ত হইয়াছে ? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে পৃথিবীর মধ্যে দ্বারকাপুরীতে বাস করিতেছেন, তাহা কি তুমি বিস্মৃত হইলে ? ৫৪ ॥

বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্য সকল দ্বারকাতে যেরূপে বিরাজিত রহিয়াছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। বৈকুণ্ঠাধীশ্বরী মহা-লক্ষ্মীকেই ভীষ্মকরাজতনয়া রুক্মিণী বলিয়া জানিবে। আর শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার বামন প্রভৃতির সমীপে যাঁহারা বিরাজিত রহিয়াছেন, তাঁহারা ঐ মহালক্ষ্মীরই অংশ ॥ ৫৫ ॥

সেই দ্বারকাতে সম্পূর্ণা মহালক্ষ্মী রুক্মিণী সদা পরিপূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই পাদপদ্ম সেবা করিতেছেন ॥ ৫৬ ॥

অতএব হে ব্রহ্মন্, বৈকুণ্ঠগমনাভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই স্থানেই উপবেশন কর। আমি ধীরে ধীরে গোপনে তোমার কর্ণে একটি উৎকৃষ্ট রহস্য বলিতেছি, তুমি পরম-শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ কর ॥ ৫৭ ॥

হে নারদ, আমি তোমার পিতা ব্রহ্মা এবং গরুড়

প্রভৃতি বৈকুণ্ঠপার্ষদগণ ও মহালক্ষ্মী হইতেও শ্রীকৃষ্ণের কারুণ্য-বিশেষের পাত্র বলিয়া এই জগতে প্রহ্লাদই প্রসিদ্ধ, অতএব তিনিই শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ও নিরতিশয় প্রিয় ॥ ৫৮ ॥

নারদ, তুমি কি পুরাণাদিতে অধীত ভগবদ্বচন সকল বিস্মৃত হইলে ? "আমি যাহাদিগের পরমগতি, সেই সকল সাধু ভক্ত ব্যতিরেকে আমি আমার শ্রীমূর্ত্তিকে এবং মদেক-পরায়ণা লক্ষ্মীকেও বাঞ্ছা করি না", এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটিও কি তোমার স্মরণ হয় না ? ৫৯ ॥

মদাদি (আমি প্রভৃতি) দেবতাগণের উৎপত্তিকারণ এবং গরুড়াদি নিজ ভক্তগণেরও বিনোদজননী ভগবানের শ্রীমূর্ত্তিও যাহাদিগের হইতে আদরণীয় হয় না, সেই ভক্তগণকে কোন্ ব্যক্তি স্তুতি করিতে সমর্থ হয় ? (—কেহই না) ॥ ৬০ ॥

সেই ভক্তগণের মধ্যেও আবার প্রহ্লাদের ভাগ্য তর্কের অগোচর। স্বয়ং ভগবানই বলিয়াছেন, "আমার যত ভক্ত আছে, প্রহ্লাদ তাহাদের উপমানস্বরূপ" ॥ ৬১ ॥

সেই প্রহ্লাদের অত্যুত্তম সৌভাগ্য, হিরণ্যকশিপুর বিদারণ কালে, লক্ষ্মীদেবীর সহিত আমরা সকলেই সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছি ॥ ৬২ ॥

ভগবান্ বিষ্ণু পুনঃ পুনঃ বরদানে উদ্যত হইলেও, যিনি মুক্তি যাচ্ঞা না করিয়া, কেবল ভক্তিই প্রার্থনা করিয়া-ছিলেন, আমি সেই প্রহ্লাকে নমস্কার করি ॥ ৬৩ ॥

মুনিবর, যে ব্রহ্ম-কৃত-মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া দেবাধিকৃত স্বর্গরাজ্য আত্মসাৎ করিয়াছিল, যে গুরু শুক্রচার্য্যেরও আদেশ প্রতিপালন করে নাই, যে স্বীয় বাগ্‌জালের সত্যতার

শেষ রক্ষা করিতে পারে নাই, সেই বলির দ্বারে, যে দ্বার-পালস্বরূপে শ্রীভগবানের অবস্থিতি, তাহা কি তাহার ঐ তুচ্ছ ত্রৈলোক্যদানের ও স্বশরীরদানের ফল? এবং দুষ্ট বাণাসুরের যে রক্ষণ, তাহাও কি মৎকৃত ভগবৎস্তব দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে? (— কখনই নহে) ॥ ৬৪—৬৫ ॥

ঐগুলি কেবল মহাপ্রিয়তম প্রহ্লাদের প্রীতির অপেক্ষাতেই জানিতে হইবে। মহালক্ষ্মীর প্রিয়সখী গৌরী এই স্থানে রহিয়াছেন, আর অধিক কি বলিব! ৬৬ ॥

অতএব তুমি সত্বর সুতলে গমন পূর্ব্বক আশীর্ব্বচনসমূহ দ্বারা বর্দ্ধিত ও স্বয়ং প্রহ্লাদকে আলিঙ্গন করিয়া, তাঁহাকে আমার আলিঙ্গনপরম্পরা জানাইবে ॥ ৬৭ ॥

অহো! সজ্জনাগ্রগণ্য সেই প্রহ্লাদ আমাদিগের কৃত প্রণতি বা স্তুতি কিছুই সহ্য করিতে পারেন না, অতএব তুমি যদি সুখলাভে অভিলাষী হও, তবে সেই স্থানে যাইয়া যেন প্রমাদবশতঃ তাঁহাকে প্রণামাদি করিও না ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে প্রথমখণ্ডে সরলানুবাদে

তৃতীয় অধ্যায় ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—অনন্তর দেবর্ষি নারদ, মহাদেবের ঐ কথা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের ন্যায় শ্রবণ করিয়া প্রহ্লাদকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অতিশয় কৌতূহলান্বিত হইলেন এবং মানস-যানে আরোহণ পূর্ব্বক ধাবনমাত্রেই অসুরপুর সুতলে গমন করিলেন। বৈষ্ণবচূড়ামণি প্রহ্লাদ তৎকালে নির্জ্জন-প্রদেশে শ্রীভগবৎসম্বন্ধিপ্রেমে সমুল্লসিত ধ্যানযোগে সংলগ্ন-চিত্ত ছিলেন। তিনি তদবস্থাতেই দূর হইতে মুনিবর নারদকে সাক্ষাৎ দর্শনের ন্যায় দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার প্রত্যুদ্গমনের নিমিত্ত উদ্যোগ করিতে করিতেই দেবর্ষি বেগভরে তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন। তখন প্রহ্লাদ আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন, এবং পরমাগ্রহসহকারে তাঁহাকে সেই আসনে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর দেবর্ষি যথাবিধানে প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক প্রদত্ত পূজাসম্ভার গ্রহণ না করিয়াই, নিতান্ত-প্রেম-বিহ্বল-চিত্তে কেবল তাঁহার আলিঙ্গনে তৎপর হইয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিতে করিতে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন॥ ১—৩॥

নারদ বলিলেন,—বৎস, তুমিই কেবল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র কৃপাভরপাত্র। আমি তোমাকে বহুকাল পরে দর্শন করিলাম। অদ্য আমার বেদাধ্যয়নাদির প্রয়াস সফল

হইল। বাল্যকাল হইতেই তোমার বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি জন্মিয়াছে। এরূপ কৃষ্ণভক্তি পূর্ব্বে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই॥ ৪ ॥

তোমার পিতা হিরণ্যকশিপু কখন বিষদান, কখন কারা-বন্ধন, কখন হস্তিপদতলে নিক্ষেপ, কখন সর্পাদি জন্তু দ্বারা উৎপীড়ন, কখন বা পর্ব্বত হইতে ভূমিতলে পাতন প্রভৃতি দারুণ ও দুস্তর, ভক্তির বিঘ্নস্বরূপ, যে সকল অপরিমিত উপ-দ্রব তোমার প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিল, তুমি তৎসমস্তই জয় করিয়াছিলে। হরিভক্তিপ্রভাবে সেই সকল উপদ্রব তোমার কিছুই করিতে পারে নাই। অধিক কি, তোমার প্রভাবে সমস্ত দৈত্যগণই পরমভাগবত হইয়াছে॥ ৫ ॥

তুমি কৃষ্ণাবিষ্ট হইয়া পানাদিমত্তের ন্যায় অথবা উন্মত্তের ন্যায় কখন নৃত্য করিয়া, কখন গান করিয়া, কখন কম্পমান হইয়া, কখন বা রোদন করিয়া ন্যায়শাস্ত্রোক্ত জন্মমরণাদি একবিংশতিপ্রকার সংসারদুঃখ হইতে লোক সকলকে উদ্ধার করিয়া কেবল যে তাহাদিগের দুঃখ মোচন করিয়াছ, তাহা নহে, কিন্তু সর্ব্বত্র হরিভক্তি বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে পরম সুখী করিয়াছ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণ স্বয়ং মহাসাগরের তীরে আবির্ভূত হইয়া আপনার ক্রোড়ে করিয়া জননীর ন্যায় তোমাকে চুম্বন ও আলিঙ্গন প্রভৃতি দ্বারা লালন করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা ও মহেশ প্রভৃতি অমরদিগকে গরুড়াদি ভক্তদিগকে এবং প্রাণাধিকা লক্ষ্মী-কেও অনাদর করিয়া, অর্থাৎ কৃপাকটাক্ষনিক্ষেপে অপেক্ষা না করিয়া, কৃপাবলোকন উত্থাপন ও স্পর্শনাদি দ্বারা তোমার

সংকার করিয়াছিলেন, স্বভক্তদ্রোহজনিত মহাক্রোধে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সংহারে উদ্যত শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া পরমভীত ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভগবানের কোপাপনোদনের নিমিত্ত প্রার্থিত হইয়া, তুমি নিজ প্রভুর পাদপদ্মমূলে নিপতিত হইলে, শ্রীমন্নৃসিংহদেব স্বয়ং তোমাকে উত্থাপন করেন ও তোমার মস্তকে করকমল অর্পণ পূর্ব্বক অঙ্গলেহন করেন, ব্রহ্মাদি সুরগণের প্রার্থনীয় এবং বরদান করিবার আগ্রহে পরমাদ্ভুত চাতুরীপুঞ্জ সহকারে শ্রীহরি কর্ত্তৃক দীয়মান পরমপদ উপেক্ষা করিয়া যিনি নিজের জন্মজন্মান্তরে কেবল ঐ শ্রীহরির প্রতি ভক্তিরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন ॥ ৭—৯ ॥

শ্রীমন্নৃসিংহদেবকে স্তব করিবার সময় তুমি যে তাঁহার নিকট স্বয়ং সকল লোকের উদ্ধার প্রার্থনা করিয়াছিলে, সেই লোকোদ্ধারবাসনাতেই যে তুমি নিজ প্রভুর প্রীতি পর্য্যালোচনা করিয়া পৈত্রিক রাজ্য স্বীকার পূর্ব্বক তদ্ধ্যান-পরায়ণ হইয়া অবস্থান করিতেছ ॥ ১০ ॥

তুমি একদা পীতবসন শ্রীহরির পাদপদ্ম সন্দর্শনের নিমিত্ত নৈমিষারণ্যে গমনকালে পথিমধ্যে শ্রীনারায়ণের সহিত যুদ্ধ কর। সেই যুদ্ধে প্রীত হইয়া শ্রীভগবান স্বয়ং তোমাকে বলেন, "ইহা অতিশয় আনন্দের বিষয় তুমি সর্ব্বদাই আমাকে জয় করিলে" ॥ ১১ ॥

পরীক্ষিৎ কহিলেন,—শ্রীহরিভক্তিরসের অর্ণবস্বরূপ ও তন্মর্ম্মসেবক সেই নারদমুনি এইরূপ বলিতে বলিতে উচ্চস্বরে "অস্মদাদি ভক্তগণ কর্ত্তৃক শ্রীভগবান জিত হইয়াছেন" এই কথা বলিয়া উঠিলেন ॥ ১২ ॥

নারদ বলিলেন,—হে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, তুমি যে শ্রীভগবানকে ব জয় করিয়াছ, ইহা আর কি বলিব, দৈত্যগণপতি তোমার পৌত্র বলিও, তোমার প্রসাদে অতীব বশীভূত করিয়া তাঁহাকে দ্বারদেশে দ্বারপাল করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

বৎস, পূর্ব্বে দক্ষ প্রভৃতি আমাকে এই বলিয়া শাপ দিয়াছিলেন যে, "তুমি ত্রিভুবনে কেবল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে, একস্থানে স্থির থাকিতে পারিবে না"। কিন্তু অতঃপর আমি তোমাদিগের অনুগ্রহে দক্ষাদির শাপকে অভিভব করিয়া নিশ্চয়ই এই স্থানে নিয়ত বাস করিব ॥ ১৪॥

পরীক্ষিৎ কহিলেন,—ধীমান্ প্রহ্লাদ আত্মশ্লাঘা সহনে অসমর্থ হইয়া লজ্জাবনতবদনে নারদমুনিকে নমস্কার করিয়া তদীয় গৌরবহেতু ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

প্রহ্লাদ বলিলেন,—ভগবন্ শ্রীগুরো, আপনি স্বয়ংই বিচার করিয়া দেখুন, এবং ইহা সকল স্থানেই সুব্যক্ত আছে, যে, বাল্যকালে শ্রীকৃষ্ণভক্তির বোধও সম্ভব হয় না ॥ ১৬ ॥

ভবাদৃশ মহাজনগণের উপদেশবলে উত্তম বোধ জন্মিলে, বিঘ্ন দ্বারা অনভিভব, শিশুদিগের প্রতি উপদেশদান, সাধুগণের ন্যায় আচরণ, আর্ত্ত প্রাণীর প্রতি দয়া এবং মোক্ষের অস্বীকার প্রভৃতি, শ্রীহরিভক্তিতে প্রবৃত্ত লোক সকলের মহিমাপাদক লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ১৭—১৮ ॥

শ্রীমন্, শ্রীকৃষ্ণ-চরণারবিন্দ-ভক্তি-প্রভাবাভিজ্ঞ সাধু সকল এই সকল বিঘ্নানভিভব প্রভৃতি হইতেও শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ অনুমান করিতে পারেন না। যাহাকে শ্রীভগবানের অনুগ্রহ

বলে, তাহা কেবল তদীয় সেবক সকলের প্রতিই প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

হনূমান প্রভৃতি ভক্ত সকল যেরূপ সেবা করিয়াছিলেন, আমি সেরূপ কোন সেবাই করি নাই; আমি কেবল বিঘ্নাকুলচিত্তে তাঁহার স্মরণমাত্র করিয়া থাকি ॥ ২০ ॥

আপনি মদ্বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণের লালন প্রভৃতি যে প্রশংসা করিলেন, তাহাকে মায়াবাদীরা মায়াকার্য্য এবং ভক্তিমার্গীয় কোন কোন লোক লীলাকার্য্য মনে করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

ভগবন্মাহাত্ম্যতত্ত্ববেত্তা ভবাদৃশ ব্যক্তি সেই লালন-পালনাদিকে শ্রীহরির সহজ-বাৎসল্য ভরে কোমলতার স্বভাব দ্বারা অনুষ্ঠিত বলিয়া মনে করিতেছেন, আমি কিন্তু সেইগুলি স্বপ্ন, ভ্রম ও মনোরথের ন্যায় বোধ করিতেছি। ঐ গুলি যদি সত্য হয়, হউক, কিন্তু ঐ সকল কারুণ্যের লক্ষণ হইতে পারে না ॥ ২২ ॥

ভক্তিপরায়ণ সাধুগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীহনূমান প্রভৃতিকে যেরূপ বিচিত্র সেবা প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্রূপ বিচিত্র সেবার সমর্পণই ভক্তগণের প্রতি প্রভুর প্রসাদ, লালনাদি প্রভুর অনুগ্রহ নহে ॥ ২৩ ॥

শ্রীমন্নরসিংহদেব যে সকল লীলা করেন, সেগুলি আমার প্রতি অনুগ্রহ বশতঃ নহে, পরন্তু ঐগুলি নিজ ভক্ত ইন্দ্রাদি দেবগণের রক্ষণ, বৈকুণ্ঠপার্ষদদ্বয়ের মোচন, ব্রহ্মার ও তদীয় পুত্র সনকাদি মুনিগণের বাক্যের সত্যতাপাদন এবং সম্যক্‌প্রকারে নিজ ভক্তির মহত্ত্ব প্রদর্শনের নিমিত্ত ॥ ২৫ ॥

পরমাকিঞ্চন-ভক্ত-শ্রেষ্ঠ মুনে, যখনই শ্রীভগবান্ আমাকে রাজ্যদান করিয়াছেন, তখনই জানিয়াছি যে, তাঁহার মৎপ্রতি কৃপার লেশমাত্রও নাই ॥ ২৬ ॥

এই বিষয়ে, "আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করি, তাহাকে সমুদায় ঐশ্বর্য্য হইতে বিচ্যুত করিয়া থাকি" ইত্যাদি শ্রীভগবানের উক্তি ও অন্যান্য মহাজনগণের উক্তিই প্রমাণ ॥ ২৭ ॥

দেখুন, রাজ্য-সম্বন্ধ-হেতু বন্ধুভৃত্যাদিসঙ্গ বশতঃ আমার সমস্ত ভগবদ্ভজন বা পূর্ব্বকালীন ভজ[illegible] পাইয়াছে। আমাকে ধিক্, যেহেতু আমি এখনও তজ্জন্য রোদন করিতেছি না ॥ ২৮ ॥

অন্যথা আমি কি পুনর্ব্বার অসুর-স্বভাব-প্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় বদরিকাশ্রমে প্রসিদ্ধ প্রভুর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতাম? ২৯ ॥

জীবাত্মার ব্রহ্মস্বরূপ তত্ত্বের উপদেশ বিষয়ে দুষ্পাণ্ডিত্যময় অসুরগণের সহিত সঙ্গ বশতঃ আজ পর্য্যন্ত আমার অধম শুষ্কজ্ঞানাংশ অপগত হয় নাই ॥ ৩০ ॥

অতএব যদ্দ্বারা প্রভুর কৃপা লাভ করিতে পারা যায়, আমার সে শুদ্ধা ভক্তি কিরূপে হইবে? বাণের দৌরাত্ম্য চিন্তা করিয়া আমি শুদ্ধা ভক্তির অভাবলক্ষণ নিশ্চয় করিতেছি ॥ ৩১ ॥

এই সুতলে বলিকে বাঁধিয়া রাখিয়া তাহার অবরোধের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ দ্বারদেশে দ্বারপালরূপে অবস্থান করিতেছেন, এই কথা, কোন কোন মুনিসমাজে শ্রবণ করা যায়

বটে, কিন্তু অধুনা তিনি কোথায় আছেন, তাহা আমি জানি না ॥ ৩২ ॥

কার্য্যানুরোধে রাবণাদির ন্যায় কেহ কখন তাঁহার দর্শন পায়। আর বলির দ্বারে ভগবানের দর্শন পাওয়া যায়, এই প্রকার বিশ্বাস বশতঃ দুর্ব্বাসা এই স্থানেই তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

যাঁহার যে স্থানে শ্রীভগবানের প্রাপ্তি বিষয়ে উৎকট ইচ্ছা হয়, তিনি সেই স্থানেই তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকেন। প্রভু অমুক স্থানে বাস করেন, অতএব তাঁহাকে অমুক স্থানেই লাভ করা যাইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই ॥ ৩৪ ॥

প্রভু যদি এই দ্বারদেশে সর্ব্বদা প্রকটভাবে বাস করিতেন, তাহা হইলে কি আর আমি সেই পীতাম্বর ভগবানকে দর্শন করিবার অভিলাষে সুদূর নৈমিষক্ষেত্রে গমন করিতাম! ৩৫ ॥

আপনি আমার যে মহিমার উল্লেখ করিতেছেন, আপনার প্রসাদে শ্রীভগবানের স্নেহজনিত আমার সেই মহিমা লাভ হউক। কিন্তু হনূমান্ প্রভৃতি নবীন ভক্তের প্রতি শ্রীভগবানের কৃপা বিচার করিয়া দেখিলে, আমার ঐ ভবদুক্ত মহিমাও অত্যল্পতর ॥ ৩৬ ॥

হে অকারণকৃপার্দ্রচিত্ত, আপনার শোকোৎপাদক মদীয় অসৌভাগ্যসমূহের কথা বর্ণন করিয়া কি হইবে? কিম্পুরুষবর্ষে হনূমান্ আছেন। তাঁহার প্রতি শ্রীভগবানের করুণা অবলোকন করুন ॥ ৩৭ ॥

ভগবন্, আপনি অবধান করুন। আমার পিতাকে

বধ করিবার নিমিত্ত মহাপ্রভু নরসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সহসা আবির্ভূত হয়েন। পরে দৈত্যবধরূপ প্রয়োজন সমাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হয়েন ॥ ৩৮ ॥

আমি ইচ্ছানুসারে প্রভুকে দেখিতেও সমর্থ হই নাই। সেইরূপ মহাসমুদ্রের তটে প্রথমদর্শনজনিত সম্ভ্রমাদি বশতঃ আমি প্রভুকে স্বপ্নের ন্যায়ই দর্শন করিয়াছিলাম ॥ ৩৯ ॥

কিন্তু হনূমান্ অত্যন্ত ভাগ্যবান্। ইনি মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং বহুসহস্র বৎসর নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার সেবাসুখ অনুভব করিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥

যে হনূমান্ বাল্যকালে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ছিলেন, যিনি দেবগণের প্রসাদে উত্তমোত্তম বর সকল প্রাপ্ত হইয়া জরা-মরণবর্জ্জিত হইয়াছিলেন, যাঁহার কোন প্রকার ভয় ছিল না, যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং সকল শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ অর্থাৎ মহাকবি ছিলেন, যিনি মহাযোদ্ধা এবং রঘুপতির অসাধারণ সেবক ছিলেন, যিনি শ্রীরামের সেবা করিবার নিমিত্ত অতলস্পর্শ শতযোজন সমুদ্র অবলীলাক্রমে লঙ্ঘন করেন, যিনি রাক্ষস-রাজের পুরস্থিতা ভয়াতুরা সীতাকে আশ্বাসবাক্য দান করিয়া-ছিলেন, যিনি রাবণ ও তৎপুত্রদিগকে বিশেষ ভয় দেখাইয়া-ছিলেন, যিনি লঙ্কা দগ্ধ ও দুর্গ ভগ্ন করেন,যিনি সীতার বার্ত্তা লইয়া আইসেন, যিনি রঘুনাথের গাঢ় আলিঙ্গনের পাত্র হইয়াছিলেন, যিনি নিজপ্রভু শ্রীরামচন্দ্রের প্রধান বাহক ছিলেন এবং যিনি আপনার পুচ্ছকে মহারাজচিহ্ন শ্বেতচ্ছত্র করিয়াছিলেন, যাঁহার পৃষ্ঠে সুখময় আসন অর্থাৎ ভদ্রপীঠ-সিংহাসন ছিল, যিনি সমুদ্রে সেতুবন্ধনকার্য্যে প্রধান ছিলেন,

যিনি শ্রীরামচরণসেবারূপ বিভীষণের প্রয়োজন সম্পাদন করেন, যিনি সমুদায় রাক্ষসসৈন্য নিপাত করেন, বিশল্য-করণী ঔষধি আনয়ন করিতে কেবল যাঁহার শক্তিই প্রবল ছিল, যিনি স্বপক্ষীয় সেনাদিগের প্রাণদান করেন এবং তন্নিমিত্ত অনুজের সহিত প্রভুকে হর্ষান্বিত করেন, রামচন্দ্রের উপর বিশেষ ভক্তি থাকাতে যিনি ইন্দ্রজিৎবধকালে লক্ষ্মণের বাহন হইয়াছিলেন, যিনি জয় সম্পাদন করেন এবং ইন্দ্রজিৎ ও রাবণাদি বধে উত্তম মন্ত্রণা দান ও মহাপরাক্রম প্রদর্শন করেন, যিনি রাক্ষসপতিবিনাশী নিজপ্রভুর সৎকীর্ত্তি বর্দ্ধন করেন, যিনি সীতার প্রমোদ বৃদ্ধি করেন, যিনি স্বামীর উৎকৃষ্ট প্রসাদের একমাত্র ভাজন, অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞায় শ্রীজানকীর কণ্ঠহার যাঁহার গলে শোভা পাইয়া-ছিল, যিনি নিজপ্রভুর "হনূমান এই জগতে থাকিলে সকল লোকের ভক্তিমার্গে প্রবৃত্তি হইবে" এইরূপ আজ্ঞানুসারে, এই জগতে থাকিয়াও, শ্রীরামের বিরহ সহ্য করিতে পারেন নাই, যিনি আপনাকে নিত্য প্রভুর কীর্ত্তিকলাপ শ্রবণে রত রাখিতেন, সেই হনূমান পূর্ব্বে যেরূপ রামচন্দ্রের চরণারবিন্দ সমীপে শোভা পাইতেন, অদ্যাপি সেইরূপ বিচিত্র সেবা-বিধান দ্বারা শোভা পাইতেছেন ॥ ৪১ ॥

হে প্রভো নারদ, "কপিপতি দাসত্বে প্রসিদ্ধ" ইত্যাদি বচনদ্বারা নিশ্চয়ই তাঁহার মহিমা প্রসিদ্ধ হইয়াছে। দাস্যই প্রভুর কৃপা। স্মরণ অপেক্ষা দাসত্ব শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে রঘু-পতির সাক্ষাৎ তাদৃশ সেবা আরও প্রশংসনীয়। স্মরণ প্রায়ই অপ্রত্যক্ষ কার্য্য, এই নিমিত্ত প্রহ্লাদ আপনা

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া হনূমানের স্তব করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

যে হনূমান্ দাশরথি বিষ্ণুর নিকটে যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ, দাস্যবর্জ্জিত মোক্ষও অভিলাষ করেন নাই, আমি সেই হনূমান্‌কে নমস্কার করি। আমি সেই হনূমানের যে মাহাত্ম্য বলি নাই, তাহাও আপনি অবগত আছেন, অতএব আমি আর অধিক বর্ণনা করিব? এক্ষণে আপনি কিম্পুরুষ-বর্ষে গমন পূর্ব্বক সেই হনূমান্‌কে দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করুন ॥ ৪৩ ॥

পরীক্ষিৎ বলিলেন,—মাতঃ, তখন দেবর্ষি "অহো কি মঙ্গল! অহো কি মঙ্গল!" এই কথা বলিতে বলিতে আসন হইতে উত্থিত হইয়া আকাশমার্গে কিম্পুরুষবর্ষে গমন করিলেন। তিনি ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, হনূমান্ বিবিধ বন্যবস্তু দ্বারা যেন সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্রের চরণকমল-যুগলের অর্চ্চনায় নিরত রহিয়াছেন। তিনি আরও দেখিলেন, হনূমান্ গন্ধর্ব্বাদি কর্ত্তৃক আনন্দভরে গীয়মান, পরম-রসায়ণ রামায়ণ শ্রবণ করিতে করিতে কম্পাশ্রুপুলক দ্বারা পরিব্যাপ্ত-কলেবর হইয়া নিজনির্ম্মিত ও বেদপুরাণাদিস্থিত বিবিধ দিব্যদিব্য গদ্যপদ্যময় বাক্যে স্তব এবং দণ্ডবৎ অষ্টাঙ্গপ্রণাম করিতেছেন ॥ ৪৪ ॥

তদ্দর্শনে দেবর্ষি নারদ হর্ষভরে উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন,—হে শ্রীরঘুনাথ, হে শ্রীজানকীকান্ত, হে শ্রীলক্ষ্মণাগ্রজ, তোমার জয় হউক ॥ ৪৫ ॥

হনূমান্ দূর হইতে নিজ ইষ্টদেব প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের

নামসমূহের কীর্ত্তন শ্রবণে হর্ষযুক্ত ও লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া দেবর্ষির কণ্ঠদেশ গ্রহণ করিলেন ॥ ৪৬ ॥

মুনিবর আকাশে থাকিয়াই হর্ষভরে দুই পদে নৃত্য করিতে করিতে নিজ ভুজযুগল দ্বারা কপিপতির প্রেমাশ্রু-ধারা মার্জ্জন করিয়া দিলেন। পরে পরমপ্রেমের প্রাদুর্ভাব-রূপ দশাবিশেষ লাভ করিয়া উচ্চস্বরে কিঞ্চিৎ বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

দেবর্ষি বলিলেন,—হে শ্রীমন্, সত্যই তুমি শ্রীভগবানের পরমপ্রিয়। অদ্য তোমাকে দর্শন করিয়া আমিও তাঁহার প্রিয় হইলাম ॥ ৪৮ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন,—হনূমান্ ক্ষণকালের মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইয়া, প্রণাম পুরঃসর শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করিবার নিমিত্ত, দেবর্ষিকে রঘুবীরের প্রাসাদে লইয়া গেলেন। দেবর্ষি রঘুবীরের প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া শ্রীমূর্ত্তিকে প্রণাম করিলে, হনূমান্ তাঁহাকে যত্নসহকারে উপবেশন করাইলেন। তিনি উপবেশনের পর প্রেমজনিত অশ্রুপুলকাদি সম্পত্তি সকল লাভ করিয়া বাদ্যরহিত বীণা হস্তে ধারণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

দেবর্ষি বলিলেন,—সত্য সত্যই আপনি শ্রীভগবানের অনুপম কৃপাপাত্র। অহো! আপনি মহাপ্রভু শ্রীরামচন্দ্রের বিচিত্র ভজনামৃতের নিত্য অর্ণবস্বরূপ। আপনি তাঁহার দাস, সখা, বাহন, আসন, ধ্বজ, ছত্র, বিতান, ব্যজন, বন্দী, মন্ত্রী, ভিষক্, যোধপতি, শ্রেষ্ঠ সহায়, মহাকীর্ত্তি-বিবর্দ্ধন, সমর্পিতাত্মা, পরমপ্রসাদপাত্র, তদীয়সৎকীর্ত্তিকথৈক-

জীবন, তদাশ্রিত ভক্তবৃন্দের সদা আনন্দবর্দ্ধন, শ্রীগরুড়াদি হইতেও পরমশ্রেষ্ঠতর। অহো! আপনিই বিশুদ্ধ ভক্তিমান্। আপনি অন্য সকলকে সেবাসুখ হইতে অধিক বিবেচনা না করিয়া উদারশেখর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে ভক্তগণের অতিশয় আনন্দদায়ক নিম্নলিখিত বাক্যসকল বলিয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

জন্মমরণাদি-সংসারবন্ধন-চ্ছেদনকারী শ্রীরামচন্দ্রকে আমি মুক্তির নিমিত্ত প্রার্থনা করি না; কারণ, মুক্তিতে আপনি প্রভু, আমি আপনার দাস, এই যে সম্বন্ধ, তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায় ॥ ৫১ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন,—অনন্তর হনূমান্ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কৃপাবিশেষশ্রবণরূপ শুষ্ক কাষ্ঠ দ্বারা প্রজ্বালিত-তদীয়-বিরহানল-সন্তপ্ত ও শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরে মুনি কর্তৃক উপশমিত-শোক হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥

শ্রীহনূমান্ বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ, আমি অতি দীন, প্রভুপাদ শ্রীরামচন্দ্র আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন। আপনি কেন আবার আমাকে তাঁহার নিষ্ঠুরতা স্মরণ করাইয়া কাঁদাইতেছেন? ৫৩ ॥

আমি যদি তাঁহার সেবক হইতাম, তবে কি তিনি

বিতান—চন্দ্রাতপ। বন্দী—স্তুতিপাঠক। ভিষক্—চিকিৎসক। যোধপতি—সেনাপতি। সমর্পিতাত্মা—সর্ব্বতোভাবে অর্পিত হইয়াছে আত্মা যৎকর্তৃক। তদীয়সংকীর্ত্তিকথৈকজীবন—শ্রীরামচন্দ্রের সংকীর্ত্তিকথা হইয়াছে একমাত্র জীবন যাঁহার। উদারশেখর—বদান্যশিরোমণি ॥ ৫০ ॥

আমাকে হঠাৎ ত্যাগ করিতে পারিতেন? তিনি ত সুগ্রীবাদি নিজ প্রিয়বর্গকে অযোধ্যাবাসীদিগের সহিত নিজ পার্শ্বে লইয়া গিয়াছেন ॥ ৫৪ ॥

আপনারা সেবাসৌভাগ্য অবলোকন করিয়া স্নেহবশতঃ আমার প্রতি মহাপ্রভু শ্রীরামচন্দ্রের মহান্ অনুগ্রহ অনুমান করিতেছেন বটে, কিন্তু তিনি অধুনা মথুরাপুরীতে অবতীর্ণ হইয়া নিজ ঐশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠারূপ বিভূতি সকল প্রকাশ পূর্ব্বক মহাত্মা পাণ্ডবগণের প্রতি যে অনুগ্রহ প্রচার করিয়াছেন,—ধূলিকণা যেরূপ সুমেরুর সাদৃশ্য লাভ করিতে পারে না,—তদ্রূপ, আমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ, ঐ অনুগ্রহের তুলনা প্রাপ্ত হইতে পারে না ॥ ৫৫ ॥

তিনি বিষদানাদিরূপ বহুতর বিপত্তিজালের প্রেরণ দ্বারা বাল্যাবধি পাণ্ডবগণের ধৈর্য্য, ধর্ম্ম, যশ, জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম দেখাইয়াছেন ॥ ৫৬ ॥

তিনি পাণ্ডবদিগের সারথ্য, পার্ষদত্ব, সেবন, মন্ত্রিত্ব, দৌত্য, বীরাসন, অনুগমন, স্তব এবং নতিও করিয়াছেন ॥ ৫৭ ॥

প্রভু শ্রীকৃষ্ণ স্নেহজনিত কাতরতাবশতঃ পাণ্ডবগণের কোন্ কার্য্যই না করিতেছেন? তিনি পাণ্ডবগণের নিমিত্ত নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন। তিনি পাণ্ডবগণের নিমিত্ত ভীষ্মাদিকৃত প্রহার অঙ্গীকার করিয়াছেন। অধিক কি,

---

বীরাসন—রাত্রিকালে খড়্গাধারণ পূর্ব্বক জাগরণ। অনুগমন—পশ্চাদ্গমন। নতি—নমস্কার ॥ ৫৭ ॥

পাণ্ডবগণের ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর ক্রিয়মাণ সেবা, সখ্য ও প্রিয়ত্ব যুগপৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

তাঁহার নিয়ত অবস্থান দ্বারা পাণ্ডবদিগের রাজধানী হস্তিনাপুরী মহর্ষিগণের তপঃসিদ্ধিদায়ক তপোবনরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। অথবা তাঁহার নিয়ত বাসহেতু পাণ্ডবদিগের রাজধানী হস্তিনাপুরী স্বয়ংই উৎকৃষ্ট তপস্যার ফলস্বরূপ হইয়াছে ॥ ৫৯ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন,—দেবর্ষি নারদ হনূমানের এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণযুগলসেবায় লালসান্বিত ও তদীয় দ্বারকাপুরে নিয়ত বাস করিতে বিশেষ লুব্ধ হইয়া আনন্দভরে কথার মধ্যে মধ্যে পুনঃ পুনঃ উত্থান পূর্ব্বক হুঙ্কার সহকারে অতিশয় নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥

পাণ্ডবগণের কথারসে নিমগ্নচিত্ত হনূমান্ দেবর্ষির নৃত্যদর্শনে অধিকতর আনন্দিত হইয়া স্বয়ং নর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন না, পরন্তু বিশেষরূপে প্রকৃত বিষয়ের বর্ণনাতেই প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬১ ॥

হনূমান্ বলিলেন,—পাণ্ডবগণের বিপৎসমূহই পরমোপাসিত মহাত্মগণ ; কারণ, মহাত্মারা যেরূপ বিশেষরূপে উপাসিত হইয়া ভগবৎপ্রাপ্তি করাইয়া থাকেন, তদ্রূপ পাণ্ডবদিগের নিয়ত সমাগত বিপৎসমূহও প্রভুকে ব্যগ্র করিয়া তাঁহাদিগের সহিত সত্বর মিলন করাইয়া দেয় ॥ ৬২ ॥

ব্যগ্র করিয়া—সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করাইয়া তাঁহাদিগের নিকটে আসিবার নিমিত্ত অতিশয় সম্ভ্রমান্বিত করিয়া ॥ ৬২ ॥

তদনন্তর তিনি পরমানন্দের আবেশে সাক্ষাৎ দৃষ্টের ন্যায় পাণ্ডবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—অরে প্রেমপরাধীন, বিচারাচারবর্জ্জিত পাণ্ডবগণ, তোমরা আমার প্রভুকে দৌত্যে ও সারথ্যে নিয়োগ করিতেছ ॥ ৬৩ ॥

রে পাণ্ডবগণ, তোমরা নিশ্চয় পরমমোহন শ্রীভগবানেরও মোহনকারক কোন অলৌকিক মন্ত্র বা ঔষধ পরিজ্ঞাত হইয়াছ ॥ ৬৪ ॥

পরিশেষে, তিনি হে অভিমন্যুপত্নি, যশস্বিনি, মাতঃ উত্তরে, এই কথা বলিয়া, পরমানন্দভরে লম্ফপ্রদান করিতে করিতে দেবর্ষির সহিত মুহুর্মুহু নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন ॥ ৬৫ ॥

অহো ভক্তবাৎসল্যভরনির্জ্জিত, স্বীয়চিন্তাকর্ষকচেষ্টিত, মহাপ্রভো, আপনি এইরূপও ব্যবহার করিয়া থাকেন ॥ ৬৬ ॥

পৃথাগর্ভজাত পাণ্ডুনন্দনগণের মধ্যে ভীমসেন বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও, গুণে আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও পরমপ্রিয়, অতএব তাঁহার সহিত সেই সম্বন্ধকেও আমি পরম ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করি ॥ ৬৭ ॥

ভগিনী সুভদ্রার সম্প্রদান ও সারথ্য প্রভৃতি সখ্যাচরণ দ্বারা শ্রীভগবান যাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন, সেই অর্জ্জুনের

বিচারাচারবর্জ্জিত—ইনি পরমেশ্বর, অতএব দৌত্যাদিকার্য্যে নিয়োগের যোগ্য নহেন, ইত্যাদি বিচারশূন্য এবং সেবক সেব্যকে নিয়োগ করিবেন না, ইত্যাদি সদাচাররহিত ॥ ৬৩ ॥

ভক্তবাৎসল্যভরনির্জ্জিত—ভক্তস্নেহাধীন। স্বীয়চিত্তাকর্ষকচেষ্টিত—ভক্তচিত্তাকর্ষককর্ম্মকারী। এইরূপও—দৌত্যসারথ্যাদিরূপও ॥ ৬৬ ॥

মদাকারযুক্ত রথধ্বজ অতিশয় প্রিয় বলিয়াও আমি আমাকে ভাগ্যবান্ বিবেচনা করিয়া থাকি ॥ ৬৮ ॥

প্রভু ও তদীয় প্রিয়তম ভক্তগণের পরম প্রসাদ ব্যতিরেকে দাসগণের প্রিয়সেবা সম্পন্ন হয় না এবং কথঞ্চিৎ সম্পন্ন সেবাও তদ্ব্যতিরেকে পরমপ্রেমফল প্রসব করে না ॥ ৬৯ ॥

অতএব হে ভাগবতশ্রেষ্ঠ, হে প্রভুপ্রিয়তম দেবর্ষে, আমাদিগের পাণ্ডবসদনে গমন এবং তাঁহাদিগের দর্শন ও সেবাই কর্ত্তব্য ॥ ৭০ ॥

প্রভু ত্রেতাবতারে অযোধ্যাপুরে যে ব্রহ্মরুদ্রাদিদুস্তর্ক্য, ভক্তভক্তিবিবর্দ্ধন পরমৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যবৈচিত্র্য প্রকটিত করেন নাই, তাহা সম্প্রতি মথুরারাজ্যের অন্তর্গত দ্বারকাপুরে ভূরি ভূরি প্রদর্শন করিতেছেন ॥ ৭১ ॥

নারদ বলিলেন,—আঃ! সখে, অযোধ্যার কথা কি বলিতেছ, বৈকুণ্ঠেও ঈদৃশ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য প্রকটিত হয় নাই; অতএব উঠ, উঠ, সত্বর পাণ্ডবসদনে গমন করি ॥ ৭২ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন,—তখন ধৈর্য্যসাগর হনূমান্ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষণকাল মনে মনে চিন্তা করিয়া অপরাধক্ষমাপনার্থ দেবর্ষিকে প্রণতিপুরঃসর বলিতে লাগিলেন ॥ ৭৩ ॥

ব্রহ্মরুদ্রাদিদুস্তর্ক্য—ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণের তর্কের অগোচর। ভক্তভক্তিবিবর্দ্ধন—ভক্তের ভক্তিবর্দ্ধক। পরমৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যবৈচিত্র্য—উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিবিধ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য ॥ ৭১ ॥

ধৈর্য্যসাগর—দর্শনেচ্ছা ও দেবর্ষির প্রেরণা সত্ত্বেও একপতিব্রতধরতার ভঙ্গভয়ে গমনে অনুদ্যমরূপ ধৈর্য্যের আশ্রয়। অপরাধক্ষমাপনার্থ—দেবর্ষির বাক্যে অনাদর হইতে উৎপন্ন অপরাধ ক্ষমা করাইবার নিমিত্ত ॥ ৭৩ ॥

হনূমান্ বলিলেন,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়তম ভক্ত পাণ্ডবগণের দর্শন ও সেবনের নিমিত্ত আমাদিগের পাণ্ডবসদনে গমন করাই উচিত ॥ ৭৪ ॥

কিন্তু তিনি যে সম্প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও গম্ভীর মহাকৃপামাধুরী প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ৭৫ ॥

তাঁহার এখনকার বিবিধ লীলাসকলও বিশেষ মোহজনক। ঐ সকল লীলা দর্শন করিয়া অভিজ্ঞ মুনিগণেরও অপার ভ্রম জন্মিয়া থাকে ॥ ৭৬ ॥

অহো! ভবাদৃশ জ্ঞানিগণের পিতা, সর্ব্বলোকপিতামহ, বেদপ্রবর্ত্তকাচার্য্য, স্বয়ং ব্রহ্মাও উক্ত লীলায় মোহিত হইয়াছিলেন ॥ ৭৭ ॥

আমার ন্যায় নির্ব্বোধ বানরদিগের তদ্বিষয়ে কি কথা আছে! ঐ লীলার মোহিনীত্ব আপনারও বিদিত আছে। অতএব অপরাধভয়ে ভীত হইতেছি ॥ ৭৮ ॥

আমাদিগের পাণ্ডবসদনে গমন যে অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহা বলা বাহুল্য। প্রভুর বিচিত্র লীলাই অনন্যভাব দাসগণের পরমগতি এবং ঐ লীলাসকলই প্রেমভক্তির বর্দ্ধন করিয়া থাকেন ॥ ৭৯ ॥

তথাপি স্বভাবসিদ্ধ অকপট করুণা দ্বারা কোমলচিত্ত, অকুটিল-স্বভাব-সমন্বিত, আর্য্যধর্ম্মপ্রদর্শক, একপত্নীব্রতধারী, সদা-বিনয়-বর্দ্ধিত লজ্জা বশতঃ অবনমিত-সুন্দরানন, অধোনিপতিতদৃষ্টি, জগদ্রঞ্জনচরিত্রশালী, অযোধ্যাপুরপুরন্দর, মহারাজাধিরাজ, শ্রীসীতালক্ষ্মণসেবিত, ভরতজ্যেষ্ঠ, বানরেশ্বর সুগ্রীবে প্রীতিযুক্ত, অস্মদাদি বানরদিগের অধীশ্বর, বিভীষণা-

শ্রেয়, ধনুর্দ্ধারী, দশরথতনয় ও কৌশল্যানন্দন শ্রীরামচন্দ্র-স্বরূপ আত্মাতে আমার পরমপ্রীতি সেই শ্রীদেবকীনন্দন কর্ত্তৃকই বর্দ্ধিত হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৮০ ॥

অতএব শ্রীদেবকীনন্দনের তাদৃশ শ্রীরামচন্দ্রলক্ষণান্বিত এই সম্মুখস্থ শ্রীবিগ্রহকেই সাক্ষাৎ সেই শ্রীরঘুনন্দন বলিয়া দেখিতেছি এবং তাঁহারই চরিতামৃত পানে পরিতুষ্ট হইয়া এই কিম্পুরুষবর্ষে বাস করিতেছি ॥ ৮১ ॥

তবে যখন প্রভু কোন প্রয়োজন বশতঃ পরম অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত, অথবা মদ্বিষয়ক স্নেহকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম, অনির্ব্বচনীয় শ্রীরঘুনাথরূপ দেখাইবার নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিবেন, আমি তখনই তাঁহাকে কিঞ্চিৎ সেবাসুখ প্রদান করিবার জন্য সত্বর তাঁহার চরণোপান্তে উপনীত হইব। আপনি অদ্য পাণ্ডবদিগের নিকট গমন করুন এবং তাঁহাদিগের গৃহে বিরাজিত, স্বয়ংই সুপ্রসন্ন, মুনিদিগেরও বাক্যমনের অগোচর, মনোহরতর, বিচিত্র-লীলা-মধুরিমাকর, নরাকার পরব্রহ্মকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হউন ॥ ৮২ ॥

কিন্তু আমরা নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্যরূপ-বৃহদ্‌ব্রতধারী এবং পাণ্ডবেরা গৃহস্থধর্ম্মাবলম্বী ও সাম্রাজ্যব্যাপৃত, এইরূপ বিবেচনা করিয়া আপনাকে অপরাধী করিবেন না ॥ ৮৩ ॥

শ্রীরামচন্দ্রস্বরূপ—শ্রীরামবিগ্রহধারী। আত্মাতে—আপনাতে, শ্রীদেবকীনন্দনে ॥ ৮০ ॥

স্বয়ংই সুপ্রসন্ন—বিনা সাধনে কারুণ্যরাশিপ্রকাশকারী। বিচিত্রলীলা-মধুরিমাকর—বিবিধলীলামাধুর্য্যের খনি ॥ ৮২ ॥

পাণ্ডবেরা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের সেবা করিয়া ঐহিক ও আমুষ্মিক সকল ভোগেই স্পৃহারহিত হইয়াছেন। যাঁহারা পরমহংসগণেরও গুরু, পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগেরও পূজনীয় ॥ ৮৪ ॥

শ্রীভগবানের প্রীতি পর্য্যালোচনা করিয়াই পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্যপ্রবৃত্তি। অতএব তাঁহার বহুবিধ দেবদুর্ল্লভ রাজ্যৈশ্বর্য্য, রাজসূয়াশ্বমেধাদি-জনিত-মহাপুণ্য দ্বারা অর্জ্জিত বিষ্ণুলোকাদি, ইহলোকেও জম্বুদ্বীপের আধিপত্য, ত্রিভুবনব্যাপ্ত অমল-যশোরাশি এবং সর্ব্ব-দোষবিবর্জ্জিত, দেবতাদিগের স্পৃহণীয়, অপরাপর ভোগ্য বিষয় সকল শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে উপস্থিত ও তাঁহাতেই সমর্পিত হইয়া কোনরূপ প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে নাই ॥ ৮৫ ॥

বাস ও স্রক্‌চন্দনাদি বস্তু সকল যেরূপ ক্ষুধানলসন্তপ্ত ব্যক্তির সুখোৎপাদনে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ ঐ সকল বিষয়ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমানলে সতত দগ্ধচিত্ত রাজা যুধিষ্ঠিরের সুখসম্পাদনে সমর্থ হয় না ॥ ৮৬ ॥

বিষয়ান্তরের কথা কি বলিব, রমণীললামভূতা, সর্ব্ব-গুণালঙ্কৃতা, মহিষী দ্রৌপদী এবং তাদৃশ-গুণরাজি-সমালঙ্কৃত ভীমার্জ্জুনাদি ভ্রাতৃবর্গও তাঁহার প্রীতিপ্রদ নহে। তবে যে দ্রৌপদীর প্রতি তাঁহার প্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়, তাহাও দেহসম্বন্ধপ্রযুক্ত বা ধর্ম্মাদি-চতুর্ব্বর্গ-সাধনত্ব বশতঃ নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রেমসম্বন্ধ বশতঃ ॥ ৮৭ ॥

হে ভগবন্, আমি বানর, তাঁহাদিগের কি বা মাহাত্ম্য বর্ণনা করিবার শক্তি ধারণ করি! আপনি তদপেক্ষা অধিক-পরিমাণেই পাণ্ডবদিগের মাহাত্ম্য বিদিত আছেন ॥ ৮৮ ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে প্রথমখণ্ডে সরলানুবাদে

চতুর্থ অধ্যায় ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন,—অনন্তর দেবর্ষি হর্ষভরে আক্রান্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে কুরুদেশে গমন পূর্ব্বক দ্রুতপদবিক্ষেপে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ১ ॥

তৎকালে যুধিষ্ঠির কোন যজ্ঞের বা বিপৎপাতের ছলে ভীমাদি দ্বারা আনয়ন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আত্মীয়বর্গের সহিত মন্ত্রণা করিতেছিলেন। অকস্মাৎ প্রতিহারীর মুখে দ্বারদেশে দেবর্ষির আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মরাজ তাঁহার অভ্যর্থনার্থ জননী পত্নী ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন ॥ ২ ॥

রাজা যুধিষ্ঠির সসম্ভ্রমে ধাবমান হইয়া দেবর্ষির নিকট গমন করিলেন। তিনি দর্শনমাত্র দেবর্ষির চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে সভামধ্যে আনয়ন পূর্ব্বক যত্নসহকারে উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর পূর্ব্ববৎ মহামুনির নিমিত্ত সমানীত দ্রব্যসকল দ্বারা তাঁহারা যখন তাঁহাকে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন, হে মাতঃ, দেবর্ষি সেই সকল দ্রব্য দ্বারা যুধিষ্ঠিরাদি তোমার শ্বশুরদিগকে ভৃত্যবর্গের সহিত পূজা করিলেন ॥ ৩ ॥

পাণ্ডবদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহবৈভব শ্রীহনূমান

যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, দেবর্ষি বীণাগীত দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া তাহাই বারংবার কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

দেবর্ষি বলিলেন,—অহো! মনুষ্যলোকে তোমরাই ভাগ্যবন্ত; কারণ, ব্রহ্মরুদ্রাদি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগের প্রিয়। তিনি তোমাদিগের কেবল প্রিয় নহেন; পরন্তু দেবতা, গুরু, বান্ধবগণের মধ্যে মাতুলেয়, দূত, সুহৃৎ, সারথি ও বচনাধীন সেবক ॥ ৫ ॥

যিনি ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণের সমাধিদুর্ল্লভ, যিনি বেদবাক্য-তাৎপর্য্যবিশেষের বিষয়ভূত, শ্রীমান্ নৃসিংহ, বামন এবং রাঘবেন্দ্রও যাঁহার অংশভূত, মৎস্যকূর্ম্মাদি অন্যান্য অবতার সকল যাঁহার অংশকলা, ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার বিভূতি, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী মায়া যাঁহার ঈক্ষণপথবর্ত্তিনী ॥ ৬ ॥

ধরণীদেবীর দুঃখে কাতরহৃদয় ব্রহ্মাদি দেবগণ বায়ুভক্ষণাদি-নিয়ম-সহকারে ক্ষীরোদতীরে অবস্থানপূর্ব্বক অর্চ্চন-বন্দনাদিপরায়ণ এবং সমাহিতচিত্তে স্তুতিপরায়ণ হইয়াও যাঁহার দর্শনাশ্বাসনাদি কোনরূপ প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মাই কেবল বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরণা দ্বারা হৃদয়ে অধিগতা এবং সমাধির অবস্থায় আকাশে আবির্ভূতা দৈববাণীরূপা যাঁহার সেই প্রসিদ্ধা আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া দেবতাসকলকে সুখী করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

অধিগতা—আত্মসাৎকৃত, লব্ধ। আকাশে—হৃদয়াকাশে। প্রসিদ্ধা আজ্ঞা—শ্রীভগবান্ ইতিপূর্ব্বে ধরিত্রীর দুঃখ অবগত হইয়াছেন ইত্যাদি প্রসিদ্ধ আজ্ঞা।

গর্গাদি প্রাজ্ঞপ্রবর মুনিগণ কোন নির্জ্জনপ্রদেশে ধীরে ধীরে যাঁহাকে প্রকাশ করিয়া থাকেন; যিনি জীবসমূহকে কারুণ্যভরে দর্শন, জ্ঞানক্রিয়াশক্তির প্রদান দ্বারা পালন ও সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন, সেই ভগবান্ নারায়ণ কথঞ্চিৎ যাঁহার সাদৃশ্য লাভ করিয়া থাকেন; অতএব যিনি শ্রীমধু-পুরীতে হরি, মহাবিষ্ণু ও মহানারায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন ॥ ৯ ॥

উৎকৃষ্ট মৌনব্রত অর্থাৎ আত্মারামতা, শান্তি অর্থাৎ মুক্তি, নবধা ভক্তি এবং সাধুসঙ্গাদি সাধন দ্বারা যাঁহার প্রসাদ প্রার্থনামাত্র করা যায়, কিন্তু লাভ করা যায় না, সেই শ্রীকৃষ্ণ অসাধনে স্বয়ং তোমাদিগের প্রতি প্রসন্ন ও তোমাদিগের বশবর্ত্তী হইয়াছেন ॥ ১০ ॥

অহো! শ্রবণ কর, ইনি পূর্ব্বকালে বিশেষ বিশেষ অধিকারীকে অব্যভিচারিণী মোক্ষমর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

আবার ইনি কালনেমি, হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অসুরদিগকে এবং রাবণ ও কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষস-দিগকে স্বয়ং বধ করিয়াও মুক্তি প্রদান করেন নাই। ইনি কাহাকেও যে উত্তমা ভক্তি প্রদান করেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। তবে কেবল নৃসিংহাবতারে প্রহ্লাদকে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

শ্রীরামাবতারে শ্রীমান্ হনূমান্, জাম্ববান্, সুগ্রীব, বিভীষণ, গুহচণ্ডাল ও রাজা দশরথ প্রভৃতি কয়েকজন ইহাঁরই নিকট শুদ্ধা ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সকল

অবতারে বিশুদ্ধ অনির্ব্বচনীয় প্রেমের বার্ত্তাও শুনা যায় নাই ॥ ১৩ ॥

সম্প্রতি তোমাদিগের মাতুলেয় শ্রীকৃষ্ণ কত শত লোককেই মুক্ত, ভক্ত ও শুদ্ধপ্রেমান্বিত করেন নাই কি ? ১৪ ॥

তিনি এই শ্রীকৃষ্ণাবতারে যাহাদিগকে স্বয়ং বধ করিয়াছেন, অথবা যাহাদিগকে অর্জ্জুনাদি দ্বারা ঘাতিত করিয়াছেন, সেই সকল দৈত্য নরকযোগ্য হইয়াও তাঁহার মহিমায় মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তপঃপরায়ণ বিশ্বামিত্র, জপাসক্ত গৌতম ও জ্ঞাননিষ্ঠ বশিষ্ঠ এবং অপরাপর মুনিগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সাধক হইয়াও, কুরুক্ষেত্রযাত্রায় গমন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট প্রথমতঃ ভক্তি প্রার্থনা এবং তাঁহারই প্রসাদে ঐ প্রার্থিত ভক্তি লাভ করিয়া, পরিশেষে ভক্তি-পরায়ণই হইয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

তামসযোনিপ্রাপ্ত তত্রত্য তরুলতাদি স্থাবর সকলও শুদ্ধসত্ত্ব বৈষ্ণবগণের ভাব প্রাপ্ত হইয়া, অথবা শুদ্ধ-সাত্ত্বিক-ভাব লাভ করিয়া, সতত মধুধারাক্ষরণচ্ছলে প্রেমসম্পত্তিরূপ অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছে ॥ ১৬ ॥

হে কৃষ্ণভ্রাতৃগণ, শ্রীকৃষ্ণের রূপ, সৌন্দর্য্য, লাবণ্য, মাধুর্য্য ও চিত্তচমৎকারিতাতিশয্য কি বর্ণন করিব ? তাঁহার সকলই অপূর্ব্ব। তাঁহার রূপাদি তাঁহারই বিস্ময়বিধান করিয়া থাকে। তাঁহার লীলা, গুণগ্রাম, প্রেম, মহিমা এবং কেলিভূমিও তদ্রূপই ॥ ১৭ ॥

রূপ—আকার। সৌন্দর্য্য—অবয়বসৌষ্ঠব। লাবণ্য—কান্তিবিশেষ। মাধুর্য্য—ঈষৎ হাস্য, ভ্রূনর্ত্তন ও কটাক্ষাদি। অপূর্ব্ব—পূর্ব্বে কখন প্রকটিত হয় নাই। বিস্ময়বিধান—বিস্ময়োৎপাদন ॥ ১৭ ॥

আমি এইরূপ বিবেচনা করি, শ্রীকৃষ্ণ যদি স্বয়ং এই ভূমণ্ডলে অবতরণ না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পরমাশ্চর্য্য রূপাদির কথা দূরে থাকুক, কেবল পরমেশ্বরত্ব অথবা তাঁহার রূপাদিস্বরূপ ভগবত্তাও প্রকটিত হইত না॥ ১৮॥

তাঁহার অবতারে তদীয় বিশিষ্ট মহিমা সকলের বহুবিধ মাধুরী দ্বারা ব্যাপ্ত ও সীমান্ত প্রাপ্ত হইয়া, সেই ভগবত্তা সর্ব্বপ্রকারে সকল স্থানে পরিস্ফুট হইয়াছে॥ ১৯॥

অহো কি আনন্দ! শ্রীকৃষ্ণের করুণার কথা দূরে থাকুক, তাহার নিগ্রহও প্রশংসনীয়। কংসাদি, কালিয়পূতনাদি ও পূর্ব্বতন বলি প্রভৃতি অসুরগণই উহার সাক্ষী॥ ২০॥

এইরূপ কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে দেবর্ষি সহসা 'হায়! চতুরানন এবং সহস্রবদনও যাঁহার মহিমা বর্ণনে অসমর্থ, তুমি সেই শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছ' এই কথা বলিয়া নিজ দন্তপঙ্‌ক্তি দ্বারা দংশন পূর্ব্বক মাধব-কীর্ত্তি-বর্ণন-রসিকা জিহ্বাকে শিক্ষা প্রদান করি-লেন॥ ২১॥

পরে বলিতে লাগিলেন,—হে রসনে, তুমি যদি সেই শ্রীভগবানের এই প্রিয়ভক্তগণের কিঞ্চিৎ আচরণ নিজশক্ত্যনু-সারে বর্ণন করিতে পার, তবে তাহা তোমার মহৎ ভাগ্য বলিয়া বোধ করি॥ ২২॥

অনন্তর দেবর্ষি বলিলেন,—হে মহানুভাব পাণ্ডবগণ, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তোমাদিগের প্রত্যেকের যেরূপ বিশেষ প্রেম দেখা যায়, তাঁহারও তোমাদিগের প্রত্যেকের প্রতি

তদ্রূপ বিশেষ কৃপা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন্ ধৃষ্ট ব্যক্তি ঐ কৃপাবিশেষ রসনাতে লইয়া যাইবে? ২৩॥

তোমাদিগের জননী এই কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের একটিমাত্র স্নেহার্দ্র আশ্বাসবাক্য অক্রূরের মুখ হইতে প্রথম শ্রবণ করিয়া সদা প্রেমপ্রবাহে নিমগ্ন হইয়াছিলেন॥ ২৪॥

তিনি শ্রীকৃষ্ণের উক্ত আশ্বাসবাক্য শ্রবণ করিয়া, বিবিধ বিলাপ সহকারে বহুধা রোদন করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ সকল বিলাপ বা রোদন শ্রবণ করিলে, লোকের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। তিনি তৎকালে কৃষ্ণপ্রেমের অপেক্ষা করিয়াই তোমাদিগের প্রতি স্নেহভর রক্ষা করিয়াছিলেন॥ ২৫॥

যাদবজীবন শ্রীকৃষ্ণ ভারতযুদ্ধের অনুরোধে তোমাদিগের আবাসে বহুদিন বাসের পর দ্বারকাগমনে উদ্যত হইলে, ইনিই বিনয়ান্বিত স্তুতিবাক্য দ্বারা তাঁহার গমন নিরোধ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিজগৃহে রাখিয়াছিলেন॥ ২৬॥

শ্রীকৃষ্ণ রাজসূয়যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকেও ইহলোকে ও পরলোকে মহতী কীর্ত্তি প্রদান করিয়াছেন। তদ্রূপ জরাসন্ধবধাদি দ্বারা ভীমসেনকেও নিজের কীর্ত্তি প্রদান করিয়াছেন॥ ২৭॥

এই বিবিধৈশ্বর্য্যসমন্বিত অর্জ্জুনও তাঁহারই প্রিয়সখ্য হেতু প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। অহো! শত শত পুরাণ বা অন্য শত শত শাস্ত্রও তাঁহার মহিমা সম্যক্ গান করিতে সমর্থ হয় না॥ ২৮॥

এই যমজ নকুল এবং সহদেবও শ্রীকৃষ্ণে যেরূপ প্রীতি-

যুক্ত, তদ্বৃত্তান্ত রাজসূয়যজ্ঞের অর্ঘ্যপ্রদানকার্য্যের বিচারাদি-স্থলে সকল লোকই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রাজসূয়াদি প্রধান প্রধান উৎসবে দ্রৌপদীকে অভিষেক করিয়াছেন। তাঁহাকে 'প্রিয়সখি' বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন। বনে অত্রিপুত্র দুর্ব্বাসার এবং সভাস্থলে দুঃশাসনের ভয় হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন। আর কুরুক্ষেত্র-সংগ্রামে তাঁহার সকল শোক হরণ করিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

তিনি যে বিদুরের অন্ন ভক্ষণ বা ভীষ্মনির্যাণমহোৎসব সম্পাদন করিয়াছিলেন, বিচার করিয়া দেখ, তাহাও তাঁহারা তোমাদিগের পক্ষপাত করিতেন বলিয়াই, অন্য কোন কারণ বশতঃ নহে ॥ ৩১ ॥

অহো কি মহৎ আশ্চর্য্য! তোমাদিগের পুরস্ত্রী সকল শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে যে সকল জ্ঞানের কথা ও ভক্তির কথা প্রয়োগ করিতেন, সেইগুলি ব্যাসাদি কবিগণের বর্ণনার বিষয় হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

কয়াধুনন্দন প্রহ্লাদ একমাত্র পৌত্রের সহিত এবং কপীন্দ্র হনূমান্ একাকী এই শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন, তোমরা কিন্তু সমস্ত বন্ধু ও স্বজনের সহিত এই পরমমনোহরাবতার শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ প্রেমাস্পদ ও কৃপাস্পদ হইয়াছ ॥ ৩৩ ॥

তিনি কৌরবসভায় তোমাদিগকে উদ্দেশ করিয়া আমাদিগের সমক্ষেই বলিয়াছিলেন, "যাহারা পাণ্ডবদিগের সুহৃৎ, তাহারা আমারও সুহৃৎ এবং যাহারা তাহাদিগের

শত্রু, তাহারা আমারও শত্রু; কারণ, পাণ্ডবেরা আমার প্রাণ" ॥ ৩৪ ॥

তোমাদিগের গুণরাশি একমাত্র প্রভু শ্রীকৃষ্ণই অবগত আছেন এবং তিনিই উহা বলিতে পারেন। তোমাদিগের গুণাবলি বর্ণন করিতে যাওয়া আমার ধৃষ্টতা। আমি স্থির করিয়াছি, মহাপ্রভু যে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সে কেবল তোমাদিগের জন্য ॥ ৩৫ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন,—অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির লজ্জিতের ন্যায় ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে মাতা, ভ্রাতৃগণ ও পত্নীর সহিত বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

বক্তৃশিরোমণে, আপনি বলিতেছেন বটে, কিন্তু আমরা বারংবার বিচার করিয়াও আমাদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কখন কোন কৃপা অবধারণ করিতে পারি নাই ॥ ৩৭ ॥

আমাদিগের বিপৎসমূহ দর্শন করিয়া প্রাকৃত লোক সকলের শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্তি ও বিশ্বাসের যেন হ্রাস হইবে বলিয়াই বোধ হয় ॥ ৩৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণই আমাদিগের একমাত্র প্রাণ। তদ্দ্বারাই আমরা জীবন ধারণ করিতেছি। প্রাণিগণ যেরূপ অন্ন ব্যতিরেকে এবং মীনগণ যেরূপ জল ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করিতে পারে না, আমরাও তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করিতে পারি না। আমাদিগের জীবনস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণে যে লোকের ভক্তি ও বিশ্বাসের হ্রাস হইবে, ইহাই অতিশয় কষ্টের বিষয় ॥ ৩৯ ॥

এই নিমিত্তই আমি রাজসূয়যজ্ঞসম্পাদনচ্ছলে তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে, "হে প্রভো, আপনি আপনার ভক্ত ও অভক্তের নিষ্ঠা প্রদর্শন করুন" ॥ ৪০ ॥

তাহা হইলে, লোক সকল তোমার ভক্তগণের ঐহিক ও পারত্রিক, বহুবিধ, সর্ব্বদোষরহিত, অসাধারণ সম্পদ দর্শন পূর্ব্বক পরমবিশ্বাসসহকারে তোমার পাদপদ্ম ভজন করিয়া সদা দুঃখরহিত, ভয়রহিত ও সুখী হইবে ॥ ৪১ ॥

সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণ নিজের অভক্ত ও আমাদিগের বিপক্ষ সকলের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক আমাদিগকে রাজ্য প্রদান করায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শোক উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৪২॥

আমাদিগের রাজ্যের জন্য দ্রোণ ও ভীষ্মাদি গুরুবর্গ এবং অভিমন্যু প্রভৃতি পুত্র সকল ও অপর অনেকানেক সাধু সকল নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৪৩ ॥

স্বীয় জীবন হইতে অধিকতর প্রার্থনীয় ভক্তসঙ্গের বিচ্ছেদহেতু আমরা এই সংসারে ক্ষণকালের জন্য কিছুমাত্র সুখও লাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ৪৪ ॥

তবে শ্রীকৃষ্ণবদনাম্ভোজদর্শনের যে সুখ, তাহাও বহুকাল পরে কখন কোন কার্য্যোপলক্ষেই লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

অধুনা শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাতে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার পরমবন্ধু পরমোৎকৃষ্টভাগ্যশালী প্রিয়তম যাদবদিগকে সর্ব্বদা সুখদান করিতেছেন ॥ ৪৬ ॥

আপনারা যে কখন কখন তাঁহাকে আমাদিগের

নিষ্ঠা—স্থিতি, গতি, অবস্থা ॥ ৪০ ॥

দৌত্য, সারথ্য ও অন্যান্য কর্ম্ম করিতে দেখেন, সে কেবল পৃথিবীর ভারহরণ এবং পাপনাশন দ্বারা ধর্ম্মরক্ষণার্থই জানিবেন ॥ ৪৭ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন,—অনন্তর যাদবেন্দ্রের পরম-নর্ম্মসুহৃৎ ভীমসেন উচ্চহাস্য করিতে করিতে বলিতে লাগি-লেন, হে শ্রীকৃষ্ণশিষ্য দেবর্ষে, শ্রবণ করুন ॥ ৪৮ ॥

দুর্ব্বোধ লীলাসমূহের সাগরস্বরূপ, মায়ার আদিকারণ ও চতুরকুলগুরু সেই শ্রীকৃষ্ণের কি বাঙ্‌নৈপুণ্য, কি ব্যবহার-পটুতা, কোথায় না প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ? আমরা ঐ সকলের তত্ত্ব জানি বলিয়াই বিশ্বাস করি না ॥ ৪৯ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন,—মাতঃ, অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রাণসখা, আমার পিতামহ ধনঞ্জয় শোকাকুলহৃদয়ে বারংবার নিশ্বাসত্যাগসহকারে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

ভগবান্ অর্জ্জুন বলিলেন,—হে ভগবন্, আপনার প্রিয়-তম, ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের প্রতি যে কিছু কৃপা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই দুঃখের নিমিত্ত হইয়াছিল ॥ ৫১ ॥

স্বধর্ম্মপরায়ণ শুষ্কজ্ঞানশালী ভীষ্মাদি সংগ্রামে যে সকল বর্ম্মভেদী ও মর্ম্মভেদী সুদৃঢ় প্রহার করিয়াছিলেন, ভগবান্ চক্রপাণি মৎকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও, আমার নিমিত্ত বারংবার তৎসমস্তই নিজ শ্রীবিগ্রহে স্বীকার পূর্ব্বক সহ্য করিয়া-ছিলেন ॥ ৫২ ॥

ব্রহ্মন্, উহা স্মরণ করিলে, আজ পর্য্যন্ত ঐ দুঃখশেল আমার হৃদয় হইতে অপসৃত হয় না ; অতএব আমার সুখের সম্ভাবনা কোথায় ? ৫৩ ॥

* যে কর্ম্ম দ্বারা নিজ প্রিয়জনের দুঃখ হয়, তাহার আচরণ কখনই প্রীতির বা কৃপার লক্ষণ নহে ॥ ৫৪ ॥

আমি যখন রণস্থলে ভীষ্মদ্রোণাদির হনন হইতে নিবৃত্ত হইলাম, মহাজ্ঞানিবর শ্রীকৃষ্ণ আমাকে উক্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ৫৫ ॥

যথাশ্রুত অর্থের শ্রবণ হেতু, ঐ উপদেশ, শুষ্কজ্ঞানী-দিগের সুখপ্রদ হইলেও, আমাদিগের পক্ষে বিশেষ দুঃখ-দায়ক; কারণ, ভক্তির মাহাত্ম্যই আমাদিগের জীবন ॥ ৫৬ ॥

তাৎপর্য্যার্থ বিচার করিয়া দেখিলেও, ঐ উপদেশ আমাদিগকে সুখী করিতে পারে না, বরং উহা শ্রীকৃষ্ণের প্রতারণাই বোধ করাইয়া থাকে ॥ ৫৭ ॥

কারণ, সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে শুদ্ধ-নিরুপাধি-কৃপাকর, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সন্মিত্রবর্য্য সেই মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণে আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে, এবং সাক্ষাৎ প্রাপ্ত সেই পরমমনোহরা-কার পরব্রহ্ম হইতে আর আমার অপর কোন প্রিয় বস্তু নাই, অতএব তিনি প্রতারণার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে আমাকে অন্য কোন সাধ্য বস্তুই উপদেশ করিতে পারেন না ॥ ৫৮ ॥

শুদ্ধনিরুপাধিকৃপাকর—শুদ্ধ ও উপাধিরহিত কৃপার আকর, অথবা অহেতুককরুণাকারী। সত্যপ্রতিজ্ঞ—"আমার ভক্ত কখন বিনষ্ট হয় না" ইত্যাদি যাঁহার প্রতিজ্ঞা কখন অসত্য হয় না। সন্মিত্রবর্য্য—পরমোৎকৃষ্ট হিতকারী বন্ধুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বন্ধু। সাক্ষাৎ প্রাপ্ত—প্রত্যক্ষলব্ধ। পরমমনোহরাকার—পরম-মনোহর-নরাকার-বিশিষ্ট। অতএব—তাঁহাতে বিশ্বাস আছে এবং দর্শনলাভ হইয়াছে বলিয়া ॥ ৫৮ ॥

শ্রীনকুল ও শ্রীসহদেব বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ যে আমাদের বিপৎসমূহে ধৈর্য্য, শত্রুবর্গের বিনাশ ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥ ৫৯ ॥

আর, হে ভগবন্, তিনি যে আমাদিগের যশ, রাজ্য এবং অন্যের দুর্লভ পুণ্যাদি বিস্তার করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা আমরা তাঁহার কৃপা বিবেচনা করি না ॥ ৬০ ॥

কিন্তু তিনি অনেক মহাযজ্ঞের উৎসব সম্পাদন পূর্ব্বক আমাদিগের অগ্রপূজা স্বীকার দ্বারা আমাদিগকে আনন্দিত করিয়াছিলেন, তাহাই আমরা তাঁহার কৃপা বলিয়া মনে করি ॥ ৬১ ॥

হে ব্রহ্মন্, অধুনা আমরা তৎকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করি ? সম্প্রতি তাঁহার দর্শনও আমাদিগের সম্বন্ধে অতীব দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৬২ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—তাঁহাদিগের সেই সকল কথা শ্রবণের পর, দ্রৌপদী দেবী শোকবিহ্বল হইয়া যত্নসহকারে আপনাকে কিঞ্চিৎ স্থির করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে গদ্গদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥

দ্রৌপদী দেবী বলিলেন,—প্রাণসখা শ্রীকৃষ্ণ বারংবার লজ্জা নিবারণ, দুঃশাসনাদি ও তৎসদৃশ অপরাপর দুষ্টগণের বধ-সাধন এবং সর্ব্বদা আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবেন বলিয়াই আমার মনে ছিল। এখন দেখিতেছি, পিতা, ভ্রাতা ও পুত্র প্রভৃতি সকলেই ক্রমে ক্রমে পতিত হইলেন। এইরূপ ঘটিতে থাকিলেও, আমি 'সকলই তাঁহার ইচ্ছা' জানিয়া, শোক প্রকাশ করি নাই ; কিন্তু পিত্রাদির নিধন-

চ্ছলে বা পিত্রাদিনিধনজনিত শোকের ছলে আমি নিজের অভিলষিত কিঞ্চিৎ ফল প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে থাকিয়া আমার পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক যুক্তি-নৈপুণ্য-সহকারে আমাকে বন্ধুজনের বিয়োগে সান্ত্বনা করিবেন, আর আমি সর্ব্বদা তাঁহার সেই সকল মধুর, মনোজ্ঞ, হাস্যসহকৃত বাক্যামৃত পান করিব, এই প্রকারই ইচ্ছা হইয়াছিল। হায়! সেই ইচ্ছা সফল হওয়া ত দূরে থাকুক, আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি এখন পূর্ব্ববৎ আগমনই করেন না; অতএব হে মুনে, আমি তাঁহার কি দয়া বোধ করিব? ৬৪—৬৯॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—তদনন্তর কৃষ্ণদর্শনজীবিতা কুন্তী-দেবী শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ও অকৃপা স্মরণ করিয়া, শোকাকুলার ন্যায় সজলনয়নে করুণবচনে বলিতে লাগিলেন॥ ৭০॥

কুন্তীদেবী বলিলেন,—আমি পুত্রগণের সহিত অনাথার ন্যায় বিপজ্জালে পতিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বারংবার ঐ সকল বিপদ হইতে সত্বর মোচন করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে আমার অনুমান হইয়াছিল যে, তিনি দেবকী মাতা হইতেও আমার প্রতি সম্যক্ কৃপাবিশেষ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ঐ কৃপাবিশেষ সম্প্রতি আমার অন্তরে স্থান পাওয়ার কথা দূরে থাকুক, তাঁহার কৃপা আছে, এই কথাও মনে কিছুমাত্র স্থান পায় না; কারণ, এক্ষণে চারি-দিকে আপনার ও অন্যের গৃহে নিহতবন্ধু রমণীদিগের মহতী রোদনধ্বনি শ্রবণগোচর হইতেছে॥ ৭১—৭২॥

অতএব আমি তদ্দর্শনরহিত সম্পদের কামনা পরিত্যাগ

পূর্ব্বক তদ্দর্শনপ্রাপক আপৎসকলই প্রার্থনা করিয়াছিলাম ॥ ৭৩ ॥

নিষ্কণ্টক রাজ্য দান করিয়া, পাণ্ডবেরা পরমসুখে অবস্থান করিতেছে ভাবিয়া, শ্রীকৃষ্ণ এখন আমাদিগকে ত্যাগ পূর্ব্বক নিশ্চিন্তভাবে দ্বারকাপুরে বাস করিতেছেন ॥ ৭৪ ॥

হায়! তন্নিমিত্ত আমি তাঁহার এইস্থানে আগমনের আশাও ত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে যদি আমার শীঘ্র মরণ হয়, তাহা হইলে, তাঁহার অনুগ্রহ মনে করি ॥ ৭৫ ॥

"শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত বন্ধুবৎসল" এইরূপ ভাবিয়া যে আশাসূত্র অবলম্বন করিয়াছিলাম, এক্ষণে যাদবগণের সহিত তাঁহার গাঢ় সম্বন্ধ দর্শন করিয়া সেই আশাসূত্র ছিন্নপ্রায় বোধ হইতেছে ॥ ৭৬ ॥

অতএব, হে ভগবন্, অনুপম আনন্দপারাবারে নিমগ্ন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়বর্গের প্রধান সেই যাদবগণের নিকট গমন করুন। তাঁহাদিগের অতুল মহত্ত্ব আপনিই বিদিত আছেন। অহো! আমরা আর তাহা কি বর্ণন করিব? ৭৭ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—মাতঃ, এই কথা শুনিয়া দেবর্ষি ত্বরান্বিত হইয়া দ্বারকাপুরে গমন করিলেন। তিনি অবিলম্বে দ্বারকাপুরে উপনীত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে পুরমধ্যে প্রবেশ এবং দূর হইতেই সৌভাগ্যশালী যাদবগণকে দর্শন করিলেন ॥ ৭৮ ॥

দেবর্ষি দেখিলেন,—যাদবগণ নিজ নিজ সৌন্দর্য্য, ভূষণ ও পারিজাতপুষ্পের মালা দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠাদিক্রমে সুধর্ম্মানাম্নী সভাতে সুখাসীন রহিয়াছেন। স্বর্গীয় এবং

স্বর্গাতীত সঙ্গীত ও নৃত্যাদির মহোৎসব দিনযামিনী তাঁহাদিগের সেবা করিতেছেন। বন্দিগণ বিবিধ বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগের স্তব করিতেছেন। তাঁহারা পরস্পর সকলেই বিচিত্র পরিহাসবাক্যরূপ কেলি সহকারে আনন্দে হাস্য করিতেছেন। তাঁহাদিগের নিজ নিজ প্রভাপটল সূর্য্যপ্রভাকে আবরণ করিতেছে, অথচ সেই স্নিগ্ধ প্রভায় কাহারও চক্ষুঃপীড়া জন্মিতেছে না। সকলেই বিবিধ স্বর্গীয় ভূষণে সুসজ্জিত। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বৃদ্ধ, তাঁহারাও নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের মুখাম্ভোজামৃতপানে তৃপ্ত ও নবযৌবনান্বিত হইয়াছেন ॥ ৭৯—৮২ ॥

তাঁহারা সকলেই যদুরাজ উগ্রসেনকে পরিবেষ্টন করিয়া শোভা পাইতেছেন এবং আদরসহকারে সভাস্থলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন ॥ ৮৩ ॥

সকলেরই নয়ন ও মন ব্যগ্রতাসহকারে শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরপথেই পতিত রহিয়াছে। কোটি কোটি যাদবগণের সকলেই শ্রীকৃষ্ণকথাকথনে আসক্ত রহিয়াছেন ॥ ৮৪ ॥

এই সময়ে তাঁহারা দেবর্ষি নারদকে আগত জানিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার প্রত্যুদ্‌গমন করিলেন, এবং তিনি দণ্ডবৎ ভূমিতলে পতিত হইলে, তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সভামধ্যে লইয়া গিয়া দিব্য আসন প্রদান করিলেন। দেবর্ষি কিন্তু ঐ যাদবদত্ত দিব্য আসনে উপবেশন করিলেন না, স্বেচ্ছায় ভূমিতলেই উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে ভূতলে উপবিষ্ট হইতে দেখিয়া যাদবগণও তাঁহার চতুর্দ্দিকে ভূতলেই উপবেশন করিলেন ॥ ৮৫—৮৬ ॥

অনন্তর যাদবগণ দেবর্ষির পূজার নিমিত্ত দ্রব্যসমূহ আনয়ন করিলে, দেবর্ষি ঐ সকল দ্রব্য সামগ্রীকে নমস্কার করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে বারংবার বলিতে লাগিলেন ॥ ৮৭ ॥

দেবর্ষি বলিলেন,—হে লোকাতীত যাদবগণ, তোমরা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম কর্ত্তৃক বিশেষ অনুগৃহীত। আমি যেরূপে জগতে কেবল তোমাদিগেরই কীর্ত্তি অবিরত গান করিয়া ভ্রমণ করিতে পারি, অধুনা তোমরা আমার প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ কর ॥ ৮৮ ॥

এই যদুকুল অতিশয় প্রশংসনীয়। ইহাঁরা বৈকুণ্ঠনিবাসী গরুড়াদি পার্ষদবৃন্দ হইতে অধিকতর শোভা পাইয়া থাকেন। ইহাঁদিগের অনুগ্রহে এই মনুষ্যলোক শ্রীবৈকুণ্ঠলোককেও অতিক্রম করিয়া অতিশয় শোভা পাইতেছে ॥ ৮৯ ॥

হে পৃথিবি, তোমারও প্রয়াস সফল হইয়াছে; কারণ, তোমাতেই ইহাঁদিগের জন্ম, বাস ও কেলি সকল বিরাজ করিতেছে। ভগবান্ হরিও ত্বদাশ্রিত এই যাদবগণের গৃহেই বাস করিয়া অপূর্ব্ব লীলাসহকারে নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন ॥ ৯০ ॥

এই যাদবগণের দর্শন, আলাপ, স্পর্শ, অনুগমন, উপবেশন, ভোজন, উদ্বাহ, শয়ন ও অপরাপর দৈহিক, অচল, দুশ্ছেদ্য, আত্মসম্বন্ধাধিক প্রেমসম্বন্ধ দ্বারা আবদ্ধ এবং

আত্মসম্বন্ধাধিক—ধারণা বা সমাধি দ্বারা আত্মার সহিত যে সম্বন্ধ অর্থাৎ সংযোগ, তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট ॥ ৯১ ॥

বৈকুণ্ঠধাম বিস্মৃত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ নিজ বিবিধ বিলাস দ্বারা ভক্তির বিবর্দ্ধন ও স্বর্গাপবর্গের অভিলাষ ছেদন পূর্ব্বক ইহাঁদিগকে অনুক্ষণ নব নব অনির্ব্বচনীয় মহৎ সুখ প্রদান করিতেছেন ॥ ৯১ ॥

এই যাদবগণ শয়ন, উপবেশন, পর্য্যটন, আলাপ, ক্রীড়া, স্নান ও ভোজন প্রভৃতি কর্ম্মে বর্ত্তমান থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বশতঃ নিজ নিজ পুত্রকলত্রাদিকেও স্মরণ করেন না ॥ ৯২ ॥

হে মহারাজাধিরাজ উগ্রসেন, জগতে সুপ্রসিদ্ধ আপনার এই অদ্ভুত সৌভাগ্যমহিমা কে বর্ণন করিতে পারে? ৯৩ ॥

অহো! অধুনা শ্রীকৃষ্ণে পরমাশ্চর্য্য, বিস্ময়জনক প্রিয়গণপ্রেমাধীনত্ব দর্শন কর ॥ ৯৪ ॥

হে যদুরাজ, আপনি যখন মহারাজোচিত আসনে উপবেশন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ আপনার সম্মুখে সেবকের ন্যায় অবস্থিত হইয়া আপনাকে সম্বোধন করিয়া সাদরে বলিয়া থাকেন ॥ ৯৫ ॥

"হে দেব, প্রসন্ন হইয়া শ্রবণ করুন; আমি ভৃত্য, আমাকে যথাযোগ্য আদেশ করুন।" অতএব হে রাজন্, আমি আপনাদিগকে বারংবার নমস্কার করি; যাঁহার সহিত আপনাদিগের সম্বন্ধ আছে, তাঁহাকেও নমস্কার করি ॥ ৯৬ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—মাতঃ, অনন্তর ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্ত্তী যাদবগণ পাদগ্রহণ সহকারে মহামুনি নারদকে নমস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৯৭ ॥

যাদবগণ বলিলেন,—দেবর্ষে, আপনি আমাদিগের মহা-

প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরও পূজ্য; অতএব আপনি কি নিমিত্ত নীচ ব্যক্তির ন্যায় মহানীচ যাদবদিগকে বারংবার নমস্কার করিতেছেন? ॥ ৯৮ ॥

আপনি বাক্‌পতি ব্রহ্মার বাক্‌চাতুর্য্যকে জয় করিয়াছেন। অতএব আপনি বাক্‌চাতুর্য্য সহকারে আমাদিগের যে কিছু মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন, যাদবেন্দ্রের প্রভাবে তাহা অসম্ভব নয় ॥ ৯৯ ॥

যিনি দয়ার আকর ও অহেতুকসুহৃৎ, তাঁহার সহিত কিঞ্চিন্মাত্র সম্বন্ধ হইলেই, সকলের সকল সিদ্ধ হইতে পারে ॥ ১০০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মহামহিমসাগর; তিনি স্মরণমাত্র অখিল পুরুষার্থ প্রদান করিয়া থাকেন; তিনি দীন ও অনাথের একমাত্র আশ্রয়; তিনি দীনজনের অধিকতর অর্থসাধক ॥ ১০১ ॥

এ সকলই সত্য; কিন্তু আমাদিগের মধ্যে আবার শ্রীমান্ উদ্ধবই যাদবেন্দ্রের পরমানুগ্রহের পাত্র; তিনি তাঁহার মন্ত্রী, শিষ্য ও পরম প্রিয় ॥ ১০২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যদি কখন কোন স্থানে গমন করেন, তিনি পুনশ্চ প্রতিনিবৃত্ত হইলেও, তাঁহার বিরহজন্য দুঃখের অপগম হয় না ॥ ১০৩ ॥

তিনি কবে কোন্ স্থানে যান, আমরা তাহার কিছুই জানি না। উদ্ধবই কেবল নিত্য প্রভুর সমীপে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন ॥ ১০৪ ॥

ভগবান্ তাঁহাকে নিজের গমনীয় কোন কোন স্থানে প্রেরণ করিয়া থাকেন। একবার কৌরবেরা যখন সাম্বকে

অবরোধ করে, তখন তিনি সাম্বের মোচনার্থ উদ্ধবকেই প্রেরণ করিয়াছিলেন ॥ ১০৫ ॥

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের ভোজনক্রীড়াকৌতুকাবসরে সমীপে অবস্থান পূর্ব্বক একাকী নিত্য তাঁহার উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১০৬ ॥

উদ্ধব সানন্দে প্রভুর পাদপদ্মদ্বয় সম্বাহন করিতে করিতে নিদ্রাবেশে উক্ত পাদযুগল ক্রোড়ে লইয়াই সুখে শয়ন করিয়া থাকেন ॥ ১০৭ ॥

কুব্জাদিগৃহে নির্জ্জনকেলির সময়েও কখন কখন উদ্ধব প্রভুর সহিত গমন করিয়া থাকেন। মহাসভামধ্যে পরমোত্তম-মন্ত্রণাদানকার্য্যে অমাত্যও তিনি। ভগবান্ যে সকল মনোহর পরিহাসবাক্যের বিশেষ প্রশংসা করেন, উদ্ধব তদ্দ্বারা আমা-দিগের সকলকেই সুখী করিয়া থাকেন এবং তিনি আমাদিগকে সময়ে সময়ে ভগবদুচ্ছিষ্টও প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১০৮ ॥

উদ্ধবের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব? তিনি শিশু-কাল হইতে প্রভুর পাদপদ্মসেবায় ঈদৃশ আবিষ্ট যে, অজ্ঞ লোকসকল তাঁহার ঐ সেবাবেশকে বাতুলতায় পর্য্যবসিত করিয়াছে; অর্থাৎ তিনি শ্রীভগবানের সেবায় পরমাবেশ বশতঃ বাহ্যানুসন্ধানরহিত হয়েন বলিয়া অজ্ঞ লোকসকল তাঁহাকে বাতুল বলে ॥ ১০৯ ॥

অহো! সদা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের সেবারসে যে রসিকত্ব, তাহার মহিমা এক উদ্ধবেই প্রকাশ পাইয়াছে; কারণ, এক উদ্ধবই এই মানবদেহে স্বাভাবিক গৌরত্বাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সারূপ্য লাভ করিয়াছেন ॥ ১১০ ॥

উদ্ধব প্রদ্যুম্ন হইতেও রমণীয়রূপশালী ও শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয়। তিনি কৃষ্ণোপভুক্ত বনমালা, পীতবস্ত্র, কৌস্তুভ-মণি, মকরকুণ্ডল ও হারাদি বিভূষণ দ্বারা ভূষিত হইয়া আমাদিগকে সতত সুখী করিয়া থাকেন; কারণ, তাঁহার দর্শনে আমাদিগের শ্রীকৃষ্ণভ্রান্তির সহিত হৃদয়ে একটি বিশেষ আকর্ষণ জন্মে॥ ১১১॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—মাতঃ, উদ্ধবের ইত্যাদি পরমোত্তম সৌভাগ্য শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি হর্ষভরে অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারে বিভূষিতাঙ্গ হইয়া তাঁহার গৃহে গমন করিবার নিমিত্ত উত্থিত হইলেন এবং যে দিকে উক্ত গৃহের পথ সেই দিক্ অবলম্বন করিতে সমুদ্যত হইলেন। তাঁহাকে গমনোদ্যত জানিয়া যদুরাজ উগ্রসেন বলিতে লাগিলেন॥ ১১২॥

রাজা উগ্রসেন বলিলেন,—ভগবন্, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের আদেশ ব্যতিরেকে ক্ষণকালও অন্য কোন স্থানে অবস্থান করেন না॥ ১১৩॥

দেখুন, আমি অতি দুর্ভাগ্য; আমি প্রার্থনা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করিতে পারি না। মিথ্যা রাজকার্য্যের অনুরোধে আমি শ্রীকৃষ্ণসঙ্গরূপ মহান্ লাভে বঞ্চিত॥১১৪॥

তাঁহার আজ্ঞাপালনার্থই আমি এই রাজকার্য্য করিতেছি এবং উহাই তাঁহার সেবা ভাবিয়া সাদরে উক্ত সেবা করিয়াই যৎকিঞ্চিৎ আনন্দ অনুভব করিতেছি। বস্তুতঃ তিনি মিথ্যা গৌরবযন্ত্রণা প্রদান করিয়া আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন॥ ১১৫॥

শ্রীকৃষ্ণ কাহাকেও আমার ন্যায় বঞ্চনা করেন না। উদ্ধ-

বের ত কথাই নাই; তিনি মহাসুখী। শ্রীকৃষ্ণ কখনই উদ্ধবকে নিজের পার্শ্বে থাকিয়া যে সেবা, তৎসৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করেন না ॥ ১১৬ ॥

অতএব আপনি সত্বর শ্রীভগবানের অন্তঃপুরে গমন পূর্ব্বক উদ্ধবকে আমাদিগের সংবাদ অবগত করুন। অদ্য প্রভুর আগমনের সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে। তিনি সত্বর নিজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া সভায় আগমন পূর্ব্বক সভাকে সনাথ করুন॥ ১১৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে প্রথমখণ্ডে সরলানুবাদে

পঞ্চম অধ্যায় ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—মাতঃ, উদ্ধবের সেই মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয় দেবর্ষি নারদ মহাপ্রেম-রসাবেশে বিবশ হইয়া পড়িলেন। তিনি দেহদৈহিকসম্বন্ধ সমস্তই বিস্মৃত হইলেন। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বীণা ধারণ করিয়া রহিলেন, বাজাইবার সামর্থ্য রহিল না। অন্তঃপুর-প্রবেশমার্গ অতিশয় কৌতুকাবহ হইলেও, সর্ব্বদা দ্বারকাপুরে অবস্থানপ্রযুক্ত বিশেষ অভ্যস্ত থাকায়, প্রভুর প্রাসাদ-সমীপে গমনের পক্ষে দেবর্ষির কোনরূপ ভ্রম ঘটিল না। তিনি পূর্ব্বাভ্যস্তপথে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া ভূতাবিষ্ট বা উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল॥ ১॥

তিনি কখন স্খলিত কখন পতিত ও কখন নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিত হইতে লাগিলেন; কখন লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন; কখন আর্ত্তবৎ রোদন করিতে লাগিলেন; কখন চীৎকার করিতে লাগিলেন; কখন প্লুতগতিতে গমন করিতে লাগিলেন; কখন গান ও নৃত্য করিতে লাগিলেন; কখন বা যুগপৎ সমস্ত প্রেমবিকার প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন॥ ২॥

হে মাতঃ, সম্প্রতি আপনি সাবধান হউন। অতঃপর

শ্রীভগবানের পরমাদ্ভুত চরিত্র বর্ণিত হইবে। আপনি স্বয়ং উহা ধৈর্য্যসহকারে শ্রবণ করিবেন এবং আমাকেও অস্থির দেখিলে স্থৈর্য্য অবলম্বন করাইবেন ॥ ৩ ॥

ঐ দিবস কোন এক মনোদুঃখ বশতঃ শ্রীমান্ উদ্ধব প্রাসাদের মধ্যপ্রকোষ্ঠে নিদ্রিত প্রভুর পার্শ্ব পরিত্যাগ করিয়া অদূরে দ্বারদেশে উপবিষ্ট ছিলেন। বলদেব, দেবকী, রোহিণী, রুক্মিণী, সত্যভামা অপরাপর মহিষীগণ, দুঃখবার্ত্তা-হারিণী কংসজননী পদ্মাবতী ও অপরাপর দাসী সকল মৌন-ভাবে বসিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে দেবর্ষি নারদ পূর্ব্বোক্ত অদ্ভুত চেষ্টা সকল প্রকাশ করিতে করিতে ঐস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে তাঁহারা সকলেই বিস্মিত হইলেন ॥ ৪ ॥

তদনন্তর তাঁহারা প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক দেবর্ষিকে যত্ন-সহকারে আনয়ন করিয়া ক্ষণকালমধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্য সম্পা-দন করিয়া ও অশ্রুপূর্ণ বদন প্রক্ষালন করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—ব্রহ্মন্, আজ আমরা আপনার এ কি আকস্মিক চেষ্টা দেখিতেছি? আপনার এরূপ চেষ্টা ত আমরা আর কখন দেখি নাই। যাহা হউক, ক্ষণকাল স্থির হইয়া বসুন ॥ ৫ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—দেবর্ষি নারদ অশ্রুধারা দ্বারা মুদ্রিত লোচনদ্বয় যত্নসহকারে উন্মীলিত করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক রোমাঞ্চিত ও কম্পান্বিত কলেবরে গদ্গদস্বরে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

দেবর্ষি বলিলেন,—উদ্ধব পরমসৌভাগ্যভাজন; আপনারা

ইহাঁর সহিত আমার মিলন করাইয়া দিন। আপনারা কৃপা করিলেই, আমি ইহাঁর পাদধূলি প্রাপ্ত হইতে পারি। ইহাঁর চরণধূলি পাইলেই আমার অন্তরাত্মার শান্তি হয় ॥ ৭ ॥

কি পুরাতন, কি আধুনিক সেবক সকল প্রভুর যে অনুগ্রহ লাভ করে নাই, ইনি যথেষ্ট পরিমাণে সেই অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন। ইনি ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে মহত্তম। এই নিমিত্ত শ্রীভগবান্ স্বয়ং ইহাঁকে নিজের মহাবিভূতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

অহো! পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কমলাসনাদি তনয়গণ, সঙ্কর্ষণাদি ভ্রাতৃগণ, শিবাদি সুহৃদ্‌গণ, রমাদি ভার্য্যাগণ অথবা অনুপমা নিজমূর্ত্তিও উদ্ধব হইতে প্রভুর প্রিয়তম নহে ॥ ৯ ॥

শ্রীভাগবতাদি পুরাণেও উদ্ধবের সৌভাগ্যরাশির মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক শ্রীভগবানের শ্রীমুখের উক্তি সকল অতিশয় প্রসিদ্ধ আছে ॥ ১০ ॥

উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ সকলও অদ্ভুত। প্রধান প্রধান যাদবগণ ঐগুলিকে আজ আমার নিকট অসাধারণ বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ১১ ॥

হায়! উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহের কথা কর্ণদ্বার দিয়া হৃদয়ালয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক অকস্মাৎ আমার সমস্ত ধৈর্য্যধন লুণ্ঠন করিতেছে ॥ ১২ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—দেবর্ষির এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া উদ্ধব সসম্ভ্রমে সত্বর উত্থিত হইলেন এবং তাঁহার চরণ-দ্বয় ক্রোড়ে ধারণ ও আলিঙ্গন করিলেন। পরে অনুমানে তাঁহার মনোগত ভাব বিদিত হইবামাত্র শ্রীভগবানের প্রসিদ্ধ-

প্রসাদভাজন জনগণের এবং তদীয়-প্রেমসম্পত্তি-বৈভবের স্মরণে ব্যাকুল ও বিবশ হইয়া দীনভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যেই বলরামাদির যত্নে ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক সাত্ত্বিক মাৎসর্য্য বশতঃ আনন্দিত হইয়া মুনিবর নারদকে সাবধান করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

শ্রীমান্ উদ্ধব বলিলেন,—হে সর্ব্বজ্ঞ, সত্যবাদিশ্রেষ্ঠ, মহামুনিবর, প্রভো, আপনি ভগবদ্ভক্তিমার্গের আদিগুরু। আপনি যাহা বলিলেন, তাহা এবং তদপেক্ষা অধিকও সত্যই আমাতে পরিস্ফুটভাবে বর্ত্তমান আছে। এই বিষয়টি নিশ্চয় আমিও জানি এবং অপরেও বিদিত আছেন। সম্প্রতি আমি ব্রজে গমন করিয়া যে কিছু অনুভব করিয়াছি, তাহা হইতেই আমার সৌভাগ্যগর্ব্ব সদ্য চূর্ণ হইয়াছে এবং তাহা হইতেই আমি তদীয় প্রসাদের, তদীয় প্রেমের ও তৎপ্রেমভাজন জনগণের অদ্ভুত মাধুরী অবগত হইয়াছি ॥ ১৪—১৭ ॥

আমি ব্রজবাসিগণের দর্শনেই অতিশয় ধন্য হইয়াছি। আমাকে ব্রজে প্রেরণ করিয়াই প্রভু আমার প্রতি সম্যক্ অনুকম্পা প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রজে গমন করিয়াই আমি আপনাকে শ্রীভগবানের অতিশয় প্রসাদভাজন জানিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি ॥ ১৮ ॥

আমি ব্রজে গমনানন্তর আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া বারংবার যাহা যাহা গান, অভিলাষ ও আচরণ করিয়া-

যাহা যাহা গান, অভিলাষ ও আচরণ করিয়াছিলাম—গোপীগণের প্রাধান্য বিষয়ক যে কিছু গান, গোপীগণের চরণরেণু লাভ-বিষয়ক যে কিছু অভিলাষ

ছিলাম, তাহা সকলেরই সুবিদিত আছে। এই পর্য্যন্তই বলিলাম, আর অধিক বলিতে পারি না। হে মুনিবর, আমি আপনার চরণে পুনঃপুনঃ নমস্কার করিয়া বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি, আপনি ঐ সকল বৃত্তান্ত শ্রবণের ঔৎসুক্য পরিত্যাগ করুন॥ ১৯ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—উদ্ধবের কথার তাৎপর্য্য বিদিত হইয়া, চিরকাল গোকুলবাস প্রযুক্ত গোকুলবাসীদিগের পরমপ্রিয় রোহিণী দেবী সজলনয়নে বলিতে লাগিলেন॥২০॥

শ্রীরোহিণী বলিলেন,—হে শ্রীহরিদাস উদ্ধব, তুমি ক্ষান্ত হও। আমি যাঁহাদিগের চিন্তা ত্যাগ করিয়া কথঞ্চিৎ সুখী হইয়াছি, আর সেই মহাদুর্দ্দৈবহত, সৌভাগ্যগন্ধরহিত, দৈন্যজলধিমগ্ন, ভীষণবাড়বাগ্নিশিখাসন্তপ্ত, বিরহবিষাকুল ব্রজবাসিগণকে স্মরণ করাইয়া দিও না॥ ২০ ॥

আর্য্যপুত্র যখন আমাকে গোকুল হইতে আনয়ন করেন, মহার্ত্তা যশোদার তদানীন্তন রোদনে পাষাণও রোদন করিয়াছিল এবং বজ্রও বিদীর্ণান্তর হইয়াছিল। জীবন্মৃতা অন্যান্য গোপীদিগের কথা কে মুখে আনিতে পারে! ২২ ॥

আমাকে আনয়ন করিবার পর, তোমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণ যখন গুরু সান্দীপনির গৃহ হইতে মথুরায় প্রত্যাগমন করিলেন, তখন আমি কুবুদ্ধি বলিয়া, দুঃখিত হইয়াই, তোমার

ও গোপীগণের চরণ-বন্দন বিষয়ক যে কিছু আচরণ করিয়াছিলাম। আপনি ঐ সকল বৃত্তান্ত শ্রবণের ঔৎসুক্য পরিত্যাগ করুন—আপনি ঐ সকল বৃত্তান্ত শ্রবণের আগ্রহ পরিত্যাগ করুন, অন্যথা বিশেষ অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা॥ ১৯॥

প্রভুকে অতিসঙ্ক্ষেপে শ্রীবৃন্দাবনের বৃত্তান্ত বলিয়াছিলাম ॥ ২৩ ॥

আমার কথাতে কিন্তু তোমার প্রভুর চিত্ত নিশ্চয়ই কোমল হয় নাই। চিত্ত কোমল হইলে, তিনি কেবল সন্দেশচাতুরীবিদ্যাপ্রগল্‌ভ তোমাকে প্রেরণ করিয়াই সুস্থ হইতে পারিতেন না ॥ ২৪ ॥

তুমি তাৎপর্য্য দ্বারা ব্রজবাসিগণের প্রতি তোমার প্রভুর যে পরমমহান্ অনুগ্রহপ্রসাদ কীর্ত্তন করিতেছ, তাহা কি এই ? ২৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে গমনাবধি পূতনা হইতে আরম্ভ করিয়া কেশি দৈত্য পর্য্যন্ত বারংবার যে সকল উপদ্রব ঘটিয়াছিল, আমি তৎসমস্তই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কেবল দৈত্যজনিত উপদ্রব নহে, বরুণাদি দেবতা ও অজগর হইতেও বিবিধ ব্রজবিনাশক উপদ্রব ঘটিয়াছিল। প্রাচীন শকট ও অর্জ্জুন-বৃক্ষদ্বয়ের ভঙ্গে তাঁহার নিজদেহের উপরও উপদ্রব না হইয়াছিল এমন নয়। বারংবার এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলেও কিন্তু ব্রজবাসীরা কখনই আপনাদিগের দুঃখ-প্রতীকারের চেষ্টা করেন নাই ॥ ২৬ ॥

ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া সদা তাঁহারই মঙ্গল কামনা করিতেন, কখনই আপনাদিগের মঙ্গল চিন্তা করিতেন না ॥ ২৭ ॥

সন্দেশচাতুরীবিদ্যাপ্রগল্‌ভ—দৌত্যচাতুর্য্য-বিদ্যা-নিপুণ ॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য্য—ভাবার্থ। অনুগ্রহপ্রসাদ—অনুগ্রহযুক্ত ব্যবহার। তাহা কি এই—তাহা কি আমি যাহা বলিলাম, তাহাই নয় ? ২৫ ॥

তাঁহারা স্বাভাবিক প্রেম বশতঃ নিজের যাহা কিছু সকলই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সুখার্থ অর্পণ করিয়াছিলেন ॥২৮॥

তোমার প্রভু স্বার্থসাধনার্থ ব্রজে বাসকালেও ব্রজবাসী-দিগের কিছুই করেন নাই। স্বার্থসাধন হইয়া গিয়াছে, এখন যাহা করিতেছেন, তাহা আর কাহাকে বলিব ? ২৯ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—রোহিণী দেবীর এই কথা শুনিয়া, জরা বশতঃ বিচারহীনা, ধৃষ্টাচারিণী, দুষ্টকংসের জননী পদ্মাবতী শিরঃকম্পনসহকারে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

শ্রীপদ্মাবতী বলিলেন,—অহো কি কষ্ট! শ্রীকৃষ্ণ বাল্যা-বধি কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যে নির্দ্দয় গোপদিগের গোচারণ করিয়া-ছেন। তাহারা তাঁহাকে কখন পাদুকা প্রদান করে নাই। যদি কখন তিনি ক্ষুধাতুর হইয়া কিঞ্চিৎ গোরস ভক্ষণ করি-তেন, গোপনারীগণ তাঁহাকে বন্ধন করিত ও ঘোরতর চীৎকার করিত। তিনি কি করেন, কালের গতিতে সকলই সহ্য করিয়াছেন। এখন আর সেই ব্রজবাসীদিগের তিনি কি করিবেন ? ৩১—৩৩ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—প্রজ্ঞাবতী ও গাম্ভীর্য্যশালিনী, ব্রজবল্লভা রোহিণী দেবী জ্ঞানহীনা সেই পদ্মাবতীর বাক্যে অনাদর করিয়া প্রকৃত বিষয় বিবৃত করিতে লাগিলেন ॥৩৪॥

রোহিণী দেবী বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণের রাজধানী মথুরায় আসিয়া শত্রুবর্গের বিনাশানন্তর রাজরাজেশ্বর হইয়া-ছেন এবং সম্প্রতি দ্বারকায় আসিয়া বিশ্রামসুখ অনুভব করিতেছেন ॥ ৩৫ ॥

তৎকর্ত্তৃক পরাজিত ও উপকৃত দেবতাসকল তাঁহার চরণ-

বন্দনা করিতেছেন। হায়! তোমার প্রভু এখন আর সেই ব্রজবাসিগণকে স্মরণও করেন না ॥ ৩৬ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—রোহিণী দেবীর বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া, কৃষ্ণবল্লভা, সদা শ্রীহরির হৃদয়বাসিনী, ভীষ্মকনন্দিনী রুক্মিণী বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

শ্রীরুক্মিণী বলিলেন,—মাতঃ, আপনি নবনীতকোমল প্রভুর হৃদয় কিছুমাত্র না জানিয়াই কেন এরূপ কথা সকল বলিতেছেন? ৩৮ ॥

আমি শ্রীবৃন্দাবন সম্বন্ধীয় যে যে বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি, আপনারাও তাহা শ্রবণ করুন। প্রভু রাত্রিকালে নিদ্রাবস্থাতেও কত কি বৃন্দাবনের কথা বলিয়া থাকেন। কখন প্রীতিসহকারে মধুরস্বরে নামগ্রহণ পূর্ব্বক ধেনুসকলকে, কখন সখাদিগকে, কখন বা অপর গোপদিগকে আহ্বান করেন। কখন মনোহর, বংশীবদন, ত্রিভঙ্গসুন্দর আকারের অভিনয় করেন। কখন "মাতঃ, নবনীত দাও" এই কথা বলিতে থাকেন। কখন আমাকে 'শ্রীরাধে' 'শ্রীললিতে' প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করেন। কখন 'অয়ি চন্দ্রাবলি, তোমার এ কি আচরণ' এই কথা বলিয়া আমার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করেন। কখন অশ্রুধারা দ্বারা শয্যার তুলাগুলি সিক্ত করেন ॥ ৩৯ ॥

আবার কখন নিদ্রাভঙ্গের পর শয্যা হইতে উত্থিত হইয়াই আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে থাকেন। আমরা তাঁহার সেই রোদন দেখিয়া দুঃখশোকরূপ মহাসাগরে নিমগ্ন হই ॥ ৪০ ॥

হায়! আজও তিনি রাত্রিকালে নিদ্রাবস্থায় কি দর্শন

করিয়া শোকে ক্রন্দন করিতে করিতে আকুল ও বিমনা হইয়া নিজ বসন দ্বারা বদনকমল আবরণ পূর্ব্বক নিদ্রিতের ন্যায় শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, এখনও নিত্যকৃত্য করেন নাই॥ ৪১॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—এই কথা শুনিয়া সত্যভামা দেবী ঈর্ষাসহকারে সপত্নীগণের সহিত বলিতে লাগিলেন, হে ভগিনি, প্রভু নিদ্রিতাবস্থায় এই সকল আচরণ করেন, এ কি কথা বলিতেছ? ৪২॥

তিনি জাগ্রদাবস্থাতেও আপনার মনে কোন বিষয় চিন্তা করিয়া নিদ্রিতের ন্যায় সেই সকল আচরণ করিয়া থাকেন। আমরা কেবল নামে তাঁহার পত্নী, বস্তুতঃ সেই সকল ব্রজ-বাসিনী গোপরমণীদিগের দাসীগণও আমাদিগের অপেক্ষা তাঁহার প্রিয়॥ ৪৩॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—রুক্মিণী প্রভৃতির বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া, গোকুলপ্রিয়বান্ধব রোহিণীনন্দন শ্রীমান্ বলরাম রোষসহকারে বলিতে লাগিলেন॥ ৪৪॥

শ্রীবলদেব বলিলেন,—হে বধূগণ, আমাদিগকে গোকুল-বাসীদিগের সহজ-দৈন্য-বার্ত্তা-কথনে তৎপর দেখিয়া ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ বঞ্চনার্থ বর্ত্তমান স্বপ্নাচরিতরূপ কপটপাটব প্রকাশ করিতেছেন॥ ৪৫॥

আমি ব্রজবাসিগণের স্বাস্থ্যসম্পাদনের অভিলাষে ব্রজে দুই মাস থাকিয়া বিবিধ বাক্য এবং আচরণ দ্বারাও তাঁহা-দিগের স্বাস্থ্যবিধান করিতে পারি নাই॥ ৪৬॥

গোকুলপ্রিয়বান্ধব—গোকুল ও গোকুলবাসিগণ যাঁহার প্রিয়বান্ধব॥ ৪: ॥

শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কেহই তাঁহাদিগের স্বাস্থ্যসম্পাদনে সমর্থ নয় বুঝিয়া, 'শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য আগমন করিবেন' ইত্যাদি শত শত শপথ বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগকে যত্নসহকারে কিঞ্চিৎ আশ্বাস প্রদান করিয়া বলপূর্ব্বক সত্বর এইস্থানে আগমন করিয়াছি ॥৪৭॥

আসিয়া কাতরতাসহকারে বলিলাম,—হে কৃষ্ণ, তুমি একবার কোন প্রসঙ্গক্রমে ব্রজে গমন পূর্ব্বক ব্রজবাসিগণের জীবন রক্ষা কর ॥ ৪৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মুখে বলেন, আমি যাইব, কিন্তু মন সেরূপ নহে; কারণ, ব্যবহারই আন্তরিক অভিপ্রায়ের সাক্ষী ॥ ৪৯ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—বলদেবের এই কথা শুনিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সত্বর শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া প্রিয়জন-প্রেমবশ্যতা হেতু উচ্চস্বরে রোদন করিতে করিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৫০ ॥

তিনি পরমকারুণ্য হেতু বিবশ হইয়া প্রফুল্লকমলসদৃশ নয়নযুগল হইতে অবিরলধারায় অশ্রুমোচন করিতে করিতে গদ্গদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—সত্যই আমার এই হৃদয় মহা-বজ্রসার দ্বারা নির্ম্মিত; যেহেতু ইহা এখনও দ্বিধা বিদীর্ণ হইতেছে না ॥ ৫২ ॥

ব্রজবাসিগণ বাল্যাবধি বহুদিন পর্য্যন্ত যে আমার পালন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেই অসাধারণ প্রেম আমি সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছি ॥ ৫৩ ॥

কোনরূপে আমি তাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ হিতসাধন করিব,

সে কথা দূরে থাকুক, প্রত্যুত নিষ্ঠুর হইয়া সেই কোমল-স্বভাব ব্রজবাসিগণের অত্যন্ত দুঃখ উৎপাদন করিয়াছি ॥৫৪॥

হে সর্ব্বজ্ঞ, প্রিয়তমপ্রধান, ভ্রাতঃ উদ্ধব, শীঘ্র বল, এখন আমি কি করি? তুমি আমাকে এই শোকসাগর হইতে উদ্ধার কর ॥ ৫৫ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ পাছে পুনশ্চ গোকুলে গমন করেন, এই আশঙ্কায়, উদ্ধবের উত্তরদানের পূর্ব্বেই নন্দপত্নী যশোদার প্রিয়সখী পুত্রবৎসলা দেবকী বলিলেন, কৃষ্ণ, সুহৃত্তম ব্রজবাসিগণ যাহা যাহা অভিলাষ করেন, তুমি তাঁহাদিগকে তৎসমস্তই প্রদান কর ॥ ৫৬ ॥

তখন রাজ্যদানভীতা, যদুরাজমহিষী, মূঢ়মতি, প্রভুর মাতামহী, বৃদ্ধা পদ্মাবতী ইতিপূর্ব্বেই নিজবাক্যের অশ্রবণ-হেতু রামমাতা রোহিণী কর্ত্তৃক অবহেলিত হইয়াও, নিজপতি উগ্রসেনের রাজ্যরক্ষণার্থ চাতুর্য্যসহকারে বাক্যের ভঙ্গীবিশেষ দ্বারা অন্যচিত্ততা সম্পাদন পূর্ব্বক যদুবংশৈকশরণ শ্রীকৃষ্ণকে সুস্থ করিবার অভিপ্রায়ে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৭—৫৮ ॥

শ্রীপদ্মাবতী বলিলেন,—কৃষ্ণ, তুমি অনুতাপ করিতেছ কেন? আমার মন্ত্রণা শ্রবণ কর। তোমরা দুই ভ্রাতা একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত নন্দগোপের গৃহে যাহা কিছু উপভোগ করিয়াছ, তন্মধ্যে গোপরাজ তোমাদিগের গোরক্ষণের জীবিকা দিন বা না দিন, যদুরাজ তৎসমস্ত গর্গমুনি দ্বারা স্বহস্তে গণনা করাইয়া ও কড়া-ক্রান্তি-সহিত সেইগুলিকে পুনর্ব্বার দ্বিগুণ করাইয়া গোপরাজকে দিবেন, ইহা আমি স্বয়ং শপথ করিয়া বলিতেছি ॥ ৫৯ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—মাতঃ, শ্রীভগবান্ মাতামহীর কথা শুনিয়াও অশ্রুতের ন্যায় করিয়া, ব্রজবাসিগণের প্রতি তাঁহার কি কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে তিনি যেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ, এইপ্রকার ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক, শোকাবেগে কাতর হইয়া উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৬০ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে বিদ্বদ্বর, তুমি ব্রজবাসীদিগের সমস্ত অভিপ্রায়ই বিদিত আছ। তাঁহাদিগের কি অভিপ্রায়, তাহা আমাকে শীঘ্র বল ॥ ৬১ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া উদ্ধব মনে মনে দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক অনুতাপসহকারে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥

উদ্ধব বলিলেন,—ব্রজবাসিগণ আপনা ব্যতীত কি রাজরাজেশ্বরত্ব, কি বিভূতি সকল, কি স্বর্গীয় বস্তু সকল, কি ঐহিক ও পারত্রিক অন্য কোন দ্রব্যই প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন না ॥ ৬৩ ॥

আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার বাক্যে মনোনিবেশ করুন। আমি যাহা কিছু নিবেদন করিতেছি, শ্রবণানন্তর স্বয়ং বিচার করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন, তাহাই করিবেন ॥ ৬৪ ॥

আপনি ইতিপূর্ব্বে গোপরাজ নন্দের সহিত যে সকল ভূষণাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন, ব্রজবাসিগণ তৎসমুদায় দর্শন করিয়া পরস্পর শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া বলিয়াছিলেন ॥৬৫॥

হায় হায় কি কষ্ট! কৃষ্ণ সম্প্রতি আমাদিগকে এই সকল

বস্তুর অভিলাষী এবং এই সকল প্রসাদের যোগ্য বুঝিয়াছেন। আমাদিগের যে প্রাণ এখনও বহির্গত না হইয়া কণ্ঠে অবস্থান করিতেছে, ইহাকেও ধিক্। আর যাঁহারা কৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া এই সকল উপায়ন আনয়ন করিয়াছেন, সেই নন্দাদি গোপগণকেও ধিক্ ॥ ৬৬ ॥

ব্রজবাসিগণ আপনার ব্রজগমনাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার মাতা যশোদার সহিত মৃতপ্রায় হইয়া মরণান্ত মহৎ অনশনব্রত আরম্ভ করিয়াছেন ॥ ৬৭ ॥

গোপরাজ ব্রজে গিয়া কৃতাপরাধ ব্যক্তির ন্যায় তিন দিবস পর্য্যন্ত কোন কথাই বলিতে পারেন নাই। পরে অত্যন্ত শোকার্ত্ত অবস্থায় ব্রজবাসিগণের কণ্ঠাগত প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিবিধ শপথ দ্বারা আপনার ব্রজাগমন-বার্ত্তাতে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছেন এবং যুক্তিচাতুর্য্য দেখাইয়া তাঁহাদিগের সান্ত্বনা করিয়াছেন ॥ ৬৮ ॥

গোপরাজ বলিয়াছেন,—পুত্র আমার সত্যবাদী, ব্রজে আগমনের পূর্ব্বে প্রেমচিহ্নস্বরূপ এই সকল দ্রব্য পাঠাইয়াছেন। মথুরায় যে কিছু কর্ত্তব্য আছে, সেইগুলি সম্পাদন করিয়া অবশ্য পশ্চাৎ আগমন করিবেন ॥ ৬৯ ॥

সরলচিত্ত ব্রজবাসীসকল নন্দবাক্যে বিশ্বাসস্থাপন ও আপনার প্রীতি পর্য্যালোচনা করিয়া, ঐ সকল অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৭০ ॥

তাঁহাদিগের ধারণা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসিয়া, প্রসাদসামগ্রীর অঙ্গীকার হেতু আমাদিগকে নিজের আজ্ঞাপালক জ্ঞানে অধিকতর কৃপা করিবেন ॥ ৭১ ॥

আপনি স্বয়ং ব্রজে না যাইয়া, আমাকে সমাচার দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই কারণে তাঁহারা সকলেই মৃততুল্য হইয়াছেন ॥ ৭২ ॥

কি করি, ব্রজবাসীদিগকে তদবস্থ দেখিয়া, আপনি ব্রজে নিশ্চিত যাইবেন, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাঁহাদিগকে যত্ন-সহকারে জীবিত করিয়া এখানে আসিয়াছি ॥ ৭৩ ॥

আমার আগমনের পর সেই সকল ব্রজবাসী আপনাকে পাইবেন বলিয়া, নিখিল বিষয়ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আপনি আপনার অগ্রজ বলদেবকেই জিজ্ঞাসা করুন ॥ ৭৪ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—কোমলহৃদয় শ্রীকৃষ্ণ সস্নেহে স্বীয় বিচ্ছেদজনিত ঘোরতর দুঃখাশঙ্কায় দেবকী ও রুক্মিণী প্রভৃতির মুখ মলিন, অবনত ও বিগলিতাশ্রু দর্শন করিয়া ব্যগ্রভাবে সঙ্কেতে মস্যাধার ও পত্রাদি প্রার্থনা করিলেন ॥৭৫॥

"প্রিয় ব্রজবাসিগণ, আমি প্রস্তুত বিষয় সমাধানানন্তর অত্রত্য বান্ধবদিগকে আশ্বস্ত করিয়া, "এই আমি ব্রজে আসিলাম জানিও," এইপ্রকার আশ্বাসপ্রদ প্রেমপত্র ব্রজে প্রেরণার্থ লিখিতও হইল। পত্রখানি ব্রজবাসীদিগের প্রতীতির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তেই লিখিলেন ॥ ৭৬ ॥

পত্র লিখিত হইলে, তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া, ব্রজবাসী-দিগের অন্তরঙ্গ উদ্ধব অতিশয় দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে করিতে শপথ সহকারে বলিলেন ॥ ৭৭ ॥

শ্রীমান্ উদ্ধব বলিলেন,—প্রভো, আমি নিশ্চয় করিয়াছি, আপনার শুভাগমন ব্যতিরেকে কোনরূপেই ব্রজবাসীদিগের

জীবন রক্ষা হইবে না। আপনি জানিবেন, ব্রজবাসীরা আপনার প্রেমবার্ত্তা প্রভৃতি অপর কিছুই অভিলাষ করেন না ॥ ৭৮ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—তখন কুমতি কংসজননী হাস্য-সহকারে মস্তক কাঁপাইতে কাঁপাইতে বলিতে লাগিলেন,—অরে নির্ব্বুদ্ধে দেবকি, হুঁ, আমি এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। উদ্ধব বহুদিন ব্রজে বাস করিয়াছিল। ধূর্ত্ত ব্রজবাসীরা গোরস দ্বারা উদ্ধবকে বশীভূত করিয়াছে। তাহারা এখন ঐ উদ্ধবের সাহায্যে তোমার পুত্রটিকে পুনশ্চ ভীষণ, দুর্গম, দুষ্টপ্রাণিসঙ্কুল ও কণ্টকাকীর্ণ বনমধ্যে লইয়া গিয়া তদ্দ্বারা আপনাদিগের পশুসকল রক্ষণাবেক্ষণ করিতে অভিলাষ করিতেছে ॥ ৭৯—৮০ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—পদ্মাবতীর ঐ সকল কুৎসিত বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া, যশোদার প্রিয়সখী রামজননী রোহিণী দেবী কুপিত হইয়া স্পষ্টবচনে বলিতে লাগিলেন ॥ ৮১ ॥

শ্রীরোহিণী বলিলেন,—আঃ! কংসজননি, ব্রজবাসিগণ কি শ্রীকৃষ্ণকে গোরক্ষণে নিয়োগ করিয়া থাকেন? শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষণমাত্র না দেখিলে যে তাঁহাদিগের জীবন থাকে না ॥ ৮২ ॥

হে সতি, শ্রীকৃষ্ণ যদি কখন বৃক্ষাদি ব্যবধান বশতঃ নয়নের অন্তরালে গমন করেন, তখন যাঁহারা 'হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, তুমি কোথায়, সত্বর আইস', এই বলিয়া ব্যাকুলতা-সহকারে উচ্চস্বরে আহ্বান ও রোদন করিতে থাকেন, সেই গোপবালকগণ, অথবা, শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে একটিমাত্র দিন

যাঁহাদিগের পক্ষে প্রলয়রাত্রির সদৃশ ও একটিমাত্র ক্ষণ যাঁহাদিগের পক্ষে চতুর্যুগের তুল্য বোধ হয়, আবার যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের আগমনকাল বিদিত হইবার নিমিত্ত দণ্ডে দণ্ডে রবি, গোধূলি ও পথের পানে চাহিয়া দেখেন এবং মুরলীর শব্দ শুনিয়া প্রেমে উন্মাদদশা প্রাপ্ত হন, সেই গোপীসকল শ্রীকৃষ্ণকে গোরক্ষণে নিয়োগ করিতে অভিলাষ করেন, এ কথা কি সম্ভব! ৮৩ ॥

পরমরমণীয় বনভূমিসমূহে কৌতুক বশতঃ সর্ব্বত্র ভ্রমণের ও বিহারের অভিলাষে পশুকুলচারণচ্ছলে বয়স্যবর্গের এবং অগ্রজ বলরামের সহিত ইনি স্বয়ংই ইচ্ছা করিয়া নিত্য বনে গমন করিতেন ॥ ৮৪ ॥

বৃন্দাবনে শত শত সরোবর। সতত মদমত্ত জলচর পক্ষী সকলের বিহার হেতু বিচলিত জলজ কুসুম সকলের পরিমলে ঐ সকল সরোবরের সলিলরাশি সদা সৌরভান্বিত হইয়া থাকে। পুলিনতটাদি দ্বারা চিত্তচমৎকারকারিণী অনির্বচনীয়-শোভাশালিনী কলিন্দনন্দিনী যমুনা ঐ ব্রজভূমির সঙ্গিনী হইয়াছেন। বিন্ধ্যপর্ব্বতাদিসম্ভূত অপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী সকলও ঐ বৃন্দাবনের শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ৮৫ ॥

সরোবর ও নদীতট সকল কোমল বালুকা দ্বারা ব্যাপ্ত, সদা নবীনতৃণরাজি দ্বারা সমাবৃত, সহজ-দ্বেষ-বিবর্জ্জন হেতু উল্লসিত ও মনোজ্ঞ মৃগবিহগকুলে সমাকীর্ণ, পরমাদ্ভুত-পুষ্প-ফলপল্লবভারাবনত-তরুলতাগুল্মরাজি দ্বারা শোভিত, মদকুল-কোকিলকুলধ্বনিনিনাদিত এবং পরমরমণীয় বলিয়া ব্রহ্মাদি দেববৃন্দেরও প্রশংসনীয়। বৃন্দাবনে, নন্দীশ্বরাদি ব্রজভূমিতে

অথবা গোবর্দ্ধনে হিংস্রজন্তু ও তস্করের সঞ্চার নাই; অতএব ঐ সকল স্থানে গবাদি পশুকুলের রক্ষকের প্রয়োজন হয় না। গোমহিষাদি পশুসকল আপনারাই প্রভাতে বনগমন পূর্ব্বক যথেষ্ট তৃণজলাদি ভক্ষণ করিয়া সায়ংকালে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া থাকে॥ ৮৬—৮৭॥

বৃদ্ধা পদ্মাবতী বলিলেন,—অরে অতিবাচালে বালে, তবে কেন সম্প্রতি রক্ষকের অভাবে সেই সকল গবাদি পশু নষ্ট হইয়াছে, এই কথা শুনিতেছি? ৮৮॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—বৃদ্ধার এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় সভ্রমান্বিত ও সংশয়াকুল হইয়া অন্তঃসন্তাপ হেতু শুষ্কবদনে পূর্ব্বাপর-ব্রজবৃত্তান্তজ্ঞ ও সজল-বদন বলরামের মুখকমল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ৮৯॥

তখন রোহিণীনন্দন ভ্রাতার মনোভাব অবগত ও ব্রজ-ভূমির স্মরণে ধৈর্য্যধারণে অসমর্থ হইয়া রোদন করিতে করিতে স্পষ্টবচনে বলিতে লাগিলেন॥ ৯০॥

শ্রীবলদেব বলিলেন,—কৃষ্ণ, গোগণের কথা কি, তোমার প্রিয় মৃগকুল, বিহগকুল, ভাণ্ডীরকদম্বাদিপাদপকুল, লতা-সকল, নিকুঞ্জসকল ও তৃণান্বিত ক্ষেত্রসকল তোমাতেই তাহাদের জীবন অর্পণ করিয়াছে। সরিৎ ও অদ্রি সকল দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে॥ ৯১॥

হে ভ্রাতঃ, মনুষ্যদিগের কেহ কেহ তোমার প্রতিজ্ঞা-বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া তোমার দর্শনাশায় জীবন ধারণ করিতেছে। ইহার পর আর অধিক শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিও না॥ ৯২॥

তুমি যদি এখনও তাহাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ না কর, তবে যমই সত্বর তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবে ॥ ৯৩ ॥

তুমি যে ব্রজে কালিয়হ্রদকে নির্ব্বিষ করিয়াছ, ইহাই তাহাদিগের বিপুল শোকের কারণ হইয়াছে। তাহাদিগের শোকের অন্য কারণও আছে, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৯৪ ॥

সেখানে যমুনা এখন স্বল্পজলা এবং শুষ্কপ্রায় হইয়াছেন। ত্বৎকর্ত্তৃক ধৃত অতএব উন্নত হইয়া যিনি স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই গোবর্দ্ধনগিরি এক্ষণে নীচ হইয়া ভূতলগত হইয়াছেন ॥ ৯৫ ॥

তোমার নামামৃত-সেবনকারী ব্রজবাসীদিগের প্রাণ অনশনে বহির্গত হইবে না; অতএব শুষ্ক-মহারণ্য-সঞ্জাত দাবানলই এখন তাঁহাদিগের গতি হইবেন ॥ ৯৬ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—অগ্রজ বলদেবের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, পরদুঃখকাতর, কোমলস্বভাব শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কণ্ঠধারণ পূর্ব্বক অতিশয় দীনের ন্যায় উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অশ্রুধারায় তাঁহার অঙ্গরাগ ধৌত হইতে লাগিল ॥ ৯৭ ॥

মাতঃ, তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত ভূমিতলে লুণ্ঠন করিতে করিতে ক্ষণকালমধ্যেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদিগের তাদৃশ রোদনদুঃখ অনুভব করিয়া রোহিণী, উদ্ধব, দেবকী, রুক্মিণী ও সত্যভামা প্রভৃতি অন্তঃপুরবাসী সকল অপূর্ব্বানুভব হেতু ঘোরতর বিকল হইলেন ও মুহুর্মুহু রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৯৮ ॥

অন্তঃপুর হইতে সমাগত সেই অননুভূত রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া, উগ্রসেনাদি যাদবগণ বসুদেবের সহিত দ্রুত-বেগে ধাবমান হইয়া সেই রোদনস্থানে উপস্থিত হইলেন। পুরবাসী যাদবগণ ও গর্গাদি বিপ্রগণ ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রভুবর শ্রীকৃষ্ণকে তদবস্থ দর্শন করিলেন এবং অদৃষ্ট-পূর্ব্ব ব্যাপারের অবলোকনে বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৯৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে প্রথমখণ্ডে সরলানুবাদে

ষষ্ঠ অধ্যায়॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—মাতঃ, এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ যখন সপরিবারে আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সেই রোদনে ক্ষণকালমধ্যে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া মহান্ উৎপাত সকল আরম্ভ হইল ॥ ১ ॥

সকলেই মোহিত ; প্রবোধ দিবার অন্য কেহই নাই ; অতএব ব্রহ্মা স্বয়ং বেদপুরাণাদি পরিবারবর্গে ও দেবগণে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন ॥ ২ ॥

ব্রহ্মা সবিস্ময়ে মহানারায়ণ, নিজ পিতা ও গুরু, সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়তম-প্রণয়-বিবশ ও নিগূঢ় নিজমাহাত্ম্যের প্রকটনে সমুদ্যত দেখিয়া, ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া ক্ষণকাল রোদন করিলেন ॥ ৩ ॥

পরে যত্নসহকারে ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক প্রভুর স্বাস্থ্যসম্পাদনের উপায় চিন্তা করিতে করিতে তাহা অন্তরে অবধারণ করিলেন ॥ ৪ ॥

ঐস্থানেই ভগবৎপার্শ্বে অবস্থিত হইয়া বিনতানন্দন বিহগরাজ গরুড় রোদন করিতেছিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে উচ্চস্বরে সম্বোধন ও যত্নপূর্ব্বক সচেতন করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন,—রৈবতক পর্ব্বত ও লবণসমুদ্রের মধ্যস্থলে বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক রচিত, শ্রীমন্নন্দযশোদাদির প্রতিমা দ্বারা সমালঙ্কৃত, গোসমূহের প্রতিকৃতিযুক্ত বৃন্দাবননামক, সাক্ষাৎ মথুরামণ্ডলান্তর্গত শ্রীবৃন্দাবনের ন্যায় একটি স্থান আছে ॥ ৬ ॥

তুমি এই শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রজ বলদেবের সহিত এই মোহিত অবস্থাতেই যত্নপূর্ব্বক ধীরে ধীরে সেই স্থানে লইয়া যাও। কেবল রোহিণী সেই স্থানে গমন করুন, আর যেন কেহ না যান ॥ ৭ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া যত্নসহকারে সুস্থ করিলে, পরমবিশারদ গরুড় শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে ধীরে ধীরে পৃষ্ঠদেশে তুলিয়া লইলেন ॥ ৮ ॥

বসুদেবাদি সকলেই ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া স্বস্বস্থানে গমন করিলেন। এদিকে গরুড় যখন ভ্রাতৃদ্বয়কে উক্ত নববৃন্দাবনে লইয়া যাইতে লাগিলেন, তখন বলদেবের কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হইল ॥ ৯ ॥

সাক্ষাৎ বিরাজিতের ন্যায় গোপগোপীদিগের প্রতিমামণ্ডিত সেই নববৃন্দাবনে উপনীত হইয়া গরুড় ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণকে পৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া পর্য্যঙ্কে স্থাপন করিলেন ॥ ১০ ॥

পুত্রবৎসলা দেবকী, রুক্মিণীসত্যভামাদি মহিষীবৃন্দ ও কংসমাতা পদ্মাবতী তাদৃশদশাগত শ্রীকৃষ্ণকে সহসা ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া উদ্ধবের সহিত সেই নববৃন্দাবনে আগমন করিলেন। কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন করিলেন না, কিছু দূরে অথচ যে

স্থান হইতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায় এমন একটি স্থানে বৃক্ষাদির অন্তরালে লুকাইয়া থাকিলেন ॥ ১১ ॥

দেবর্ষি নারদ শ্রীভগবানের মোহাপাদক কারণবিশেষের উত্থাপন হেতু আপনাকে অপরাধীর ন্যায় বিবেচনা করিয়া যাদবগণের বা দেবতাগণের সঙ্গে গমন করিলেন না ; কৌতূহল বশতঃ শ্রীভগবানের চরিতমাধুর্য্য দর্শন করিবার নিমিত্ত আকাশে যোগপট্ট বাঁধিয়া অন্তর্হিত হইয়া বসিয়া রহিলেন ॥ ১২—১৩ ॥

গরুড়ও অপ্রত্যক্ষভাবে আকাশে থাকিয়া নিজ পক্ষদ্বয় দ্বারা ছায়া বিস্তার পূর্ব্বক প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

অনন্তর বিচক্ষণশিরোমণি বলদেব ক্ষণকালমধ্যেই স্বাস্থ্য লাভ করিয়া সমস্ত বিষয় বিদিত হইয়া প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল মার্জ্জন করিয়া দিলেন, পরে ধীরে ধীরে তাঁহার বসন ও উদরের মধ্যে বংশী, দক্ষিণ ও বাম কক্ষে যথাক্রমে শৃঙ্গ ও বেত্র, কণ্ঠে কদম্বপুষ্পের মালা, মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া এবং কর্ণদ্বয়ে গুঞ্জানির্ম্মিত কর্ণভূষণ অর্পণ করিলেন ॥ ১৫ ॥

তিনি এইরূপে বিশ্বকর্ম্মকল্পিত বস্তুসমূহ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বন্যবেশ রচনা করিয়া দিয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া তুলিলেন এবং উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

শ্রীবলদেব বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণ, ভ্রাতঃ, উঠ, উঠ, জাগরিত হও। দেখ, আজ বেলা অতিক্রান্ত হইয়াছে, পশুসকল বনে গমন করিতেছে ॥ ১৭ ॥

শ্রীদামাদি সখাসকল তোমার অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। মাতা ও পিতা স্নেহ বশতঃ তোমাকে কিছুই বলিতে পারিতেছেন না ॥ ১৮ ॥

এই সকল গোপী তোমার মুখপদ্ম দর্শন করিয়া, নিশ্চয় পরস্পর কর্ণে কর্ণে কিছু বলিতেছে ও তোমাকে উপহাস করিতেছে ॥ ১৯ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—বলদেব এইরূপ বারংবার বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখচুম্বনাদি লালনসহকারে নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। পরে পুনশ্চ বলপূর্ব্বক হস্তদ্বয় দ্বারা চালন করিয়া তুলিয়া বসাইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বহুক্ষণের পর যেন চৈতন্যলাভ করিয়া 'শিব' 'শিব' বলিতে বলিতে সবিস্ময়ে শয্যা হইতে সত্বর উত্থিত হইলেন ॥ ২০ ॥

লোচনযুগল উন্মীলন পূর্ব্বক পুনঃপুনঃ ইতস্ততঃ দৃষ্টি-নিক্ষেপ ও ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে সম্মুখে পিতা নন্দকে দেখিয়া লজ্জাবনতবদনে প্রণাম করিলেন ॥ ২১ ॥

তদনন্তর স্নেহ বশতঃ তদানন-ন্যস্ত-নির্নিমেষ-নয়নে পার্শ্ব-বর্ত্তিনী মাতা যশোদাকে দেখিয়া আনন্দে হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—মাতঃ, আমি অদ্য প্রভাতে এইমাত্র জাগ্রতের ন্যায় কতকগুলি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম ॥ ২৩ ॥

দেখিলাম, আমি এখান হইতে মথুরায় গিয়া দুষ্ট কংসাদিকে বধ করিয়াছি। পরে জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণকে পরাজয় করিয়া দেবতাদিগকে সুখী করিয়াছি ॥ ২৪ ॥

তার পর, সমুদ্রতীরে দ্বারকানাম্নী মহতী পুরী নির্ম্মাণ

করিয়াছি। পরে যাহা কিছু দেখিলাম, তৎসমস্ত আর এখন শীঘ্র বলিতে পারিতেছি না ॥ ২৫ ॥

এই মনোহর স্বপ্নরূপ বিঘ্নবশতঃ আজ অপরাপর দিনের ন্যায় নির্দ্দিষ্টসময়ে শয্যা হইতে উঠিতে পারি নাই ॥ ২৬ ॥

আর্য্য, আপনি যদি সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা না করেন, তবে আমি বনে গিয়া সবিস্তারে বলিব ॥ ২৭ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—তিনি এইরূপে ভ্রাতা বলদেবকে সম্ভাষণ ও জননীকে আদর পূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া বন-ভোজনোপযোগি বস্তুর অভিলাষে করদ্বয় প্রসারণ করিলেন। তদ্দর্শনে অতিবিচক্ষণা রোহিণী দেবী বলিতে লাগি-লেন ॥ ২৮ ॥

শ্রীরোহিণী বলিলেন,—বৎস, ত্বদেকতনয়া তোমার জননী অদ্য তোমার নিদ্রাধিক্য চিন্তা করিয়া কিছু যেন অসুস্থ হইয়াছেন, অতএব আর অধিক কথায় প্রয়োজন নাই ॥ ২৯ ॥

গাভি ও গোপ সকল অগ্রেই বাহির হইয়া গিয়াছে, তুমি সত্বর তাহাদিগের অনুগমন কর। আমি উৎকৃষ্ট খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া বনে পাঠাইয়া দিব ॥ ৩০ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—স্নেহময়ী রোহিণী দেবী এইরূপ বলিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া প্রতিমারূপা যশোদার করতলস্থিত নবনীত মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে চুরি করিয়া লইয়া জ্যেষ্ঠ বলদেবকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু অগ্রে গাভিগণের সহিত গমন হেতু তাঁহাকে না পাইয়া দয়াবশতঃ স্বয়ংও ভোজন করিলেন না ॥ ৩১ ॥

চাটু-পাটব-সহকারে জননীদ্বয়ের নিকট মাধ্যাহ্নিক ভোজন-সামগ্রী প্রার্থনানন্তর কিছু অগ্রসর হইয়া প্রথমতঃ পরিহাস-বচনে চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপীগণকে সম্ভাষণ করিলেন। পরে বংশীধ্বনি দ্বারা গাভিসকল রোধ করিয়া সখীগণের সহিত সম্মুখভাগে অবস্থিতা শ্রীমতী রাধিকাকে ঈষৎ হাস্য ও পরিহাস সহকারে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—প্রাণেশ্বরি, আমি তোমার একান্ত ভক্ত। আমাকে নির্জ্জনে পাইয়াও আজ কেন কোন কথা বলিতেছ না? তবে কি তুমি মানিনী হইয়াছ? ৩৩ ॥

আমি কি তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়াছি? সর্ব্বজ্ঞে, বোধ হয়, তুমি আমার অদ্যতন স্বপ্নবৃত্তান্ত সমস্তই বিদিত হইয়াছ ॥ ৩৪ ॥

দেখ, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমি যেন তোমাকে ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছি। ঐ স্থানে অনেক বিবাহ করিয়াছি। মরণোদ্যতা রাজপুত্রীসকলকে বিবাহ করিয়া, তাহাদের গর্ব্ভে বহু বহু পুত্রোৎপাদন করিয়াছি। ঐ সকল পুত্রের আবার পুত্রাদি জন্মিয়াছে। এইরূপে আমি মথুরা হইতে দূরবর্ত্তী দ্বারকায় গমন করিয়াছি ॥ ৩৫ ॥

এখন সে সকল কথা থাকুক। আমি সত্বর বনে যাইতেছি। অয়ি সন্তোষদায়িনি, আমি অদ্য প্রদোষে তোমাকে আনন্দিত করিব ॥ ৩৬ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার অঙ্গে পুষ্প-নিক্ষেপ করিতে করিতে এইপ্রকার কথা বলিয়া, ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া, তাঁহাকে চুম্বনের সহিত আলিঙ্গন

পূর্ব্বক অগ্রগামী গো ও গোপগণের সহিত সম্মিলিত হইলেন ॥ ৩৭ ॥

অদৃষ্টপূর্ব্ব, অদ্ভুত গোপবেশে বিভূষিত, মহামনোহর ও মুরলীবাদনপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে যখন দর্শন করিলেন, তখন বৃদ্ধা হইলেও, স্নেহভরাক্রান্তা দেবকীর স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥

রুক্মিণী ও জাম্ববতী প্রভৃতি কতিপয় মহিষী অভূতপূর্ব্ব মহাপ্রেমের অভ্যুদয় বশতঃ ধৈর্য্যচ্যুত ও মুর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন ॥ ৩৯ ॥

বৃদ্ধা ও মত্তা পদ্মাবতী সত্যভামার সহিত, কামবেগ বশতঃ বারংবার বাহুপ্রসারণাদি দ্বারা আলিঙ্গনের অভিনয় ও অধরচালনমুদ্রাদি দ্বারা চুম্বনের অভিনয় করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ করিতে ধাবিত হইলেন ॥ ৪০ ॥

পূর্ব্বে ব্রজভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের বন্যবেশাদির অনুভব হেতু, প্রাজ্ঞবরা, আদিত্যসুতা কালিন্দী অতিকষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক, উদ্ধবের সাহায্যে বলপূর্ব্বক সেই সত্যভামা ও পদ্মাবতীর অবরোধ করিলেন ॥ ৪১ ॥

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিতে করিতে কিয়দ্দূর গমন পূর্ব্বক সম্মুখে লবণসমুদ্র নিরীক্ষণ করিয়া যমুনাভ্রমে ঐ স্থানে বিহার করিতে অভিলাষী হইয়া সখাগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

হে শ্রীদামন্, সুবল, অর্জ্জুন ও অপরাপর বয়স্যবৃন্দ, তোমরা কোথায় গিয়াছ? সকলে হৃষ্টচিত্তে সবেগে এইস্থানে আগমন কর। আইস, আমরা গাভিসকলকে জলপান

করাইয়া নির্ম্মল-মধুর-শীতল-সলিল-বাহিনী যমুনাতে অবগাহন পূর্ব্বক সুখে বিহার করি ॥ ৪৩ ॥

এইপ্রকারে গাভিসমূহের সমভিব্যাহারে অগ্রসর হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ কোলাহল-বিশিষ্ট-মহাতরঙ্গমালা-সঙ্কুল জলনিধির সমীপে উপনীত হইলেন ॥ ৪৪ ॥

অনন্তর চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে ঐ জলধিতীরে প্রকাশমানা স্বকীয়া দ্বারকাপুরী দেখিতে পাইয়া সবিস্ময়ে বলিতে লাগিলেন, "অহো! এ কি? কোথায় রহিয়াছি? আমি কে?" ৪৫ ॥

এইরূপ চমৎকৃত হইয়া যখন বারংবার জল্পনা করিতে লাগিলেন এবং মুহুর্মুহুঃ সমুদ্র ও দ্বারকাপুরী দর্শন করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীমান্ বলদেব বলিলেন ॥ ৪৬ ॥

শ্রীবলদেব বলিলেন,—প্রভো, বৈকুণ্ঠনাথ, আত্মানুসন্ধান কর, তুমি অমরগণ কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া ভূভার-হরণার্থ এই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছ ॥ ৪৭ ॥

অতএব, সম্প্রতি দুষ্টদিগকে সংহার ও শিষ্টদিগকে পালন কর; পৈতৃষ্বসেয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ বিস্তার কর ॥ ৪৮ ॥

তুমিই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজচক্রবর্ত্তিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। এক্ষণে তিনি শাল্বের কনিষ্ঠ অনুশাল্বের বিপুল বিক্রম দর্শনে ভীত হইয়াছেন ॥ ৪৯ ॥

অতএব এক্ষণে যাদবগণের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থ গমন পূর্ব্বক অনুশাল্ব প্রভৃতিকে বধ করিতে যত্নবান্ হও। তোমার সহিত বৈরতা নিবন্ধনই তাঁহারা তোমার আত্মীয় যুধিষ্ঠিরাদিকে পীড়ন করিতেছে ॥ ৫০ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—বলরাম শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমরস হইতে বীররসে লইয়া গিয়া সুস্থ করিবার নিমিত্ত এইরূপে যাহা কিছু বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহা শুনিয়াই ভাবান্তর প্রাপ্ত হইলেন ॥৫১॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—ভ্রাতঃ, অনুশাল্ব প্রভৃতি কে? তাহারা অতি তুচ্ছ; আমি একাকী গমন করিয়াই তাহাদিগকে সংহার করিব ॥ ৫২ ॥

আপনি আমার এই প্রতিজ্ঞাসহকৃত সত্য বাক্যের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করুন। এইরূপে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গক্রমে আপনার মুগ্ধভাব পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৫৩ ॥

তখন বারংবার চারিদিক্ অবলোকন করিয়া আপনাকে দ্বারকাধীশ্বর যদুপতি বলিয়া অবগত হইলেন ॥ ৫৪ ॥

তৎক্ষণাৎ প্রাসাদের অভ্যন্তরে নিদ্রা যাইতেছিলেন, ইহা স্মরণ হইল। পরে আপনার করে বংশী ও অগ্রজ বলদেবের বন্যবেশও দর্শন করিলেন ॥ ৫৫ ॥

তদনন্তর স্বয়ং পুরীর বহির্ভাগে সমুদ্রতীরে গোচারণ করিতেছেন, দেখিয়া, তদ্বিষয় চিন্তা করিতে করিতে বিস্মিত ও সংশয়ান্বিত হইয়া হাস্য করিলেন ॥ ৫৬ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়জ্ঞ হলধর ঈষৎ হাসিয়া, ব্রহ্মার উদ্ভাবিত এই ব্যাপার এবং উদ্ভাবনের কারণ প্রভৃতি বুঝাইয়া বলিলেন ॥ ৫৭ ॥

তচ্ছ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠের মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া কিঞ্চিৎ লজ্জিতের ন্যায় মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। বলরামও আর কিছু বলিলেন না, ধূলিধূসরিত শ্রীকৃষ্ণকে সমুদ্রে স্নান করাইলেন ॥ ৫৮ ॥

ইতিমধ্যে শ্রীভগবদ্ভাবাভিজ্ঞ গরুড় সেই স্থানে উপস্থিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তদুপরি আরোহণ পূর্ব্বক অলক্ষিতভাবে স্বীয় প্রাসাদে আগমন করিলেন ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর সর্ব্বজ্ঞ উদ্ধব দেবকী ও রুক্মিণী প্রভৃতি দেবী-সকলকে প্রবোধিত করিয়া অন্তঃপুরমধ্যে শ্রীভগবানের নিকট প্রেরণ করিলেন ॥ ৬০ ॥

কালাভিজ্ঞা জননী দেবকীও পুত্রকে আশীর্ব্বচনে অভি-নন্দন পূর্ব্বক তাঁহার ভোগসম্পাদনার্থ সত্বর গমন করি-লেন ॥ ৬১ ॥

প্রভুপ্রিয়া রুক্মিণী প্রভৃতি দেবীসকল স্তম্ভাদি দ্বারা অন্তরিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। কেবল সত্যভামা দেবী ঐ স্থানে আগমন করিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে না দেখিয়া উদ্ধবকে তাঁহার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৬২ ॥

শ্রীহরিদাস উদ্ধব বলিলেন,—রৈবতক-প্রদেশ-নির্ম্মিত নব-বৃন্দাবনে যখন প্রভুর বিজয় হইয়াছিল, তখন আপনার তাৎকালিক ভাব অবলোকন করিবার নিমিত্ত খলস্বভাবা পদ্মাবতীও রুক্মিণ্যাদি দেবীগণের সহিত সেই স্থানেই কিছুদূরে অলক্ষিতভাবে অবস্থান করিতেছিল। দুর্ব্বুদ্ধি বৃদ্ধা তত্ত্বাভিজ্ঞজনগণের দুর্ব্বিতর্ক্য সেই অপূর্ব্ব ভাব দর্শন করিয়া বলিতে লাগিল, অরে পুণ্যহীনে দেবকি, অরে রুক্মিণী, অরে নীচে সত্যভামে, অরে নীচ জাম্ববতী প্রভৃতি রমণীবৃন্দ, তোমরা এই শ্রীকৃষ্ণচেষ্টাদি দর্শন কর; অতঃপর নিজ নিজ সৌভাগ্যাভিমান পরিত্যাগ কর; আভীরীগণের দাসী হইবার নিমিত্ত উৎকৃষ্ট তপস্যার অনুষ্ঠান কর ॥৬৩-৬৪॥

তাহার এই দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করিয়া নিখিল জগতের আধারভূত শ্রীভগবানের আধারস্বরূপা অভিজ্ঞা দেবকী বলিলেন ॥ ৬৫ ॥

অয়ি মূঢ়ে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? আমি পূর্ব্বজন্মে আর্য্যপুত্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইবার অভিলাষে তপস্যা করিয়াছিলাম। বরদেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের ঐ তপস্যায় তুষ্ট হইয়া আমাদিগের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছেন। আর যশোদা ও নন্দ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিলাভার্থ ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন ॥ ৬৬

বিধাতা শ্রীকৃষ্ণের ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠভক্ত, অতএব বিধাতার বরে নন্দ ও যশোদার ভক্তিই লাভ হইয়াছে। আর সেই ভক্তির লাভ হেতুই নন্দযশোদা সমস্ত গোপগোপীর সহিত আমাদিগের অপেক্ষা অধিক মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছেন ৬৭ ॥

ভক্তিমতী যশোদা ও ভক্তিমান্ নন্দ স্নেহভরে শ্রীকৃষ্ণের যে প্রকার লালনপালন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারও তাঁহাদিগের প্রতি তাদৃশ ভাব উপযুক্তই হইয়াছে। ঐ ভাব আমারও প্রিয়ই হইতেছে ॥ ৬৮ ॥

অনন্তর রুক্মিণী দেবী সহর্ষে যাহা বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে, সকল ভক্তেরই শ্রীভগবানে প্রেমের বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

তাঁহার উক্তি যথা—গোপীগণ ইহলোক ও পরলোকের সকল প্রকার সাধ্য ও সাধনে অপেক্ষারহিত ও অতিশয় ব্যগ্র হইয়া পতিপুত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃন্দাবনে রাসক্রীড়াদি-

রূপ অনির্ব্বচনীয় বিলাস সকল দ্বারা সুগোপ্য রীতিতে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছিলেন ॥ ৭০ ॥

এই নিমিত্ত তাঁহারা উত্তমোত্তম বহুবিধ সাধন দ্বারা সাধ্য ও চিত্তৈকাগ্রতা দ্বারা চিন্তনীয় শ্রীকৃষ্ণে অসাধারণ প্রেম লাভ করিয়া উৎকৃষ্ট সাধনের ও ধ্যানের বিষয় হইয়াছেন ॥ ৭১ ॥

আমরা শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম-পুত্র-পৌত্র-গৃহাদি-ব্যগ্রচিত্তা; আমরা পতিভাবে গৌরবান্বিত হইয়াই তাঁহার সেবা করিয়া থাকি; অতএব গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ভাব আমাদিগের অপেক্ষা অধিক এবং উৎকৃষ্ট হওয়াই উচিত; উক্ত ভাবও আবার আমাদিগের মাৎসর্য্যের বিষয় নহে, পরন্তু প্রশংসনীয়ই; কারণ, উহা আমাদিগের প্রভুর প্রিয়জনাধীনত্বরূপ মাহাত্ম্যই প্রকাশ করিতেছে ॥ ৭২ ॥

অপরাপর মহিষীগণ রুক্মিণী দেবীর বাক্যেরই অনুমোদন করিলেন। কেবল সত্রাজিত্তনয়া উহা সহ্য করিতে না পারিয়া মানাগারে প্রবেশ করিয়াছেন ॥ ৭৩ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—উদ্ধবের কথা শ্রবণ করিয়া, শ্রীমদ্গোপীজনপ্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সক্রোধে আদেশ করিলেন, মহামূর্খ সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামাকে শীঘ্র এইস্থানে আনয়ন কর ॥ ৭৪ ॥

বিদগ্ধা রমণীগণের প্রধানা বিচক্ষণা সত্যভামা দাসীগণের

উৎকৃষ্ট সাধনের ও ধ্যানের বিষয় হইয়াছেন—পরম সাধ্যত্ব ও পরম ধ্যেয়ত্ব লাভ করিয়াছেন ॥ ৭১ ॥

মুখে শ্রীকৃষ্ণের সেই আদেশ শ্রবণমাত্র ভূমিশয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অঙ্গ মার্জ্জন করিতে করিতে দ্রুতগতি তাঁহার পার্শ্বে আগমন করিলেন এবং গোপরমণী-রতি-রসিক, বিদগ্ধশিরোমণি পতিকে মান-সেবা-চাতুর্য্য-সহকারে সন্তুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৭৫ ॥

তিনি অসময়ে মান করিয়াছিলেন বলিয়া লজ্জিত ও ভীত হইয়া স্তম্ভের পশ্চাদ্‌ভাগে অলক্ষিতভাবে অবস্থান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তদীয় অঙ্গসৌরভাদি লক্ষণ দ্বারা তাঁহার আগমন বিদিত হইয়া ক্রোধাবেশে স্পষ্টাক্ষরে বলিতে লাগিলেন ॥৭৬ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—অরে লঘুচিত্তে সত্রাজিত্তনয়ে, তুমি ইতিপূর্ব্বে রুক্মিণীর পারিজাতপ্রাপ্তিতে যেরূপ মান করিয়াছিলে, আজ ব্রজবাসীদিগকে আমাদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণয়পাত্র দেখিয়া তদ্রূপ মান করিয়াছ। রে নীচে, আমি যে ব্রজবাসীদিগের ইচ্ছানুবর্ত্তী,তাহা তুমি কি জান না ? ৭৭ ॥

তোমাদিগের সকলকে পরিত্যাগ করিলে যদি ব্রজবাসিগণ আপনাদিগের মঙ্গল ভাবেন, তাহা হইলে, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, সত্য সত্যই এখনই আমি তাহাই করি ॥ ৭৮ ॥

ব্রহ্মা আমার স্তব করিতে করিতে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কখনই মিথ্যা নহে ; কারণ, উহা প্রামাণিক বাক্য ; আমি ব্রজবাসিগণের প্রত্যুপকারে অসমর্থ, অতএব আমি তাঁহাদিগের নিকট ঋণী ॥ ৭৯ ॥

যদিও আমি তাঁহাদিগের প্রীতির নিমিত্ত ব্রজে যাই ও

বাস করি, তথাপি তাঁহাদিগের স্বাস্থ্য লাভ হইবে না, ইহাই আমার ধারণা ॥ ৮০ ॥

তাঁহারা আমার দর্শনমাত্রে প্রগাঢ় ভাবের উদয়ে বিহ্বল ও মোহিত হইয়া দেহদৈহিক সমস্ত বিষয়ই বিস্মৃত হইয়া থাকেন। তাঁহারা তদবস্থায় আপনাকেও অনুসন্ধান করেন না, অন্যের কথা কি! ৮১ ॥

আমাকে দেখিলেও তাঁহাদের মদ্বিরহজন্য দুঃখের শান্তি হয় না; কারণ, আমার বিচ্ছেদচিন্তায় আকুলচিত্ত ব্রজবাসী-দিগের সুখের নিমিত্ত আমি যে কিছু মধুর বিহারাদির অনু-ষ্ঠান করি, তৎসমস্তই তাঁহাদিগের ঐ দুঃখকে তৎক্ষণাৎ দ্বিগুণ করিয়া তুলে ॥ ৮২ ॥

আমি তাঁহাদিগের অদৃশ্য হইলে, তাঁহারা কখন প্রদীপ্ত-বিরহানলে বিহ্বল হয়েন, কখন মৃতবৎ অবস্থান করেন, কখন উন্মাদাভিভূত হইয়া বিবিধ মধুর ভাব আশ্রয় করিয়া থাকেন ॥ ৮৩ ॥

তাঁহারা আমার বর্ণসদৃশ তিমিরপুঞ্জাদি যাহা কিছু অব-লোকন করেন, তাহাকেই মদ্বুদ্ধিতে চুম্বন ও আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। এই সকল বৃত্তান্ত আমি কাহার নিকট বর্ণন করিব? ৮৪ ॥

অতএব আমার ব্রজে অবস্থান ও অনবস্থান উভয়ই সমান দেখিয়া সেই স্থানে গমন করিতেছি না। তবে যে তোমা-দিগকে বিবাহ করিয়াছি, তাহার কারণ বলি, শ্রবণ কর ॥৮৫॥

সেই স্থানে গমন করিতেছি না—সেই স্থানে প্রকাশ্যভাবে গমন করিতেছি না; আমার ব্রজে অপ্রকটভাবে নিত্য অবস্থান প্রসিদ্ধই আছে ॥ ৮৫ ॥

অয়ি মানিনি, পূর্ব্বে মথুরাপুরীতে অবস্থানকালে গোপী-দিগের সহিত বিচ্ছেদ হইলে, আমার বিবাহ করিবার ইচ্ছাই ছিল না ॥ ৮৬ ॥

রুক্মিণী আমাকে না পাইলে প্রাণত্যাগ করিতে অভি-লাষিণী হইয়াছেন, এই বিজ্ঞাপন করিয়া, এক আর্ত্তিজনক পত্র প্রেরণ করেন। তৎপ্রেরিত বিপ্রের প্রমুখাৎ ঐ পত্র-লিখিত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, আমি জরাসন্ধাদি দুষ্ট রাজ-কুলের দর্প চূর্ণ করিবার নিমিত্ত যুদ্ধ করিতে করিতে রাজ-গণের সমক্ষেই তাঁহাকে হরণ করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছি ॥ ৮৭ ॥

এই রুক্মিণীকে দর্শন করিয়া আমার গোপীগণের স্মৃতি আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। উহা আমাকে অতিশয় শোক ও আর্ত্তি প্রদান করিতে লাগিল। এইহেতু আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম ॥ ৮৮ ॥

তখন মৎপ্রাপ্তিকামনায় কাত্যায়নীব্রতপরা অষ্টোত্তর-শতাধিকষোড়শসহস্রগোপাঙ্গনার সহিত তোমাদিগের সংখ্যার সাদৃশ্য দেখিয়া, তদ্দ্বারা আপনার মনকে কিয়ৎপরিমাণে সুস্থ করিবার নিমিত্ত, আমি এই স্থানে তোমাদিগকে বিবাহ করিয়াছি। অহো ভামিনি, আমার সেই সকল মহাসুখ ও সেই মহিমা আমাকে ত্যাগ করিয়া নিজোচিত ব্রজস্থানেই গমন করিয়াছে জানিও ॥ ৮৯ ॥

আমি সেই সেই মহামোহন লোকগণের সঙ্গে চিত্রাতি-চিত্র, রুচির বিহারসমূহ দ্বারা আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া রাত্রিদিবস জানিতে পারি নাই ॥ ৯০ ॥

আমি ব্রজে বাল্যক্রীড়াকৌতুকসহকারেই প্রধান প্রধান দৈত্যের বধসাধন করিয়াছি ; দুষ্ট কালিয়কে দমন পূর্ব্বক দূরীভূত করিয়াছি ; বামকরে গিরিবর গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছি ॥ ৯১ ॥

আমি ব্রজে এরূপ সন্তোষার্ণবে নিমগ্ন ছিলাম যে, ব্রহ্মাদি দেবগণ আমার স্তব ও বন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেও, আমি তাঁহাদিগের দর্শন ও সম্ভাষণ দুঃখজনক বোধ করিয়া দেবকার্য্য সকল বিস্মৃত হইয়াছিলাম ॥ ৯২ ॥

আমি ব্রজে অপূর্ব্ব রূপ, বেশ ও বংশীরবামৃত দ্বারা ব্রজবাসিগণের কথা দূরে থাকুক, অখিল বিশ্বসংসারকেই প্রেমভরে বিমোহিত করিয়াছিলাম ॥ ৯৩ ॥

আকাশচারী ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, শশী, অপরাপর দেবগণ, সিদ্ধগণ, গোগণ, বৃষগণ, বৎসগণ, মৃগগণ, বৃক্ষসকল, পক্ষিগণ, তরু গুল্ম ও লতাসকল, নদীসকল, মেঘনিকর, স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণিগণ, চেতন ও অচেতন নিখিল প্রপঞ্চ প্রেমপ্রবাহোত্থ সাত্ত্বিক বিকারসমূহ দ্বারা রুদ্ধ হইয়া স্বীয় স্বীয় স্বভাবের বৈপরীত্য প্রাপ্ত হইতেন ॥ ৯৪ ॥

এই সকল কথা সত্য কি মিথ্যা, তাহা এই কালিন্দীকে জিজ্ঞাসা কর ; কারণ, ইনি সেই ব্রজবাসীদিগের স্বচ্ছন্দবিহার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ॥ ৯৫ ॥

সেই আমি এখন আপনার জ্ঞাতি এই যাদবগণকেও পরিহাস, ক্রীড়া ও উৎসবাদি দ্বারাও সেই ভাব প্রাপ্ত করাইতে পারি না ॥ ৯৬ ॥

এখানে তোমার ন্যায় মানিনীর মানভঞ্জন করাও আমার

পক্ষে দুষ্কর হইয়াছে দেখিয়া লজ্জায় প্রিয়া মুরলীকে ত্যাগ করিয়াছি ॥ ৯৭ ॥

অহো কি দুঃখ! আমি ব্রজে যেরূপ লীলা করিয়াছিলাম এবং যেরূপ সুখে অবস্থান করিতাম, এখানে সেরূপ করা বা থাকা ত দূরের কথা, তাহা বর্ণনা করিতেও পারি না ॥৯৮॥

সেই ব্রজবাসিগণের ন্যায় আমার প্রিয় কেবল এক শুকই আছেন। তিনিই তাদৃশ মহাপ্রেমের প্রভাবে মৎ-কর্ত্তৃক রক্ষিত, স্বসদৃশ, শিষ্যবর পরীক্ষিৎকে এই ব্রজলীলার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শ্রবণ করাইবেন ॥ ৯৯ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ রোষভরে এতাদৃশ ব্রজভাগ্যবৈভব বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ ভাবাভিনিবেশাশঙ্কায় তাঁহাকে উক্ত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করাইবার নিমিত্ত, মন্ত্রিবর উদ্ধব মহিষীদিগকে সঙ্কেত করিলেন ॥ ১০০ ॥

তদনুসারে রুক্মিণ্যাদি মহিষীবৃন্দ সত্যভামার সহিত সম্মুখে যাইয়া ভর্ত্তার চরণযুগল মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক রোদন-সরস বিনয়বচনে তাঁহাকে ধীরে ধীরে শান্ত করিলেন ॥ ১০১ ॥

তখন সুচতুর উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত দেবকী ও রোহিণী দেবীকে অন্নপানাদির সহিত পাঠাইয়া দিলেন। পরে বলরামের স্নান সমাধা হইলে, তদ্দারা দ্বার-দেশে দেবর্ষি নারদের আগমনবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিলেন ॥১০২॥

শুনিয়া সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, আজ দেবর্ষি পূর্ব্বের ন্যায় এখানে আগমন করিতেছেন না কেন? আজ কে তাঁহাকে নিরোধ করিল? ১০৩ ॥

উদ্ধব ঈষৎ হাস্যসহকারে প্রত্যুত্তর করিলেন, তাঁহার নিজের লজ্জা ও ভয়ই তাঁহাকে নিরোধ করিয়াছে। তখন ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উঠিয়া দেবর্ষিকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১০৪ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে সুহৃত্তম নারদ, তুমি আমার প্রীত্যুৎপাদনে বিশেষ ব্যগ্র। হে রসিকোত্তম, আপনি আমার অত্যন্ত হিতসাধনই করিয়াছেন ॥ ১০৫ ॥

প্রেমকৃত প্রিয়জন-বিরহানল-বেগ হইতে যে সন্তাপ জন্মে, তজ্জনিত দুরন্ত শোকের প্রবেশে প্রথমতঃ অন্তরে অতিশয় দুঃখ হয় বটে, কিন্তু পরিণাম-সম্ভোগ-সুখ হইতেও প্রশংসনীয় যে এক অনির্ব্বচনীয়, রসিকজনৈকবেদ্য, মনোরম, আনন্দরাশির স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা নিশ্চয় ॥ ১০৭ ॥

কারণ, বিরহজনিত শোকদুঃখের নিবৃত্তির পর চিত্ত সম্যক্ প্রসন্ন হইয়া সম্ভোগসুখসম্পন্নের ন্যায় মহাসুখে অবস্থান করিতে থাকে ॥ ১০৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণবিরহবিধুর চিত্ত পুনশ্চ তাদৃশ ভাবই ইচ্ছা করিয়া থাকে এবং সেই ভাবের কোনপ্রকারে অভাব হইলে, অত্যন্ত দুঃখিতও হইয়া থাকে। যাঁহাদিগের মতে এই বিষয়টি রুচিকর হয় না, তাঁহারাও প্রিয়জনের স্মারক বিষয়কে পরমোপকারক বিবেচনা করিয়া থাকেন ॥ ১০৯ ॥

কোন প্রকারে প্রিয়জনের স্মরণকার্য্যকে জীবনদান বলিয়াই জানিও; কারণ, প্রাণাধিক জনের কখনও যে বিস্মরণ, তাহা মরণ হইতেও নিন্দনীয় ॥ ১১০ ॥

যদিও নিজজীবনতুল্য প্রিয়জনের কদাপি বিস্মরণ সম্ভব

হয় না, তথাপি কোনরূপে তাঁহার স্মৃতি উৎকৃষ্ট জীবনের ন্যায় আনন্দদান করিয়া থাকে ॥ ১১১ ॥

এইরূপে আপনি অদ্য আমার পরম উপকার করিয়াছেন ; অতএব আমি আপনার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি ; নিজ অভীষ্ট বর প্রার্থনা করুন ॥ ১১২ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—নারদ মুনি 'জয়' 'জয়' শব্দ করিয়া বীণাগীত সহকারে ব্রজলীলাসমুদ্ভূত নামসমূহের কীর্ত্তন দ্বারা বরপ্রদ শ্রীভগবানকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১১৩ ॥

মাতঃ, প্রয়াগের দশাশ্বমেধতীর্থ হইতে দ্বারকা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া যে যে মহাত্মার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীভগবানের অনুগ্রহে পরিপূর্ণসর্ব্বার্থ হইয়াছেন, জানিয়াও, দেবর্ষি হর্ষপ্রযুক্ত সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত, উদারশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানের নিকট প্রথমতঃ বক্ষ্যমাণ প্রিয় বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন ॥ ১১৪ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, আনন্দাস্পদ ভবদীয় অনুগ্রহে, ভক্তিতে ও প্রেমে যেন কখন কাহারও তৃপ্তি না হয়, ইহাই আমার প্রার্থিত বর ॥ ১১৫ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন, বিদগ্ধচূড়ামণে, তুমি এ কি বর প্রার্থনা করিলে ? আমার কৃপার ভক্তির ও প্রেমের এতাদৃশ স্বভাবত প্রসিদ্ধই আছে ॥ ১১৬ ॥

হে মুনে, তুমি প্রয়াগতীর্থ হইতে আরম্ভ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এবং এখানে আসিয়াও যাঁহাদিগকে

দর্শন ও শ্রবণ করিলে, তাঁহারা সকলেই পরিপূর্ণসর্ব্বার্থ ও জগতের নিস্তারকারক। তাঁহারা সকলেই আমার কৃপার পাত্র। তবে তাঁহাদিগের মধ্যে কেবল কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে ॥ ১১৭ ॥

তারতম্য থাকিলেও, তাঁহাদিগের মধ্যে কোন এক ব্যক্তিও কোনরূপে পরিতৃপ্ত হয়েন নাই, অতএব তুমি আমার নিকট হইতে অপর কোন অভীষ্ট বর গ্রহণ কর ॥ ১১৮ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—তখন দেবর্ষি আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বরদশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের নিকট ভৈক্ষ্য দ্রব্যের ন্যায় দুইটি উৎকৃষ্ট বর প্রার্থনা করিলেন ॥ ১১৯ ॥

শ্রীনারদ বলিলেন,—হে স্বদানাতৃপ্ত ভগবন্, আমি সম্প্রতি সফলশ্রম হইয়াছি; কারণ, আমি আপনার কৃপাপাত্রজনকে বিশেষরূপে জানিয়াছি ॥ ১২০ ॥

ইহাই আমার বর লাভ হইয়াছে এবং ইহাই আমার পক্ষে উৎকৃষ্ট অনুগ্রহ বলিয়া বোধ হইতেছে। হে উদারশেখর, তথাপি চিরন্তন অভিপ্রেত কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১২১॥

হে ব্রজজনগণ-প্রেমসরোবর-সঞ্চরণশীল রাজহংস, আমি যেন গোকুলাব্ধিসমুত্থিত, সেই সেই পরমানির্ব্বচনীয় বেশ ও আচরিত দ্বারা প্রকাশিত, মধুর হইতেও সুমধুর তোমার নামামৃত অবিরত পান করিতে করিতে মত্ত ব্যক্তির সদৃশ চেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া, সমস্ত লোককে আনন্দিত করিয়া জগতের সর্ব্বত্র বিচরণ করি, ইহাই আমার প্রথম বর ॥ ১২২ ॥

যে কোন ব্যক্তি কৃতনিশ্চয় হইয়া বাক্য দ্বারা, নেত্র

দ্বারা, কর্ণ দ্বারা বা অন্য কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা একবারও তোমার সেই ক্রীড়া বা ক্রীড়াভূমি সকল স্পর্শ করেন, তিনি গোপী-কুচ-কলস-গত কুঙ্কুম দ্বারা বিলসিত ত্বদীয় চরণ-যুগলে নিত্য প্রেমভক্তি লাভ করুন, ইহাই আমার দ্বিতীয় বর ॥ ১২৩ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—তখন শ্রীগোপীনাথ পরমাদর-সহকারে শ্রীকরকমল প্রসারণ পূর্ব্বক 'তাহাই হউক' এই কথা বলিলেন ॥ ১২৪ ॥

অনন্তর দেবর্ষি পরমানন্দসাগরে মগ্ন হইয়া বহুবিধ নৃত্য ও গান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অতিশয় সুখী করিলেন ॥ ১২৫ ॥

পরে তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের সহিত বিবিধ পেয় ও উৎকৃষ্ট পায়সান্ন ভোজন করিলেন। ভোজনকালে রুক্মিণী দেবী পরিবেষণ এবং দেবকী ও রোহিণী দেবী পরিদর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ১২৬ ॥

উদ্ধব ভক্ষ্যদ্রব্য সকল স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন; সত্যভামা দেবী বীজন করিতে লাগিলেন; জাম্ববতী প্রভৃতি অপরাপর মহিষীগণ বিবিধ চেষ্টা দ্বারা আনন্দিত করিতে লাগিলেন ॥ ১২৭ ॥

মুনি ভোজনের পর আচমন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার গাত্রে গন্ধলেপন, মাল্য দ্বারা মণ্ডন ও বহুবিধ অলঙ্কার দ্বারা ভূষণ করিয়া দিলেন ॥ ১২৮ ॥

অনন্তর ভক্তিরসিক দেবর্ষি প্রয়াগে তাঁহার অপেক্ষায় অবস্থিত মুনিদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের অনুজ্ঞা লইয়া স্বয়ং ইতস্ততঃ যে ভক্তিমাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছিলেন,

বীণাসহযোগে তাহাই গান করিতে করিতে গমন করিলেন ॥ ১২৯ ॥

সেই সারগ্রাহী মুনিগণও নারদের মুখ হইতে সেই সেই পরমাদ্ভুত বিষয় শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ জ্ঞানকর্ম্মাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১৩০ ॥

তাঁহারা দেবর্ষির শিক্ষানুসারে কেবল পরম দৈন্য অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীমন্মদনগোপালদেবের পাদপদ্ম ভজন করিতে লাগিলেন ॥ ১৩১ ॥

মাতঃ, তুমিও গোপীগণের দাস্যাভিলাষিণী ও নামসঙ্কীর্ত্তন-পরায়ণা হইয়া সেই প্রেম-মোহিত-গোপী-মণ্ডলে পরিবৃত, রাসরসাম্বুধি গোপকিশোরকে গোপীপ্রেমসদৃশ প্রেমপরম্পরা দ্বারা নিত্য ভজন কর ॥ ১৩২ ॥

মক্ষিকা যেরূপ নিজ মুখে মেরুকে ধারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ আমিও সেই সকল গোপীদিগের কোন এক জনেরও মহিমা এই মুখে বলিতে পারি না ॥ ১৩৩ ॥

অহো! আমার গুরুদেব কৃষ্ণরসাবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণের ও তাঁহার প্রিয়া রুক্মিণ্যাদির নাম সকল সদা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কিন্তু অতিবিস্তৃত, সর্ব্ববিলক্ষণ, পরমপ্রকটিত প্রেমানলশিখার তাপে দগ্ধ গোপীগণের নামকীর্ত্তন করিলে, তাঁহাদিগের স্মরণে তৎসম্বন্ধীয় তীক্ষ্ণ অনল হইতে সমুত্থিত শিখাগ্রকণিকার স্পর্শমাত্র বৈকল্যের উদয় হয় বলিয়া, তিনি কখনও তাঁহাদিগের নাম মুখে গ্রহণ করিতে পারেন না ॥ ১৩৪ ॥

মাতঃ, তুমি যদি সেই গোপীগণের সহিত গোপীনাথ

শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমসহকারে মদুক্তপ্রকারে সম্যক্ ভজন কর, তবে তাঁহাদিগের প্রসাদে তাঁহাদিগের মহিমা কিঞ্চিৎ অবগত হইতে পার ॥ ১৩৫ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপাসারপাত্র-নির্দ্ধারণরূপ-প্রয়োজনান্বিত এই শ্রেষ্ঠ উপাখ্যান শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণকীর্ত্তনাদি যে কোন প্রকারে সম্যক্ আশ্রয় করেন, তিনিও সত্বর শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ প্রেম লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৩৬ ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে প্রথমখণ্ডে সরলানুবাদে

সপ্তম অধ্যায় ॥ ৭ ॥

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

শ্রীজনমেজয় বলিলেন,—ভগবদ্ভক্তিপ্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রসকলের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহের গুহ্য ও দুর্লভ সারভাগ সংগ্রহ করিয়া, আমার পিতা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বশতঃ নিজজননী উত্তরাকে বলিয়াছিলেন, ইহা সত্য ॥ ১ ॥

কিন্তু মুনিবর, আপনার মুখকমলের সৌরভ দ্বারা অতিশয় সুবাসিত এই শ্রীমদ্ভাগবত-সমুদ্র-সুধা আমি সম্যক্ পান করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ২ ॥

অতএব, হে বিদ্বন্, শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জলুব্ধ সেই মাতাপুত্রের সংবাদ এবং সুধাসারময় অপরাপর সংবাদ বর্ণনা করুন ॥ ৩ ॥

জৈমিনি বলিলেন,—মহারাজ, আমি এই গোলোক-মাহাত্ম্যের উপাখ্যানরূপ শ্রীমদ্ভাগবত-সাগর-সুধা নিজ শক্তি দ্বারা বিদিত হইতে বা বর্ণন করিতে অসমর্থ ; কারণ, সর্ব্বজ্ঞ ও ব্রহ্মানুভবসম্পন্ন মুক্তপুরুষগণেরও দুর্জ্ঞেয় ॥ ৪ ॥

তবে আমি উত্তরা ও পরীক্ষিতের পার্শ্বে উপবিষ্ট ও তাঁহাদিগের কথায় নিবিষ্ট হইয়া বেদব্যাসনন্দন শুকদেবের প্রসাদে সাক্ষাৎ ইহা শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৫ ॥

হে মহাভাগ, অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়ও প্রিয়শিষ্যের নিকট বর্ণনা করা যায় ; অতএব এক্ষণে তুমিও এই গোলোক-মাহাত্ম্য শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের করুণাসারপাত্রের নির্দ্ধারণসম্বন্ধীয় পরমা কথা শ্রবণ করিয়া তোমার পিতামহী উত্তরা পরমানন্দে পূর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

তিনি গোপীকান্তপাদযুগলে অসাধারণ ভক্তিবিশেষের ফলবিশেষ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত, সেই ফলবিশেষের ভোগ-স্থান শ্রীবৈকুণ্ঠ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়াও, উহা কোন্‌টি, তাহা চিন্তা দ্বারা স্থির করিতে না পারিয়া, নিজ পুত্র পরীক্ষিৎকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৮ ॥

শ্রীমতী উত্তরা বলিলেন,—বৎস, এই ভূরাদিলোকত্রয় সকাম, পুণ্যকারী গৃহীদিগের ভোগস্থান। আর তদূর্দ্ধবর্ত্তী মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য, এই চারিটি লোক অগৃহস্থদিগের ভোগস্থান। তন্মধ্যে উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী সকল মহর্লোকে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী সকল জনলোকে, বানপ্রস্থাশ্রমীরা তপোলোকে এবং যতিগণ সত্যলোকে ভোগ লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা সকাম স্বধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহারা ভোগক্ষয়ে পুনঃপুনঃ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, এবং যাঁহারা নিষ্কাম স্বধর্ম্মপরায়ণ তাঁহারা দেহাবসানে ক্রমান্বয়ে মহরাদি লোকসকল প্রাপ্ত হইয়া যথোক্ত ভোগসকল ভোগ করিতে করিতে পরিশেষে মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হয়েন ॥ ৯ ॥

সম্যক্-বৈরাগ্য-রহিত ক্রিয়াপর যোগী সকল দেহান্তে অর্চ্চিরাদি দেবতা কর্ত্তৃক নীত হইয়া তত্তৎস্থানের ভোগ্য-বিষয়সমূহ ভোগ করিতে করিতে ক্রমমুক্তি লাভ করেন। আর সম্যক্-বৈরাগ্য-সমন্বিত, জ্ঞানপর যোগী সকল দেহান্তে সদ্যোমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

কিন্তু যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, তাঁহারা সকাম হইলেও, স্বেচ্ছানুসারে অখিল সুখভোগ ভোগ করিতে করিতে অনুষ্ঠিত ভক্তির প্রভাবে শুদ্ধ হইয়া শ্রীভগবৎপদ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১১ ॥

সান্দ্রানন্দচিদাত্মক শ্রীবৈকুণ্ঠধাম মুক্তপুরুষদিগেরও দুর্লভ। নিষ্কাম ভগবদ্ভক্ত সকলই দেহান্তে সদ্য উহা লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

তাঁহার ঐ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের সাক্ষাৎ সেবাসুখ সর্ব্বদা বহুপ্রকারে অনুভব করিয়া বিরাজ করিতে থাকেন। ঐ সেবাসুখের নিকট মুক্তিসুখও তুচ্ছ হইয়া যায় ॥ ১৩ ॥

যে সকল ভগবদ্ভক্ত শ্রীবৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা প্রধানতঃ পঞ্চবিধ। প্রাপ্তবৈকুণ্ঠ পঞ্চবিধ ভগবদ্ভক্ত যথা,—জ্ঞানভক্ত, শুদ্ধভক্ত, প্রেমভক্ত, প্রেমপর ভক্ত ও প্রেমাতুর ভক্ত। ইহাঁরা সকলেই ভক্ত হইলেও, ইহাঁদের পরস্পর তারতম্য দেখা যায়। যাঁহাদের পরস্পর তারতম্য আছে, তাঁহাদের ফলগত সাম্য উপযুক্ত হয় না। অথচ সাম্যস্থান শ্রীবৈকুণ্ঠে কোনরূপেই তারতম্য সম্ভবই হয় না ॥ ১৪ ॥

জ্ঞানভক্ত—জ্ঞানমিশ্রভক্তিযুক্ত; এখানে জ্ঞান শব্দ দ্বারা শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মসম্বন্ধীয়া ভক্তির মহিমাদি-জ্ঞান বোধিত হয় এবং ভক্তি শব্দ দ্বারা নববিধা ভক্তি বা সেবা বোধিত হয়, অতএব ভক্তিমহিমাদিজ্ঞানসহকৃত সেবাই জ্ঞানমিশ্রভক্তি শব্দের অর্থ, সুতরাং তাদৃশভক্তিযুক্ত ব্যক্তিই জ্ঞান-ভক্ত। ভরতরাজা প্রভৃতি জ্ঞানভক্তের নিদর্শন। শুদ্ধভক্ত—কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রভৃতি দ্বারা অসংস্পৃষ্টা যে ভক্তি, তদ্যুক্ত, ভক্তিমাত্রকাম, অম্বরীষাদি রাজগণ। প্রেমভক্ত—সপ্রেমভক্তিযুক্ত শ্রীহনূমান্ প্রভৃতি। প্রেমপর ভক্ত—ভক্তিতে আসক্তিশূন্য, প্রেমৈক-তাৎপর্য্য-যুক্ত, সৌহৃদাদি-

শ্রীভগবানের সারূপ্য ও সামীপ্য প্রভৃতি বিষয়ে তুল্যতাই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। বৈকুণ্ঠ হইতে অধিক কোন উৎকৃষ্ট প্রাপ্য স্থানও শ্রবণ করা যায় না ॥ ১৫ ॥

বৈকুণ্ঠেরই বিশেষ বিশেষ স্থানে মুক্তিপ্রাপ্ত পঞ্চবিধ ভক্তের নিজ নিজ ভাবানুসারে নিজ নিজ প্রিয়বস্তুর প্রাপ্তি দ্বারা বিশেষ বিশেষ সুখ হয় হউক ॥ ১৬ ॥

প্রত্যেক ভাবের সজাতীয়তার উপযুক্ত প্রত্যেক সুখই পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তথাপি রাসমণ্ডলবিহারী শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ ভক্তগণের কি গতি হয়? ১৭ ॥

যাঁহারা সমস্ত সাধনে এবং সাধ্যে অপেক্ষারহিত ও অসাধারণ প্রেমময় হইয়া কেবল শ্রীমতী রাধিকার দাস্যলাভেচ্ছায় তাঁহার নাম সঙ্কীর্ত্তন করেন ॥ ১৮ ॥

তাঁহাদিগের প্রাপ্য যদি অপর ভক্তগণের সহিত সমান হয়, তবে আমাদিগের মন সন্তুষ্ট হয় না ॥ ১৯ ॥

শৃঙ্খলে আবদ্ধ যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ। প্রেমাতুর ভক্ত—প্রেমবিহ্বল, সৌহৃদাদিসম্বন্ধাকৃষ্ট উদ্ধবাদি যাদবগণ ॥ ১৪ ॥

সারূপ্য—সমানাকারতা। সামীপ্য—নিকটবর্ত্তিতা ॥ ১৫ ॥

প্রত্যেক ভাবের……হইয়া থাকে—পঞ্চবিধ ভক্তের নিজ নিজ ভাবানুসারে ঐ ভাবের সজাতীয় সুখবিশেষের লাভ হয়; এইরূপে সুখের বিশেষত্ব ঘটিলেও তারতম্য সম্ভব হয় না; কারণ, প্রত্যেক সুখই মহত্ত্বের চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তথাপি রাসবিহারী……কি গতি হয়?—প্রত্যেক সুখই মহত্ত্বের চরমসীমা প্রাপ্ত হইলেও অভীষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিতেছে; কারণ, রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত অসাধারণ; অসাধারণ ভক্তের সুখও অসাধারণ হওয়াই উচিত; কিন্তু উহা অসাধারণ না হইয়া সাধারণই হইতেছে; তাহা হইলে, তাদৃশ ভক্তের গতি কি হইল? ১৭ ॥

অহো! নন্দাদি গোপগণের ও যশোদাদি গোপীগণের তাদৃশী গতি সহ্য করিতে পারি না ॥ ২০ ॥

নদীসকল যেরূপ সমুদ্রে প্রবেশ করে, তদ্রূপ যে গোপ-গোপীগণে অপরিমিত বিবিধ মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা পর্য্যবসিত হয় ॥ ২১ ॥

তাঁহাদিগের নিমিত্ত বৈকুণ্ঠ হইতে উৎকৃষ্ট কোন একটি স্থান উচিত হইতেছে এবং তাহা অবশ্য আছেই; অতএব তাহা প্রকাশ করিয়া আমাকে সংসারসাগর হইতে উদ্ধার কর ॥ ২২ ॥

শ্রীজৈমিনি বলিলেন,—রাজা পরীক্ষিৎ নিজ জননী উত্তরার এইরূপ অতিমনোহর প্রশ্নে আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক রোমাঞ্চিতকলেবরে সজলনয়নে প্রত্যুত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২৩ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণজীবিতে, তদীয়বিরহা-

তাদৃশী গতি—অন্যভক্তসাধারণ প্রাপ্য ॥ ২০ ॥

তাঁহাদিগের নিমিত্ত ইত্যাদি—যদিও এই ভূমণ্ডলে সর্ব্বস্থানশীর্ষস্থানীয় শ্রীমথুরা বিরাজ করিতেছেন এবং ঐ শ্রীমথুরা গোপগোপীগণের নিজপ্রভুর সহিত ক্রীড়াসুখবিশেষের সম্পাদক, তথাপি উহার প্রপঞ্চান্তর্গতত্ব হেতু অজ্ঞজনের সম্বন্ধে মায়িকত্বের আশঙ্কা থাকায়, শ্রীবৈকুণ্ঠাদির ন্যায় প্রাপ্তি-মাত্র পরমফলসিদ্ধির অদর্শন হেতু সাক্ষাৎ পরমপুরুষার্থরূপতাহানির আশঙ্কা থাকায়, ব্রহ্মাণ্ডনাশে নাশের আশঙ্কা থাকায়,পরমনিগূঢ়ত্ব হেতু সত্বর শ্রীবৈকুণ্ঠা-দির ন্যায় মাহাত্ম্যবিশেষের অস্ফূর্ত্তির আশঙ্কা থাকায় এবং নিত্য ভগবৎ-প্রকটলীলাবিশেষাদির অশ্রবণ হেতু উক্তপ্রকার জিজ্ঞাসা জানিতে হইবে ॥২২॥

শ্রীকৃষ্ণজীবিতে—শ্রীকৃষ্ণই যাঁহার জীবনদাতা অতএব জীবন। তদীয়-বিরহাসহে—শ্রীকৃষ্ণবিরহসহনাসমর্থে ॥ ২৪ ॥

সহে, মাতঃ, এই প্রশ্ন তোমারই যোগ্য। ইতিপূর্ব্বে আর কেহ এরূপ প্রশ্ন করেন নাই ॥ ২৪॥

যিনি আমাকে এই স্থানে নিজপ্রিয়সখা, সুভদ্রাপতি, শ্রীমান্ অর্জ্জুনের পৌত্ররূপে তোমার গর্ভে এই উৎকৃষ্ট মানবজন্ম প্রদান করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

যিনি গদা ও চক্র ধারণ পূর্ব্বক আমাকে গর্ভাবস্থায় অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে তোমার সহিত রক্ষা করিয়াছেন; যিনি আমাকে বাল্যাবস্থায় বারংবার মনুষ্যমধ্যে নিজরূপের ভক্তজনোচিত পরীক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

যিনি আমাকে প্রজাপালন, ব্রহ্মণ্যতা ও সত্যপ্রতিজ্ঞতা প্রভৃতি গুণ দ্বারা ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি মহাজনগণের অনুবর্ত্তী করিয়াছেন; যিনি আমাকে কলির নিগ্রহ দ্বারা বিখ্যাত করিয়াছেন; যিনি আমাকে প্রথমত অদ্ভুত রাজলক্ষ্মী প্রদান করিয়া পরে বিপ্রশাপে শপ্ত ও তৎপ্রযুক্ত নির্ব্বেদিত করিয়াছেন; যিনি আমাকে শাপ শ্রবণ করাইয়া গৃহান্ধকূপ হইতে আকর্ষণানন্তর গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনে মতি প্রদান করিয়াছেন; যিনি আমাকে মুনীন্দ্রসমাজে শুকরূপে তত্ত্বোপদেশদান দ্বারা ভয়রহিত ও আনন্দিত করিয়া এক্ষণে তোমার ন্যায় নিজপ্রিয়জনের সঙ্গ প্রদান পূর্ব্বক তদ্দ্বারা নিজকথামৃত পান করাইতেছেন ॥ ২৭—২৯ ॥

সেই নিরুপাধিকৃপাকর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া, আমি অনন্যমানসে তোমার প্রশ্নের উত্তর করিতেছি। আমি যাহা বলিব, তাহা নিখিল বৈষ্ণবশাস্ত্রের সার। বিপ্রশাপ হেতু আমার মরণকাল নিকটবর্ত্তী হইলেও, আমি তোমার প্রশ্নের

উত্তর বিশদভাবেই প্রদান করিতে সমর্থ হইব; কারণ, আমি ব্রাহ্মণের বাক্য যখন আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছি, তখন আমার এই অন্তর্দিনমই বৰ্দ্ধিত হইয়া বহুকালব্যাপী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩০ ॥

যদিও আমি শ্রুতি ও স্মৃতির বচন সকল মুখ্যাবৃত্তি ও তাৎপর্য্যবৃত্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া তোমাকে বুঝাইয়া সন্তোষ করিতে পারি, তথাপি, প্রথমতঃ নিজগুরু শুকদেবের প্রসাদ-লব্ধ, সংশয়চ্ছেদনকারী ও স্পষ্টার্থ এই সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস বলিয়া, পশ্চাৎ ঐ সকল কথা বলিব ॥ ৩১—৩২ ॥

পূর্ব্বকালে প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরে শাস্ত্রার্থজ্ঞানবিহীন কোন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বহুধনকামনায় প্রতিদিন শ্রদ্ধাসহকারে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরবাসিনী কামাখ্যা-দেবীর পূজা করিতেন। দেবী ঐ ব্রাহ্মণের পূজায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বপ্নে একটি মন্ত্র প্রদান করেন। ঐ মন্ত্রটি দশাক্ষর গোপালমন্ত্র। শ্রীমন্মদনগোপালদেব ঐ মন্ত্রের দেবতা। মন্ত্রটি সাক্ষাৎ মহানিধিস্বরূপ। দেবী ব্রাহ্মণকে মন্ত্র প্রদান করিবার সময় মন্ত্রের সহিত মন্ত্রোক্ত ধ্যান, ন্যাস ও পূজাবিধিও উপদেশ করেন ॥ ৩৩ ॥

ব্রাহ্মণ স্বপ্নে মন্ত্রলাভ করিলেও, অবিশ্বাস বশতঃ, জপে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তদ্দর্শনে দেবী পুনর্ব্বার তাঁহাকে স্বপ্নে মন্ত্রজপে আদেশ করিলেন। দেবীর আদেশের পর তাঁহার মন্ত্রজপে প্রবৃত্তি হইল। ব্রাহ্মণ নিয়ত নির্জ্জন প্রদেশে মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। জপের প্রভাবে ব্রাহ্মণের ধনকামনার নিবৃত্তি হইল।

কামনানিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরে শান্তির উদয় হইতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

ইতিপূর্ব্বে ঐ ব্রাহ্মণের পারলৌকিক কর্ম্মে অপেক্ষাই ছিল না; সম্প্রতি উক্ত মন্ত্রের জপপ্রভাবে উহা জন্মিল; কিন্তু বস্তুতত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞতা বশতঃ, মন্ত্র ব্যতিরিক্ত অপর কোন পারলৌকিক সাধন ও তদুক্ত ধ্যান ব্যতিরিক্ত অপর কোন পারলৌকিক সাধ্য আছে, ইহাই তাঁহার বোধ হইতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥

তখন তিনি গৃহাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইয়া, ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে উপনীত হইলেন ॥ ৩৬ ॥

তিনি পথিমধ্যে গঙ্গাতটে বেদবেদাঙ্গাদি-সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ, স্বধর্ম্মাচারপরায়ণ অনেকানেক গৃহস্থ ব্রাহ্মণকে দর্শন করিলেন ॥ ৩৭ ॥

তিনি ঐসকল ব্রাহ্মণের মুখে আবশ্যক অগ্নিহোত্রাদি নিত্য-কর্ম্ম-সকল, পার্ব্বণশ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিক-কর্ম্ম-সকল এবং ব্রতাদি কাম্য-কর্ম্ম-সকল ও ঐসকল কর্ম্মের স্বর্গভোগসুখরূপ ফল শ্রবণ করিলেন ॥ ৩৮ ॥

তিনি উক্ত ব্রাহ্মণদিগের বিবিধ সঙ্কল্পবাক্য দ্বারা ঐসকল কর্ম্মের আচরণে, নিষ্ঠা দর্শনে, জাতশ্রদ্ধ এবং তাঁহাদিগের কর্তৃক শিক্ষিত হইয়া তত্তদাচারে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৯ ॥

কিন্তু দেবীর আদেশে আদরপ্রযুক্ত নিত্য নির্জ্জনে তদ্দত্ত মন্ত্রও জপ করিতে লাগিলেন, অতএব মন্ত্রজপের প্রভাবে

আবশ্যক—অবশ্যকর্ত্তব্য ॥ ৩৮ ॥

তাঁহার চিত্ত ঐসকল কর্ম্মে সন্তোষ লাভ করিতে পারিল না ॥ ৪০ ॥

কর্ম্মে চিত্তের সন্তোষ না পাইয়া তিনি বিরক্ত হইয়া কাশীধামে গমন করিলেন। কাশীধামে তাঁহার নানাদেশীয় অদ্বৈতব্যাখ্যাবিবাদী অনেকানেক সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল ॥ ৪১ ॥

তিনি প্রথমতঃ বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করিয়া প্রত্যেক মঠে গমন, সন্ন্যাসীদিগকে নমস্কার ও সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

ঐ সকল সন্ন্যাসী বিবাদে নির্ম্মলবুদ্ধি ছিলেন। তাঁহারা মোক্ষকে করতলস্থ বস্তুর ন্যায় বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। অতএব তাঁহাদিগের কথা শুনিতে শুনিতে ঐ ব্রাহ্মণেরও ঐ মতই সার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥

মণিকর্ণিকায় স্নান, বিশ্বেশ্বর দর্শন, সন্ন্যাসীদিগের সহিত অনায়াসে অভিলষিত মিষ্টান্ন ভোজন ও তাঁহাদিগের মুখে নিরন্তর সন্ন্যাস ও মোক্ষের উৎকর্ষপ্রতিপাদক বেদান্তবাক্য সকল শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহারও সন্ন্যাস গ্রহণে অভিলাষ হইল ॥ ৪৪ ॥

সন্ন্যাসগ্রহণে অভিলাষ হইলেও, তিনি দেবীর গৌরব হেতু এবং আন্তরিক সুখ হেতু নিজমন্ত্রজপে বিরত হইলেন না। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে, তিনি একদিন রাত্রিতে স্বপ্নাবস্থায় নিজমন্ত্রদেবতাকে দর্শন করিলেন ॥ ৪৫ ॥

অদ্বৈতব্যাখ্যাবিবাদী—অদ্বৈতব্যাখ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মনিরূপণ দ্বারা বিবাদশীল ॥ ৪১ ॥

মন্ত্রদেবতাকে দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার পরমসৌন্দর্য্য দ্বারা এতই আকৃষ্ট ও পরমানন্দযুক্ত হইলেন, যে তাঁহার আর মন্ত্রজপ ভিন্ন অন্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে মনের বল হইল না॥ ৪৬॥

তখন তিনি ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে বিমূঢ় হইয়া কাতরভাবে নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তদবস্থায় শ্রীমন্মহাদেব দেবীর সহিত আবির্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণকে এইরূপ আদেশ করিলেন॥ ৪৭॥

অরে মূর্খ, সন্ন্যাস গ্রহণ করিও না; সত্বর শ্রীমথুরামণ্ডলে গমন কর। শ্রীমথুরামণ্ডলান্তর্গত শ্রীবৃন্দাবনে তুমি অবশ্য সফলমনোরথ হইবে॥ ৪৮॥

তদবধি ব্রাহ্মণের মথুরাগমনে উৎকণ্ঠা জন্মিল। তিনি বারংবার 'মথুরা' নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে প্রয়াগ প্রাপ্ত হইলেন॥ ৪৯॥

প্রয়াগ গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল, শ্রীমাধবের পাদপদ্ম দ্বারা সুশোভিত এবং শ্রীভগবদ্ভক্তির প্রকাশন হেতু তীর্থরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ। মাঘমাসে প্রাতঃস্নানের নিমিত্ত প্রয়াগে শত শত সাধুর সমাগম হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ মাঘমাসে প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া ঐ সাধুসমাগম দর্শন করিলেন॥ ৫০॥

তিনি প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বহু বহু সাধু একত্র মিলিত হইয়া অবিরত গান, প্রণাম, স্তব, নামসঙ্কীর্ত্তন, বাদ্য, নৃত্য, প্রেমসহকারে আর্ত্তনাদ ও রোদন করিতেছেন। অবোধ ব্রাহ্মণ ঐ সকল সাধুর নৃত্যগীতাদি দ্বারা শোভিত

বিষ্ণুপূজামহোৎসব দর্শনে অতীব বিস্ময়ান্বিত হইয়া বৈষ্ণব সাধুদিগকে বলিতে লাগিলেন,—হে গায়কবৃন্দ, হে স্তুতি-পাঠকবর্গ, হে প্রণতিপরায়ণগণ, হে বাদকগণ, হে নর্ত্তকগণ, হে রামকৃষ্ণবাদিগণ, হে রোদনপরায়ণগণ, হে রম্যতিলক-ধারিগণ, হে সুন্দরমালাধারিগণ, তোমরা ক্ষণকালের জন্য কোলাহল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুস্থ হইয়া বল, কি করিতেছ, সাদরে কাহার অর্চ্চনা করিতেছ ? ৫১—৫৩ ॥

এই কথা শুনিয়া, কেহ কেহ সেই ব্রাহ্মণকে উপহাস করিতে লাগিলেন ; কেহ বলিলেন, রে মূর্খ, মৌনাবলম্বন কর। তন্মধ্যে যাঁহারা দীনবৎসল সাধু, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

শ্রীবৈষ্ণবগণ বলিলেন—অয়ে বিপ্রতনয়, তোমাকে নিতান্ত অজ্ঞ বলিয়া বোধ হইতেছে। হা কষ্ট ! তুমি কি কিছুই জান না ? আর কখন বিষ্ণুভক্তগণকে ঈদৃশ সম্বোধন করিও না, আর এরূপ কথাও বলিও না ॥ ৫৫ ॥

হে দ্বিজবর, আমারা সকলেই শ্রীগুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি এবং স্বস্বমন্ত্রানুসারে যথাবিধি শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকি। আমরা কেহ শ্রীনৃসিংহমূর্ত্তির, কেহ শ্রীরঘুনাথবিগ্রহের পূজা করি। শ্রীবিষ্ণুর বিবিধ রূপই আমাদিগের উপাস্য জানিবে ॥ ৫৭ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—তখন সেই ব্রাহ্মণ লজ্জিত হইয়া হর্ষভরে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদিগের দেবতার আকার কীদৃশ, তিনি কোন্ স্থানে বাস করেন এবং কি দান করিতে পারেন ? ৫৮ ॥

শ্রীবৈষ্ণবগণ বলিলেন,—আমাদিগের প্রভু কালতঃ দেশতঃ ও বস্তুতঃ পরিচ্ছেদরহিত, তিনি সদা সর্ব্বত্র সকলের অন্তরে ও বাহিরে বাস করেন। তাঁহার সদৃশ কেহ কোন প্রকার কোন স্থানেই নাই ॥ ৫৯ ॥

তিনি সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মা; তিনি ব্রহ্মাদি জগদীশ্বর-গণের ঈশ্বর; তিনি স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ; তিনি গুণতঃ মনোহর; তিনি সদা শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে বিরাজ করিতেছেন; তিনি নিজ ভক্ত সকলকে আত্মাও দান করিয়া থাকেন ॥ ৬০ ॥

তাঁহার মহিমা কে বলিতে পারে? শ্রুতি ও স্মৃতি সকলই তাঁহার মহিমা গান করিয়া থাকেন। অতএব তুমি এই তীর্থরাজ প্রয়াগে পুনঃপুনঃ পুরাণসকলের ব্যাখ্যা শ্রবণ কর ॥ ৬১ ॥

আর সেই জগৎপ্রভু শ্রীবিষ্ণুর প্রতিরূপস্বরূপ এই মাধবদেবকে দর্শন ও প্রণাম কর। এইরূপ করিতে করিতেই তুমি স্বয়ংই অচিরকালমধ্যে উক্তানুক্ত সমস্ত বিষয় বিদিত হইতে পারিবে ॥ ৬২ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ শ্রীবৈষ্ণব-গণের উপদেশানুসারে শ্রীমাধবকে দর্শন ও প্রণাম করিতে করিতে স্বকীয় জপসময়ে ধ্যায়মান শ্রীমন্মদনগোপালদেবের কিছু কিছু সাদৃশ্য দর্শন করিলেন ॥ ৬৩ ॥

তদবধি তিনি পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবগণের সহিত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুরাণ শ্রবণ ও তাঁহাদিগের কর্তৃক পূজিত বিবিধ বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৪ ॥

তথাপি, মূঢ়তা বশতঃ ঐ ব্রাহ্মণের 'যিনি আমার উপাস্য জগদীশ্বর, তিনিই এই শ্রীমাধব এবং তিনিই এই সাধুগণের পূজ্য', এইপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞান জন্মিল না ॥ ৬৫ ॥

পরন্তু তিনি সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই সাধুগণের যিনি উপাস্য দেবতা, তিনিই জগদীশ্বর এবং এই মাধবও তিনিই; আর আমি যাঁহার উপাসনা করিতেছি, তিনি অন্য কেহ হইবেন ॥ ৬৬ ॥

এই মাধব চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী; আমার যিনি উপাস্য, তিনি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ নহেন, অতএব তিনি কেন মাধব বলিয়া প্রতীত হইবেন ॥ ৬৭ ॥

আমার প্রভু অর্দ্ধনর ও অর্দ্ধসিংহ নহেন, তিনি বামনও নহেন, অথবা তিনি মীনকূর্ম্মবরাহাদিরূপধারীও নহেন ॥ ৬৮ ॥

তিনি রাজলক্ষণান্বিত, ধনুর্ধারী রাঘবও নহেন। এই সকল সাধুর মধ্যে কোন কোন সাধুর পূজ্য যে গোপাল, তাঁহার সহিত আমার প্রভুর কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। তথাপি আমার উপাস্যদেবকে জগদীশ্বর বলিয়া বোধ হয় না; কারণ, আমি মাঘমাহাত্ম্যাদিতে জগদীশ্বরের যে লক্ষণ শ্রবণ করিয়াছি, আমার প্রভুর সে লক্ষণ নাই। আমার প্রভু বন্যভূষণে ভূষিত হইয়া বংশীবাদন করিতে করিতে সখা গোপবালকদিগের সহিত বনে বনে গোচারণ করিয়া বেড়ান। তিনি অত্যন্ত রসিক এবং গোপাঙ্গনাগণের সহিত বিহার করেন। তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় সদাচার লঙ্ঘন করিয়া থাকেন ॥ ৬৯ ॥

প্রত্যভিজ্ঞান—পূর্ব্বাপরানুসন্ধান-জ্ঞান ॥ ৬৫ ॥

আমার প্রভুর জগদীশ্বরতা-লক্ষণ না থাকিলেও, দেবীর প্রভাবেই আমি তাঁহার আরাধনায় আনন্দ লাভ করিয়া থাকি। অতএব আমি কখনও এই প্রভুকে বা এই মন্ত্র-জপকে ত্যাগ করিব না। এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া তিনি পূর্ব্ববৎ নির্জনে বসিয়া নিজ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। সাধুসঙ্গের প্রভাবে শুদ্ধচিত্তে মন্ত্র জপ করিতে করিতে তিনি নিজ উপাস্যদেবতাকে সাক্ষাৎ দর্শনের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন ॥ ৭০ ॥

তদ্দর্শনে বস্তুর স্বভাবে তিনি কখন কখন আনন্দমূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল মূর্চ্ছার পর সংজ্ঞা লাভ হইলে, তিনি জপকাল অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে দেখিলে, তজ্জন্য বক্ষ্যমাণপ্রকারে শোক প্রকাশ করিতে থাকেন ॥ ৭১ ॥

আমার এ কি উপদ্রব জন্মিল, আমার এ কি বিঘ্ন ঘটিল? আমার অদ্যকার জপ সমাপ্ত না হইতে হইতেই এই রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল! ৭২ ॥

এ কি আমার নিদ্রাভিভব, অথবা ভূতাভিভব? অহো! আমার এ কি কদর্য্য স্বভাব, যে শোকের স্থলেও হৃদয়ে সুখোৎপত্তি হইতেছে ॥ ৭৩ ॥

একদা ঐ ব্রাহ্মণ উক্তপ্রকারে শোক করিতে করিতে অভুক্ত অবস্থাতেই নিদ্রিত হইলেন। স্বপ্নে শ্রীমাধব আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাসহকারে আদেশ করিলেন ॥ ৭৪ ॥

হে বিপ্র, উমাপতি বিশ্বেশ্বরের বাক্য স্মরণ কর ॥ ৭৫ ॥

যমুনাতীরপথ ধরিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন কর। ঐ স্থানে

গমন করিলে, আমার প্রসাদে আনন্দলাভ করিবে। পথি-মধ্যে কোনস্থানে কোনরূপে বিলম্ব করিও না ॥ ৭৬ ॥

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ প্রভাতে উত্থিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন। গমন করিতে করিতে ক্রমে মধুপুরী প্রাপ্ত হইলেন। মধুপুরী প্রাপ্ত হইয়া বিশ্রামতীর্থে স্নান করিলেন ॥ ৭৭ ॥

স্নানের পর শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া নিজ জপে ধ্যায়মান গো-গোপাদি শ্রীভগবৎপরিকর-সকল প্রায়ই দর্শন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার সর্ব্বদা আনন্দানুভব হইতে লাগিল ॥ ৭৮ ॥

তিনি সেই গো-ভূষিত, নির্জ্জন শ্রীবৃন্দারণ্যে জনসমাগম না দেখিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কেশিতীর্থের পূর্ব্বদিকে হঠাৎ একটি রোদনধ্বনি শ্রবণ করিলেন ॥ ৭৯ ॥

পরে ঐ রোদন-শব্দ-লক্ষ্যে কিয়দ্দূর গমন করিয়া বুঝি-লেন, কেহ পরমানুরাগ বশতঃ আর্দ্রচিত্তে কীর্ত্তনের সহিত রোদন করিতেছেন। এইরূপ বোধ হইলে, তিনি উক্ত রোদন-কারী মনুষ্যকে বারংবার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৮০ ॥

কিন্তু নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন সেই অরণ্যের অভ্যন্তরে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, পূর্ব্বোক্ত ধ্বনির শ্রবণ বিষয়ে উন্মুখ হইয়া প্রথমতঃ ধ্বনির স্থান নির্দ্ধারণ করিলেন, পরে তল্লক্ষ্যে যমুনাতীরে উপনীত হইলেন ॥ ৮১ ॥

যমুনাতীরে উপনীত হইয়া, একটি কদম্বকুঞ্জের অভ্যন্তরে গোপবেশধারী ও গোপ-পরিচ্ছদ-মণ্ডিত, সুকুমারাঙ্গ সুন্দর কিশোর গোপকুমারকে দর্শন করিলেন ॥ ৮২ ॥

দেখিয়াই নিজেষ্টদেবভ্রমে পরমানন্দে 'হে গোপাল' বলিয়া মধুরোচ্চস্বরে আহ্বান করিতে করিতে প্রণামার্থ দণ্ডবৎ ভূমিতলে পতিত হইলেন ॥ ৮৩ ॥

তখন সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি সেই গোপকুমার বাহ্যদৃষ্টি লাভ করিয়া তাঁহাকে মথুরোদ্ভব, কামাখ্যাদেশবাসী ব্রাহ্মণ ও শ্রীমন্মদনগোপালের উপাসক জানিয়া, কুঞ্জ হইতে নিঃসরণানন্তর, উত্থাপন নমস্কার ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক উপবেশন করাইলেন ॥ ৮৪ ॥

গোপকুমার এইপ্রকার আতিথ্য দ্বারা মাথুর বিপ্রকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার বিশ্বাসোৎপাদনার্থ ঈষৎ হাস্যসহকারে তদনুভূত বিষয় সকলের কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিলেন ॥ ৮৫ ॥

ব্রাহ্মণ নিজসুহৃত্তমের ন্যায় সেই গোপকুমারকে লাভ করিয়া আনন্দভরে বিশ্বস্তচিত্তে তাঁহার নিকট নিজের সমস্ত বৃত্তান্তই বলিলেন ॥ ৮৬ ॥

পরে তিনি সেই গোপকুমারকে সর্ব্বজ্ঞবর ও সাধুশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া বিনীতভাবে দৈন্যসহকারে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন ॥ ৮৭ ॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমি গঙ্গাতীর ও কাশী প্রভৃতি স্থানে বহুবিধ সাধ্য ও সাধন শ্রবণ করিয়া ঈদৃশ সংশয়াকুল হইয়া পড়িয়াছি যে, কোন্‌টি আমার সাধ্য ও কোন্‌টি আমার সাধন, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না ॥ ৮৮ ॥

দেবীর আদেশে প্রতিদিন যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিতেছি, তাহারও যে কি ফল এবং সেই কর্ম্মও যে কি, তাহা জানি না ॥ ৮৯ ॥

অতএব, এই জন্ম বিফল মনে করিয়া মৃত্যুকামনা করিতেছি, কিন্তু শ্রীমাধবের ও শ্রীশিবের কৃপায় না মরিয়া জীবিতই রহিয়াছি ॥ ৯০ ॥

তাঁহাদিগের কৃপাতেই অদ্য আমি নিজ ইষ্টদেবতার সদৃশ আপনাকে এই স্থানে পাইয়া প্রসন্ন ও হৃষ্ট হইয়াছি। আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও দয়ালু; আমি অতিদীন। আপনি আমাকে উদ্ধার করুন ॥ ৯১ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—গোপকুমার ব্রাহ্মণের বাক্য সাদরে শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই ব্রাহ্মণ কৃতকৃত্য হইয়াছেন, ইহাঁর মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে ॥ ৯২ ॥

ইহাঁর কেবল শ্রীমন্মদনগোপালের চরণকমলের সাক্ষাৎকারই অবশিষ্ট আছে; অতএব এক্ষণে ইহাঁর তদীয় জপে আসক্তি না হইয়া নামকীর্ত্তনে আসক্তি হওয়াই উচিত হইতেছে ॥ ৯৩ ॥

কারণ, নামসঙ্কীর্ত্তনবহুল শ্রীমন্মদনগোপালচরণকমলের উপাসনা হইতে উৎকৃষ্ট কোন সাধন নাই। ঐ নামসঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমন্মদনগোপালের লীলাস্থলসমূহের প্রতি বিশ্বাস এবং উহাঁদের সন্দর্শন ও আদরের সহিত অনুষ্ঠিত হইলে, বাঞ্ছাতীত ফল প্রদর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৯৪ ॥

এই উপাসনা হইতে শ্রীমন্মদনগোপালে প্রেম জন্মে; ইহা হইতে ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়; ইহা দ্বারাই শ্রীমন্মদনগোপালদেবকে বশীভূত করা যায়; অতএব ইহা হইতে অতিরিক্ত কোন সাধ্যও নাই ॥ ৯৫ ॥

এইটি বুঝাইবার নিমিত্ত ইহাঁকে আমি প্রথমে আমার

সমস্ত বৃত্তান্তই বলিব। আমার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেই ইহাঁর সকল সংশয়ের উচ্ছেদ হইবে॥ ৯৬॥

স্বয়ং নিজের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা সাধুজনসম্মত না হইলেও, আমি ইহাঁকে নিজমাহাত্ম্যই বলিব; কারণ, অন্য আখ্যান হইতে ইহাঁর উপকার হইবে না॥ ৯৭॥

মহানুভাব গোপকুমার এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ব্রাহ্মণের মনোযোগ সম্পাদন পূর্ব্বক, পৌরাণিক ঋষি যেরূপ পুরাণ বলেন, তদ্রূপ, স্বানুভূত বৃত্তান্ত বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥৯৮॥

শ্রীগোপকুমার বলিলেন,—যদিও এই বিষয়ে অনেকানেক ইতিহাস আছে, তথাপি আমি নিজবৃত্তান্তই বর্ণন করিতেছি। তন্মধ্যে যেগুলি সহজ অবস্থায় অনুভব করিয়াছি, সেগুলিও বলিব এবং যেগুলি মোহাদিতে ঘটিয়াছিল, সেগুলিও স্মরণ করিয়া বলিব॥ ৯৯॥

বিপ্রবর, আমি গোবর্দ্ধননিবাসী, গোপালনবৃত্তি কোন এক বৈশ্যের তনয়। তুমি এখন আমাকে যেরূপ দেখিতেছ, পূর্ব্বে এইরূপ বালকের অবস্থাতেই আমি আপনার সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত মথুরামণ্ডলে গোবর্দ্ধনে যমুনাতীরে ও এই শ্রীবৃন্দাবনে গোচারণ করিতাম॥ ১০০॥

আমরা বনমধ্যে প্রতিদিনই এক দ্বিজবরকে দর্শন করিতাম। তিনি দিব্যমূর্ত্তি ও বৈরাগ্যযুক্ত ছিলেন। তিনি কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতেন, কখন জপে বা ধ্যানে রত থাকিতেন, কখন উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতেন, কখন গান করিতেন, কখন হাস্য করিতেন, কখন চীৎকার করিতেন, কখন বা ভূতলে পতিত হইতেন,

কখন ভূমিতলে লুণ্ঠন করিতেন, কখন উচ্চস্বরে রোদন করিতেন ॥ ১০১ ॥

কখন অচেতন অবস্থায় পতিত থাকিয়া শ্লেষ্মা লালা ও অশ্রুধারা দ্বারা গোসঞ্চারণমার্গস্থ ধূলিসকল কর্দ্দমিত করিতেন, কখন বা মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকিতেন ॥ ১০২ ॥

আমরা বালক, কৌতুক বশতঃ সর্ব্বদাই তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম। তিনি কিন্তু আমাদিগকে গোপকুমার জানিয়াই ভক্তিসহকারে নমস্কার করিতেন ॥ ১০৩ ॥

কখন আমাদিগকে প্রেমসহকারে আলিঙ্গন ও সর্ব্বাঙ্গে চুম্বন করিতেন। তিনি আমাদিগকে প্রিয়বন্ধুর ন্যায় ভাবিয়া পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না ॥ ১০৪ ॥

আমি গোরসদানাদি দ্বারা তাঁহার সেবা করিতাম। তিনি আমার উক্ত সেবায় প্রসন্ন হইয়া, একদিন আমাকে যমুনাতীরে পাইয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১০৫ ॥

বৎস, তুমি যদি সর্ব্বাভীষ্টের সিদ্ধি অভিলাষ কর, তবে কেশিতীর্থে স্নান করিয়া আমার নিকট হইতে এই জগদীশের প্রসাদ গ্রহণ কর ॥ ১০৬ ॥

তিনি পূর্ণকাম এবং অনপেক্ষ হইয়াও দয়ালুশিরোমণি বলিয়া, আমি স্নান করিলে পর, আমাকে এই আপনার মন্ত্রটি উপদেশ করিলেন ॥ ১০৭ ॥

তিনি আমাকে পূজাবিধি শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত জপকালে ধ্যেয় শ্রীমন্মদনগোপালের জপ বলিতে আরম্ভ করিয়াই প্রেমে আকুল হইয়া বিরহিণীর ন্যায় রোদন করিতে করিতে মোহ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১০৮ ॥

পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলেও, আমি ভয়ে তাঁহাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। তিনি উঠিয়া বিমনা হইয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। আর আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না ॥ ১০৯ ॥

আমি কি পাইলাম, ইহার ফলই বা কি এবং কিরূপেই বা মন্ত্র সাধন করিতে হয়, এই সকল বিষয় কিছুই জানিতে পারিলাম না ॥ ১১০ ॥

কিন্তু তাঁহার বাক্যের গৌরব হেতু, কৌতুক বশতঃ যেমন কোন কর্ম্ম করা হয়, তদ্রূপ, অন্যের অলক্ষিত হইয়া, কেবল মুখে অজস্র ঐ মন্ত্রটি জপ করিতে লাগিলাম ॥ ১১১ ॥

সেই মহাপুরুষের প্রভাবে তাদৃশ জপ দ্বারাই আমার চিত্তশুদ্ধি হইল এবং ঐ মন্ত্রে শ্রদ্ধাও জন্মিল ॥ ১১২ ॥

আমি তাঁহার বাক্যানুসারে ঐ মন্ত্রটিকে জগদীশ্বরসাধক বিবেচনা করিয়া সন্তোষ সহকারে সদাই জপ করিতে লাগিলাম ॥ ১১৩ ॥

ঐ জগদীশ্বর কীদৃশ এবং আমি কখনই বা তাঁহাকে দেখিব, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তদেকলালস হইয়া গৃহাদি ত্যাগ পূর্ব্বক গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলাম ॥ ১১৪ ॥

দূর হইতে শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া তল্লক্ষ্যে যে স্থান হইতে ঐ শব্দ আসিতেছিল, সেই গঙ্গাপুলিনে উপনীত হইয়া, শালগ্রামশিলার্চ্চনকারী এক ব্রাহ্মণকে দেখিয়া নমস্কার করিলাম ॥ ১১৫ ॥

পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, স্বামিন্, আপনি কাহাকে পূজা করিতেছেন? তিনি আমার প্রশ্ন শ্রবণে হাসিতে হাসিতে

বলিলেন, বালক, ইনি জগদীশ্বর, ইহা কি তুমি জান না? ১১৬ ॥

আমি তাঁহার ঐ কথা শুনিয়া, দরিদ্র ব্যক্তি ধন লাভে যেরূপ আনন্দিত হয়, অথবা বন্ধুজন নষ্ট বন্ধুর লাভে যেরূপ আনন্দিত হয়, তদ্রূপ আনন্দিত ও বিস্মিত হইলাম ॥ ১১৭ ॥

পরে সেই জগদীশকে শ্রদ্ধাসহকারে বারংবার দর্শন ও দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলাম। তদনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ কৃপা করিয়া আমাকে যে নির্ম্মাল্য ও চরণামৃত প্রদান করিলেন, আমি তাহা গ্রহণ করিলাম ॥ ১১৮ ॥

পূজা শেষ হইলে, ব্রাহ্মণ যখন ঐ জগদীশকে পাত্রমধ্যে শয়ন করাইয়া গৃহগমনে উদ্যত হইলেন, তখন আমি তদ্দর্শনে অশ্রুমোচন সহকারে আর্ত্তস্বরে এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলাম ॥ ১১৯ ॥

হায়! হায়! আমার জগদীশকে পাত্রমধ্যে রাখা হইল ॥ ১২০ ॥

আমার জগদীশত কিছুই ভোজন করিলেন না। ইনি ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় কিরূপে নিদ্রা যাইবেন? ১২১ ॥

হে মাথুরদ্বিজবর, আমি এই শালগ্রাম শিলা হইতে অন্য কোন জগদীশ কোথাও আছেন, তাহা স্বভাবতই বিদিত নহি ॥ ১২২ ॥

আমার তাৎকালিক সন্তাপ প্রকৃতই অকৃত্রিম ছিল। ব্রাহ্মণ আমাকে বিলাপকাতর দেখিয়া সান্ত্বনা করিয়া লজ্জিতের ন্যায় সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন ॥ ১২৩ ॥

নবীনবৈষ্ণব, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আর অধিক কি করিতে

পারি। জগদীশকে কেবল নিজভোগ্যবস্তুই অর্পণ করিয়া থাকি। যদি তুমি জগদীশের পূজোৎসব ও বৈভব দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে বিষ্ণুপূজানুরাগী, মহাসাধু, এই দেশের যিনি রাজা, তাঁহার পুরীতে গমন কর। তাঁহার পুরী এই স্থান হইতে দূরবর্ত্তিনী নহে। তুমি ঐ পুরীতে যাইয়া দুর্দ্দর্শ জগদীশকে সাক্ষাৎ সন্দর্শন কর। তদ্দর্শনে তুমি সর্ব্বতো-ভাবে মহান্ আনন্দ অনুভব করিবে এবং ঐ আনন্দে তোমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইবে ॥ ১২৪—১২৫ ॥

সম্প্রতি আমার গৃহে আসিয়া বিষ্ণুনিবেদিত যৎকিঞ্চিৎ অন্ন গ্রহণ কর ॥ ১২৬ ॥

আমি ক্ষুধার্ত্ত হইলেও তাঁহার কথাতেই আনন্দিত হইয়া তাঁহার গৃহে গমন করিলাম না। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তৎপ্রদর্শিতপথে তদুক্ত পুরীতেই গমন করিলাম ॥ ১২৭ ॥

পুরীর অভ্যন্তরে দেবপ্রাসাদে জগদীশার্চ্চনের তুমুল শব্দ হইতেছিল। আমি দূর হইতেই ঐ অপূর্ব্ব শব্দ শ্রবণ করিয়া তত্রত্য লোকদিগকে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম ॥ ১২৮ ॥

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, উহা জগদীশার্চ্চনেরই শব্দ। তখন জগদীশকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিতে লাগি-লাম। কেহই আমার গতিরোধ করিল না। আমি সবেগে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, চতুর্ভুজ জগদী-শকে দর্শন করিলাম ॥ ১২৯ ॥

দেখিলাম, তিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, নবমেঘকান্তি, পীত-কৌশেয়বাসা, বনমালাধারী, সুবর্ণভূষণে বিভূষিত, কিশোরমূর্ত্তি, পূর্ণেন্দুবদন, অমৃতস্মিতশোভিত ও পদ্মপলাশলোচন ॥ ১৩০ ॥

বিবিধ দুর্লভ উপহার দ্বারা তাঁহার পূজা হইতেছে। সেবানুরক্ত পরিচারকবৃন্দ তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। তিনি পরমসুন্দর বিবিধ পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া উৎকৃষ্ট আসনে অবস্থান করিতেছেন। অদূরে সম্মুখভাগে নৃত্যগীতাদি মহোৎসব সকল সম্পাদিত হইতেছে। প্রভু ঐ সকল উৎসব দর্শন করিতেছেন ॥ ১৩১ ॥

আমি দর্শনমাত্র পরমানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া মুহুর্মুহুঃ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলাম। পরে মনে মনে ভাবিলাম, আমার যাহা দর্শন করিতে অভিলাষ হইয়াছিল, অদ্য তাহা দর্শন করিলাম ॥ ১৩২ ॥

আজ আমার জন্ম সফল হইল। এই স্থান হইতে অন্য কোন স্থানে গমন করিব না। আমি বৈষ্ণবদিগের কৃপায় সেই স্থানেই পরমসুখে বাস করিতে লাগিলাম ॥ ১৩৩ ॥

প্রতিদিন বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন, পূজামহোৎসব দর্শন, পূজাদির মাহাত্ম্য শ্রবণ এবং নির্জ্জনে যত্নসহকারে নিজেষ্টমন্ত্র জপ করিতাম ॥ ১৩৪ ॥

হে ব্রহ্মন্, এই ব্রজভূমির শোভা এবং সেই গোপগণের সহিত ক্রীড়াসুখ আমার হৃদয় হইতে কখনও অপসৃত হইত না ॥ ১৩৫ ॥

এইপ্রকার পরমানন্দে সেইস্থানে কিছুদিন বাস করিতে করিতে আমার তাদৃশপূজানুষ্ঠানে অতিশয় লালসা জন্মিল ॥ ১৩৬ ॥

ইহার অত্যল্পকালপরেই অপুত্রক সেই ভূপতি, আমি বিদেশী হইলেও, আমাকে সুশীল দেখিয়া প্রীতি

বশতঃ পুত্রপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লোকান্তরে গমন করিলেন ॥ ১৩৭ ॥

আমিও তদ্দত্ত রাজ্য লাভ করিয়া আনন্দসহকারে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সমারোহের সহিত বিষ্ণুপূজা প্রবর্ত্তিত করিলাম। আমি প্রতিদিন বিষ্ণুপূজার অন্ন দ্বারা অনেকানেক সাধুকে ভোজন করাইতে লাগিলাম ॥ ১৩৮ ॥

কিন্তু স্বয়ং কোন বিষয়ে আসক্ত না হইয়া পূর্ব্ববৎ অকিঞ্চনের ন্যায় বাস, নিয়মিত মন্ত্রজপ ও প্রভুর প্রসাদান্ন ভোজন করিতে লাগিলাম ॥ ১৩৯ ॥

অনন্তর ঐ রাজার রাজ্য তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে ন্যায়ানুসারে বিভাগ করিয়া দিলাম, তথাপি রাজ্যের সম্বন্ধ হেতু আমার বহুধা দুঃখ উপস্থিত হইতে লাগিল ॥ ১৪০ ॥

কখন পররাষ্ট্র হইতে ভয় হয়; কখন সম্রাটের বিবিধ আদেশসমূহের পরিপালন হেতু আমার পরাধীনতা অনুভব হয় ॥ ১৪১ ॥

জগদীশ্বরের নৈবেদ্য অন্য কেহ স্পর্শ করিলে বা প্রাসাদের বহির্ভাগে নীত হইলে, তাদৃশ প্রসাদ অভোজ্য নিশ্চয় করিয়া প্রায়ই কোন সাধুলোক ভোজন করেন না; যদি কেহ কোন অনুরোধে ভোজনও করেন, তাঁহার সন্দেহ যায় না ॥ ১৪২ ॥

এইরূপ প্রসাদান্ন ভোজন সম্বন্ধে লোকের বিবিধ মতভেদ দেখিয়া আমার মর্ম্মস্থানে যেন শল্য বিদ্ধ হইতে লাগিল।

রাজ্য—রাজকার্য্য ॥ ১৪০ ॥

সেই শল্যের কারণে আমার রাজ্যেও অতিশয় নির্ব্বেদ জন্মিল। কিন্তু বহুকাল হইতে যাঁহার দর্শনে বাসনা হইয়াছিল, তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়া পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলাম না॥ ১৪৩॥

আমার মনের গতি যখন এইরূপ, সেই সময়েই দক্ষিণ-দেশ হইতে কতকগুলি তীর্থভ্রমণকারী সাধু আসিয়া উপ-স্থিত হইলেন। তাঁহাদের মুখে শুনিলাম॥ ১৪৪॥

নীলাচলে লবণসমুদ্রের তীরে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে দারুব্রহ্ম ভগবান্ জগন্নাথ বিরাজ করিতেছেন। তিনি মহাবৈভব-শালী এবং স্বয়ং উৎকলরাজ্য পালন করিয়া থাকেন। তিনি দীনবাৎসল্যাদি নিজমাহাত্ম্য প্রকাশ করিবার নিমিত্ত সদা সেবকবৎসল হইয়া বিরাজ করেন॥ ১৪৫॥

স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তাঁহার অন্ন পাক করিয়া থাকেন। করুণাময় প্রভু স্বয়ং উক্ত অন্ন ভোজন করিয়া নিজ ভক্ত-গণকে দয়া করিয়া থাকেন এবং তাহাতেই ভক্তগণ ঐ দেব-দুর্ল্লভ অন্ন লাভ করেন॥ ১৪৬॥

প্রভুর ঐ প্রসাদান্নের নাম মহাপ্রসাদ। ঐ মহাপ্রসাদ যে কেহ স্পর্শ করিলে বা যে কোন স্থানে নীত হইলেও, সকলেই অবিচারে ভোজন করিয়া থাকেন॥ ১৪৭॥

অহো! জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদের মহিমা দূরে থাকুক, পুরুষোত্তমক্ষেত্রের মাহাত্ম্য অনির্ব্বচনীয়। গর্দ্দভও ঐ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে চতুর্ভুজ হইয়া থাকে। যে কেহ ঐ ক্ষেত্রের সঙ্গ লাভ করেন, তাঁহার আর জন্ম হয় না॥১৪৮॥

আর এক অশ্রুতপূর্ব্ব, আশ্চর্য্য কথা শুনিলাম, সেই

প্রফুল্লপুণ্ডরীকনয়ন শ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন করিলেই জন্ম সফল হয় ॥ ১৪৯ ॥

এই কথা শুনিয়াই আমি শ্রীজগন্নাথ দেবের দর্শনেচ্ছায় অভিভূত হইলাম। আমি তৎক্ষণাৎ সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে উৎকল দেশের অভিমুখে যাত্রা করিলাম ॥ ১৫০ ॥

আমি অনতিদীর্ঘকালমধ্যেই পুরুষোত্তমক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া তত্রত্য লোকসকলকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে সাধুগণের কৃপায় পুরাভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিলাম ॥ ১৫১ ॥

আমি দূর হইতেই শ্রীপুরুষোত্তম দেবের মুখপদ্ম দর্শন করিলাম। দেখিলাম, তাঁহার মুখমণ্ডলে বিশাল নয়নযুগল শোভা পাইতেছে। ললাটফলকে মণিময় তিলক বিরাজিত। অঙ্গকান্তি নবনীরদসদৃশ। অরুণাধরের দীপ্তি মুখমণ্ডলের রমণীয়তা সম্পাদন করিতেছে। মন্দহাস্যরূপ চন্দ্রিকা উক্ত রমণীয় মুখমণ্ডলকে অধিকতর রমণীয় করিয়া আপামরসাধারণ সকল লোকের প্রতি প্রভুপাদের প্রসাদ প্রকাশ করিতেছে ॥ ১৫২ ॥

আমি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে অভিলাষ করিয়াও অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলাম না; কারণ, চিত্তবৈবশ্য আমাকে নষ্ট করিল, কম্প গতিরোধ করিল, রোমাঞ্চ সর্ব্বশরীর অবশ করিয়া ফেলিল এবং অশ্রু দৃষ্টিকে বিলুপ্ত করিল। আমি কোনরূপে গরুড়াধিষ্ঠিত স্তম্ভ অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম ॥ ১৫৩ ॥

ঐ স্থান হইতে পুনশ্চ দেখিলাম, প্রভু দিব্য বসন ভূষণ ও মাল্যাদি দ্বারা ব্যাপ্তকলেবরে সিংহাসনোপরি লীলাসহকারে অবস্থিত হইয়া মনোহর, উৎকৃষ্টোৎকৃষ্ট মহা মহা ভোগ সকল ভোজন করিতে করিতে দর্শকবৃন্দের মন ও নয়নের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন ॥ ১৫৪ ॥

প্রণাম-নৃত্য-স্তুতিবাদ-গীত-পরায়ণ দর্শকবৃন্দের প্রতি প্রেমসহকারে দৃষ্টি করিতেছেন। আমি সেই বিচিত্র-পরম-বৈভবাদি-সমন্বিত জগন্নাথদেবকে অবলোকন করিয়া মোহিত ও ভূতলে পতিত হইলাম ॥ ১৫৫ ॥

ক্ষণকালমধ্যেই আমার সংজ্ঞালাভ হইল। তখন আমি নেত্রদ্বয় উন্মীলন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রভুকে দর্শন করিয়া উন্মত্তের ন্যায় সবেগে তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত সম্মুখে ধাবমান হইলাম ॥ ১৫৬ ॥

আর বলিতে লাগিলাম, বহুকাল যাঁহাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, অদ্য তাঁহাকে দেখিলাম। দেখিয়া আমার জীবন সার্থক হইল। অদ্য আমি নিজ প্রভু জগদীশকে পাইলাম ॥ ১৫৭ ॥

প্রতিহারিগণ আমাকে বেত্রাঘাত করিয়া যাইতে নিবারণ করিলেন। তখন আমি বিচারবুদ্ধির আবির্ভাবে লজ্জিত হইলাম এবং ঐ নিবারণ প্রভুর কৃপা অনুমান করিয়া ঐ স্থান হইতে বহির্গত হইলাম। বাহির হইবামাত্র অযাচিতভাবে মহাপ্রসাদান্ন প্রাপ্ত হইলাম ॥ ১৫৮ ॥

হে ব্রহ্মন্, ঐ মহাপ্রসাদান্ন সত্বর ভোজন করিয়া পুনশ্চ শ্রীভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। এইবার আমি

যে আনন্দজনক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় সকল দেখিলাম, তাহা মুখ দ্বারা বর্ণন করিব কি, মনেই ধারণা করিতে পারি না ॥১৫৯-১৬০॥

এইরূপে মন্দিরমধ্যে সমস্ত দিবস অবস্থান করিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতাম ॥ ১৬১ ॥

রাত্রিতে বৃহৎ শৃঙ্গার নামক মহোৎসব ও পুষ্পাঞ্জলি মহোৎসব শেষ হইলে পর, আমি মন্দির হইতে নির্গত হইতাম ॥ ১৬২ ॥

সাধুগণের সঙ্গে এইপ্রকার নব নব উৎসব দর্শনে কত কালই অজ্ঞাতসারে অতিক্রান্ত হইয়া গেল। এই সময়ে এই ব্রজভূমির শোক আমার অন্তর হইতে একপ্রকার চলিয়া গিয়াছিল ॥ ১৬৩ ॥

শ্রীজগন্নাথদেবের নিজ সেবকগণের প্রতি বিবিধ উৎকৃষ্ট কৃপা আমি ইতস্ততঃ শ্রবণ এবং স্বয়ংও অনুভব করিতাম। জগন্নাথের দর্শন ভিন্ন আর কিছুতেই আমার রুচি হইত না। এমন কি, পৌরাণিকগণ পুরাণ সকল হইতে যে প্রভুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেন, আমার তাহাও শুনিতে অভিলাষ হইত না ॥ ১৬৪ ॥

যদি কখন কোন শারীরিক বা মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইত, শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষকে দর্শন করিলে, তাহা সদ্যই বিনষ্ট হইত ॥ ১৬৫ ॥

বৃহৎ শৃঙ্গার—রাত্রি একপ্রহরের পর যে বিচিত্র বেশ ও ভোগ প্রভৃতি সম্পাদিত হয় ॥ ১৬২

শেষে জপের ফল লাভ হইয়াছে ভাবিয়া জপেও ঔদাসীন্য হইতে লাগিল। এইরূপে বহুদিন পর্য্যন্ত সেই স্থানে পরম-সুখে বাস করিলাম॥ ১৬৬॥

কিছুদিন পরে আমার কখন কখন প্রভুর মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে সেবা করিবার অভিলাষ হইতে লাগিল এবং সেই অভিলাষ পূর্ণ না হওয়ায় বিশেষ কষ্টও হইতে লাগিল॥ ১৬৭॥

আবার যিনি ঐ প্রদেশের রাজা ও শ্রীজগন্নাথের মুখ্য সেবক, তিনি যখন রথযাত্রাদি বিশেষ বিশেষ উৎসব উপ-লক্ষে শ্রীমুখদর্শনার্থ ক্ষেত্রে আগমন করেন, তখন সজ্জন-গণের প্রতি উপদ্রব ও উদ্যানভঙ্গাদি নিবারিত হইলেও, মাদৃশ অকিঞ্চন ভক্ত সকল স্বচ্ছন্দে প্রভুর দর্শনে সমর্থ হয়েন না॥ ১৬৮॥

এইরূপে আমার হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ হইলে, একদিন আমার গুরুদেবকে শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে পরমপ্রেম-বিহ্বল অবস্থায় দর্শন করিলাম। তৎকালে আমি তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিতে সমর্থ হইলাম না। পরে আমার চিত্ত জগন্নাথ দেবের শ্রীমুখের প্রতি আকৃষ্ট হইলে, তিনি অলক্ষিত হইয়া কোথায় চলিয়া গেলেন॥ ১৬৯॥

অতঃপর ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে আর এক-দিন তাঁহাকে সমুদ্রতীরে দেখিতে পাইলাম। তৎ-কালে তিনি নামসঙ্কীর্ত্তনানন্দে একাকী নৃত্য করিতে-ছিলেন॥ ১৭০॥

আমি তাঁহার সম্মুখে যাইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম।

তদ্দর্শনে সর্ব্বজ্ঞ গুরুদেব আমাকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া অনুগ্রহ বশতঃ আদেশ করিলেন ॥ ১৭১ ॥

বৎস, যাহা যাহা সঙ্কল্প করিয়া নিজ মন্ত্র জপ করিবে, উক্ত জপের প্রভাবে তৎসমস্তই এবং বাঞ্ছাতীত যে কিছু বিষয় তাহাও সিদ্ধ হইবে ॥ ১৭২ ॥

তুমি সেই মন্ত্রজপকেও শ্রীজগন্নাথ দেবের সেবা বলিয়াই জানিবে। আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া ঐ জপ কখনই ত্যাগ করিবে না ॥ ১৭৩ ॥

আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি এই জপের প্রভাবে চিরজীবী হও এবং নিত্য ঈদৃশ গোপবালকরূপধারী হইয়া শ্রীমন্মদনগোপালদেবের সাক্ষাৎকারাদি অনির্ব্বচনীয় ফল পাইবার যোগ্য মানস লাভ কর ॥ ১৭৪ ॥

তুমি আমাকে কখন এই স্থানে এবং কখন বৃন্দারণ্যে দেখিতে পাইবে। গুরুদেব আমাকে এইপ্রকার আদেশ করিয়া, অকস্মাৎ কোথায় চলিয়া গেলেন ॥ ১৭৫ ॥

তখন আমি তদীয়বিরহদুঃখে কাতর হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে গমন করিলাম। দর্শনে শান্তিলাভ করিয়া মন্ত্রজপে যত্নবান্ হইলাম ॥ ১৭৬ ॥

যখন এই ব্রজভূমির দর্শনে অতিশয় উৎকণ্ঠা হইত, তখন শ্রীজগন্নাথদেবের মহিমায় পুরুষোত্তমক্ষেত্রের উপবনশ্রেণী শ্রীবৃন্দাবনরূপে, সমুদ্র যমুনারূপে এবং নীলাদ্রি গোবর্দ্ধনরূপে প্রতিভাত হইত ॥ ১৭৭ ॥

আমি এইরূপে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে পরমসুখে বাস করিতে লাগিলাম এবং শ্রীজগন্নাথ দেবের দর্শনের পর, শ্রীগুরু-

দেবের আজ্ঞানুসারে ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত প্রতিদিন মন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম ॥ ১৭৮ ॥

অতঃপর পূর্ব্বোক্ত মহারাজ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সংসারে অতিশয় বিরক্ত ছিলেন বলিয়া রাজ্য অঙ্গীকার করিলেন না। তখন রাজার অমাত্যগণ শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট 'কাহাকে রাজা করিতে হইবে' এইরূপ প্রশ্ন করিলেন। শ্রীজগন্নাথদেব আদেশ করিলেন, যাঁহার অঙ্গে মহারাজচিহ্ন সকল দেখিবে, তাঁহাকেই রাজা করিবে। অমাত্যগণ আমার অঙ্গে কথিত চিহ্ন সকল দর্শন করিয়া আমাকেই রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ১৭৯ ॥

আমি রাজা হইয়া বিবিধ মহাপূজা মহোৎসব সকল পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত করিলাম। ফাল্গুনাদি দ্বাদশ মাসে দোল প্রভৃতি প্রভুর যে দ্বাদশটি যাত্রা হইয়া থাকে, সেই সকল-গুলিই বর্দ্ধিত করিয়া দিলাম। তন্মধ্যে আবার গুণ্ডিচা নাম্নী মহাযাত্রা বিশেষরূপে বর্দ্ধিত করিলাম ॥ ১৮০ ॥

পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের সাধুগণই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিয়মানুসারে মিলিত হইয়া পুরুষোত্তমক্ষেত্রে আগমন ও প্রভুর সম্মুখে নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। নৃত্যগীতাদির সময়ে তাঁহাদিগকে প্রেমে উন্মত্ত হইতে দেখা যায় ॥ ১৮১ ॥

আমি শ্রীজগন্নাথ দেবের যাত্রামহোৎসব সকল বর্দ্ধিত করণানন্তর রাজ্য ও রাজ্যোপভোগ তদীয় পাদপদ্মে সমর্পণ পূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলাম ॥ ১৮২ ॥

প্রভু নিজ প্রিয়তম নিত্যসেবকদিগের সহিত কখন কখন নর্ম্মগোষ্ঠী ও প্রেমকেলি করিয়া থাকেন ॥ ১৮৩ ॥

এইরূপ করিতে করিতে প্রভু যদি কখন কৌতুক বশতঃ নিশ্চেষ্ট হয়েন, তখন উক্ত সেবকবর্গও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রভুর লীলার অনুসরণ পূর্ব্বক আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৮৪ ॥

আমারও কখন কখন ঐ নর্ম্মগোষ্ঠী প্রভৃতিতে আশা হইত। পরক্ষণেই মনে হইত, আমি আগন্তুক ব্যক্তি, বিশেষতঃ আমার তদেকনিষ্ঠা নাই, অতএব আমি কিরূপে ঐ সকল প্রসাদ প্রাপ্ত হইব। তথাপি আশা নির্ম্মূল হইত না। উৎকলভক্তদিগের ঐ সকল সৌভাগ্যের চিন্তা করিলেই পুনর্ব্বার আশা জন্মিত। আশার সহিত মনও ব্যথিত হইত ॥ ১৮৫ ॥

প্রভুর সম্মুখে নামসঙ্কীর্ত্তন, স্তোত্র ও গীতসকল শ্রবণ করিলেই মথুরার স্মরণ হইত এবং মথুরাস্মরণের সঙ্গে সঙ্গেই মনে ক্লেশ হইত ॥ ১৮৬ ॥

যদিও মন্দিরে যাইয়া পদ্মপলাশলোচন শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিলেই সাধুসঙ্গের প্রভাবে সকল শোক বিলীন হইয়া যাইত এবং অন্য কোন স্থানে গমনের ইচ্ছাও উত্থিত হইত না ॥ ১৮৭ ॥

তথাপি সাম্রাজ্যের সম্পর্ক হেতু আমার হৃদয়ে আপনা

নিত্যসেবকদিগের—কুলক্রমাগত সেবকদিগের। নর্ম্মগোষ্ঠী——হাস্যালাপ ॥ ১৮৩ ॥

হইতে শ্রীভগবানের দর্শনানন্দ পূর্ব্ববৎ সম্যক্ স্ফুরিত হইত না ॥ ১৮৮ ॥

আমি রাজমণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া যথেচ্ছ যাত্রামহোৎসব সকল সম্পাদন ও বহুধা ভজন করিয়াও সুখানুভবে সমর্থ হইতাম না ॥ ১৮৯ ॥

পরিশেষে রাজার পুত্রগণ, অমাত্যগণ ও বান্ধবগণের উপর সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ উদাসীনভাবেই অবস্থান করিতে লাগিলাম ॥ ১৯০ ॥

তদবধি আমি নির্জ্জনে সুখে জপানুষ্ঠানপরায়ণ ও জগন্নাথদেবের পাদপদ্মসমীপে স্বেচ্ছানুসারে সেবানুষ্ঠানপরায়ণ হইয়া বাস করিতে লাগিলাম ॥ ১৯১ ॥

তথাপি লোকদিগের কৃত সম্মান ও আদর হেতু পূর্ব্ববৎ সুখ লাভ হইত না। অতএব পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বাসই বিরক্তিজনক হইতে লাগিল ॥ ১৯২ ॥

একদিন প্রাতঃকালে শ্রীবৃন্দাবনগমনে আজ্ঞা লইবার নিমিত্ত প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। অহো! শ্রীমুখ দর্শন করিবামাত্র সমস্ত বিস্মৃত হইলাম ॥ ১৯৩ ॥

এইরূপে একবৎসর চলিয়া গেল। একদিন মথুরা হইতে প্রত্যাগত কতকগুলি লোকের মুখ হইতে এই শ্রীবৃন্দাবনের বিশেষ বিবরণ শ্রবণ করিলাম ॥ ১৯৪ ॥

শুনিয়া দুঃখশোকে কাতর হইলাম। এই অবস্থায় রাত্রিতে শয়ন করিয়া আছি, পরদুঃখকাতর মহাপ্রভু আমাকে আদেশ করিলেন ॥ ১৯৫ ॥

ওহে গোপকুমার, এই শ্রীক্ষেত্রও আমার যেরূপ প্রিয়,

মথুরাও তদ্রূপ প্রিয়। বিশেষতঃ শ্রীমথুরা আমার জন্ম-ভূমি ॥ ১৯৬ ॥

মথুরা আমার বাল্যলীলার স্থল সকল দ্বারা অলঙ্কৃত। আমি এইস্থানেও যেরূপ লীলাপরায়ণ হইয়া বাস করি, সেই স্থানেও তদ্রূপই লীলাপরায়ণ হইয়া বাস করিয়া থাকি ॥ ১৯৭ ॥

অতএব তুমি কেন সর্ব্বদা দোলায়িতচিত্ত হইয়া অনুতাপ করিতেছ? মথুরাতেই যাও। সময় হইলেই নিশ্চয় আমাকে শ্রীমন্মদনগোপালরূপে দেখিবে ॥ ১৯৮ ॥

পূজক বিপ্রসকল প্রাতঃকালে আমার বাসভবনে আগমন পূর্ব্বক যে আজ্ঞামালা প্রদান করিলেন, আমি সেই মালা কণ্ঠে ধারণানন্তর মন্দিরের চূড়াস্থিত সুদর্শন চক্র দর্শন ও প্রণাম করিয়া ঐ স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। তদনন্তর পুনর্ব্বার এই মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম ॥ ১৯৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে দ্বিতীয়খণ্ডে সরলানুবাদে

প্রথম অধ্যায় ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

গোপকুমার বলিলেন,—মাথুরোত্তম, আমি মথুরায় উপস্থিত হইয়া মথুরাতীর্থে স্নানানন্তর শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলাম। শ্রীবৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন ও যমুনাপুলিন প্রভৃতি স্থান সকলে যদৃচ্ছাক্রমে পরিভ্রমণ ও গোরস পান করিয়া জীবনধারণ করিতে লাগিলাম। বৈদেশিক বেশ ধারণ করায় আমার পূর্ব্ববান্ধবগণ আমাকে চিনিতে পারিলেন না। এইরূপে অলক্ষিতভাবে আমি নিজেষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে কিছুদিন সুখে বাস করিলাম ॥ ১ ॥

অনন্তর জগদীশকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আমার পূর্ব্ববৎ উৎকণ্ঠা জন্মিল। উৎকণ্ঠা বশতঃ শ্রীবৃন্দাবন আমার দৃষ্টিতে শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল। তখন আবার পুরুষোত্তমক্ষেত্র স্মরণ হইল ॥ ২ ॥

আমি শ্রীজগন্নাথের অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া তদ্দর্শনার্থ পুনর্ব্বার উৎকলাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে গঙ্গাতটে ধর্ম্মাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করিলাম ॥ ৩ ॥

ঐ সকল ব্রাহ্মণ বিবিধ শাস্ত্রে বিচক্ষণ ছিলেন। তাঁহাদিগের মুখে এক অশ্রুতপূর্ব্ব কথা শ্রবণ করিলাম যে, ভূমির ঊর্দ্ধে অন্তরীক্ষে স্বর্গ নামে একটি স্থান আছে। ঐ স্থানে দেবতারা বাস করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

ঐ স্বর্গ বিমানাবলি দ্বারা পরিশোভিত, ভয়রহিত, দুঃখ বর্জ্জিত এবং জরা মরণ রোগাদি দোষশূন্য ॥ ৫ ॥

উহা মহাসুখময় স্থান। ভারতবর্ষে আসিয়া উৎকৃষ্ট পুণ্য কর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠান করিলে, ঐ স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীজগদীশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্র ঐ স্থানের অধিপতি ॥ ৬ ॥

স্বর্গ তিনটী। বিলস্বর্গ, ভৌমস্বর্গ, ও দিব্যস্বর্গ। জগদীশ বিষ্ণু ও শেষ প্রভৃতি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উক্ত বিলস্বর্গকে অলঙ্কৃত করিয়া বিরাজ করেন। ইলাবৃতাদি বর্ষ সকল ও প্লক্ষাদি দ্বীপ সকলই ভৌমস্বর্গ। ভৌমস্বর্গবাসী লোক সকল ভিন্ন ভিন্ন বর্ষে ও ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজমান শ্রীজগদীশের বিবিধ পূজা মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। দিব্যস্বর্গ ভৌমস্বর্গের ঊর্দ্ধে বিরাজ

স্বর্গ তিনটি ইত্যাদি—পৃথিবী সপ্তদ্বীপা। পৃথিবীর অন্তর্গত সপ্ত দ্বীপ যথা—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর। আমাদিগের এই পৃথিবীই জম্বুদ্বীপ। জম্বুদ্বীপ অষ্টবর্ষে বিভক্ত। তন্মধ্যে ভারতবর্ষাতিরিক্ত অপরাপর বর্ষ সকল ও প্লক্ষ প্রভৃতি দ্বীপ সকলই ভৌমস্বর্গ। জম্বুদ্বীপের অভ্যন্তরস্থ পর পর সপ্ত পাতাল নামক সাতটি স্তরের নাম বিলস্বর্গ। লবণ জলধি জম্বুদ্বীপকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থিত। প্লক্ষদ্বীপ জম্বুদ্বীপ হইতে সূক্ষ্ম এবং লবণ জলধিকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থিত। পুষ্কর দ্বীপের ঊর্দ্ধসীমাই পৃথিবীর পরিভ্রমণ কক্ষ, ঐ কক্ষার নাম মানসোত্তরগিরি। মানসোত্তরগিরিই ভূর্লোকের শেষসীমা। উহার পর ভুবর্লোক। গ্রহ ও উপগ্রহ সকল এই ভুবর্লোকেই অবস্থিত। ভুবর্লোক ভূর্লোককে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থিত। ভুবর্লোকের পর স্বর্লোক বা দিব্যস্বর্গ। আদিত্যাদি ধ্রুবান্ত লোককেই দিব্যস্বর্গ বলা যায়। দিব্যস্বর্গের উপরি ভাগে যোগিস্বর্গ বা মহরাদিলোক ॥ ৭ ॥

করেন। দিব্যস্বর্গ পূর্ব্বোক্ত দুইটি স্বর্গ হইতেই বিশেষ গুণযুক্ত ॥ ৭ ॥

যে দিব্য স্বর্গে সাক্ষাৎ শ্রীজগদীশ্বর অদিতিনন্দন বিরাজ করেন, সেই শ্রীবিষ্ণু উপেন্দ্রের অর্থাৎ ইন্দ্র কনিষ্ঠের বার্ত্তা অদ্ভুত; কারণ, তিনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ বলিয়া "উপেন্দ্র" নামে খ্যাত হন; পক্ষান্তরে উপ উপসর্গের আধিক্যার্থ বশতঃ ইন্দ্র অপেক্ষায় পরম মাহাত্ম্যমণ্ডিত হইয়া বিরাজ করেন, তজ্জন্যও "উপেন্দ্র" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

সেই শ্রীউপেন্দ্র শ্রীগরুড়ে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতে করিতে অসুরবর্গ বিনাশ করেন এবং অজস্র নর্ম্মবচনাবলি দ্বারা স্নেহাস্পদ ভ্রাতা বলিয়া ইন্দ্র, বরুণাদি দেবগণকে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন, সেই দেবগণও তাঁহাকে ভক্তিসহকারে অর্চ্চনা করেন। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ হইয়াও তৎকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হয়েন, ইহাই শ্রীউপেন্দ্রের অদ্ভুত বার্ত্তা ॥ ৯ ॥

আমি শ্রীবিষ্ণুর অদ্ভুতবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বিহ্বল হইলাম। অনন্তর ভগবদ্দর্শনোদ্দেশ্যক সঙ্কল্পকে ধন্যবাদপূর্ব্বক নিয়ম সকল সম্যক্‌রূপে দৃঢ় করিয়া মন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম। কি আশ্চর্য্য! অত্যল্পকাল পরেই সম্মুখাগত বিমানে হর্ষভরে আরোহণ পূর্ব্বক ত্রিপিষ্টপ অর্থাৎ স্বর্গে গমন করিলাম ॥ ১০ ॥

আমি পূর্ব্বে গঙ্গাতীরস্থ নৃপতিমন্দিরে যাঁহার প্রতিমা নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম, স্বর্গে সেই শ্রীবিষ্ণুকে সন্দর্শন করিলাম। পূর্ব্বোক্ত রাজমন্দিরে শ্রীমূর্ত্তি যেরূপ অবলোকন

করিয়াছিলাম, স্বর্গে তদপেক্ষাও বিচিত্র দেখিলাম। দেখিলাম, দেবগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আছেন এবং তিনি সৌন্দর্য্যময় গরুড়স্কন্ধরূপ সিংহাসনে আসীন আছেন এবং তিনি নিত্য-জ্ঞানানন্দঘন। দেবর্ষি নারদ বীণাযন্ত্রে মধুর মধুর গান করিতেছেন, ভগবান্ সেই গানের প্রশংসা করিতেছেন ॥ ১১ ॥

আমি প্রাপ্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া ও ইষ্টকে দর্শন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলাম। অনন্তর দূর হইতে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম, তিনিও আমাকে অনুগ্রহপূর্ণ স্নিগ্ধবাক্যে আহ্বান করিলেন ॥ ১২ ॥

হে শ্রীগোপনন্দন! তুমি ভাগ্যবলেই এই স্থানে সমাগত হইয়াছ, তোমায় আর দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে হইবে না, আমার বৈভব দেখিয়া ভীত হইও না, নিকটে আইস ॥ ১৩ ॥

ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু আদেশ করিলে, দেবরাজ মহেন্দ্র প্রেরিত ত্রিদশগণ সাদরে আমাকে অগ্রদেশে নীত করিয়া প্রযত্নপূর্ব্বক উপবেশন করাইলেন ॥ ১৪ ॥

অনন্তর দেবগণ আমাকে নন্দনবনে বাস করাইলেন, আমি তথায় দেবভোগ্য দিব্য অমৃতাদি দ্রব্য উপভোগ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলাম। দেখিলাম তথায় কোনরূপ ভয়, শোক, রোগ, মৃত্যু, গ্লানি, পীড়া ও জরা নাই ॥ ১৫ ॥

স্বর্গেতে কোনরূপ দোষ থাকে থাকুক, তাহা গণনা

ত্রিদশগণ—দেবগণ ॥ ১৪ ॥

করি না। কারণ, আমি তাদৃশ ভগবদ্দর্শনজনিত পরমসুখে বিভোর ছিলাম ॥ ১৬ ॥

সেই প্রভু, মহেন্দ্র কর্ত্তৃক প্রতিদিন স্বর্গবিভূতিস্বরূপ অমৃত পারিজাত প্রভৃতি দ্রব্যদ্বারা অনুজ, ঈশ্বর ও শরণ বলিয়া স্নেহ, গৌরব, আদরভরে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম, অহো! এই শতক্রতুই ধন্য! কারণ শ্রীবিষ্ণু স্বহস্তে অসুর বিনাশে নিষ্কণ্টক করিয়া ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্য এই শতক্রতুকে প্রদান করিয়াছেন, এবং ইনিও দিব্য দিব্য উপহারাবলী দ্বারা ভগবতের অর্চ্চনা করিতেছেন, কি আশ্চর্য্য! ভগবান্ ইন্দ্রপ্রদত্ত উপহার স্বয়ংই শ্রীকরপদ্ম প্রসারণ পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছেন ॥ ১৮-১৯॥

আমি ইন্দ্রের ভাগ্যসম্পত্তি সস্পৃহলোচনে অবলোকন করিয়া ইচ্ছা করিলাম, যে আমিও এইরূপ সম্পত্তিভরে ভগবতের অর্চ্চনা করি, ভগবান্ কি আমায় কৃপা করিবেন? আমার মনোরথ কি পূর্ণ হইবে? এই বলিয়া সঙ্কল্প সহকারে নিজ মন্ত্র জপ করিতে করিতে তথায় বাস করিতে লাগিলাম। ভগবান্ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যশালী অথচ তিনি পরম দয়ালু ॥ ২০ ॥

ইত্যবসরে শক্র বলপূর্ব্বক এক মুনীন্দ্রপত্নীর সতীত্ব হরণ করিয়া শাপভয়ে ও লজ্জাবশতঃ কোন গূঢ়স্থানে লুক্কায়িত হইলেন ॥ ২১ ॥

শতক্রতু—ইন্দ্র ॥ ১৮—১৯ ॥

গূঢ়স্থানে—মানসসরোবরে পদ্মমৃণাল সূত্রের অভ্যন্তরে।

দেবগণ দেবরাজের বহু অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু কুত্রাপি শতক্রতুর সন্ধান পাইলেন না। ত্রিলোকপতির অন্তর্দ্ধানে ত্রৈলোক্য দৈত্যাদিকৃত উপদ্রবে অভিভূত হইল ॥ ২২ ॥

অনন্তর এই ত্রৈলোক্যরক্ষার্থ শ্রীবিষ্ণুর আজ্ঞাপ্রভাবে দেবগুরু বৃহস্পতি-প্রেরিত সুরগণ আমাকে ঐন্দ্রপদে অভিষিক্ত করিলেন। ভগবদাজ্ঞার কি আশ্চর্য্য প্রভাব! ইন্দ্রমাতা অদিতি, কি ইন্দ্রাণী শচী, কি দেবরাজের সুহৃদ্গণ, কেহই কোন আপত্তি করিলেন না, পরন্তু আহ্লাদভরে অনুমোদন করিলেন ॥ ২৩ ॥

অনন্তর আমি—অদিতি, শচী, বৃহস্পতি, অগস্ত্য ও গৌতমাদি ব্রাহ্মণগণের বিশিষ্ট সম্মান করিয়া, ত্রৈলোক্যে সর্ব্বদাই পূর্ণ (নববিধা) বিষ্ণুভক্তি প্রচার করিয়াছিলাম ॥ ২৪ ॥

যদিও আমি স্বারাজ্য অর্থাৎ ঐন্দ্রপদে অধিষ্ঠিত ছিলাম, তথাপি পূর্ব্ববৎ অকিঞ্চনের ন্যায় প্রাসাদ বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নন্দনকাননেই বাস করিতে লাগিলাম ॥ ২৫ ॥

যদিও আমি মন্ত্রজপ প্রভাবে ভগবদ্দর্শনরূপ ফলপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তথাপি মন্ত্রজপ পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। কারণ, যাহার অনুগ্রহে কৃতকৃত্য হওয়া যায়, তাহাকে পরিত্যাগ করিলে অকৃতজ্ঞ বলিয়া গণিত হইতে হয়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমি নন্দনবনে বাস করিয়াও বৃন্দাবন বাস বিস্মৃত হইতে পারি নাই। শ্রীমন্মদনগোপালের মন্ত্র যতই জপ করিতে লাগিলাম, ততই শ্রীমদনগোপালের ক্রীড়াদি দর্শনে আমার রতি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ২৬ ॥

আমি ব্রজভূমির বিচ্ছেদে নিতান্ত শোকাতুর হইলাম, মুখমণ্ডল শুষ্ক হইতে লাগিল, তখন জগদীশ্বর আমার অবস্থা অবগত হইয়া স্বয়ংই শ্রীকরপদ্ম দ্বারা গাত্রস্পর্শ করিয়া ও বিচিত্র বচনামৃত বর্ষণদ্বারা আমায় তর্পিত করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

সেই শ্রীউপেন্দ্র আমার প্রতি জ্যেষ্ঠ সহোদরের গৌরব প্রকাশ করিতেন এবং মৎপ্রদত্ত ভোজ্য সাদরে গ্রহণ করিয়া ভোজন করিতেন ॥ ২৮ ॥

সেই শ্রীউপেন্দ্রের অনুজভাব প্রদর্শন প্রভাবে আমি ব্রজবিচ্ছেদজনিত দুঃখ বিস্মৃত হইলাম, আমিও অপূর্ব্বরূপে পূজা করিয়া তাঁহাকে তর্পিত* করিতে লাগিলাম এবং অনুজ বলিয়া তাঁহার লালনও করিতেছিলাম ॥ ২৯ ॥

এই প্রকারে শ্রীমান্ উপেন্দ্র আমায় সুস্থচিত্ত করিয়া কোন প্রিয়স্থানে গমন করিলেন, বলিতে পারি না সেই স্থান কোনটি, শ্বেতদ্বীপ? না ধ্রুবলোক? না বৈকুণ্ঠ? কেহই তাঁহার সন্দর্শন প্রাপ্ত হইলেন না। ভগবান্ যেমন সকলের অদৃশ্য হইলেন, তদ্রূপ তৎপ্রেয়সী শ্রীও সকলের অলক্ষ্যা হইলেন, যদি বল, সেই সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তির দর্শন সর্ব্বত্র পাওয়া যাইতে পারে, তবে তিনি কি প্রকারে অদৃশ্য হইলেন? হে বিপ্র! সন্দেহ করিও না, কারণ যদিও তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান্ তথাপি তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন অতীব সুদুর্ঘট, কোন ভাগ্যবান্ কদাচিৎ সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥

* তর্পিত—প্রীণিত, সন্তোষিত ॥ ২৯ ॥

অনন্তর আমার ভগদ্বিরহ জনিত শোক ঘনীভূত হইল, আর আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না, তখন আমার হৃদয়ে এক বাসনা উপস্থিত হইল, ভাবিলাম আমি স্বর্গে অবস্থান করিব না, নীলাচলে গমন করিয়া নীলাচলপতি জগন্নাথকে দর্শন করিব। সেই নীলাচলপতির আশ্রিত বাৎসল্যও পর্ব্বতের ন্যায় স্থির, তিনিও তথায় ধ্রুব সুমেরুর ন্যায় স্থির-ভাবে প্রকট বিরাজ করিতেছেন॥ ৩১॥

ভগবতের কি অনির্ব্বচনীয় করুণা! তিনি আমার অবস্থা অবগত হইয়া মধ্যে মধ্যে সম্মুখবর্ত্তী হইতেন, এবং সেই রূপই স্বহস্তে মৎপ্রদত্ত পূজোপহার সাদরে গ্রহণ, অনির্ব্বচনীয় মাধুরী প্রকটন, বিবিধ ক্রীড়া প্রদর্শন, বচনামৃত বর্ষণ এবং আশ্বাস বাক্য প্রয়োগ দ্বারা নীলাচলপতি হইতেও আমার অনুরাগ পাত্র হইতেন। এমন কি, শ্রীউপেন্দ্রদেবের অসাধা-রণ অনুগ্রহে আমার সমস্ত সন্তাপ ও ব্রজবিরহ জনিত দুঃখ শমিত হইত এবং তিনি অন্তর্হিত হইলেও পুনর্দ্দর্শনাশায় অদর্শন জনিত শোকও বিলীন হইত॥ ৩২॥

হে ব্রহ্মন্! এইরূপে ইন্দ্রত্ব অধিকার করিয়া দেবমানে এক সম্বৎসর সুখে ক্ষেপণ করিলাম, তৎকালে আমি যথা-সময়ে বারিবর্ষণ ও যজ্ঞানুষ্ঠানাদি দ্বারা সম্যক্‌রূপে ত্রৈলোক্য পালন করিয়াছিলাম॥ ৩৩॥

কোন সময়ে মহাপাতকি সংস্পর্শে কলুষিত গঙ্গাদি তীর্থ সকলের পবিত্রতা সম্পাদনার্থ পাদযুগদ্বারাই ভূমণ্ডল গমনো-ন্মুখ ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ অকস্মাৎ কৃপাবশতঃ স্বর্গে সম্-

ভৃগু প্রভৃতি—যদ্যপি মরীচি ভৃগু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তথাপি তিনি লক্ষ্মীপিতা

পস্থিত হইলেন। কারণ স্বচ্ছন্দচারি-মহর্ষিগণ কেবল লোক হিতার্থেই পরিভ্রমণ করেন ॥ ৩৪ ॥

সমগ্র সুরগণ, ঋষি সমূহ ও বৃহস্পতি এমন কি ব্রহ্মণ্য-দেব স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুও সসম্ভ্রমে সেই মহর্ষিগণের অর্চ্চনা করিলেন, তদ্দর্শনে আমি অতীব বিস্মিত হইলাম। ভাবিলাম ইঁহাদের কি মহত্ত্ব! ॥ ৩৫ ॥

আমি স্বর্গে আগন্তুক, বহুকাল বাস করি নাই, কাহার কিরূপ মর্য্যাদা অবগত ছিলাম না; যদি বল এক বৎসর স্বর্গে বাস করিয়াছিলে, তবে কি হেতু তোমার মর্য্যাদা জ্ঞান হয় নাই? হে বিপ্র! আমি সর্ব্বদাই শ্রীবিষ্ণু-পরিচর্য্যায় ব্যস্ত থাকিতাম, অন্য বিষয়ে মনোযোগের অবকাশ থাকিত না; যদি বল বিষ্ণুসেবার প্রভাবে জীব সর্ব্বজ্ঞ হয়, সেই সর্ব্বজ্ঞতাবলে ঋষিগণের আগমন কি জন্য জ্ঞাত হও নাই? হে বিপ্র! গুরুবরের আশীর্ব্বাদে বিষ্ণু পরিচর্য্যার প্রতিকূল সর্ব্বজ্ঞতা আমায় অধিকার করিতে পারে নাই। অনন্তর বৃহস্পতি প্রভৃতি গুরুগণ তাঁহাদের অর্চ্চনা করিতে অনুমতি প্রদান করিলে, আমি তাঁহাদের যথাযোগ্য পূজা করিলাম ॥ ৩৬ ॥

মহর্ষিগণ আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পৃথিবীতে গমন করিলেন, হে বিপ্র! মহর্ষিগণের প্রতি অনবধানে আমার অপরাধ হইয়াছিল, এরূপ আশঙ্কা করিও না। কারণ ভগবান্ সাক্ষাৎ বর্ত্তমান থাকিতে, অন্যত্র যাওয়া দূরে থাকুক

ও পরমবৈষ্ণব বলিয়া অগ্রে উক্ত হইলেন। শ্রীভগবদ্গীতাতেও ভৃগুর প্রশংসা আছে, যথা—মহর্ষিণাং ভৃগুরহং ॥ ৩৪ ॥

অন্যত্র যাইতে ইচ্ছাও করিতে নাই। ইত্যবসরে শ্রীভগবান অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৩৭ ॥

দেবগণ নরগণের পূজ্য, তবে এই দেবগণেরও পূজ্য ঐ মহর্ষিগণ কে? হে দেবগণ! আমার কৌতুহল নিবারণ করুন। তাঁহাদের মাহাত্ম্যই বা কি প্রকার? ঐ মহর্ষিগণের দেহস্থিত মহাতেজো দ্বারাই অনুমিত হইতেছে যে, ইঁহারা দেবগণেরও পূজনীয় এবং স্বর্গবাসী নহেন, কোন মহৎপদে অধিষ্ঠিত আছেন। হে সুরগণ! ঐ মহর্ষিগণ কোথায় বাস করেন ও তাঁহাদের পূজ্য ঈশ্বরবরই বা কে? সেই ঈশ্বরবরকে তথায় যাইয়া দর্শন করিতে সযত্ন হই ॥ ৩৮ ॥

দেবগণ এই প্রশ্ন-শ্রবণে সকলেই নিরুত্তর রহিলেন। কারণ, তাঁহারা সকলেই মহাভিমানী এবং তাঁহাদের মানস মৎসরাক্রান্ত। উক্ত মহর্ষিগণের সহজসিদ্ধ উৎকর্ষ বর্ণনে লজ্জাভরে তাঁহাদের জিহ্বা নিষ্পন্দ রহিল; কিন্তু গুরু (বৃহস্পতি) প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। কারণ, গুরু, শিষ্যের সকল প্রশ্নেরই উত্তর প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

শ্রীবৃহস্পতি বলিলেন, হে বৎস! এই স্বর্গের ঊর্দ্ধদেশে মহর্লোক বিরাজ করিতেছে, মনুষ্যগণ স্বর্গপ্রাপক কর্ম্ম হইতে মহত্তর যাগ যোগাদিরূপ কর্ম্ম দ্বারা ঐ মহর্লোক প্রাপ্ত হয়। সেই লোক, ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোকের প্রলয়েও নষ্ট হয় না, সেই লোকেতে আসন্ন মুক্ত্যধিকারী পুরুষগণই অধিষ্ঠান করেন ॥ ৪০ ॥

যেমন সাম্রাজ্য সুখ হইতে ঐন্দ্রপদে কোটিগুণ সুখ, তদ্রূপ

ঐন্দ্রপদ হইতে প্রাজাপত্য পদে কোটিগুণ সুখ। ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ, সেই প্রাজাপত্য পদে আসীন হইয়া সুখী আছেন। বিবেকিগণ ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ॥ ৪১ ॥

সেই সুখসেবিত মহর্ষিগণ মহর্লোকে মহাসুখে নিবাস করেন। কোনও বিশেষ প্রয়োজনে স্থানান্তরেও গমন করেন। তাঁহাদের ভাগ্যবল আমি অধিক কি বর্ণনা করিব, সেই মহর্লোকে স্থানে স্থানে প্রকট বিহারী যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞাধিষ্ঠাতা যজ্ঞফলপ্রদ প্রভু পরমেশ্বরকে ত্রৈলোক্য প্রচলিত যজ্ঞ হইতেও বৃহত্তর যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক পূজা করিয়া তাঁহারা কৃতার্থ হয়েন ॥ ৪২ ॥

বৃহস্পতির সেই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি ঐন্দ্রপদে বিরক্ত হইলাম। ইচ্ছা করিলাম যে,শ্রীযজ্ঞেশ্বরকে দর্শন করিব। যদি বল স্বর্গলোকেও জগদীশ্বর শ্রীবিষ্ণু সাক্ষাৎ বিরাজ করিতেছেন তবে কি হেতু মহর্লোক যাইতে বাসনা করিলে ? বিপ্র ! তোমায় রহস্য বিজ্ঞাপন করিতেছি, যেমন মর্ত্তলোকে পূজ্যমান শ্রীভগবৎ হইতে স্বর্গলোকে পূজ্য শ্রীভগবান্ মধুর বৈভবযুক্ত, সেইরূপ স্বর্গলোকে পূজ্যমান শ্রীভগবৎ হইতে মহর্লোকে পূজ্যমান শ্রীভগবান্ অবশ্যই কোন বিশেষ মাহাত্ম্যবিশিষ্ট, সেই মহাপ্রভু যজ্ঞেশ্বর, পূজনীয় গণেরও পূজনীয়মহৎ সমূহ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছেন ॥ ৪৩ ॥

এইরূপ সংকল্প করিয়া মন্ত্রজপ করিলাম। মন্ত্রজপ প্রভাবে ব্যোমযান সমাগত হইল, সেই ব্যোমযানে অরোহণ পূর্ব্বক মহর্লোকে ভৃগুভবনে উপস্থিত হইলাম। এবং বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে মহর্লোকের বৈচিত্র্য সন্দর্শন করিলাম।

ভৃগ্বাদি মহর্ষিগণও সেই সময়ে ভূমণ্ডল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন ॥ ৪৪ ॥

ভূ ভুর্বঃ স্বর্লোকে যে সুখ, বৈভব ও ভজন নাই, মহর্লোকে সেই নির্দ্দোষ সুখ, বৈভব ও ভজন দর্শন করিলাম। মহর্লোকের সুখ নির্দ্দোষ, কারণ ব্রহ্মারাত্রি অর্থাৎ কল্পাবসানে ত্রৈলোক্য-নাশেও মহর্লোক বিনষ্ট হয় না, সুতরাং তত্রস্থ সুখের বিরাম নাই, অথচ তত্রত্য সুখীর স্পর্দ্ধা নাই এবং তত্রত্য বৈভ-বেরও ন্যূনাতিরেকতারূপ দোষ স্পর্শ নাই এবং তত্রস্থ ভজনও মর্ত্ত্যমণ্ডলস্থ ভজনের ন্যায় হেতুরূপ দোষগ্রস্ত নহে, সুতরাং মহর্লোকের সুখাদি দোষ শূন্য। হে বিপ্র! বলিব কি, তত্রত্য সুখাদি অনির্ব্বচনীয় ॥ ৪৫ ॥

দেখিলাম ভৃগুমুখ্য সহস্র সহস্র ভক্তিপর মহর্ষি মহা মহা মখ অর্থাৎ যজ্ঞ বিস্তার করিয়াছেন! মখাগ্নিকুণ্ড হইতে দীপ্তিমান্ স্বয়ং মখেশ্বর প্রাদুর্ভূত হইয়া যজ্ঞভাগ ভোজন করিতে করিতে ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ৪৬ ॥

যজ্ঞেশ্বর স্রুক্‌স্রুবাদিরূপ যজ্ঞোপকরণ ধারণ করিয়াছেন বলিয়া সাক্ষাৎ যজ্ঞ বলিয়া প্রতীত হইতেছেন, তাঁহার তেজও কোটি সূর্য্যের ন্যায়, তিনি সুবিশাল শ্রীঅঙ্গকান্তি দ্বারা জগতের মনোহরণ করিতেছেন এবং শ্রীভুজ সকল প্রসারণ পূর্ব্বক চরু গ্রহণ করিয়া যাজক গণকে ইষ্টবর প্রদান করিতেছেন ॥ ৪৭ ॥

যজ্ঞেশ্বরের অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব নিরীক্ষণ করিয়া আমি

মখেশ্বর—যজ্ঞেশ্বর ॥ ৪৬ ॥

৪৬—৪৭ নং শ্লোকদ্বয় দ্বারা উপেন্দ্রদেব হইতে যজ্ঞেশ্বরের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইল।

সম্ভ্রমগ্রস্ত হইলাম, কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলাম না, কেবল হর্ষভরে প্রণাম করিতে লাগিলাম। যজ্ঞেশ্বর আনন্দবৈকল্য দেখিয়া দয়ার্দ্র বাক্যে আহ্বান পূর্ব্বক স্বয়ংই স্বহস্ত দ্বারা নিজোচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ আমাকে প্রদান করিলেন ॥ ৪৮ ॥

সেই যজ্ঞেশ্বরের করুণা বলে অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিলাম এবং আমার জগদীশ দর্শনাদি অশেষ বাঞ্ছিত ও সম্যক্‌সিদ্ধ হইল ॥ ৪৯ ॥

হে বিপ্র! মহর্লোকে দয়ালু মহর্ষিগণ সহ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলাম, দেখিলাম প্রতি গৃহেই ভগবান্ যজ্ঞকুণ্ডে প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বহস্তে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেছেন, স্বর্গে এই ভগবদ্বিভূতি সন্দর্শন করি নাই ॥ ৫০ ॥

অনন্তর মহর্লোকে জগদীশ্বরের বহু বহু সাক্ষাৎ মূর্ত্তি সন্দর্শনে এবং তাঁহার করুণাতিশয়ে বিবেচনা করিলাম আমার জন্মফল ও মন্ত্রজপ ফলের পরিপাক শেষ হইল। এইরূপে তথায় পরমানন্দে অবস্থান করিতে করিতে মহর্ষিগণ আমাকে বলিয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥

শ্রীমহর্ষিগণ বলিলেন হে গোরক্ষক বৈশ্যপুত্র! আমরা তোমাকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করিতেছি, সাদরে গ্রহণ কর। যদি বল আমি বৈশ্যপুত্র হইয়া কিরূপে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিব? গোপকুমার! আশঙ্কা করিও না আমরা তোমাকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করিতেছি, কোন তপস্যাদিরূপ প্রয়াস স্বীকার করিতে হইবে না, এই ঋষিলোকের প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব স্বয়ংই

অপূর্ব্ব—অর্থাৎ যাহা স্বর্গে মর্ত্ত্যে পাওয়া যায় না ॥ ৪৯ ॥

সমাগত হয়, কেবল তোমায় কতিপয় বাহ্য ব্যবহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ না হইলে এই ঋষিলোকে অবস্থান শোভিত হয় না ॥ ৫২ ॥

তুমিও এই মহর্ষিগণ মধ্যে একজন গণিত হইবে এবং চিরদিন যাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা কর, সেই এই যজ্ঞেশ্বর শ্রীজগদীশ্বরকে চিরকাল যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া অর্চ্চনা কর ॥ ৫৩ ॥

শ্রীগোপকুমার বলিলেন হে ব্রহ্মন্! চিন্তা করিলাম, বৈশ্য-দেহ লাভ করিয়া পরম সুখে আছি, কারণ এই দেহ দ্বারাই দাস্য ভাবে ভগবতের ও ভগবদ্ভক্ত এই ব্রাহ্মণ সকলের সেবা করিতে পারা যায়, এই বৈশ্যদেহে ভগবৎ ও বৈষ্ণব সকলের সেবা করিয়া আমি এই মহর্ষি সমূহ অপেক্ষাও সুখে আছি ॥ ৫৪ ॥

যদি আমি এই মহর্ষি সমূহের ন্যায় ঋষিত্ব লাভ করি, তাহা হইলে অবশ্য কর্ত্তব্য সদ্গুরুলব্ধ মন্ত্র জপে অবশ্যই আমার শৈথিল্য হইবে। যে মন্ত্র প্রভাবে আমি সদ্যঃ সাম্রাজ্য ইন্দ্রত্ব ও মহর্লোক প্রাপ্ত হইয়াছি, এতাদৃশ এই সদ্যঃ ফল-প্রদ মন্ত্রজপে শৈথিল্য প্রকাশ কখনও কর্ত্তব্য নহে। বিশেষ এই মহর্ষিগণ যজ্ঞমাত্র তৎপর, অন্যরূপ কর্ত্তব্যে ইঁহাদের রুচি নাই ॥ ৫৫ ॥

আমি ব্রাহ্মণত্ব অঙ্গীকার করিলাম না, অশেষ স্তুতি করিয়া উক্ত মহর্ষিগণের নির্ব্বন্ধ হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম, তাঁহারাও আমার প্রতি পূর্ব্বের মত আদর করিতে লাগিলেন। বিপ্রত্ব অঙ্গীকার না করিলেও মহর্লোকে আমার কোন রূপ

সুখ বিঘ্ন হয় নাই, আমিও প্রজাপতিগণের ন্যায় মহাসুখে তথায় বাস করিতে লাগিলাম, কারণ আমার হৃদয়ে স্বতই প্রাজাপত্যসুখ সম্ভূত হইয়াছিল ॥ ৫৬ ॥

সেই মহর্লোকে স্বর্গের মত স্পর্দ্ধা, মাৎসর্য্য, কাম, ক্রোধ মদাদিরূপ কোনও দোষ নাই এবং বিপক্ষকৃত পরিপীড়নে কোন শোক সঞ্চার নাই, প্রলয় শঙ্কাও নাই। তথায় যজ্ঞেশ্বর ভগবতের প্রীত্যর্থে কেবল যজ্ঞোৎসব হইয়া থাকে, অন্য কোনরূপ উৎসব বা বিষয় ভোগাদি নাই, যদি বা কোন বিষয় ভোগ করিতে হয়, তাহাও ভগবৎপ্রীতি সংযুক্ত জানিবেন, স্বর্গলোকে এতাদৃশ সৌষ্ঠব নাই ॥ ৫৭ ॥

হে বিপ্র! যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে সেই প্রভু যজ্ঞেশ্বর অন্তর্হিত হয়েন, তখনই আমার হৃদয়ে দুঃখের সঞ্চার হয়, কিন্তু সেবকাধীন ভগবান্ চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হয়েন না, পুনরায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেই প্রাদুর্ভূত হয়েন, তখন আমার দুঃখও অন্তর্হিত হয়। বস্তুতঃ সেই মহর্লোকেও মধ্যে মধ্যে মনোদুঃখ ভোগ করিতে হয় জানিবেন ॥ ৫৮ ॥

সহস্র চতুর্যুগ প্রমাণ এক ব্রাহ্মদিনের অবসানে ত্রৈলোক্য দগ্ধ হয়, সেইতাপে ত্রৈলোক্য সন্নিহিত উপরিস্থিত মহর্লোকও তাপিত হয়, তখন ভৃগ্বাদি মহর্ষিগণ রাত্রি জানিয়া তাপভয়ে জনলোকে প্রস্থান করেন ॥ ৫৯ ॥

সেই জনলোকে রাত্রি উপস্থিত হইলে, যজ্ঞ নিবারিত হয়, তখন শ্রীযজ্ঞেশ্বরকে দর্শন করিতে পাওয়া যায় না। শ্রীযজ্ঞে-

সেই জনলোকে ইত্যাদি—ব্রহ্মরাত্রি হইলে ভগবৎসহ ব্রহ্মা একার্ণবে শয়ান থাকেন, তখন জনাদিলোকে যজ্ঞও নিবারিত হয়, সুতরাং তথায়

শ্বরের অদর্শনে হৃদয়ে যে তাপ উপস্থিত হয়, সেই তাপ সঙ্কর্ষণ মুখ নিঃসৃত ত্রিলোক দাহক তাপ হইতেও উৎকট ॥ ৬০ ॥

মহর্লোকেও শ্রীভগবতের অদর্শনে ইচ্ছা করিলাম, অক্ষয়বটচ্ছায়ায় সুস্নিগ্ধ শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিয়া শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করি, কারণ অক্ষয়বটচ্ছায়ায় সেই শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র প্রলয়েতেও বিরাজ করে, তথায় শ্রীজগন্নাথও চিরদিনের জন্য অচল ॥ ৬১ ॥

মহর্লোকে অবস্থান করিলেও নির্জনে যখন মন্ত্রজপ করিতাম তখনই শ্রীবৃন্দাবন ভূমির দর্শনেচ্ছায় শোকাতুর হইতাম এবং বিবেচনা করিতাম শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীনীলাচলপতি, শ্রীমথুরামণ্ডলের ব্রজভূমি এই গুলিই সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর মাহাত্ম্যযুক্ত ॥ ৬২ ॥

অনন্তর দয়ানিধি ভগবান্ যজ্ঞেশ্বর প্রাদুর্ভূত হইয়া যে সময়ে আমাকে সাদরে আহ্বান করেন, এবং মৎপ্রদত্ত ভোজ্যদ্রব্য আমোদভরে গ্রহণ করেন সেই সময়ে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় আমার সমস্ত সন্তাপ দূরীভূত হইত। যদি বল রাত্রিতে তথায় অবশ্যই দুঃখ হইত, হে ব্রহ্মন্! আশঙ্কা করিও না, রাত্রিতেও পুনর্দ্দর্শনেচ্ছায় সমস্ত দুঃখ শমিত থাকিত; অর্থাৎ রাত্রিতে হৃদয়ে এইরূপ ঔৎসুক্য হইত, যে শীঘ্রই প্রভাত হইবে এবং ভগবদ্দর্শন লাভ

সেই সময়টি রাত্রি বলিয়া গণিত হয়। প্রকৃত রাত্রির ন্যায় অন্ধকার হয় না ॥ ৬০ ॥

রাত্রিতে—অর্থাৎ প্রলয়কালে ॥ ৬৩—৬৪ ॥

হইবে, এই ঔৎসুক্যই আমার সুখের কারণ হইত। দিনের কথা কি বর্ণনা করিব! আমি দিনমানে যজ্ঞেশ্বরকে সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিয়া ও তাঁহার পূজোৎসব অবলোকন করিয়া যে আনন্দ পাইতাম তাহা বর্ণনা করিতেও অক্ষম, বিশেষ তিনি আমার প্রতি যে কারুণ্যরাশি বর্ষণ করিতেন, তাহাতে আত্ম-হারা হইয়া কি শ্রীবৃন্দাবন কি শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র কি মথুরা-মণ্ডল কুত্রাপি যাইতে সমর্থ হই নাই। বলিব কি! স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছাও করিতে পারি নাই॥ ৬৩—৬৪॥

মহর্লোক ও জনলোক প্রায়ই অভিন্ন, জনলোকে যৎ-কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে, আমি তথায় গমন করিয়া তাহা অনু-ভব করিয়াছি, এক্ষণে জনলোকেরও ঊর্দ্ধ তপোলোকের বিষয় বর্ণনা করিতেছি, এক সময়ে মহাতেজঃপুঞ্জ কলেবর দিগম্বর অর্থাৎ বস্ত্ররহিত পাঁচ ছয় বৎসরের বালকের ন্যায় প্রতীয়মান কোন পুরুষ ঊর্দ্ধলোক হইতে সমাগত হইলেন॥ ৬৫॥

সেই পুরুষকে দেখিবা মাত্র ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ যজ্ঞানু-ষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং ভক্তিভরে সেই ধ্যাননিষ্ঠ পুরুষকে যজ্ঞেশ্বরের অনুরূপ সম্মানে প্রণাম ও পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন। সেই পুরুষ ধ্যানাবলম্বী ছিলেন, তজ্জন্য ভৃগ্বাদি মহর্ষিগণ সহ সম্ভাষণও করিলেন না॥ ৬৬॥

সেই স্বচ্ছন্দচারী অভিনব পুরুষ প্রস্থান করিলে আমি

জনলোকে—মহর্লোকের ন্যায় প্রলয়তাপ অনুভূত হয় না॥ ৬৫॥

মহর্ষিগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে মহর্ষিগণ! আপনারা দেবগণেরও পূজ্য ও সর্ব্বোপরিপদে বর্ত্তমান এবং সাক্ষাৎ শ্রীযজ্ঞেশ্বরের পূজা করিয়া থাকেন, আপনাদেরও যে অন্য কেহ পূজ্য আছেন তাহা ধারণা করিতে পারি না, আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম, কারণ আপনারা ঐ নগ্নবালককে যজ্ঞেশ্বরের ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করিলেন,এমন কি ভগবৎ-পূজা পরিত্যাগ করিয়াও আপনারা ঐ বালকের পূজা করিলেন। ঐ বালক কে? কোথায় অধিষ্ঠান করেন? ॥ ৬৭ ॥

শ্রীমহর্ষিবর্গ বলিলেন, আমরা যতগুলি ব্রহ্মপুত্র আছি, ইনিই সকলের জ্যেষ্ঠ, মহত্তম, আত্মারাম ও আপ্তকামসকলের প্রথম আচার্য্য ও বৃহদ্‌ব্রত অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, ইঁহার নাম সনৎকুমার ॥ ৬৮ ॥

এই মহর্লোকের উপরিস্থিত জনলোকেরও উপরি যে লোক আছে, তথায় ইনি বাস করেন, সেই লোকের নাম তপোলোক। সেই লোকে ইঁহার আরও তিন ভ্রাতা আছেন, সেই তিন ভ্রাতাও এই সনৎকুমারের ন্যায় যোগীন্দ্র, সেই তিনের নাম সনক,সনন্দ,সনাতন,সেই তপোলোকে সনৎকুমারাদির ন্যায় আরও কবি হরি,অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন প্রভৃতি যোগীশ্বর বাস করেন। সনকাদি তিন ভাই ও কবি হরি প্রভৃতির সহিত সনৎকুমার তথায় বাস করেন॥৬৯॥

ঐ তপোলোক কেবলমাত্র নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যবলে লাভ করা যায়। নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করিলেও মহর্লোক জনলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাতেই মহর্লোক ও জনলোক হইতে তপোলোকের পার্থক্য ও আতিশয্য জানিবে। সেই

তপোলোকে সর্ব্বদাই ক্ষেম অর্থাৎ মঙ্গল বিরাজ করিতেছে। মহর্লোকে প্রলয়োত্তাপ ও তথা হইতে পলায়নাদিরূপ অমঙ্গল আছে, জনলোকে যদিও প্রলয়োত্তাপ নাই তথাপি ত্রৈলোক্যদাহরূপ অমঙ্গল দর্শন করিতে হয়, সুতরাং জনলোকেও অমঙ্গলদর্শনরূপ অমঙ্গল আছে, কিন্তু তপোলোকে নিরন্তরই কল্যাণ। সেই তপোলোক ঊর্দ্ধরেতোগণেরই যোগ্য। তথায় প্রাজাপত্য সুখ হইতেও কোটীগুণ অধিক সুখ! ৭০ ॥

আমাদের মত গৃহস্থগণের যজ্ঞেশ্বর যেরূপ পূজ্য এই সনৎকুমারও সেইরূপ পূজনীয়, কারণ অতিথিমাত্রেই ভগবৎস্বরূপ, বিশেষতঃ এই সনৎকুমার স্বতই ভগবতের অবতার এবং পরম ভাগবত। ঐ সনৎকুমার আমাদের অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে অধিক, তজ্জন্যই আমরা অবশ্যকর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়াও তাঁহার অর্চ্চনা করিলাম, গৃহস্থ সকলের অথিতিসেবা অবশ্য কর্ত্তব্য; আরও বলি, গৃহস্থ অপেক্ষা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শ্রেষ্ঠ ॥ ৭১ ॥

শ্রীগোপকুমার বলিলেন, অনন্তর আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম যে, সেই তপোলোকে কীদৃশ সুখ? এই সনৎকুমারের ন্যায় আর কতগুলি তথায় বাস করিতেছেন? উহাঁদের পূজনীয়ই বা কীদৃশ? সনৎকুমারাদি, ভৃগ্বাদি মহর্ষিগণেরও পূজ্য, সুতরাং আমি বিবেচনা করি যে, সনৎকুমারাদিগণের পূজ্য

আমাদের মত গৃহস্থগণের—বস্তুতঃ ভগবৎপ্রীতিপর যাজ্ঞিকগণের গৃহাদিতে আসক্তি ছিল না, তজ্জন্যই মূলে 'ইব' শব্দের প্রয়োগ জানিবে ॥ ৭১ ॥

ঈশ্বরে অবশ্যই কোন বিশেষ উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য আছে। অতএব তথায় যাইয়া তাঁহাকেই দর্শন করা কর্ত্তব্য ॥ ৭২ ॥

এই চিন্তা করিয়া সেই সনকাদি ও তাঁহাদের পূজনীয়কে দেখিবার জন্য সমাহিতচিত্তে স্বীয় মন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম। মন্ত্রজপ প্রভাবে আমি সনকাদির ন্যায় পরম তেজস্বী হইলাম। সনৎকুমারের ধ্যাননিষ্ঠতা দেখিয়া অনুমান করিয়াছিলাম যে, সমাধি বিনা সেই তপোলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সুতরাং আমিও ধ্যান অবলম্বন করিয়াছিলাম, পরে বেগবলে সেই তপোলোকে উপস্থিত হইলাম ॥ ৭৩ ॥

সেই তপোলোকে শ্রীমৎসনক, সনন্দন এবং যাঁহাকে মহর্লোকে দেখিয়াছিলাম সেই সনৎকুমারকেও দর্শন করিলাম,পরে চতুর্থ সনাতনকে দর্শন করিয়াছিলাম। স্বচ্ছন্দ-চারিত্ববলে সনৎকুমার তথায় তৎকালে উপস্থিত ছিলেন জানিবেন ॥ ৭৪ ॥

দেখিলাম তপোলোকবাসিগণ ভগবদবতার সেই সনকা-দিকে সম্মাননা করিতেছেন, তাঁহারাও পরস্পর সুখগোষ্ঠী অর্থাৎ সুখালাপ বিস্তার করিতেছেন। তাঁহাদের সেই সুখালাপ আমার ন্যায় অল্পজ্ঞ নূতন বৈষ্ণবের দুর্বোধ্য, তথায় মুক্তি ও ভক্তি প্রভৃতির জ্ঞান ছিল না ॥ ৭৫ ॥

যদ্যপি নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী সনকাদিতে চতুর্ভুজত্ব ও ভগ-বতের অসাধারণ চিহ্ন শঙ্খ-চক্রাদি পরমৈশ্বর্য্য ও বৈভবাদি ছিল না তথাপি তাঁহাদিগকে সন্দর্শন করিয়া আমার হৃদয়ে আপনা হইতেই অপার আনন্দ উপস্থিত হইল। যদিও মহ-র্লোকে আমি শ্রীমৎসনৎকুমারকে সন্দর্শন করিয়াছিলাম,

তথাপি তথায় তদ্দর্শনে তাদৃশ আনন্দ উদ্গত হয় নাই, তপোলোকেই তাঁহাদিগের দর্শনে বিলক্ষণ আনন্দ পাওয়া যায়। কারণ, সর্ব্বত্রই স্থানবিশেষে কালবিশেষে ও অধিকারি-বিশেষে মাহাত্ম্য বিশেষ হইয়া থাকে ॥ ৭৬ ॥

ধ্যাননিষ্ঠ সনকাদিগণ স্বস্ব স্থানে অন্তর্দ্ধান-শক্তিবলে প্রস্থান করিলে আমি চিন্তা করিলাম, স্বর্গলোকে ও মহর্লোকে যেমন প্রকটভাবে ভগবান্ বিরাজ করেন, সেইরূপ এই তপোলোকেও ভগবান্ অবশ্যই কোন নিগূঢ়স্থানে বিরাজ করিতেছেন, অনুসন্ধান করিলে অবশ্যই সাক্ষাৎ লাভ করিব। এই আশয়ে আমি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলাম; যদি বল, যোগীন্দ্রগণকে কেন জিজ্ঞাসা কর নাই? হে বিপ্র! বলিতেছি শ্রবণ কর; তাঁহারা ধ্যাননিষ্ঠ, কেবল পূজাকালে যোগীন্দ্রগণ সমাগত হইয়া পরস্পর সুখগোষ্ঠীতে প্রবৃত্ত হয়েন, অনন্তর ধ্যানবলে অন্তর্হিত হয়েন, সুতরাং জিজ্ঞাসা করিবার অবসর প্রাপ্ত হই নাই ॥ ৭৭ ॥

ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়াও যখন শ্রীজগদীশ্বরের সন্দর্শন প্রাপ্ত হই নাই, তখন অগত্যা সেই মহামুনিগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারা আমায় অবলোকনও করিলেন না, কি আশ্চর্য্য! আমি তাঁহাদের অগ্রেই দণ্ডায়মান হইয়া স্তব করিতেছিলাম তথাপি তাঁহারা আমায় দেখিতে পান নাই ॥ ৭৮ ॥

সেই মহামুনিগণ প্রায়ই সমাধিস্থ, কোন কোন সময়ে তাঁহারা প্রিয়গোষ্ঠী ও বাহ্য পূজা করিয়া থাকেন, সেই ঊর্দ্ধ্বরেতোগণ আত্মারাম অর্থাৎ আত্মভিন্ন অন্য কোন বিষয়েই

তাঁহাদের মনোযোগ নাই এবং পূর্ণকাম অর্থাৎ তাঁহাদের বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। এমন কি অণিমাদি সিদ্ধি মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহাদের উপাসনা করিতেছেন ॥ ৭৯ ॥

যে আশাকে আমি বহুকাল পোষণ করিয়া আসিতেছি, তথায় সেই ভগবদ্দর্শনাশা ফলিত হইল না, বলিব কি সেই আত্মারামগণের সংসর্গ বশতঃ আমার আশাও ক্ষীণ হইতে লাগিল ॥ ৮০ ॥

তথাপি আমি তপোলোকেই বাস করিতে লাগিলাম। সনকাদির পরিচারিকা স্বরূপ অণিমাদি সিদ্ধির মোহিনীমূর্ত্তি ও তাঁহাদের অতিশয় অব্যাহত শক্তি প্রভাবে আমি স্থানান্তরে যাইতে পারি নাই। যদিও আমার শ্রীভগবদ্দর্শনাশা ক্ষীণ হইতেছিল, তথাপি মন্ত্রপ্রদ গুরুর গৌরবে দৃষ্টফল মন্ত্রজপ ত্যাগ করিতে পারি নাই ॥ ৮১ ॥

মন্ত্র জপ করিতে করিতে ও তপোলোকের মাহাত্ম্যে ভগবদ্বিষয়ক দর্শন বাসনা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহাতে আমার এতই আনন্দ লাভ হইল যে, সনকাদি মহামুনিগণের সংসর্গে চিত্তপ্রসাদরূপ যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম তাহাও ন্যূন বোধ হইতে লাগিল ॥ ৮২ ॥

অনন্তর স্থিরভাবে বিরাজমান শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনার্থ নীলাচল যাইতে ইচ্ছা করিলাম। এমন সময় ঋষভদেবের পুত্র পিপ্পলায়ন সর্ব্বজ্ঞতাশক্তিবলে মনোভাব জ্ঞাত হইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ॥ ৮৩ ॥

শ্রীপিপ্পলায়ন বলিলেন প্রাজাপত্য সুখ হইতেও কোটীগুণসুখপ্রদ এই যোগীন্দ্রপদ পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত

স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছা করিতেছ ? কি জন্যই বা চক্ষুর অগোচর সেই পরমেশ্বরকে নেত্র দ্বারাই দেখিতে পরিভ্রমণ করিতেছ ? ॥ ৮৪ ॥

সেই পরমেশ্বরকে কদাচ চক্ষুর্দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না, তাঁহাকে দেখিবার জন্য পরিভ্রমণ করা বৃথা। এক্ষণে তুমি সমাধি অবলম্বন কর। দর্পণ মার্জ্জনা করিলে স্বয়ংই মুখ যেমন তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ মানস সমাধিবলে পরিষ্কৃত হইলেই পরমেশ্বরকে দর্শন করা যায়। সেই পরমেশ্বর সর্ব্বদা বহির্দেশে ও অন্তর্দেশে প্রত্যক্ষের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন, তুমিও সমাধিবলে তাঁহাকে অবশ্যই দর্শন করিবে ॥ ৮৫ ॥

কারণ, পরমাত্মা চিত্তাধিষ্ঠাতা বাসুদেব চিত্তেতেই স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকেন। চতুর্থস্কন্ধে কথিত হইয়াছে "সত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিত মিতি"। অন্য পদার্থের স্ফুরণরূপ মল দূরীভূত হইলেই চিত্তেতে বাসুদেব স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়েন। অন্য কারণে, অন্যপ্রকারে, নেত্রাদিরূপ অন্য আশ্রয়ে, তাঁহার দর্শনলাভ হয় না, কারণ তিনিই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। পরব্রহ্মঘনরূপ স্বপ্রকাশ ও অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ সেই বাসুদেবের বাহেন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন পাওয়া যায় না ॥ ৮৬ ॥

গোপকুমার বলিলেন হে মহাত্মন্ ! আপনি ভগবদ্দর্শন যেরূপ বর্ণনা করিলেন, তাহা ধ্যান,দর্শন নহে ; দর্শন, চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তবে আপনি ততোদ্রক্ষ্যসি অর্থাৎ তারপর দর্শন করিবে, এই কথা কি জন্য বলিলেন ? গোপকুমারের এই আশঙ্কা অবগত হইয়া

পিপ্পলায়ন বলিতেছেন, হে গোপকুমার! নেত্রদ্বারা শ্রীহরির যে সাক্ষাৎ দর্শন, তাহাও কেবলমাত্র মনোদ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, ইহাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। কারণ, ভগবৎস্ফূর্ত্তি-সময়ে শ্রীভগবৎস্ফুরণরূপ বৃত্তি ব্যতীত অন্যবৃত্তি থাকে না। অর্থাৎ যে কালে ভগবতের শ্রীমূর্ত্তিতে মনের অভিনিবেশ হয়, সেই সময়ে "আমি কেবল মনের দ্বারাই এই ভগবৎকে দর্শন করিতেছি চক্ষুর্দ্বারা দর্শন করি নাই" এইরূপ বিশেষ জ্ঞান থাকে না; অথচ "নেত্রযুগল দ্বারাই যেমন দর্শন করিলাম" এই ধারণা হইয়া থাকে, সুতরাং নেত্রের কর্ম্ম মনের দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বলিব কি! মনের দ্বারা ভগবতের সাক্ষাৎ শ্রীমূর্ত্তি দর্শন যেমন সুন্দররূপে নিষ্পন্ন হয়, নয়নযুগল দ্বারা সেরূপ হয় না, সীমাবদ্ধ চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা এককালে সর্ব্বাঙ্গবিষয়ক-জ্ঞানসম্ভূত হয় না, এবং শ্রীঅঙ্গের লাবণ্য-বিশেষেরও জ্ঞান হয় না ॥ ৮৭ ॥

যেমন তরুর মূল স্নিগ্ধ হইলে সর্ব্বাবয়ব প্রফুল্ল হয়, সেই রূপ মনের সুখ হইলে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের স্বতঃই সুখ হইয়া থাকে। মনের বৃত্তিতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়েরও বৃত্তি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ মনে মনে দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ ৮৮ ॥

মনোবৃত্তি ব্যতীত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি সকলও অফল অর্থাৎ বিষয় গ্রহণে অসমর্থ হইয়া থাকে, যদিবা ইন্দ্রিয় সকল ঈহা অর্থাৎ নিজ নিজ বিষয় গ্রহণরূপ ব্যাপার আচরণ করে, তথাপি সেই আচরিত অনাচারিতেরই ন্যায় হইয়া থাকে, কারণ মনোবৃত্ত্যভাবে জীব কোন বিষয়ই গ্রহণ করিতে পারে

না। ভগবৎস্তোত্রাদিই তাঁহার স্পষ্ট নিদর্শন। বিশুদ্ধ চিত্তবৃত্তিতে স্ফূর্ত্তিকেই তাঁহার দর্শন বলিয়া জানিবে, নেত্র দ্বারা তাঁহার দর্শন সম্ভবে না, কারণ তিনি ইন্দ্রিয়বৃত্তির অগোচর ॥ ৮৯ ॥

গোপকুমার বলিলেন হে মহাত্মন্! শ্রীধ্রুব, প্রহ্লাদ নয়নযুগল দ্বারাই ভগবদ্দর্শন করিয়াছিলেন এইরূপ প্রসিদ্ধি সংসারে কিজন্য প্রচলিত আছে? পিপ্পলায়ন এই আশঙ্কা নিরাস করিতেছেন। পিপ্পলায়ন বলিলেন, হে মহাভাগ! ভগবান্ ভক্ত বাৎসল্য গুণে কদাচিৎ কোন ভাগ্যবতের দর্শন যোগ্য হয়েন সত্য, কিন্তু সেই সন্দর্শন জ্ঞানরূপ দৃষ্টি দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে, কারণ পরিচ্ছিন্নশক্তিবিশিষ্ট ইন্দ্রিয় দ্বারা পরমাপরিচ্ছিন্ন ভগবতের জ্ঞান কদাচ সম্ভব হয় না, যদি বল কি জন্য উক্তরূপ প্রসিদ্ধি হইল? বলিতেছি শ্রবণ কর,জীবের অভিমান হইয়া থাকে যে, আমি নেত্রদ্বারাই ভগবদ্দর্শন করিলাম, জীবের এইরূপ অভিমানের নিদানই পরমকুতুকী ভগবতের ভক্ত বাৎসল্য। নেত্র যদিও অনায়ত্ত-বস্তু অধিকার করিতে পারিল না, তথাপি উক্ত ইন্দ্রিয়ের বৈফল্য জ্ঞান করিও না ॥ ৯০ ॥

সেই শ্রীভগবান্ স্বীয় কারুণ্য শক্তি দ্বারা কদাচিৎ বাহ্য চক্ষুর্গোচর হয়েন, কারণ তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই, যাঁহার প্রভাবে, মূকও বাচাল হয়, পঙ্গুও পর্ব্বত লঙ্ঘন করে; তথাপি তাঁহার দর্শনে যে আনন্দ প্রবাহিত হয়, তাহা আনন্দযোনি মানসেই সঞ্চারিত হয় জানিবে। কারণ শোক, আনন্দ, দুঃখাদি মানসেরই ধর্ম্ম বলিয়া গণিত হয় ॥ ৯১ ॥

অনন্তর অর্থাৎ শ্রীভগবান্ অন্তর্হিত হইলে দর্শনানন্দ মনেতেই নানারূপ বিলাস প্রাপ্ত হয়, তখন মনে হয়, কি আশ্চর্য্য! আমি এই চর্ম্মচক্ষুর্দ্বারা শ্রীভগবৎকে দর্শন করিলাম, এইরূপে ভগবদ্দর্শনানন্দ মনেতে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তজ্জন্যই সুধীগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মনোদ্বারাই ভগবদ্দর্শন হইয়া থাকে। নৃপতি যেমন কোন উৎকৃষ্ট পদার্থ মহাপাত্রকে অর্থাৎ প্রধান অমাত্যকে প্রদান করিয়া থাকেন, সেইরূপ অধ্যাত্মবিদ্গণ ভগবদ্দর্শনানন্দ মানসেরই প্রাপ্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন ॥ ৯২ ॥

ভগবদ্দর্শনানন্দ যেমন উত্তরোত্তর স্ফীত হইতে থাকে, সেই সঙ্গে মানসও তৎপরিমাণে বর্দ্ধিত হয়, মানস ব্যতীত অন্য কোন বাহ্য ইন্দ্রিয় সেরূপ বর্দ্ধিত হইতে পারে না, কারণ তাহারা বাহ্য, শুদ্ধ মানসই সূক্ষ্মরূপ বলিয়া আত্মানুরূপ প্রসারিত হইতে পারে ॥ ৯৩ ॥

সমাধিবলে শ্রীভগবদ্দর্শনও প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা দর্শনের ন্যায়ই হইয়া থাকে, প্রত্যক্ষ দর্শনে তিনি যেমন বরদান ও সম্ভাষণাদিরূপ মহাসুখ প্রদান করিয়া থাকেন, ধ্যানদর্শনেও তদ্রূপ তিনি বরপ্রদান ও সম্ভাষণাদিমহাসুখ প্রদান করিয়া থাকেন ও কৃপাবিশেষ বিস্তার করিয়া থাকেন, পদ্মজ অর্থাৎ ব্রহ্মা এ বিষয়ে প্রমাণ, দ্বিতীয়স্কন্ধে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৯৪ ॥

যদি বল শ্রীভগবতের সাক্ষাৎ সন্দর্শনই পরম সুখপ্রদ, হে মহাভাগ! এ বিষয়ে তোমায় রহস্য বলিতেছি, শ্রীভগবতের সাক্ষাৎ সন্দর্শন ভক্ত সকলেরই হর্ষজনক, অভক্ত সকলের হর্ষ

জনক নহে। শ্রীভগবৎকে দর্শন করিয়া কংসের হৃদয়ে উৎকট ভয়ের সঞ্চার ও দুর্য্যোধনাদির হৃদয়ে দোষ বুদ্ধির উদ্রেক হইয়াছিল ॥ ৯৫ ॥

শ্রীনারায়ণের শ্রীমৎ অশেষ শোভাযুক্ত রূপ, ঘনীভূত পরমানন্দময়, সেই রূপ, স্বীয় লাবণ্যমাধুর্য্যাদি গুণে ইন্দ্রিয় সকলকে সুখসাগরে প্লাবিত করিয়া থাকে। দুষ্টাশয় মধুকৈটভ প্রভৃতি অসুরগণ সেই রূপ সাক্ষাৎ নিরীক্ষণ করিয়াও সমস্ত পীড়ার আকর স্ব স্ব দুষ্টভাব পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, মথুরাপুরীর রঙ্গভূমিতে শ্রীমন্নন্দনন্দনের-বদনচন্দ্র সাক্ষাৎ নিরীক্ষণ করিয়া কৃষ্ণপ্রাণ শ্রীনন্দাদির পরম প্রেমসাগর স্ফীত হইয়া উঠিল, কিন্তু যদুবংশজাত কংসের ও তাহার অনুচরবর্গের সুখোৎপত্তি দূরে থাকুক, হৃদয়ে পরম সন্তাপ, ভয় ও ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল। কৌরব-সভামধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র-দর্শন ও তদীয়-বচনামৃত পান করিয়া শ্রীবিদুর ও ভীষ্মদেবাদির পরম সুখবোধ হইয়াছিল, কিন্তু পুরুবংশ-প্রসূত দুর্যোধনাদি বীরগণ ভগবৎসহ আলাপ, একত্র উপবেশন ও বিবাহ-বন্ধন প্রভৃতি সন্নিকট সম্বন্ধ লাভ করিয়াও ভগবতের প্রিয়তম পাণ্ডবসমীপে মহাপরাধরূপ হৃদ্‌রোগে জর্জ্জরিত হইয়াছিল ॥৯৬—৯৭ ॥

যদি বল আত্মসাক্ষাৎকার হইলে কোনও দোষ ও দুঃখ থাকে না, তবে পরব্রহ্মঘনমূর্ত্তি সাক্ষাৎ শ্রীভগবতের দর্শনে দোষ ও দুঃখের অবসান কিজন্য হইবে না? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, কারণ সেই শ্রীনারারণ ভক্তির মাহাত্ম্য প্রদর্শনার্থ ও ভক্তগণকে সুখী করিবার জন্য, অগ্নির উষ্ণতা অন্তর্ধানের

মত আপন জগদানন্দ-স্বভাব আচ্ছাদিত করিয়া থাকেন, কারণ তাঁহার প্রতি ভক্তি ও বিদ্বেষ তুল্য হইলে ভক্তি প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হইয়া থাকে, ভক্তি-মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইলে সকলেরই ভক্তিপথে প্রবৃত্তি হইবে, বলিব, কি সেই শ্রীভগবান্ অঘট্য সংঘটন করিতে পারেন। কেহ তর্কদ্বারা তাঁহার শক্তির মীমাংসা করিতে পারে না॥ ৯৮ ॥

সেই নববিধ ভক্তিমধ্যে স্মরণই মুখ্য ভক্তি, কারণ স্মরণে সমগ্র ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিসকল ভগবতে সমর্পণ করিতে পারা যায়॥ ৯৯ ॥

সমাহিত মন অর্থাৎ সমাধির অভ্যাসে পরিষ্কৃত মানস, জ্ঞান বৈরাগ্যাদি হইতেও অন্তরঙ্গ-প্রেমভক্তি রুচি অনুসারে চির দিনের জন্য প্রদান করিয়া থাকে। মানস সমগ্র ইন্দ্রিয়ের অধিকারী বলিয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ বিষয়ে চালিত করিতে পারে, বলিব কি মনোদ্বারা ভজন করিলে প্রায়ই বিঘ্ন উপস্থিত হয় না ও সেই মনের অভিনিবেশেই প্রেমের স্ফূর্ত্তি হয়॥ ১০০ ॥

প্রেম, কর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্যাদিরূপ অশেষ সাধনের সাধ্য, এমন কি সেই প্রেম, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ অর্থ হইতেও অধিক যে ভগবদুপাসনা তাহা হইতেও অধিক ; পরম স্বতন্ত্র শ্রীভগবৎকে বশীভূত করিতে প্রেম ভিন্ন দৃঢ় উপায় নাই, উহাই অদ্বিতীয় গাঢ় উপায়, বলিব কি ভগবতের অনুগ্রহেই সেই প্রেম প্রাপ্ত হওয়া যায়, নিজ চেষ্টায় তাহা লাভ করা যায় না, ভক্তগণ প্রেমকেই অদ্বিতীয় মহানিধি বলিয়া গণনা করেন। উহা পরমানন্দের বিচিত্র মাধুর্য্যভরে পরিপূরিত,

ও ব্রহ্মানন্দ সুখকেও ন্যক্কৃত করে ও যাঁহার মাহাত্ম্য মহা অনির্ব্বাচ্য, অর্থাৎ সাক্ষাৎ বাণীও ব্যক্ত করিতে পারেন না। সেই প্রেমসংজ্ঞক পদার্থ মনোবৃত্তির পরিণতি বিশেষে উদিত হইয়া থাকে ॥ ১০১—১০৩ ॥

মনের সমাধানে সর্ব্বত্রই ভগবদ্দর্শন ঘটিয়া থাকে, যদি তুমি মনঃসমাধান দুষ্কর বলিয়া বিবেচনা কর, কিম্বা যদি কেবল চক্ষুর্দ্বয়েরই সফলতা সম্পাদনে দৃঢ় বাসনা করিয়া থাক তবে ভারতবর্ষে গমন কর; ভারতবর্ষে গন্ধমাদন পর্ব্বতে এই লোকের অধিষ্ঠাতা নরসখ নারায়ণকে (নর নারায়ণ) দর্শন কর ॥ ১০৪—১০৫ ॥

যদি বল আপনারা তাঁহার বিরহে কিজন্য এখানে অবস্থান করিতেছেন? সেই ভক্তবৎসলও আপনাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কিজন্য স্থানান্তরে অবস্থান করিতেছেন? এরূপ আশঙ্কা করিও না; আমরা সমাধিবলে সেই শ্রীনরনারায়ণকে অন্তরে ও বহির্দেশে সন্দর্শন করিতেছি, তজ্জন্যই আমরা তাঁহার বিচ্ছেদ দুঃখ অনুভব করি না। তিনিও আমাদের যোগ্যতা জানিয়া গন্ধমাদনে গমন করিয়াছেন ॥ ১০৬ ॥

সেই শ্রীনরনারায়ণ, লোক সকলকে তপশ্চর্য্যারূপ হিত শিক্ষা দিবার জন্য কোদণ্ডপাণি হইয়া ধনুর্ব্বিদ্যা-গুরুরূপে ও ব্রহ্মচারিবেশে জটা ধারণ পূর্ব্বক মহত্তপোনুষ্ঠান করিতেছেন ॥ ১০৭ ॥

শ্রীগোপকুমার বলিলেন হে বিপ্র! গন্ধমাদন পর্ব্বতে যাইতে উৎসুক হইলে সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার, আমার চিত্ত চাঞ্চল্য জ্ঞাত হইয়া বলিলেন, গোপকুমার! এই

লোকে এইস্থানে শ্রীভগবৎকে সন্দর্শন কর; এই বলিয়া বহু বহু ভগবন্মূর্ত্তি প্রদর্শন করাইলেন ॥ ১০৮ ॥

কেহ নারায়ণ হইলেন, কেহ বা নর হইলেন, অন্য দুইজন উপেন্দ্র ও যজ্ঞেশ্বর হইলেন, ক্রমে বিবিধ নৃসিংহ বামনাদি ভগবদ্রূপও প্রকটিত করিলেন ॥ ১০৯ ॥

আমি এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলাম, অনন্তর কৃতাঞ্জলি প্রণাম করিতে করিতে বলিলাম, হে দীন বৎসলগণ! আমি যথেষ্ট অপরাধ করিলাম, আপনারা ক্ষমা করুন ॥ ১১০ ॥

সনকাদি অস্বাস্থ্য দেখিয়া করুণাভরে আমার মস্তক স্পর্শ করিলেন, সেই স্পর্শ প্রভাবে সমাধি লাভ করিলাম, সেই সমাধিযোগে মহর্লোকাদি দৃষ্ট শ্রীবিষ্ণুর মূর্ত্তি সকল সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিলাম। অনন্তর ব্যুত্থানে অর্থাৎ সমাধি ভঙ্গেও ধ্যানবেগ বশতঃ মূর্ত্তিসকল প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে লাগিলাম ॥ ১১১ ॥

সমাধিবলে ভগবদ্রূপ দর্শনে আনন্দ হইতেই পরিপাক দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনভূমির মাধুরী আমার মনকে নিতান্ত ব্যাকুল করিয়াছিল, যখনই আমি জপ করিতাম, তৎক্ষণাৎ বৃন্দাবনবিচ্ছেদ-শোক হৃদয়ে উদ্গত হইত ॥ ১১২ ॥

সমাধিদশায় সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিলোপ হওয়ায় সুষুপ্তির ন্যায় কোন অবস্থা আপতিত হইত, সেই সুষুপ্তি দশাদ্বারা জপে ও অনির্ব্বচনীয় ভগবদ্রূপ দর্শনে বিঘ্ন জন্মিত ॥ ১১৩ ॥

অনির্ব্বচনীয় ভগবন্মূর্ত্তি দর্শনে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায়,

"হায়! আমার কি উপদ্রব হইল?" এইরূপ বিলাপ করিতাম। পরে আমি শ্রীজগন্নাথ দর্শনে নীলাচল যাইতে ইচ্ছা করিলে, তপোলোকবাসি সেই পিপ্পলায়ণ প্রভৃতি মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া আমায় অশান্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১১৪ ॥

আমি শোকভরে স্বীয়দশা তাঁহাদের সমীপে বর্ণনা করিলাম, তাঁহারা আমার দশা অবগত হইয়া বহু বহু প্রশংসা করিলেন। বলিলেন কি আশ্চর্য্য! অচিরেই ইহার ঈদৃশী বিশুদ্ধ দশা জন্মিল? আমি ভক্তিস্বভাববলে সেই প্রশংসাবাদ জ্ঞাত হইতে পারি নাই, কারণ আমি ভগবদ্দর্শন-বিরহে সর্ব্বদাই দুঃখিত থাকিতাম ॥ ১১৫ ॥

আমি অভ্যাসবলে অন্তরে ও বাহিরে পূর্ব্বোক্তরূপবিশিষ্ট শ্রীজগদীশ্বরকে সর্ব্বত্র সাক্ষাৎ দর্শন করিতাম ॥ ১১৬ ॥

কোন সময়ে দেখিতাম, সনকাদি,ভগবন্মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে ভগবন্মূর্ত্তিময় হইয়াছেন, তাঁহাদের ঐরূপ ধ্যাননিষ্ঠা ও তৎপ্রভাবে তন্ময়তা দেখিয়া অতীব আহ্লাদিত হইতাম।

তথাহি—(ভাঃ ৭। ১ ২৭)

কীটঃ পেশাস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্।
সংরম্ভ ভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাং ॥ ১১৭ ॥

যে সময়ে সনকাদি আমায় ভগবন্মূর্ত্তি দর্শন করাইতেন না, সেই সময়েও পুনর্দ্দর্শনাশায় আমার চিত্তের অবসাদ হইত না; এইরূপে চিরদিন সুখেই বাস করিয়াছিলাম, কোন কোন সময়ে দুঃখলেশ অনুভব করিতাম ॥ ১১৮ ॥

কোন সময়ে পুষ্করদ্বীপে নিজভক্ত সকলকে কৃপা বশতঃ দর্শনার্থ যাইতে যাইতে হংসারূঢ় চতুর্মুখ শ্রীব্রহ্মা পথি-মধ্যে তপোলোকে উপস্থিত হইলেন ॥ ১১৯ ॥

সনকাদি, লম্ব-শ্বেতশ্মশ্রুধারী পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন বৃদ্ধ চতুর্মুখকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া ভক্তিভরে সম্যক্ পূজা করিলেন ॥ ১২০ ॥

পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক স্নেহভরে তঁহাদের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া এবং কিঞ্চিৎ ভগবদ্ভক্তি-রহস্য উপদেশ করিয়া সেই চতুর্মুখ পুষ্করাখ্যদ্বীপে সত্বর গমন করিলেন ॥ ১২১ ॥

আমি সনকাদিকে ব্রহ্মার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা হাস্য পূর্ব্বক বলিলেন হে গোপবালক! এই তপোলোকে তুমি এতদিন বাস করিলে, অথচ পরম প্রসিদ্ধ এই চতুর্মুখের তত্ত্ব অবগত নহ? ॥ ১২২ ॥

ইনি ভৃগ্বদি প্রজাপতিগণেরও পতি অর্থাৎ পালনকর্ত্তা ও আমাদের পিতা স্বয়ম্ভু, ইঁহার পিতা নাই, ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম-পদে বাস করেন বলিয়া পরমেষ্ঠী নাম ধারণ করিয়াছেন এবং এই পরমেষ্ঠীই বিশ্ব সৃষ্টি করেন ও বৃত্তি দানাদি দ্বারা সেই বিশ্ব প্রতিপালন করেন, বেদ প্রচার দ্বারা ধর্ম্মাদিও শিক্ষা দিয়া থাকেন ॥ ১২৩ ॥

ইঁহার বাসস্থান সত্যলোক, সেইলোক সর্ব্বোপরি, অর্থাৎ

সনকাদি—শ্রীব্রহ্মা যদিও বৃদ্ধ, তথাপি তাঁহার শরীরে জরার আবির্ভাব হয় নাই। তিনি ভগবদবতার বলিয়া সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি ॥ ১২০ ॥

ব্রহ্মাণ্ডসীমার অন্ত্যভাগে অবস্থিত, শতজন্মকৃত শুদ্ধসঞ্চিত-স্বধর্ম্মদ্বারা সত্যলোক লাভ করা যায়॥ ১২৪॥

সেই সত্যলোকে বৈকুণ্ঠলোকও বিরাজ করিতেছেন, যে বৈকুণ্ঠলোকে সহস্রশীর্ষা নামে মহাপুরুষ শ্রীজগদীশ্বর সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন॥ ১২৫॥

আমরা শুনিয়াছি, ব্রহ্মা সেই মহাপুরুষের পুত্রের ন্যায়, অথচ তাঁহা হইতে ব্রহ্মার কোন ভেদ নাই। ব্রহ্মাই লীলা-বশে দুই মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছেন, ইহাই আমাদের নিশ্চয় সিদ্ধান্ত॥ ১২৬॥

শ্রীগোপকুমার বলিলেন, সনকাদির সেই অদ্ভুত বাক্য-শ্রবণ করিয়া তপোলোকে সেই মহাপুরুষকে দেখিবার জন্য জপ করিতে লাগিলাম, মুহূর্ত্তকাল পরেই নেত্রবিস্ফারন করিয়া দেখিলাম, আমি ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়াছি ও শ্রীজগদী-শ্বর নয়নগোচর হইয়াছেন! ১২৭—১২৮॥

দেখিলাম সেই শ্রীজগদীশ্বর, শ্রীযুক্ত সহস্রভুজ, মস্তক ও পদে সুশোভিত, তিনি নীলমেঘের আভাবিশিষ্ট স্বীয় শ্রীঅঙ্গের উপযোগি বিভূষণে বিভূষিত এবং তাঁহার নাভি-দেশে প্রফুল্লকমল রহিয়াছে, শেষনাগের ভোগ অর্থাৎ ফণারূপ শয্যাতে শয়ান আছেন। তিনি জগতের নেত্র ও মানসের অভিরাম অর্থাৎ আনন্দজনক। আকার বিশাল হইলেও তিনি পরম সুন্দর॥ ১২৯॥

আরও দেখিলাম রমা অর্থাৎ লক্ষ্মী তাঁহার শ্রীচরণ সেবা করিতেছেন, গরুড় কৃতাঞ্জলি হইয়া আছেন, শ্রীজগদীশ্বর তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন স্বীয় কর-কমলের

কোমলস্পর্শ প্রদান করিয়া তাঁহার লালন করিতেছেন, শ্রীনারদ নৃত্যগীতাদি দ্বারা প্রণয়ভক্তি প্রকাশ করিতেছেন; শ্রীজগদীশ্বর সেই নারদকৃত-সেবাতে চিত্ত সন্নিবেশ করিয়াছেন ॥ ১৩০ ॥

কমলাসন ব্রহ্মা অর্চ্চনা করিয়া উপবেশন করিলে শ্রীজগদীশ্বর পরমগোপ্য নিগমার্থের অর্থাৎ বেদার্থের সারভূত স্বভক্তিমার্গ তাঁহাকে মন্দ মন্দ উপদেশ দিতেছেন এবং অঙ্গকান্তিতে নিজ প্রাসাদবর আলোকিত করিয়া তন্মধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৩১ ॥

অনন্তর চতুর্ম্মুখ ভক্তিতত্ত্ব শ্রবণে পরমানন্দরূপ সম্পত্তি লাভ করিয়া আনন্দভরে বিহ্বল হইলেন ও লঘু লঘু ভগবদ্‌বাক্যের অনুমোদন করিলেন, পরে শ্রীজগদীশ্বরের শ্রীচরণ পুনঃপুনঃ অভিবন্দন করিলেন ॥ ১৩২ ॥

আমি এই সকল অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার দর্শন পূর্ব্বক হর্ষবেগে অচেতন হইয়া ভূপতিত হইলে ভগবৎপ্রেয়সী শ্রীলক্ষ্মী বৈকল্য দর্শনে ঝটিতি আমার সমীপে আগমন করিয়া জননী যেরূপ পুত্রের লালন করেন তদ্রূপ শীতল হস্তস্পর্শ ও জলসেকাদি দ্বারা আমায় সচেতন করিলেন, পরিশেষে পুত্রের ন্যায় আমাকে স্বীয় ভর্ত্তা শ্রীজগদীশ্বর সমীপে লইয়া গেলেন ॥ ১৩৩ ॥

আমি শ্রীভগবানকে বারম্বার দর্শন ও প্রণাম করিয়া নিজ মনকে বলিলাম রে মন! তুমি অদ্য চরম ইষ্টপদার্থ লাভ করিলে, এক্ষণে স্থিরভাবে আনন্দ সম্ভোগ কর ॥ ১৩৪ ॥

লঘু লঘু—আস্তে আস্তে ॥ ১৩২ ॥

এই সত্যলোকে অশেষ শোক, সন্ত্রাস এবং দুঃখ নাই, পরম বিভূতি ও আনন্দ ব্যাপ্ত শ্রেষ্ঠতম স্থান বলিয়া জগতে সকলেই ইহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ॥ ১৩৫ ॥

হে ভ্রাতঃ! শ্রীজগদীশ্বরের যেরূপ হওয়া উচিত এই সত্যলোকে তদুপযুক্ত আকৃতি সৌন্দর্য্য ও গুণ বৈভবাদির মহত্ত্বদ্বারা চরমসীমায় এই ভগবান্ বর্ত্তমান আছেন, অর্থাৎ এই সত্যলোকেই শ্রীভগবান্ উৎকৃষ্টতম আকৃতি ও গুণ বৈভবে বিরাজ করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা অন্য কোন স্থানে ভগবানের উৎকৃষ্ট প্রকাশ নাই ॥ ১৩৬ ॥

হে মনঃ! তুমি শ্রীলক্ষ্মীর স্নেহ (সংজ্ঞাপ্রাপন লীলাদিরূপ) অনুভব করিলে, এক্ষণে প্রভুকে সাক্ষাৎ অনুভব কর, এইরূপ আনন্দ কুত্রাপি অনুভব কর নাই ও করিবে না, অতএব মাথুর-ব্রজভূমির বিচ্ছেদ শোক পরিহার কর ও নীলাচল যাইবার ইচ্ছাও ত্যাগ কর ॥ ১৩৭ ॥

জগদীশ্বর বিধাতার যেরূপ লালন করিতেছেন তুমিও যদি সেইরূপ লালন পাইতে ইচ্ছা কর,তবে অনির্ব্বচনীয়-মহাপুরুষ-প্রদত্ত-মন্ত্রশক্তির প্রভাবে তাহাও প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৩৮ ॥

অনন্তর প্রভু নিদ্রালীলা অবলম্বন করিলেন, (বস্তুতঃ চিদ্ঘন শ্রীভগবানের নিদ্রা নাই) বিধাতা সেই প্রভুর চতুর্দ্দশভুবনাত্মক নাভিকমল নিরীক্ষণ করিয়া সৃষ্টিপ্রণালী শিক্ষা করিলেন, পরে ব্রহ্মাণ্ডরচনারূপ নিজকর্ত্তব্য পালন করিবার জন্য ভগবদ্গৃহ হইতে বহির্দেশে গমন করিলেন ॥ ১৩৯ ॥

আমি প্রভুর সেই মহাশ্চর্য্যরূপ ও তাঁহার নাভিকমলে সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান চতুর্দ্দশভুবনাত্মক জগৎ একেবারে নিরীক্ষণ

করিয়া ও গূঢ় ভক্তিরহস্য শ্রবণে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার প্রেমপ্রবাহ দর্শন করিয়া তথায় সুখে বাস করিয়াছিলাম, এমন কি এরূপ সুখ তপোলোকেও প্রাপ্ত হই নাই ॥ ১৪০ ॥

চতুর্যুগ সহস্র পরিমিত ব্রহ্মদিনের অবসানে রাত্রি হইল, লোকত্রয় সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইল, শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার সহিত শেষনাগোপরি শয়ন করিলেন ॥ ১৪১ ॥

জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোকবাসিগণ বিচিত্রবাক্যে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন, আমিও ব্রহ্মলোকপ্রভাবে সেই মহাকৌতুক দর্শন করিলাম। জনলোকে সেই কৌতুক দর্শন করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সুখলাভ করি নাই। কারণ, আমি তথায় আগন্তুক ও স্বকর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলাম, ব্রহ্মলোকের মহিমাবলেই সেই সুখ সম্পত্তি লাভ করিলাম ॥ ১৪২ ॥

কদাচিৎ শ্রীভগবান অন্তর্হিত হইয়া কোন স্থানে গমন করিলে আমি শোকাতুর হইতাম, কিন্তু তিনি প্রত্যাগমন করিলেই আমার শোক সমূলে নিবারিত হইত, ভগবান্ অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন, ইহা মনে ধারনাও হইত না ॥ ১৪৩ ॥

এইরূপে ব্রহ্মার কতিপয় দিন গত হইলে একদা প্রাতঃকালে ব্রহ্মা কৌতুকবশতঃ ফেণপুঞ্জ স্পর্শ করিলেন, পরে সেই ফেণপুঞ্জ হইতে এক প্রকাণ্ড অসুর আবির্ভূত হইল, মহাপ্রলয়সমুদ্রের ফেণপুঞ্জ যেমন প্রভূত, তদনুরূপ সেই অসুরের আকৃতি ও বল অতি ভয়ঙ্কর হইয়াছিল ॥ ১৪৪ ॥

সেই দৈত্যভয়ে ব্রহ্মা কোথায় পলাইলেন, ভগবান্ সেই দৈত্যকে বিনাশ করিলেন বটে কিন্তু বিধি ভয়াতুর

হইয়া আর আসিলেন না অগত্যা প্রভু আমাকেই পারমেষ্ঠ্য-পদে (ব্রহ্মপদে) নিযুক্ত করিলেন ॥ ১৪৫ ॥

আমি ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য বৈষ্ণব সকল সৃজন করিলাম ও সেই বৈষ্ণব সকলকে প্রজাপতি, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্যাদির পদে স্থাপিত করিলাম ॥ ১৪৬ ॥

নানাস্থানে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ বিস্তার করিয়া বিভুর অর্চ্চনা করিলাম। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রমোদরাশিতে পরিপূর্ণ হইল ॥ ১৪৭ ॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পারমেষ্ঠ্যপদ অধিকার করিলে মূর্ত্তিধর বেদ-সকল, যজ্ঞসকল, সমগ্র পুরাণ ও ইতিহাস, আগম সমুদয়, তীর্থগণ, মহর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণ বহুপ্রকারে আমার স্তব করিতে-ছিলেন। কি আশ্চর্য্য! আমি এই সকল মহামদে ব্যাপ্ত হইলেও স্বাভাবিকী নিজ অকিঞ্চনতা ত্যাগ করিতে পারি নাই। ব্রাহ্ম্যকৃত্য অর্থাৎ ব্রহ্মার কর্ত্তব্য এত বহুল যে সমুদ্র বলিলেই হয়, সেই সমুদ্রের তরঙ্গে মগ্ন হইয়া আমি চিন্তাতুর হইয়াছিলাম, সুতরাং আমি নিজে ভক্তিসুখ লাভ করিতে পারি নাই ॥ ১৪৮—১৫০ ॥

আমার আয়ুঃ দ্বিপরার্দ্ধকাল হইলেও কালভয়ে ভীত হইতাম, কালভয় দূর করিবার জন্য স্বীয় মন্ত্র জপ করিতাম, কিন্তু জপ করিলেও এই শ্রীবৃন্দাবন ভূমির বিরহদুঃখে পীড়িত হইতাম ॥ ১৫১ ॥

ভক্তিসুখ—ব্রহ্মপদে অবশ্যকর্ত্তব্য প্রতিপালনেই সময়ক্ষেপ হইত বলিয়া, ভক্তিসুখে বিঘ্ন হইত ॥ ১৪৮—১৫০ ॥

শ্রীজগদীশ্বর পুত্রের ন্যায় লালন করিতেন বলিয়া মহাসুখ-সম্ভোগ করিতাম। তাহাতেই আমার চিত্ত-বৈকল্য বিনষ্ট হইত ও কোন দুঃখই অনুভব করিতাম না ॥ ১৫২ ॥

শ্রীভগবানের অত্যন্ত নিকটে থাকিতাম ও পিতা বলিয়া সেবা করিতাম, কদাচিৎ আমার সেবাপরাধও ঘটিত; কারণ নিকটে থাকিলেই ত্রুটী হইয়া থাকে, কিন্তু দয়ালু প্রভু আমার সে সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিতেন ॥ ১৫৩ ॥

তিনি অপরাধ মার্জ্জনা করিলেও আপনাকে অপরাধী ভাবিয়া সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিতাম; সেই উৎকণ্ঠা অবগত হইয়া শ্রীলক্ষ্মী জননীর ন্যায় আমায় সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিতেন, এইজন্যই তথায় পরমাহ্লাদে বহুকাল সুখে বাস করিয়াছিলাম ॥ ১৫৪ ॥

একদা ব্রহ্মলোকবাসিগণ প্রাপ্তমুক্তি কোন জীবের প্রশংসা করিতেছেন এবং সেই জীবের ব্রহ্মচর্য্যাদিরও যথেষ্ট সাধুবাদ করিতেছেন। আমি এই অদ্ভুত কৌতুক দেখিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—হে ব্রহ্মলোকবাসিগণ! মুক্তি কি? সেই মুক্তিলাভে আপনারা এত প্রশংসা করিতেছেন কেন? ১৫৫ ॥

তাঁহারা আমার সমক্ষে মুক্তির উৎকর্ষ, মহত্ত্ব, দুষ্প্রাপ্যতা বর্ণন করিলেন, অনন্তর আমি মুক্তিপ্রাপ্তির ইচ্ছায় ব্রহ্মলোকবাসী সর্ব্বজ্ঞবেদাদিকে "মুক্তির উপায় কি?" ইহা জিজ্ঞাসা করিলাম ॥ ১৫৬ ॥

বেদসকলের সারভূত মূর্ত্তিমতী উপনিষদ্ দেবীগণ, শ্রুতি এবং স্মৃতি, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ আগমাদির সহিত মিলিত হইয়া

একবাক্যে বলিলেন, সেই পরমোৎকৃষ্ট পরমদুর্লভ মোক্ষ একমাত্র অদ্বয় জ্ঞান দ্বারাই লাভ করা যায়, অন্য কোন প্রকারেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। "ত্বমেব বিদিত্বাঽতি-মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" সেই জ্ঞান ভক্তির জন্য বলিয়া উহাকে ভক্তিরূপই জানিবে, অন্য জ্ঞানের মোক্ষজনকত্ব নাই। অগ্রে সম্যগ্ বিবৃত হইবে ॥ ১৫৭ ॥

কোন কোন পুরাণও আগম এবং পাঞ্চরাত্রাদিশাস্ত্র বিশেষ গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন,—জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় সত্য, তথাপি ভগবদ্ভক্তিবলেই সেই জ্ঞান সুখলভ্য হয়, অন্য কোন উপায়ে জ্ঞান লাভ হয় না ॥ ১৫৮ ॥

অথবা নিষ্কামত্ব ও অসঙ্গত্বাদিরূপ সাধুপ্রকারের সহিত ভক্তি অনুষ্ঠান করিলেই সেই মোক্ষ সুখলভ্য হয়, কোন কোন শ্রুতি স্মৃতি ও এবিষয়ে মস্তকচালনাদিরূপ লক্ষণ দ্বারা সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতির অভিপ্রায় সাক্ষাদ্বৃত্তি অর্থাৎ অভিধাবৃত্তি দ্বারা ভক্তির সাক্ষাৎ মোক্ষহেতুত্ব প্রতি-পাদিত হয় না, কিন্তু তাৎপর্য্য বৃত্তি দ্বারা ভক্তির সাক্ষাৎ মোক্ষহেতুত্ব জানা যায়। পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন,—

"অপত্যং দ্রবিণং দ্বারা হারা হর্ম্ম্যং হয়া গজাঃ।
সুখানি স্বর্গমোক্ষৌচ ন দূরে হরিভক্তিতঃ॥" ১৫৯ ॥

যে সকল শ্রুতি স্মৃতি ভক্তির সাক্ষাৎ মোক্ষহেতুত্ব স্পষ্ট অনুমোদন করিলেন না, তাঁহাদের প্রতি কুপিত হইয়া মহা মহা উপনিষদ্ দেবীগণ অনুগত পুরাণাগমাদির সহিত একবাক্যে দৃঢ়রূপে ভক্তির মোক্ষহেতুত্ব অনুমোদন করিলেন। বৃহন্নারদীয়ে,—

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থা দ্বিজোত্তমাঃ।
হরিভক্তিপরাণাম্বৈ সম্পদ্যন্তে ন সংশয়ঃ॥
ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিন্তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি॥" ১৬০॥

পরমদুর্লভ শ্রীভগবদ্ভক্তিপর পরমরহস্যরূপ কোন কোন উপনিষৎ, সাত্বতসিদ্ধান্তাদি বৈষ্ণবতন্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি-মহাপুরাণাদির সহিত ঈষৎ হাস্য করিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, ভগবানের কি মায়াপ্রভাব! সর্ব্বজ্ঞগণও ব্যক্ত শাস্ত্রতত্ত্ব অবগত নহেন! আরও ভাবিলেন, এই সর্ব্বজ্ঞগণ বিবেচনা করেন, ভক্তির মুক্তিদাতৃত্বই চরম গৌরবের বিষয়, অতএব ইঁহাদের সহিত বাক্যালাপে প্রয়োজন নাই। সভামধ্যে পরমরহস্য ব্যক্ত করাও অনুচিত॥ ১৬১॥

কেহ বলিলেন, ভগবন্মন্ত্র জপ প্রভাবেই মোক্ষ লাভ হয়, কেহ বলিলেন হয় না, এই বিষয়ে বেদপুরাণাদির সহিত আগমগণের উৎকট বাগ্বিবাদ উপস্থিত হইল, তখন গূঢ় মহাপুরাণ ও আগম সকল গূঢ় উপনিষদ্গণের সহিত সেই বিবাদ ও বিবাদের হেতু—সন্দেহ পর্য্যন্তও সহ্য করিতে না পারিয়া কর্ণদ্বয়ে অঙ্গুলিদানপূর্ব্বক বহির্দ্দেশে গমন করিলেন, কারণ তাঁহাদের কোন স্থানেই ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যে সন্দেহের লেশও নাই। পূর্ব্বে মৌন অবলম্বনবিষয়ে প্রথমান্ত উপনিষদ্গণের মুখ্যত্ব, এক্ষণে বহির্গমনবিষয়ে প্রথমান্ত বলিয়া শ্রীভাগবতাদিরই মুখ্যত্ব কথিত হইল॥ ১৬২—১৬৩॥

অনন্তর সেই মহাপুরাণ সকল ও মহোপনিষদ্গণ

বিবাদের মধ্যস্থ হইলেন, পরিশেষে মধ্যস্থগণ আগম সকলেরই জয় হইল স্থির করিলেন, (অর্থাৎ ভগবন্মন্ত্র জপপ্রভাবে মোক্ষ লাভ হয় এই মতাবলম্বিগণই জয় লাভ করিলেন) আগম সকলের জয়লাভে আমিও আহ্লাদিত হইলাম, কারণ আমিও ভগবন্মন্ত্র জপের পক্ষপাতী—

তথাচ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।

গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে দ্বাদশাক্ষরচিন্তকাঃ॥
জপেন দেবতা নিত্যং স্তূয়মানা প্রসীদতি।
প্রসন্না বিপুলান্ ভোগান্ দদ্যান্মুক্তিঞ্চ শাশ্বতীমিতি॥১৬৪॥

শ্রীভাগবত-সাত্বতসিদ্ধান্তাদির ঈষৎহাস্য ও গাম্ভীর্য্য দ্বারা মনোভাব জ্ঞাত হইয়া আমি বিনয় পূর্ব্বক পুনরায় সভামধ্যে তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইলাম॥ ১৬৫॥

ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন, কর্ণবিবরে অঙ্গুলি প্রদান, সভা হইতে বহির্নির্গমন প্রভৃতির কারণ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে ভগবদ্ভক্তিপর শ্রীভাগবতাদি গ্রন্থ ও সাত্বতসিদ্ধান্তাদি তন্ত্র গূঢ় উপনিষৎ সকলের সহিত মিলিত হইয়া বলিলেন॥ ১৬৬॥

হে লব্ধব্রহ্মাধিকার! বক্ষ্যমাণ এই তত্ত্ব, নিধি হইতেও মহাগোপ্য, ব্রহ্মপদ লাভ করিয়াছ বলিয়াই যে তোমাকে বলিতেছি তাহা নহে, তোমার ভগবদ্ভজনশীলতাদিরূপ সদ্গুণ সমূহে বশীভূত হইয়া স্বয়ংই প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি॥ ১৬৭॥

যদিও আমরা ভগবদ্ভক্তিতৎপর, তথাপি কোন কোন স্থানে মোক্ষের ও মোক্ষসাধন-জ্ঞানাদির বিশেষরূপে নিন্দা করিয়া থাকি, আমাদের অভিপ্রায়, কেহ যেন মোক্ষের প্রতি আদর না করে, ও অবজ্ঞা পূর্ব্বক ত্যাগ করে, কারণ হেয় বস্তুর তত্ত্ব বর্ণনা না করিলে কেহই ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হয় না। অগত্যা আমরা মোক্ষতত্ত্ব নিরূপণ ও তাহার নিন্দাও করিয়াছি ॥ ১৬৮ ॥

কোন কোন স্থানে যে প্রশংসা করিয়াছি তাহারও কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর, ভক্তি, ঈদৃশ পরমোৎকৃষ্ট মোক্ষসুখ হইতেও কোটি কোটি গুণ অধিক সুখময়ী। এইরূপে ভক্তি নিরূপণ প্রসঙ্গে মোক্ষসুখ বর্ণনা করিয়াছি, কারণ মোক্ষসুখ বর্ণন ভিন্ন ভক্তিসুখ নিশ্চয় করিবার অন্য নিদর্শন নাই, বস্তুত আমরা যে মোক্ষের পরমোৎকৃষ্টসুখময়ত্ব বর্ণন করিয়াছি তাহাও মোক্ষবাদের অনুবাদ বলিয়া জানিবে, কারণ মোক্ষ ভক্তির ন্যায় সাধ্যফল নহে, কারণ তাহাতে সুখলেশও নাই ॥ ১৬৯ ॥

আরোগ্য অর্থাৎ রোগরূপ দুঃখের অভাব যেরূপ সুখ, তমোময়ী সুষুপ্তিদশাতে যে সুখ, তদ্রূপ সুখই মোক্ষসুখ। যদি বল "সুখে আমি ঘুমাইয়াছিলাম কিছুই জানিতে পারি নাই" সুষুপ্তির পর জাগরিত হইলে কিজন্য এইরূপ স্মৃতি উদ্ভূত হইয়া থাকে? হে ভাগ্যবন্! ইহা সুষুপ্তিকালীন সুখ বোধের স্মরণ নহে, সুষুপ্তিকালে কোনরূপ স্বপ্ন, মনোরথ ও নিদ্রাবৈকল্যরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হয় নাই, ইহাই উক্ত ভান দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে। সংসার-

দুঃখাভাবই মোক্ষ বলিয়া কল্পিত হয়, বস্তুতঃ ঐ মোক্ষে সুখ নাই, অনভিজ্ঞগণই উহাতে রুচি প্রকাশ করে, কারণ মোক্ষ অজ্ঞানসংজ্ঞ, সুতরাং বস্তুতঃ সত্যতা নাই, অজ্ঞানময় বন্ধনের যখন সত্যতাই নাই, তখন মোচনেরও সত্যতাভাব সুতরাং ফলিত হইয়া থাকে—

ব্রহ্মণা দশমস্কন্ধে—

অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষৌ—

দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋতজ্ঞভাবাদিতি ॥ ১৭০ ॥

ভগবন্নামাভাসে অনায়াসেই সেই মোক্ষ পাওয়া যায় কিম্বা একবার পরিহাস বা অবহেলাতে নাম মাত্র উচ্চারণ করিলেও মোক্ষ লাভ হয়, অধিক বলিব কি, কর্ণ বিবরে নাম প্রবেশ করিলেও মোক্ষ সুসিদ্ধ হয়। যষ্ঠস্কন্ধে, "বিক্রুশ্য পুত্র মঘবান্ যদজামিলোঽপি। নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইযায় মুক্তিমিতি" তথা শ্রীবরাহপুরাণে কথিত আছে, কোন সময়ে এক ব্রাহ্মণ জলমগ্ন হইয়া ভগবন্নাম জপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক ব্যাঘ্র সেই ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করে, দৈবপ্রভাবে সেই ব্যাঘ্র ব্যাধের শরনিক্ষেপে মরণোন্মুখ হইল, তনুত্যাগ কালে ব্রাহ্মণের কণ্ঠনিঃসৃত ভগবন্নাম শ্রবণে সেই ব্যাঘ্র মুক্তিলাভ করিয়াছিল ॥ ১৭১ ॥

এবিষয়ে বিচার করিলে মোক্ষ কোনমতেই রমণীয় বলিয়া বিবেচিত হয় না, বেদ ইতিহাস পুরাণাদি শাস্ত্র সকলের মত সংগ্রহ করিয়াই আমরা তোমায় বলিতেছি ॥ ১৭২ ॥

নৈয়ায়িকমতে একবিংশতি প্রকার দুঃখধ্বংসরূপ মোক্ষ,

নৈয়ায়িক মতে—তদত্যন্ত বিমোক্ষোঽপবর্গ ইতি গোতমসূত্রম্॥ ১৭৩-১৭৪।

বেদান্তৈকদেশবাদমতে অবিদ্যা ও কর্ম্মের ক্ষয়রূপ মোক্ষ, বিবর্ত্তবাদিবেদান্তমতে সংসারিত্বরূপ অন্যথারূপের পরিত্যাগে স্বানুভবরূপ মোক্ষ ইত্যাদিরূপ কোন মোক্ষেই সুখ নাই, কারণ জীবের স্বরূপতাযুক্ত সচ্চিদানন্দ বস্তুদর্শনে অতি অল্পই সুখ হইয়া থাকে। সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দের অনুভবে যে অপার ভক্তিসুখ উদ্গত হয়, তৎতুলনায় মোক্ষসুখ সাগর সমীপে গোষ্পদ-বারির ন্যায় প্রতীয়মান হয়॥ ১৭৩—১৭৪॥

যদি বল অপরিমিত ব্রহ্মের অনুভবে অপরিমিত সুখ লাভ হয়, হে মহাভাগ! এরূপ ধারণা করিওনা, কারণ যে বস্তু শুদ্ধ আত্মস্বরূপ তাহাই ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হয়, সেই ব্রহ্ম নির্গুণ অর্থাৎ কারুণ্যাদি গুণ রহিত, নিঃসঙ্গ অর্থাৎ ভক্তজনকে সঙ্গসুখ প্রদান করেন না, নির্ব্বিকার অর্থাৎ ভক্তের করুণ ক্রন্দনেও তাঁহার চিত্ত গলিত হয় না, নিরীহিত অর্থাৎ বিচিত্র মধুর লীলা প্রকটনে ভক্তের মনোহরণ করেন না, এতাদৃশ ভগবত্তাবিহীন বস্তু কদাচ সচ্চিদানন্দ ঘন হইতে পারে না এবং তাহার অনুভবে সুখলাভও হয় না॥ ১৭৫॥

শ্রীভগবান্ই পরব্রহ্ম পরমাত্মা অর্থাৎ সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামী এবং পরমেশ্বর অর্থাৎ ব্রহ্মাদিরও নিয়মনকর্ত্তা, শ্রীবৈকুণ্ঠের অধিষ্ঠাতা, পরমঘন-সচ্চিদানন্দমূর্ত্তিধর, অচিন্ত্য অদ্ভুত বিবিধ মহত্ত্বের অর্ণবস্বরূপ এবং স্থির অপারগম্ভীর আশ্রয় স্বরূপ। শ্রীভগবানেও কখন কখন পরব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, যথা "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবানিতি। আত্মতত্ত্ববাচক ব্রহ্মেতে, "ব্রহ্মন! ব্রহ্মণ্যানির্দ্দেশ্যে

নির্গুণে গুণবৃত্তয়ঃ কথং চরন্তি শ্রুতয়” ইত্যাদি স্থলে নির্গুণত্বাদি বিশেষণ দৃষ্ট হয়॥ ১৭৬॥

সগুণত্ব নির্গুণত্ব, নির্ব্বিকারত্ব সবিকারত্ব, নিরীহত্ব ঈহাবত্ত্ব, একত্ব অনেকত্ব, নির্বিশেষত্ব সবিশেষত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সকল সমুদ্রস্বরূপ শ্রীভগবানেই সঙ্গত হয় এবং ব্রহ্মত্ব-হেতু সঙ্গিত্বও সগুণত্বাদি ধর্ম্ম তাঁহাতেই সুসঙ্গত হইয়া থাকে। তাঁহাকে কেহ কেহ অনামরূপ বলিয়া থাকেন, তাহারও কারণ বলিতেছি—তাঁহার গুণ সকল অন্য কুত্রাপি প্রসিদ্ধ নাই, সুতরাং গুণানুসারে তাঁহার নাম দেওয়া যাইতে পারে না, এবং তাঁহার রূপও অপ্রাকৃত বলিয়া অরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকেন, তথাহি—

অপ্রসিদ্ধেস্তদ্‌গুণানামনামাসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অপ্রাকৃতত্বাদ্রূপস্যাপ্যরূপোঽয়ং প্রচক্ষ্যতে।

ব্রহ্ম ও জীব শ্রীভগবানের মহাবিভূতি, তথাচ পরাৎ পরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয়ঃ, তথা শ্রীভগবদ্গীতাসু বিভূতি কথনে অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়ে স্থিত ইতি, ব্রহ্মসংহিতা-য়াঞ্চ, যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি কোটিষ্বশেষ বসুধাদি বিভূতিভিন্নং তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি। শ্রীভগবান্ ও ব্রহ্মের এইরূপ ভেদ জানিবে॥ ১৭৭॥

হে মহাভাগ! শ্রীযুক্ত ভগবৎপাদপদ্মযুগলই ঘনসুখ-স্বরূপ, যে জন ভক্তি দ্বারা উহা অনুভব করেন, তিনিই নিবিড় সুখ প্রাপ্ত হয়েন।—

একদেশস্থিতস্যাগ্নে র্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥

তথা—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ—

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাবচনং।

এই দুই প্রমাণ দ্বারা জানা যাইতেছে যে ভগবচ্চরণারবিন্দ-যুগল, প্রভা-বিস্তারকারী অগ্নিস্থানীয় এবং অমৃত ও অব্যয় ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়স্বরূপ, অতএব অগ্নিস্থানীয় ভগবচ্চরণারবিন্দ অনুভবে যে সুখ লাভ হয়, সে সুখ প্রভাস্থানীয় ব্রহ্মের অনুভবে কদাচ লব্ধ হইতে পারে না, কারণ ধর্ম্মীর অনুভবে যাহা লাভ হয়, একদেশ ধর্ম্মের অনুভবে তাহা পাইতে পারা যায় না॥ ১৭৮॥

শ্রীকৃষ্ণের চরণ যুগল শর্করাপিণ্ডের ন্যায় সুখরূপ ও সুখাধার, ব্রহ্ম কেবল সুখ মাত্র, আধার নহে, সুতরাং কোটি সাগরের মত গম্ভীর পরমাশ্চর্য্য মহিমবিশিষ্ট শ্রীভগবানেও ভেদাভেদাদিরূপ বিচিত্র বিরোধ সমূহ স্থান লাভ করিতে পারে, ইহা তোমায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি॥ ১৭৯॥

যাঁহারা ব্রহ্মকেই সুখঘন বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্তের উপর বলিতেছি শ্রবণ কর—যে বস্তু জীবস্বরূপ, তাহাই যদি পরব্রহ্ম হয়, তবে শ্রীভগবান্‌কেই সচ্চিদানন্দ-ঘন পরব্রহ্ম জানিবে—

তথাচ—

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে॥ ১৮০॥

যেমন তেজঃসকল ঘনতেজঃসমূহস্বরূপ সূর্য্যেরই অংশ, সেইরূপ জীবতত্ত্ব সকলও ব্রহ্মেরই অংশ, ইহাই পরাশরাদির মত ॥ ১৮১ ॥

কেহ কেহ বলেন মায়াপ্রভাবেই জীবতত্ত্ব সকল ভিন্ন ও অনেক বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাদিগের মত খণ্ডন করিতেছি, সূর্য্য হইতে কিরণ যেমন পৃথক্, অগ্নি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল যেমন পৃথক্, সমুদ্র হইতে তরঙ্গ সকল যেমন পৃথক্ সেইরূপ পরব্রহ্ম হইতে নিত্যসিদ্ধ জীবসকলও ভিন্ন ॥ ১৮২ ॥

যদি বল মায়া ব্যতীত নিত্যভেদ কি প্রকারে হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছি শ্রবণ কর—অনাদিসিদ্ধ, চিদ্বিলাসস্বরূপ অর্থাৎ চৈতন্যের বৈভবস্বরূপ, অঘটন-ঘটন-পটী ভগবানের শক্তি দ্বারাই জীব তত্ত্ব সকল পরব্রহ্মরূপ ভগবান্ হইতে ভেদিত হইয়া থাকে ॥ ১৮৩ ॥

পরব্রহ্মের ন্যায় জীবেরও সচ্চিদানন্দত্বাদি ধর্ম্ম আছে সুতরাং তাহারা পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ও অংশত্ব হেতু ভিন্ন, পণ্ডিত সকল এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন। মুক্তি হইলেও সেই ভেদ প্রায় বর্ত্তমান থাকে, "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং বিরাজন্তীতি শ্রীশঙ্করাচার্য্য ভগবৎপাদানাং বচনং, মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥" ইত্যাদি মহাপুরাণের বচনেও শ্রীভগবান ও তৎসেবক জীবের পরস্পর ভেদ প্রতিপাদিত হয়, অন্যথা মুক্তিকালে ব্রহ্মতে লয় হইলে কেইবা বিগ্রহ অর্থাৎ শরীর ধারণ করিবে, কেইবা ভক্তিবলে নারায়ণপর হইবে? কারণ

ব্রহ্মেতে লয় হইলে পৃথক্ সত্তা কোন প্রকারেই পাওয়া যাইতে পারে না। যদি বল উক্ত প্রমাণদ্বয় জীবন্মুক্ত সকলের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, ইহা বলিতে পার না, কারণ জীবন্মুক্ত সকলের দেহ সর্ব্বদাই থাকে, তবে কি জন্য বিগ্রহং কৃত্বা অর্থাৎ শরীর ধারণ করিয়া এই কথা বলিবেন ? আর দ্বিতীয় প্রমাণে মূর্ত্তিমান্ এই কথা বলিয়াও সিদ্ধানাং এই কথা বলিয়াছেন, সুতরাং জানা যাইতেছে যে জীবন্মুক্তি অধিকার করিয়া প্রমাণদ্বয় পঠিত হয় নাই। পাদ্মকার্ত্তিকমাহাত্ম্যে কথিত আছে যে, ভগবানে লীন হইলেও নৃদেহ মহামুনি পুনর্ব্বার নারায়ণরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং বেশ্যা-সহিত কোন বিপ্র ভগবানে লীন হইলেও পুনর্ব্বার ভার্য্যার সহিত প্রহ্লাদরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এইপ্রকার মুক্তেরও পুনর্দ্দেহধারণবিষয়ে অনেক উপাখ্যান দেখা যায়, প্রায় এই পদদ্বারা জানা যায় যে,নির্ব্বাণকেই অধিকার করিয়া বলিয়াছেন ॥ ১৮৪ ॥

জীব সকল সচ্চিদানন্দরূপ হইলেও পরব্রহ্মের অংশস্বরূপে নিজতত্ত্বের অনবগতিরূপা ও অনাদি অবিদ্যারূপা কৃষ্ণমায়া প্রভাবেই সংসাররূপ ভ্রমে পতিত হয় ॥ ১৮৫ ॥

মুক্তি হইলে নিজতত্ত্বজ্ঞানে তত্ত্ববিস্মৃতিরূপা মায়া অপগত হয়, তখন ভ্রমও দূরীভূত হয়, পরিশেষে ঘন আনন্দরূপ ব্রহ্মাংশের অনুভব হইয়া থাকে। এই শ্লোক ব্রহ্ম ও ভগবানের ঐক্য অভিপ্রায় করিয়া বলিয়াছেন, মুক্তি হইলে সুখাংশ মাত্রেরই অনুভব হয়, ভক্ত সকলও যদ্যপি ব্রহ্মাংশ স্বরূপ, তথাপি তাঁহারা শ্রীভগবদ্ভজন দ্বারা ভগবচ্চরণারবিন্দ অনুভব করিয়া

ভক্তি সুখই লাভ করেন, ইহাই মুক্ত হইতে ভক্তের বিশেষ জানিবে ॥ ১৮৬ ॥

ইহলোকে বা পরলোকে নিজের সাধনানুরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। উত্তম কুঠার দ্বারা যাহা কর্ত্তন করা যায় কর্ত্তরিকা অর্থাৎ কাটারি দ্বারা তাহা কাটিতে পারা যায় না। ব্রহ্মাংশ স্বরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যে মোক্ষ প্রাপ্য হয়, তাহা নিশ্চয়ই অল্প সুখদায়ক হইবে, কারণ অল্প সাধনদ্বারা অল্পই লাভ হয়, বহুলাভ হইতে পারে না ॥ ১৮৭ ॥

মুমুক্ষুগণ জন্মমরণাদি দুঃখময় সংসার যাতনায় ব্যাকুলান্তঃকরণ ও রসহীন, কদাচ চিত্তের কোমলতা ও আর্দ্রতাজনক বস্তু উপভোগ করে না, তাহাদের হৃদয়ও সুমিষ্ট বস্তুর আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না, কারণ সংসারের উগ্রতাপে উঁহাদের হৃদয় প্রজ্জ্বলিত থাকে, সেই জ্বলন নিবারণ করিবার জন্য মুমুক্ষুগণ মোক্ষের শরণাপন্ন হয়, এবং মোক্ষকেই সুখের পরাকাষ্ঠা বলিয়া স্তুতি করিয়া থাকে, বস্তুতঃ মোক্ষে তাদৃশ সুখ নাই, যেমন স্বর্গকামিগণ পতনভয়, স্পর্দ্ধা ক্ষয়িষ্ণুতাদি দোষযুক্ত স্বর্গকেই চরম সুখময় বলিয়া থাকে, তদ্রূপ মুমুক্ষুগণও মোক্ষকেই চরম পুরুষার্থ বলিয়া থাকে ॥ ১৮৮ ॥

সুখের পরাকাষ্ঠাময় শ্রীভগবৎপদকমলের সেবা-তৎপর ভক্তবৃন্দের ভগবদ্ভক্তিতেই সাধনানুরূপ সুখপরাকাষ্ঠা স্বতই আবির্ভূত হইয়া থাকে ॥ ১৮৯ ॥

যে মহত্ত্বের অধিক মহত্ত্ব নাই, তাহাই পরাকাষ্ঠা শব্দের অর্থ, সুতরাং সেই অপরিচ্ছিন্ন সুখের সীমা নাই ॥ ১৯০ ॥

ভক্তিসুখ পরম মহৎ হইলেও ক্ষণে ক্ষণে নূতন হইতেও

নূতনত্বরূপে, মধুর হইতেও মধুরত্বরূপে, অধিক হইতেও অধিকত্বরূপে, ভক্তবৃন্দ কর্তৃক অনুভূত হয়। ব্রহ্মসুখ তাদৃশ অনুভূত হয় না, কারণ উহা সীমাযুক্ত॥ ১৯১॥

যদিবল পরব্রহ্ম হইতে জীবতত্ত্ব সকল ভিন্ন হইলে পরব্রহ্মে স্বজাতীয়ভেদরূপ দোষ আপতিত হইল, এই আশঙ্কা নিরাস করিতেছি শ্রবণ কর, যিনি সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই পরমেশ্বর এবং গুণ লীলা ও অবতার-ভেদে পরমেশ্বরের যে যে বিশেষ আছে, তাহারাও সেই পরমেশ্বর, এইরূপে সজাতীয় ভেদরাহিত্য জানিবে। পরমাত্মা পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ও তাঁহার অবতার সকল ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও পরস্পর অভিন্ন, এই সকলের ঐক্য হেতু সজাতীয় ভেদ নিরস্ত হইল॥ ১৯২॥

ইদানীং বিজাতীয় ভেদ দূরীকরণ করিতেছি, জীব সকল সততই পরব্রহ্ম হইতে বৈজাত্যবিশিষ্ট অর্থাৎ ভিন্ন, কিন্তু তত্ত্ববিচার করিলে নিশ্চয় জানা যায় যে, জীবসকলও পর-ব্রহ্মের অংশ বলিয়া তাহা হইতে ভিন্ন নয়, কারণ অংশীর ধর্ম্ম অংশেতেও সঙ্গত হয়॥ ১৯৩॥

শ্রীভগবৎপরায়ণগণ যুক্তিবলে ভেদাভেদাখ্য সিদ্ধান্ত অব-তারিত করিলে সমস্তই নিশ্চয় নিরবদ্য অর্থাৎ সুসঙ্গত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, অথচ ব্রহ্মেতেই লীন হয়, সুতরাং ব্রহ্ম সহিত জীবের বস্তুতই অভেদ, যাঁহারা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া থাকেন তাঁহাদের মতেও মুক্তিতে ব্রহ্মের অশেষ স্বরূপের অনুভব হয় না, সুতরাং অল্পপরিমিত সুখেরই অনুভব হয়। সমুদ্রের একদেশ হইতে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়,

ও একদেশেই লীন হইয়া জলময় হইয়া যায়, তখন সেই তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ বলিয়া জানা যায় না, কারণ সে সমুদ্রের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সেই তরঙ্গে গাম্ভীর্য্য ও রত্নাকরত্বাদি ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে না, সুতরাং ঐ তরঙ্গ সমুদ্র হইতে ভিন্ন, কেবল সমুদ্রে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই ভিন্নরূপে প্রতীত হয় না; সেইরূপ তেজঃস্বরূপ স্বীয় কারণ ব্রহ্মাংশে মুক্তিবলে লীন হইলে জীব ব্রহ্মৈক্য প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, কিন্তু মুক্ত জীব সকল অপরিচ্ছিন্ন-সুখঘনব্রহ্মতা প্রাপ্ত হয় না। জীব সকল স্বভাবতঃ পরিচ্ছিন্ন, সুতরাং মুক্তিতে অপৃথগ্‌দর্শনহেতুই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, পরন্তু ব্রহ্মের কোন অংশে পরিচ্ছিন্নত্বহেতু লীনতারূপে অবস্থান করে বলিয়া ভিন্ন। অতএব এই যুক্তিমতেই কোন সময়ে কোন মুক্তও শ্রীভগবৎকৃপাবিশেষে ভক্তিসুখ অনুভব করিবার জন্য পৃথক্ সত্তা লাভ করিতে পারে, ইহা পূর্ব্বেই নিরূপণ করিয়াছি। ভেদরাহিত্যহেতুই "তবাহং ন মামকীনস্ত্বং সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্ব চ ন সমুদ্রস্তারঙ্গ" ইতি শ্রীভগবৎশঙ্করপাদের ভেদাভেদ ন্যায়যুক্ত বচন সম্যক্ যুক্তিযুক্ত হইতেছে। ফলিতার্থ এই যে, সীমাবদ্ধ নদীপ্রবাহ সকল কখন অপরিসীম বিচিত্ররত্নাদিময় সমুদ্র হইতে পারে না, কেবল স্বীয় বাহ্য-সত্ত্বা লোপ করিয়া সমুদ্র সহ অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। এই প্রণালীতে বিচার করিলে ইহাই নিশ্চয় হয় যে মুক্তিতে দীপনির্ব্বাণের ন্যায় অভাবমাত্রই পর্য্যবসিত হয়, কিন্তু সুখাদি প্রাপ্তি হয় না, বুদ্ধ্যাদিরূপ কোন আত্মগুণেরও সঞ্চার হয় না॥ ১৯৪ ॥

যাঁহারা স্থির করেন যে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই মায়ারূপ উপাধিযোগে ভিন্ন নানারূপ জীবস্বরূপে মিথ্যাই প্রতীত হইয়া থাকেন, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সেই মিথ্যাপ্রতীতির লোপ হইলেই ব্রহ্মই স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকেন, অতএব মধ্যপথে পতিত জীবত্বরূপ উপাধির বীজস্বরূপ মিথ্যা ভ্রম নিরস্ত হইলেই পূর্ব্বের ন্যায় স্বস্বরূপ সুখঘনব্রহ্মত্বরূপমোক্ষে নিবিড় সুখ লাভ হইয়া থাকে। মোক্ষে অহঙ্কার পর্য্যন্তও অবশিষ্ট থাকে না সুতরাং অনুভবিতারও অভাব হয়, তথাপি মোক্ষ স্বয়ংই সুখরূপ বলিয়া চরম সুখ প্রদান করিয়া থাকে। যেমন ভক্তিবাদীর মতে সচ্চিদানন্দঘনরূপ শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়েন বলিয়া পরম মহাঘন সুখানুভব হইয়া থাকে, সেইরূপ মোক্ষেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার চরম সুখানুভব হইয়া থাকে, অতএব জানা যাইতেছে যে, মোক্ষ হইতে ভক্তির কোন বিশেষ মাহাত্ম্য নাই। এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না, কারণ আমাদের প্রমাণ স্বরূপ (শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্র সকলের) বচন সকল, যথা আত্মারামাশ্চ মুনয় ইতি ভক্তিঃ সিদ্ধে গরীয়সী, নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি, স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ, দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্ততনোশ্চরিতমহমৃতাব্ধিপরিবর্ত্তপরিশ্রমণাঃ! ন পরিলষন্তি কেচিৎ অপবর্গমপীশ্বর! তে চরণসরোজহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্টগৃহা। মহতাংমধুদ্বিট্‌সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গু ইত্যাদি সহস্র সহস্র বচন এবং প্রাচীন শ্রীনারদ প্রহ্লাদ হনুমদাদির বাক্যসকল, যথা ভববন্ধচ্ছিদং তস্মৈ স্পৃহয়ামি

মধ্যপথে—ব্রহ্ম ও মোক্ষ এই উভয়ের। সিদ্ধে—মুক্তে ॥১৯৫॥

ন মুক্তয়ে এবং পরবর্ত্তী সমগ্র শ্রুত্যর্থের ব্যাখ্যাকুশল পরমহংসাচার্য্য সর্ব্বজ্ঞবর শ্রীশঙ্করাচার্য্য ভগবৎপাদাদির মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তি, মুক্তোপসৃপ্যাদিতি বেদান্তের বচন এবং শ্রীশুকসনকাদির শ্রীভগবল্লীলাকথনাদিরূপ ব্যবহার, প্রহ্লাদ হনুমদাদির শ্রীভগবৎ কর্ত্তৃক দীয়মান মুক্তির প্রত্যাখ্যানরূপ ব্যবহার, সর্ব্বদাই ভক্তির উৎকর্ষ সম্বন্ধে সর্ব্বথা প্রমাণ জানিবে। সর্ব্বথা এই পদ দ্বারা অর্থবাদত্ব* নিরাস করিয়াছেন ও নিশ্চয়ার্থে খলু দিয়াছেন। অধিক কি বলিব চিরপ্রমাণ স্বরূপ আমাদের প্রমাণান্তরের অপেক্ষা নাই ॥ ১৯৫ ॥

ভক্তির মুক্তি হইতে উৎকর্ষ বিষয়ে বহুবহু পুরাবৃত্ত আছে। দ্বারকাবাসী কোন ব্রাহ্মণের পুত্র সকল দেহত্যাগে মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহাতে পরিতুষ্ট না হইয়া অর্জ্জুনের ভুজবীর্য্যের নিন্দা করিলে, অর্জ্জুনও ভগবান্ বিপ্রকুমারগণকে ভক্তিপদরূপ দ্বারকাপুরীতে প্রত্যানয়ন করিয়াছিলেন। সনকাদিসদৃশ কতিপয় ব্রহ্মনিষ্ঠ বহুযত্নেও শ্বেতদ্বীপে ভগবদ্দর্শন লাভ করিতে পারে নাই, শ্রীভগবান্ মহারাজ পৃথুকে পরমোৎকৃষ্ট বর যাচ্ঞা করিতে বলিলে তিনি বলিলেন পিতা যেরূপ পুত্রের প্রতি উপযুক্ত বস্তু প্রদান করেন আপনিও তদ্রূপ বিবেচনা করিয়া আমায় বরদান করুন, ভগবান্ তাঁহাকে "ময়ি ভক্তি রস্তু" অর্থাৎ ভক্তিরূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপ বহু বহু ইতিহাস আছে, এই সকল

* বিরোধে গুণবাদঃ স্যাৎ অনুবাদোঽবধারিতে।
ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাদ্ অর্থবাদস্ত্রিধামতঃ॥

ইতিহাসের অর্থবাদত্ব কল্পনা করিলে কেবল কুতর্কত্বই প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ১৯৬ ॥

ইহাতেও যদি কেহ নাস্তিকত্ব প্রকাশ করিয়া অর্থবাদত্ব কল্পনা করে, তবে সেই কল্পনা, কল্পয়িতাকে উৎকট নরকে পাতিত করে, তথাচ শ্রীনারদীয়ে,—

পুরাণেষু দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বধর্ম্মপ্রবক্তৃষু।
প্রবদন্ত্যর্থবাদত্বং যে তে নরকভাজনা ইতি ॥

ফলিতার্থ এই যে মোক্ষ হইতে বিশেষ মাহাত্ম্যযুক্ত কোন পক্ষ স্বীকার করা কর্ত্তব্য, অন্যথা মহানরকপাত হইবে। সেই পক্ষ, ভগবাংস্তু পরং ব্রহ্ম ইত্যাদি চতুঃশ্লোকী দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ১৯৭ ॥

সেই মোক্ষ কিরূপে শ্লাঘনীয় হইতে পারে? গোব্রাহ্মণ যজ্ঞঘাতী দৈত্য সকলও যে মোক্ষলাভ করিয়া থাকে, মোক্ষপরগণও যাহাদের নিন্দা করিয়া থাকেন, এতাদৃশ দুষ্টগণ-প্রাপ্য বস্তু শিষ্টগণের গ্রহণীয় হইতে পারে না ॥ ১৯৮ ॥

সাধু ও অসুর এই উভয়ের গুণকর্ম্মাদিরূপ অশেষ প্রকারে বৈপরীত্য জানিবে, সুতরাং সাধু ও অসুর সকলের সাধন ও সাধ্য বিষয়েও বৈপরীত্য নিশ্চয়ই হইবে। ইহা আমি উচিত ব্যবস্থা বলিয়াই গণনা করি। শ্রীভগবচ্চরণকমলের উপাসনাই সাধু সকলের সাধন, অদ্বৈত আত্মতত্ত্বজ্ঞানই দৈত্য সকলের সাধন, প্রেমভক্তিই সাধুসকলের সাধ্য এবং মুক্তি দৈত্য-গণের সাধ্য। কেহ কেহ বলেন ভগবদ্দ্বেষের ফলও ভক্তিফলের সমান,—

তথাচ দশমস্কন্ধে—

নিভৃতমনোক্ষদৃঢ়যোগযুজো, হৃদি যন্মুনয় স্তদরয়োঽপি।

যযুঃ স্মরণাদ্ ইতি, তথাচ সপ্তমস্কন্ধে—

কামাদ্দ্বেষাৎ ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।

আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে ভগবদ্দ্বেষী ও ভগবদ্ভক্ত এই উভয়েরই জন্মমরণাদিরূপ সংসারপ্রবাহ লুপ্ত হইয়া যায়, অথবা শ্রীভগবানের স্মরণ দর্শন ও দয়ালুতাদির প্রভাব বিজ্ঞাপনের জন্যই উক্তরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। নারদ কর্ত্তৃক সপ্তমস্কন্ধে উক্ত হইয়াছে "যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ, ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ" ভগবৎসহ বৈরভাব দেখাইলে মনুষ্য যেরূপ তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয় ভক্তিযোগবলে সেরূপ তন্ময়ত্ব লাভ করিতে পারে না, ইহার তাৎপর্য্য—ইহা প্রেম গাম্ভীর্য্যপ্রাগল্ভ্য দ্বারা বাক্যের পরিপাটীমাত্র॥ ১৯৯॥

স্বধর্ম্মাচরণজ্ঞানসাধনাদিতৎপর পুরুষগণও সাধু, এইকথা যাঁহারা বলেন তাঁহাদিগকে খণ্ডন করিতেছি, কৃষ্ণভক্তি দ্বারাই সাধুত্ব হইয়া থাকে, কৃষ্ণভক্তি না থাকিলে, স্বধর্ম্মাচরণাদি, গৌণ সাধুত্ব বলিয়া গণিত হয়, তথাচ নবমস্কন্ধে—

শ্রীমদম্বরীষোপাখ্যানে দুর্ব্বাসসংপ্রতি,—

অহং ভক্ত পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইবদ্বিজ,

এবং

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহং"। ইত্যাদ বাক্য দ্বারা শ্রীভগবান্ স্বভক্তগণেরই সাধুত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। সেই ভক্তিই ভগবচ্চরণারবিন্দপ্রাপ্তিবিষয়ে

পরম সাধন, ভক্তির আরম্ভে কর্ম্মজ্ঞান বৈরাগ্যাদি তাহার অঙ্গ বলিয়াই গণিত হয়, তজ্জন্যই কর্ম্মজ্ঞানাদির গৌণসাধুত্ব জানিবে এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল যুগলকেই পরম ফল বলিয়া জানিবে ॥ ২০০ ॥

যে ভক্তি পরমপুরুষার্থ মোক্ষ হইতেও অধিক, সেই ভক্তির সাধনত্ব না হইয়া সাধ্যত্ব হওয়াই উচিত। বক্তাগণ বলিলেন সত্য, শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তি-লম্পট ভক্তিতত্ত্বানুসন্ধায়ী মহৎসকলেরই সেই ভক্তি সাধনীয়া, ইহাকে ফলরূপা ভক্তি বলিয়া জানিবে। যদিবল শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দদ্বন্দ্বের সাক্ষাৎকার ভক্তির সমগ্র ফল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহার রহস্য বলিতেছি, সেই সাধ্যরূপা ভক্তিকেই শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দমকরন্দস্বরূপা জানিবে। ভগবানের সাক্ষাৎকারে যে সুখ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতেও শ্রীভগবানের বিচিত্র সেবাদ্বারা অধিকতর সুখ হইয়া থাকে। ব্রহ্মানুভবী আত্মারাম জীবন্মুক্ত এবং সিদ্ধগণের দুঃখাভাবমাত্রই লাভ হইয়া থাকে, শ্রীভগবদ্ভক্তগণ বৈকুণ্ঠে গমন না করিলেও পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করিয়াও নিরন্তরই নিবিড় সুখ বিশেষ অনুভব করিয়া থাকেন ॥ ২০১ ॥

যাঁহারা কর্ম্মজ্ঞান বৈরাগ্যের অপেক্ষা করেন তাঁহাদের সেই ভক্তি কদাচ সিদ্ধ হইতে পারে না। স্বধর্ম্মাচরণাদিকেই কর্ম্ম জানিবে, আত্মানাত্মাদিতত্ত্ববোধকেই জ্ঞান, বিষয়াদিবৈতৃষ্ণ্যকেই বৈরাগ্য জানিবে। যিনি শ্রীকৃষ্ণভক্তিমাত্রের অপেক্ষা করেন, কর্ম্মাদির অপেক্ষা করেন না তিনিই শ্রীকৃষ্ণকৃপাবলে সেই ভক্তি লাভ করেন, শ্রীকৃষ্ণ দয়ালু হইলেও

তাহার—ভক্তির ॥ ২০০ ॥

সকলকে ভক্তিফল প্রদান করেন না পূর্ব্বোক্ত অধিকারি-বিশেষকেই প্রদান করিয়া থাকেন। দশমস্কন্ধে শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন—জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্, মুক্তিপদে অর্থাৎ ভক্তিমার্গে। শ্রীবিষ্ণু পুরাণে সগরের প্রতি ঔর্ব্বের উক্তি—বর্ণাশ্রমচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্,

বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণং।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পুরুষ স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারা বিষ্ণুরই আরাধনা করিয়া থাকেন। শ্রুতি স্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে আজ্ঞাচ্ছেদো মম দ্রোহী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ ইত্যাদি বচন প্রবৃত্তিপরবেদমার্গ রক্ষার জন্যই জানিবে।

শ্রীশিবও বলিয়াছেন

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ,

সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃস্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ।

অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করিলেই বিধিনিশ্চিত সর্ব্বপুণ্য লাভ করা যায়,বিস্মৃত হইলে নিষেধনিশ্চিত সমগ্র অধর্ম্ম উপস্থিত হয়॥ ২০২॥

কর্ম্ম সকল ভক্তির বিক্ষেপক অর্থাৎ কর্ম্মাঙ্গশতশতব্যাপারে মানস ব্যাকুল হইয়া উঠিলে ভক্তি হানি হয় এবং সর্ব্বনিরপেক্ষত্বরূপ বৈরাগ্য ভক্তিবিষয়কঃরাগপর্য্যন্তও শুষ্ক করিয়া দেয়, এমন কি বৈরাগ্যবলে ভগবৎসেবাতেও নির্ব্বেদরূপ দোষ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা জানা যায় যে ভগবদ্ভক্তির ভিন্ন বিষয়েই বিরক্তি যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে। জ্ঞানও

মুক্তিপদে—মুক্তৌ পদং যস্য তস্মিন্ মুকুন্দ মুক্তিকেন্দ্রভক্তিমার্গ ইত্যর্থঃ।

ভক্তির হানিকর কারণ আত্মতত্ত্বাদি বোধ হইলেই জ্ঞানীর ধারণা হয়, আমি নিস্তীর্ণ হইলাম ও কৃতকৃত্য হইয়াছি, সুতরাং ভক্তিবিষয়ে প্রবৃত্তি হয় না, তজ্জন্যই একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ ন জ্ঞানং নচ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ"। "যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চযৎ। যোগেন দানধর্ম্মেন শ্রেয়োভিরিতরৈপি। সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদযদি বাঞ্ছতি," ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা জানা যাইতেছে যে, কোন সময়ে কিঞ্চিৎ বৈরাগ্য, জ্ঞান, কর্ম্ম ও শ্রেয়ঃসাধন হইয়া থাকে, অর্থাৎ কর্ম্মাদি ভক্তিপর হইলেই সার্থক হইয়া থাকে। উক্ত কর্ম্মাদি শোধিত হইলেই ভক্তির অনুগামি হয়,

তথাচ যোগবাশিষ্ঠে—

জন্মান্তরসহস্রেষু তপোদানসমাধিভিঃ।
নরাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে॥ ২০৩॥

আত্মারামসমূহও ভগবৎ-কৃপাবলে ভক্তসঙ্গ লাভ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠা অর্থাৎ সমাধিলব্ধব্রহ্মস্থিরতা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিমার্গে প্রবেশ করেন। একাদশস্কন্ধে উদ্ধব শ্রীভগবৎ প্রতি বলিয়াছেন—

অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং
হংসা শ্রয়েবন্নরবিন্দলোচনে ॥ ২০৪ ॥

মুক্তসকলও ভগবচ্ছক্তিপ্রভাবে সচ্চিদানন্দময়-দেহ লাভ করিয়া তাদৃশ অর্থাৎ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ ভগবৎসেবা করিয়া থাকেন ॥ ২০৫ ॥

যে অহঙ্কারের ত্যাগমাত্রেই স্বাত্মারামতা সিদ্ধ হয়,

সেই অহঙ্কার ত্যাগ অতীব সুকর, ইহা তত্ত্ববেদিগণ নিশ্চয় করিয়াছেন, তথাচ যোগবাশিষ্ঠে—

অপিপুষ্পাবদলনাদপি নেত্রনিমীলনাৎ।

সুকরোঽহঙ্কৃতিত্যাগো মতস্তত্ত্ববেদিভিরিতি ॥ ২০৬ ॥

পাকার্থ প্রজ্বলিত অগ্নির অন্ধকারনাশ ও শীতনাশ যেরূপ অবান্তর ফল, সেইরূপ মোক্ষ, আত্মারামত্ব, যোগসিদ্ধি, জ্ঞানাদিকে ভক্তির অবান্তর ফল বলিয়াই জানিবে, কিন্তু ভক্ত সকল এইগুলি গ্রহণ করেন না, কারণ উহারা মুখ্যফল-প্রেমের বিরোধী ॥ ২০৭ ॥

পরপ্রেমই ভক্তির ফল, তৃপ্তির অভাবই পরপ্রেমের লক্ষণ। আত্মারামত্ব সমাগত হইলেই পরিপূর্ণ তৃপ্তি উপস্থিত হয়, তজ্জন্যই উহা পরপ্রেমের বিরোধী। পরপ্রেমে তৃপ্তি নাই, উহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তৃপ্তিস্বরূপ ও তৃপ্ত্যভাব-স্বরূপ এতদুভয়ের নিত্যসিদ্ধ-প্রতিযোগিত্ব। ভক্তিরসিক সাধুগণ নিশ্চয় করিয়াছেন যে, ভক্তির অবান্তর ফলবর্গের মধ্যে আত্মারামত্বই অতিহেয়। কোন কোন সকামভক্তের মনো-রথ পূরণার্থ কিম্বা বহির্দৃষ্টি-অভক্তসকলের ভক্তিপথে প্রবর্ত্তনের জন্য ব্রহ্মানুভব, যোগ ও সিদ্ধির স্বীকার দেখা যায় ॥ ২০৮ ॥

ভক্তি ব্যতীত আত্মারামত্ব সিদ্ধ হয়, এইরূপ সিদ্ধান্তে মনের কোন অসন্তোষ নাই, কারণ শ্রীমদ্ভাগবতেন্দ্রপরম শ্রীবৈষ্ণব-প্রবর সকল ইহাকে গুণ বলিয়াই ব্যাখ্যা করেন, কারণ মহা-

লক্ষণ—ইতরভেদানুমাপকত্বং ॥ ২০৮ ॥

মূল্য মহারত্ন বিনা কি প্রকারে তুষকণ প্রাপ্তি হইল? এই কথা পণ্ডিতের মুখে যেমন শোভা পায় না, সেইরূপ ভক্তি বিনা আত্মারামত্ব কিরূপে সমাগত হইল? এই কথাও সেইরূপ যুক্তিযুক্ত নহে॥ ২০৯॥

কোন কোন বৈষ্ণব বলিয়া থাকেন যে, ভক্তি ব্যতীত কোন সিদ্ধিই লাভ হয় না এবিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতেছি, স্বধর্ম্মাচরণরূপ ভক্তি হইতে চিত্তশুদ্ধি হয়, সেই চিত্তশুদ্ধি হইতে আত্মারামত্ব প্রাদুর্ভূত হয়। আত্মারামত্ব স্বধর্ম্মাচরণ-স্বরূপ বাহ্যভক্তির অত্যল্প ফলমাত্র। প্রেমসম্পদই আন্তরী অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনরূপা ভক্তির সুমহৎ ফল॥ ২১০॥

নিজের আত্মারামত্ব সিদ্ধ হইলে বিবিধ সংসারদুঃখধ্বস্ত, ধ্বংস হয়, তখন নির্বিঘ্নে ভগবৎপদাম্বুজের ভজন করিলেই শীঘ্রই ভক্তিনিষ্ঠারূপ-মহাসুখ সিদ্ধ হইয়া থাকে, অতএব আত্মারামগণই ভক্তিবিষয়ে উত্তম অধিকারী, কেহ কেহ এইরূপই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। গঙ্গাস্নানের ন্যায় ভক্তিতে সকলেই অধিকারী, এইকথা কেহ কেহ বলেন; তাহার তাৎপর্য্য ভক্তিবিষয়ে বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম্মের অপেক্ষা নাই। আমাদের মতে ভগবৎকৃপাবলে অর্থাৎ একমাত্র তাঁহাকে অপেক্ষা করিলেই সর্ব্বসুখ সম্পন্ন হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি॥ ২১১॥

ভক্তিসুখে ভক্তিসুখের অনুভবকর্ত্তা অর্থাৎ ভক্ত এবং অনির্ব্বচনীয় অনুভবনীয় শ্রীভগবান্, অনুভূতি সকল ও অনুভূতিকারণ বৃত্তিসকল ও ইন্দ্রিয়সকল, বহুরূপে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে, আমি দাস ইত্যাদিরূপে অনুভবিতার, বিচিত্র-

মধুরমধুর বিলাসাদিরূপে অনুভবনীয়ের, শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপে ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকলের, ইত্যাদি নানারূপ স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, জানিবে। ভক্তিসুখের অনুভবকালে নির্ব্বিকল্পকসমাধির ন্যায় অনুভবিতাদির সত্ত্বলোপ হয় না, তথাচ ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা ইত্যাদি॥ ২১২॥

সমাধিকালে মন ও ইন্দ্রিয়সকলের বৃত্তিলোপ হয়, সুতরাং সমাধিকালে সুখ অস্ফুট অর্থাৎ শূন্যময় হয়। সমাধিকালে বৃত্তিলোপেও যদি সুখ সম্ভোগ হইয়া থাকে, এইরূপ স্বীকার করিতে হয়, তবে ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছেন ও সেই ব্রহ্মসহ সকল জীবেরই সম্বন্ধ আছে, সুতরাং সকল জীবেরই মুক্তি হউক এইরূপ অসঙ্গত্য উপস্থিত হইতে পারে। যে বস্তু বৃত্ত্যভাববশতঃ অস্ফুট ছিল, সেই বস্তু চিত্তবৃত্তিতে স্ফূর্ত্তি পাইলেই অধিকতররূপে প্রকাশিত হয়। যেমন সূর্য্যাদির তেজ গগনতল হইতেও স্ফটিকময় পর্ব্বতে অধিকতর প্রকাশিত হয়, সেইরূপ সমাধিকালে অনুভূয়মান শূন্যময় আত্মতত্ত্ব হইতেও অধিকাধিক নিবিড়-সুখময় শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দের ভক্তি, প্রতিক্ষণই নূতন ও বিচিত্র বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয়ের বৃত্তিতে স্ফূর্ত্তিমতী হইয়া থাকে, তজ্জন্যই পরমসুখের সঞ্চার হয়। ভক্তিপ্রভাবে প্রেমসম্পৎ আবির্ভূত হইলে কোন ব্যক্তির কোন সময়ে সমস্তদেহের কোন সময়ে বা ইন্দ্রিয় বিশেষের চেষ্টালোপ হয়, তাহার কারণ এই যে কোন ইন্দ্রিয় আনন্দবিহ্বল হইলেই সেই ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণাদি অপর ইন্দ্রিয়ে অন্তর্ভূত হইয়া পড়ে॥ ২১৩॥

ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের কৃপামাধুর্য্যপ্রভাবে ভক্তিতে যে পরমমহৎ সুখলাভ হইয়া থাকে, তাহা সমাধিজন্য মোক্ষ হইতে মহৎ। যদিও ভগবান্ সচ্চিদানন্দঘন এবং সর্ব্বদাই একরূপ, তথাপি ভক্তসকলকে পরমমহাসুখ-বিশেষ প্রদান করিবার জন্যই নিজ মহাশক্তিপ্রভাবে সুখবৈচিত্র্য বিতরণ করিয়া থাকেন ॥ ২১৪ ॥

মোক্ষসুখ সর্ব্বদাই একরূপ, কারণ মোক্ষ পরব্রহ্মরূপ, কিন্তু ভক্তিসুখ অদ্ভুত অর্থাৎ পরমানির্ব্বচনীয় এবং ভগবানের ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে বহুরূপ। অতএব সাযুজ্যমুক্তিজ সুখ হইতে ভক্তিসুখ সর্ব্বতোভাবে বিপরীত। মুক্তিসুখ চরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত, একরূপ, পরিপূর্ণ ও তৃপ্তিজনক, ভক্তিসুখ অনেকরূপ, অপরিচ্ছিন্ন তৃপ্তিনিরাসক অর্থাৎ ভোগ করিলেও যদ্বিষয়ক ভোগলালসা নিবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ উক্ত সুখবৈচিত্র্য পরমমনোহর শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসের মাধুরীভরস্বরূপ, যাঁহারা ভক্তিতত্ত্ব অবগত নহেন, তাঁহারা "তদ্ধি জানন্তি তদ্বিদ ইতি ন্যায়াৎ" এই বৈচিত্র্য তর্ক করিয়া নিশ্চয় করিতে পারিবেন না ॥ ২১৫ ॥

নিত্য একরূপ সেই বিষ্ণু,অভক্ত সকলের দুর্বিতর্ক্য স্বশক্তিপ্রভাবে প্রতিক্ষণে আপনার ও স্বভক্তির নূতন নূতন বিচিত্র শত শত মাধুর্য্য উৎপাদন করিয়া থাকেন ॥ ২১৬ ॥

সেই শ্রীভগবানের পারব্রহ্ম্য মধুরমধুর, পারমেশ্য্যও (পরমেশ্বরতা) মধুরমধুর এবং ভক্তগণের প্রতি তাঁহার প্রভূত করুণার পরাকাষ্ঠাপ্রকাশও মধুরমধুর, রূপ, বিলাস, বৈভবও মধুরমধুর, সেই ভক্তসকল যে নিবিড় আনন্দরাশি অনুভব

করেন সেই অনুভূতিরও চরমা প্রকৃতিও মধুরমধুরা। সেই প্রকৃতি ব্রহ্মসুখকেও ধিক্কার করে॥ ২১৭ ॥

যেমন ভগবান্ স্বভাবতঃ নানাবিশেষবিহীন হইলেও কালদেশাদি-পরিচ্ছেদশূন্য বলিয়া বিচিত্র অবতাররূপ বিশেষ বিস্তার করিয়া থাকেন, সেইরূপ নিজভক্ত সকলেরও বিবিধ মধুর আনন্দলহরীর স্থিরতাসম্পাদনার্থ শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ বহুতর বিশেষ স্থিরতররূপে বিস্তার করিয়া থাকেন ॥ ২১৮ ॥

নিত্য অদ্বৈত ব্রহ্ম যাঁহার শ্রীমূর্ত্তি, (অর্থাৎ যিনি পর-ব্রহ্মময়বিগ্রহ) এবং যিনি নিত্যঐশ্বর্য্যযুক্ত, যাহাতে নিত্যই সৌন্দর্য্য, কান্তি, মাধুর্য্যগুণলীলাদিরূপ বহুপ্রকার বিশেষ বর্ত্তমান আছে, যাঁহার সহিত মহিষী শ্রীমহালক্ষ্মী নিত্যই বিলাসব্যাপৃতা, যিনি নিত্যই সেবকসহ বাস করেন, যাঁহার শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ উপাসনাও নিত্যা এবং যাঁহার শ্রীবৈকুণ্ঠা-খ্যলোকও নিত্য, সেই কৃষ্ণ তোমায় মুমুক্ষুত্বাদি বিঘ্ন হইতে রক্ষা করুন ॥ ২১৯ ॥

ভক্তিরসতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ভগবদ্ভক্তিরূপ সুকোমল রসে তর্করূপ কর্কশ কণ্টক প্রয়োগ করেন না, কারণ সুকোমল পদার্থে তর্ককণ্টক প্রয়োগ করিলে মূর্খতাই প্রতিপন্ন হয়। আমি অপরিণতবুদ্ধি নবীন ভক্ত সকলের মোক্ষানুরাগ দূরীভূত করিবার জন্য ও তাহাদের প্রচুর আহ্লাদের জন্যই

যিনি নিত্যই সেবকরূপ—নিত্য ভৃত্যসঙ্গ এই বিশেষণ দ্বারা ভক্তসকলের নাশশঙ্কারাহিত্য প্রতিপাদিত হইল।

শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ উপাসনা—নিত্যোপাস্তি—এই বিশেষণ দ্বারা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির ইন্দ্রিয়ব্যাপারত্ব খণ্ডিত হইল। ॥ ২১৯ ॥

তর্ককণ্টক নিক্ষেপ করিয়াছি। কারণ নীতিশাস্ত্রে বলে কণ্টকেনৈব কণ্টকং। দ্বৈতপর ন্যায়াদিশাস্ত্রে বহুবহু কর্কশ তর্ক আছে, অদ্বৈতপর বেদান্তশাস্ত্রে অনুভবই প্রধান প্রমাণ বলিয়া তাহাতে বহু কর্কশ তর্ক নাই বটে, তথাপি অল্প কোমল তর্ক আছে, কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রে অদ্বৈতপর বেদান্তশাস্ত্র হইতে সুকোমল ও স্বল্পমাত্র তর্ক আছে, তজ্জন্যই সুধীগণ তাহাতে সুকোমল অল্পতরই যুক্তি প্রয়োগ করেন ॥ ২২০ ॥

যদি তুমি মোক্ষের তুচ্ছত্ব অনুভব করিয়া থাক ও বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠারূপ সম্পত্তি ইচ্ছা কর, তবে নিজ মহামন্ত্রই প্রকৃষ্টরূপে জপকর। এক্ষণে এই মোক্ষতত্ত্ববিষয়ে হৃদয়ঙ্গম মহারহস্য শ্রবণ কর ॥ ২২১। ২২২ ॥

পঞ্চাশৎকোটিযোজনপরিমিত ব্রহ্মাণ্ডের বহির্দেশে উত্তরো-ত্তর দশগুণ বৃহত্তর অষ্ট আবরণ আছে ॥ ২২৩ ॥

সেই অষ্ট আবরণ ভেদ করিলে সেই নিশ্চল নির্ব্বাণপদ লাভ করা যায়। কার্য্যকারণের অত্যন্ত বিলোপ হয় বলিয়া নির্ব্বাণের মহাকালপুর বলিয়া একটি আখ্যা হইয়াছে ॥২২৪॥

তাহার স্বরূপ অনির্ব্বাচ্য, কারণ পণ্ডিতগণ স্বস্বমতি অনুসারে কেহ সাকার কেহবা নিরাকার বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন অর্থাৎ উহা পুরুষাকার হইলেও কেবল শুষ্কজ্ঞানপর সকলই নিরাকার বলিয়া থাকেন, কিন্তু ভগবদুপাসকগণ সাকার বলিয়া নিশ্চয় করেন ॥ ২২৫ ॥

অষ্ট আবরণ—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব প্রধান ॥ ২২৩ ॥

ভগবৎসেবকগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বিক মোক্ষপদে গমন করিলেও উক্ত মোক্ষপদকে মনোহর ঘনীভূতব্রহ্মরূপ বলিয়া নিরীক্ষণ করেন ॥ ২২৬ ॥

বহুকাল হইতে যে বস্তু বাঞ্ছা করিতেছ, স্বীয়মহামন্ত্র প্রভাবে তুমি সেই মহাফল সাক্ষাৎ লাভ করিবে ॥ ২২৭ ॥

যদি তুমি কালবিলম্ব অপেক্ষা না কর, তবে এক্ষণে শ্রীমথুরার অন্তর্গত ব্রজভূমি গমন কর। যাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন তন্মধ্যে যাঁহারা রাগী তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে, যাঁহারা বিরত তাঁহারা মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মার সহিত মুক্তি লাভ করেন। দ্বিপরার্দ্ধের শেষ হইলে মহাপ্রলয় সংঘটিত হয়, অর্থাৎ বহুকাল পরে মহাপ্রলয় সঙ্ঘটিত হয়, মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে বহুবিলম্বে মোক্ষ লাভ হয় ও এই ব্রহ্মলোকে পরমৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে হয় বলিয়া উহা শীঘ্র সিদ্ধ হয় না, অতএব তুমি অশেষ ঝটিতি-মনোরথ-পূরণী ভগবৎ-প্রিয়তমা শ্রীবৃন্দাবন ও গোবর্দ্ধনাদি ভগবৎ-ক্রীড়াভূমিতে গমন কর ॥ ২২৮ ॥

শ্রীগোপকুমার বলিলেন, গূঢ়পুরাণাদির এই বচনাবলি দ্বারা শ্রীভগবানে আমার ভক্তি আরও বর্দ্ধিত হইল। হে মাথুরবিপ্র! তখন আমার হৃদয়ে এই বিচার উপস্থিত হইল ॥২২৯॥

গূঢ়পুরাণাদিগণ যাঁহার প্রতি ঈদৃশী ভক্তি প্রদর্শন করিতে উপদেশ দিলেন, সাক্ষাৎ সেই প্রভুকে পিতা বলিয়া প্রাপ্ত

স্বীয়মহামন্ত্র—শ্রীমদনগোপালদৈবতদশাক্ষরমন্ত্র ॥ ২২৭ ॥

হইয়াছি। কি আশ্চর্য্য! তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কিজন্য অন্যত্র গমন করিতে হইবে? ২৩০ ॥

শ্রীব্রজভূমি যাইতে উৎসুক হইলেও কিরূপে ভগবৎ-পরিত্যাগে সমর্থ হইব, এই চিন্তায় বড়ই উদ্বিগ্ন হইলাম, কিন্তু ব্রহ্মলোকাধিষ্ঠাতা মহাপুরুষরূপী, অন্তরের অন্তরজ্ঞ, সেই ভগবান্ সাক্ষাৎ শ্রীমুখ দ্বারা আমায় আদেশ করিলেন ॥ ২৩১ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন, তুমি পরম অনির্ব্বচনীয় পরম প্রসিদ্ধ ও আমার ক্রীড়াস্থলী সমূহে বিভূষিত মৎপ্রিয়তম মাথুরী ব্রজভূমিতে গমন কর ॥ ২৩২ ॥

শ্রীব্রহ্মাও ব্রজভূমিতে তৃণদেহে জন্মলাভ করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল অতীত হইলেও ব্রজভূমি তাদৃশী অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ চিরসৌন্দর্য্যশালিনীই থাকেন, অর্থাৎ ব্রজভূমিতে কালকৃত বিচার নাই ॥ ২৩৩ ॥

সেই ব্রজভূমিতে তুমি আমার পরমশ্রেষ্ঠ স্বীয় গুরুকে পুনঃ প্রাপ্ত হইবে এবং সেই গুরুর কৃপায় স্বয়ং সম্যক্ জ্ঞাত হইবে। আমা হইতেও সেই গুরুরই কৃপায় তুমি জ্ঞাততত্ত্ব হইবে ॥ ২৩৪ ॥

অনন্তর শীঘ্রই মহাকালপুরে আমায় পুনর্দর্শন করিবে, সেই মহাকালপুরে এই স্থান হইতেও প্রচুরতর চিত্তপরিপূরক পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৩৫ ॥

কালকৃত বিকার না থাকায় ব্রজভূমির ব্রহ্মলোক হইতেও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইল ॥ ২৩৩ ॥

আমার অনুগ্রহপ্রভাবে ইতস্ততঃ যথেচ্ছ ভ্রমণ করিয়া শত শত পরমাশ্চর্য্য অনুভব করিবে ॥ ২৩৬ ॥

হে পুত্র! অল্পকাল পরেই পূর্ণমনোরথ হইয়া বৃন্দাবনে আমার সহিত যথেচ্ছ ক্রীড়া করিবে ॥ ২৩৭ ॥

শ্রীগোপকুমার বলিলেন, এইরূপ ভগবদাজ্ঞানুসারে হর্ষ-শোকাতুর হইয়া তৎক্ষণাৎ মনোবেগে শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলাম ॥ ২৩৮ ॥

ইতি শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে গোলোকমাহাত্ম্য খণ্ডে

জ্ঞাননামা দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

তৃতীয় অধ্যায়।

শ্রীগোপকুমার বলিলেন। ব্রহ্মলোক হইতে এই পৃথিবীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলাম পূর্ব্বকালে যেখানে যাহা ছিল, কোন স্থানেই তাহার গন্ধমাত্রও নাই ॥ ১ ॥

কি আশ্চর্য্য! শ্রীমথুরাপুরী "বন অর্থাৎ তরুগুল্ম, লতাদিদ্বারা সুশোভিত শ্রীগোবর্দ্ধনাদি পর্ব্বত ও শ্রীযমুনাদি নদী" এই সকল দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায়ই সুশোভিতা রহিয়াছেন। সেইরূপ জঙ্গম অর্থাৎ মনুষ্য পশুপক্ষ্যাদি দ্বারাও পরিবৃতা হইয়া বিরাজ করিতেছেন ॥ ২ ॥

আমি শ্রীভগবদাজ্ঞানুসারে এই বৃন্দাবনমধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমন করিতে করিতে কোন কুঞ্জমধ্যে স্বীয় গুরুদেবকে সন্দর্শন করিলাম ; দেখিলাম তিনি প্রেমমূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত! ৩ ॥

আমি জলসেকাদিরূপ বহু প্রয়াসে তাঁহাকে সুস্থ করিলাম। অনন্তর আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি আমায় নিরীক্ষণ করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। সেই সর্ব্বজ্ঞ গুরুদেব আমার মনোরথ অবগত হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

শ্রীগুরু প্রেমাবির্ভাবকালীন শ্লেষ্ম, লালা, অশ্রু আদি অপনোদন করিবার জন্য যমুনায় স্নান করিয়া স্বদত্তমন্ত্রের

ধ্যান ন্যাস মুদ্রাদির কতিপয়বিধি মুখদ্বারা ও কতিপয়বিধি হস্তচালনাদিরূপ সঙ্কেত দ্বারা আমায় উপদেশ দিলেন ॥ ৫ ॥

অনন্তর শ্রীগুরু বলিলেন, বৎস! তোমাকে আমি সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়াছি, কারণ তুমি আমার প্রিয়তম; অপরাপর রহস্য মৎপ্রদত্ত মন্ত্রপ্রভাবেই লাভ করিবে ॥ ৬ ॥

আমি মহাহর্ষে পাদযুগলে পতিত হইলে তিনি অন্তর্হিতের ন্যায় অলক্ষিত ভাবে কোথায় গমন করিলেন ॥ ৭ ॥

শ্রীগুরুর বিচ্ছেদে আমার মন কাতর হইলেও বহুযত্নে স্থির করিয়া তাঁহার আদেশমতে সাদরে স্বমন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিলাম ॥ ৮ ॥

অনুভব করিলাম যে, আমার দেহ পাঞ্চভৌতিকতা পরিত্যাগ করিয়াছে। পরে আমি রবিমণ্ডল ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে গমন করিতে করিতে চতুর্দ্দশ ভুবন অবলোকন করিতে লাগিলাম ॥ ৯ ॥

তখন দেখিলাম সেই লোকসকল বহুদোষযুক্ত, সুখাভাসে অর্থাৎ মিথ্যাসুখে সুখিত এবং স্বপ্ন ও মনোরথদৃষ্ট বস্তু সকলের ন্যায় অলীক ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বে আমি বহুকালে ক্রমে ক্রমে যে সকললোক অতিক্রম করিয়াছিলাম, এক্ষণে নিমেষ মধ্যেই সেই সমস্তলোক অতিক্রম করিলাম ॥ ১১ ॥

অনন্তর ব্রহ্মলোক হইতেও উত্তরোত্তর কোটিগুণ সুখে ও বৈভবভরে শ্রেষ্ঠ আবরণ সকল প্রাপ্ত হইলাম ॥ ১২ ॥

যাঁহারা ক্রমমুক্তি লাভ করেন, তাঁহারা কার্য্যোপাধি পরিত্যাগ করিয়া লিঙ্গশরীর নামক কারণোপাধি অতিক্রম

করিবার জন্য স্থূল পৃথিব্যাদিতত্ত্ব-জনিত সুখ হইতে সারভূত সুখসমুদয় যথেচ্ছ ভোগ করেন। কার্য্য হইতে কারণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কার্য্যজনিত সুখ অপেক্ষা কারণজনিত সুখও শ্রেষ্ঠ হয়, জানিবেন ॥ ১৩—১৪ ॥

তন্মধ্যে আমি প্রথমেই পৃথিবীরূপ আবরণে গমন করিয়া মহাশূকররূপী প্রভুকে প্রত্যক্ষ করিলাম। তাঁহার প্রতি-লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড বিভূতি পরিভ্রমণ করিতেছে ও ধরণীদেবী ব্রহ্মাণ্ডদুর্লভ দ্রব্য সকল দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিতেছেন ॥ ১৫—১৬ ॥

দেখিলাম সেই কারণরূপা পৃথিবীতে পৃথিবীরূপ উপাদান-নির্ম্মিত সমগ্র জগৎ স্ফূর্ত্তি পাইতেছে ॥ ১৭ ॥

ধরণীদেবী ভগবৎপূজা সমাপন করিয়া দুই তিন দিন তথায় ভোগসুখে বাস করাইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন ॥ ১৮ ॥

অনন্তর আমি তথায় বাস করিতে অভিলাষী না হইয়া বহু অনুনয়ে ধরণীদেবীর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পুরুষান্তর কর্ত্তৃক আকৃষ্টের ন্যায় শীঘ্রই অপর আবরণ ছয়টি অতিক্রম করিলাম। কারণ মুক্তিপদ গমনকালে পথিমধ্যে বিলম্ব করিতে পারা যায় না ॥ ১৯ ॥

মহারূপধর বারি, তেজঃ, বায়ু, আকাশ এবং অহঙ্কার ও মহৎ, এই সকল আবরণে ক্রমশঃ পূজিত মৎস্য, সূর্য্য, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সঙ্কর্ষণ, বাসুদেবরূপ ভগবান্‌কে অবলোকন করি-লাম ॥ ২০—২১ ॥

পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তি স্ব স্ব কার্য্য হইতে উত্তরোত্তরবর্ত্তি কারণ

সকল পূজ্য, পূজক, ভোগ্য, শ্রী ও মহত্ত্ববিষয়ে ক্রমশঃ অধিক ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বের ন্যায় আবরণ সকল অতিক্রম করিয়া মহাতমোময় প্রকৃতিরূপ আবরণে উপস্থিত হইলাম। সেই প্রকৃতির নিবিড় শ্যামকান্তি আমার নয়ন মন হরণ করিয়া লইল ॥ ২৩ ॥

বিস্তৃত (ইয়ত্তারহিত) প্রকৃত্যাবরণে ইষ্টদেব শ্রীমদনগোপালদেবের চরণারবিন্দযুগলে যেরূপ শ্যামকান্তি, সেই শ্যামকান্তি নিরীক্ষণ করিয়া আমি অগ্রগমনে উৎসুক হইতে পারি নাই ॥ ২৪ ॥

দেখিলাম সেই প্রকৃতি দেবী স্বাবরণে বিরাজমান নিজ ঈশ্বরের পূজা করিলেন। সেই ঈশ্বরের কি চমৎকার মূর্ত্তি! যে মূর্ত্তির সৌন্দর্য্যে মায়ার মোহিনী মূর্ত্তিও লজ্জিত হয়। পরে দেবী পূজা সমাপন করিয়া মনোহরবেশে ঝটিতি আমার সমীপে উপস্থিত হইলেন ॥ ২৫ ॥

তিনিও পৃথিব্যাদি দেবীর ন্যায় অণিমাদি সিদ্ধি অগ্রে আনয়ন পূর্ব্বক তথায় বাস করাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন ॥ ২৬ ॥

অনন্তর সস্নেহে বলিলেন, যদি তুমি মুক্তি ইচ্ছাকর, তবে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর, কারণ আমিই মুক্তির প্রতিহারিণী অর্থাৎ দ্বাররক্ষিকা ॥ ২৭ ॥

যদি বল আমি মুক্তি ইচ্ছা করিনা, ভক্তি ইচ্ছা করি, তাহা হইলেও তুমি "বিষ্ণুর দাসী, ভগিনী ও শক্তি জানিয়া" আমাকে ভজনা কর। শ্রীবিষ্ণুর অধীন বলিয়া আমাকে তাঁহার দাসী বলিয়া জানিবে। শ্রীযশোদাগর্ভে জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলাম, সুতরাং আমি তাঁহার ভগিনী অথচ আমি তাঁহার শক্তিরূপা। আমিই বিষ্ণুভক্তি বর্দ্ধিত করিয়া থাকি ॥ ২৮ ॥

শ্রীগোপকুমার বলিলেন, প্রকৃতিদত্ত সেই অণিমাদি অশেষ দ্রব্য আমি অঙ্গীকার করিলাম না, কেবল বিষ্ণুশক্তি-বোধে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তদীয় মনোহর বর্ণ দেখিবার জন্যই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছিলাম ॥ ২৯ ॥

কার্য্যোপাধিবিনির্মুক্ত প্রাধানিক অর্থাৎ কারণ রূপ-প্রকৃতিময় জীবসমূহ সেই মনোহর বর্ণ উপভোগ করিতেছেন, উহা স্থূলসূক্ষ্ম কার্য্যকারণ হইতে সর্ব্ববিষয়ে অধিকতর-রূপে স্বয়ং বিলাস করিতেছে ॥ ৩০ ॥

আরও বলি সেই রম্য বর্ণ বহুরূপ অর্থাৎ নানাবিকার সমূহের মূল, দুর্বিভাব্য অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়গতি ও অচিন্ত্য-গতি এবং চিত্তাকর্ষক মহাবৈভবযুক্ত। কার্য্যকারণ সমুদয় তাহার সেবা করিতেছে, অতএব উহাকে জগন্ময় বলিয়া জানিবন ॥ ৩১ ॥

অনন্তর আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঈশ্বরেচ্ছাবলে সেই দুরন্ত ঘনতমঃ অতিক্রম করিয়া তেজঃপুঞ্জ নিরীক্ষণ করিলাম। কিন্তু

যদ্যপি মায়া ও শক্তি পরস্পর ভিন্ন, তথাপি শক্তির ছায়ারূপা বলিয়া উভয়ের ঐক্য বর্ণিত হইল ॥ ২৮ ॥

যদিও প্রকৃতি জড়রূপা ও তাহার স্বয়ং প্রকাশতা নাই, তথাপি অধিষ্ঠানের জ্ঞান হইলে উহা লীন হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় নিজ আবরকতা প্রভাবে অধিষ্ঠানকে আচ্ছাদিত করিয়া স্বয়ং প্রকাশতা অধিকার করিয়াছে ॥ ৩০ ॥

সেই তেজঃপুঞ্জ অবলোকনে অস্থির হইয়া নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিলাম ॥ ৩২ ॥

আমি পরম ভক্তি ও যত্নে অগ্রে দৃষ্টি প্রসারণ করিয়া কোটিসূর্য্যতুল্যতেজস্বী পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করিলাম ॥ ৩৩ ॥

পরমেশ্বর কোটিসূর্য্যতুল্য তেজস্বী হইলেও মনো নয়নের আনন্দবিবর্দ্ধন, বিচিত্র মাধুর্য্য ও বিভূষণে সমলঙ্কৃত, সপ্তরক্তত্বাদি দ্বাত্রিংশৎপুরুষলক্ষণে সুলক্ষিত এবং স্ফুরৎ-পরব্রহ্মময় অর্থাৎ মায়াবরণরহিত পরব্রহ্মরূপ ॥ ৩৪ ॥

তিনি গুণাতীত হইলেও ভক্তবাৎসল্যাদি অশেষ গুণাধার, নিরাকার হইলেও লোকমনোহর আকৃতিবিশিষ্ট, প্রকৃতি-সহ অধিষ্ঠাতৃরূপে বিলাস করিলেও প্রকৃতিসম্বন্ধবিহীন। কারণ তিনি অচ্যুত অর্থাৎ কোন ক্রমেই স্ব-স্বভাব পরিত্যাগ করেন না ॥ ৩৫ ॥

আমি পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করিয়া মহাসম্ভ্রম, সন্ত্রাস ও প্রমোদভরে বিহ্বল হইলাম। সেই সময় আমার কি কর্ত্তব্য, কোন প্রকারে আমি তাহা নিশ্চয় করিতে পারি-নাই ॥ ৩৬ ॥

যদিও তিনি স্বপ্রকাশক ও ইন্দ্রিয়বৃত্তির অতীত, তথাপি তাঁহার কারুণ্যপ্রভাবেই আমি তাঁহাকে সাক্ষাৎ নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম ॥ ৩৭ ॥

আমি নিশ্চয় করিতে পারি নাই যে, এই পরমেশ্বর, নয়ন-যুগলদ্বারা, কি চিত্ত দ্বারা, কিম্বা বাহেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় অতিক্রম করিয়া কোন আত্মভাব দ্বারা, নিরীক্ষিত হইতে-ছেন ॥ ৩৮ ॥

ক্ষণকালমধ্যে সেই মহাতেজঃপুঞ্জকে নিরাকারের ন্যায় অবলোকন করিলেই নীলাদ্রিপতি শ্রীজগন্নাথের অনুগ্রহ স্মরণ করি, অর্থাৎ তখন মনেমনে চিন্তা করিতাম, শ্রীজগন্নাথের ন্যায় পরমদয়ালু আর কেহ নাই, কারণ তিনি সর্ব্বদাই সাকার-রূপে দৃশ্যমান হয়েন; কিন্তু ক্ষণকাল পরে তাঁহাকেই সাকার-রূপে নিরীক্ষণ করিয়া হর্ষলাভ করিয়াছিলাম ॥ ৩৯ ॥

কোন কোন সময়ে আমি সেই তেজঃপুঞ্জে লীয়মান হইতাম, কিন্তু পরমেশ্বর নিজ পাদপদ্মের নখকিরণচ্ছটায় আমায় স্পর্শ করিয়া সেই বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতেন ॥ ৪০ ॥

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কিরণপরমাণু-সমূহে পরিব্যাপ্ত সূর্য্য যেরূপ শোভিত হন, সেইরূপ ভিন্ন ও অভিন্ন মহাসিদ্ধ অর্থাৎ সংসিদ্ধ মুক্তিক "ভক্তসকলের ন্যায়" জীবসকল কর্ত্তৃক পরমেশ্বর পরিবৃত হইতেছেন; ইহা দেখিয়া আমার মন প্রীত হইত। কিন্তু সেই মুক্তিপদে তাদৃশ সেবা নাই! ॥ ৪১ ॥

এইরূপে আনন্দরাশি উপভোগ করিলে আমার বুদ্ধি তাহাতেই নিমগ্ন হইয়া যাইল। তৎকালে আমিও আত্মারামের ন্যায় ও পূর্ণকামের ন্যায় হইয়াছিলাম ॥ ৪২ ॥

তখন আমি মনে মনে স্থির করিলাম যে, তর্কসহ বিচার করিলে নিশ্চয় হয়, ইহাই পরমপদ ও পরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত পরম ফল ॥ ৪৩ ॥

ভক্ত সকলের ন্যায়—বস্তুতঃ সংসিদ্ধ মুক্তিকগণ পূর্ব্বে ভক্তি প্রদর্শন করেন নাই, তজ্জন্যই ভক্তের ন্যায় বলিলেন। ভিন্নাভিন্ন-বিচার দ্বিতীয় অধ্যায়ে মোক্ষ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

চিত্ত সেই মহাকালপুরস্থ স্বাভাবিক আনন্দতরঙ্গ-বেগে বিহ্বল হইলে পরমেশ্বর ভিন্ন প্রাপ্যবস্তুবিষয়ে জ্ঞান যেন অন্তর্হিত হইয়াই যায় ॥ ৪৪ ॥

মহাভাগবত শ্রীগুরুদেবের উপদেশে ও তদ্দত্ত-মন্ত্রজপ-প্রভাবে কোন সময়েই আমার নিজ পূজ্যদেবতা শ্রীমদন-গোপালের চরণারবিন্দ-দর্শন-লালসা অন্তর্হিত হয় নাই ॥৪৫॥

সেই তেজোময় পুরুষকে বহুকাল নিরীক্ষণ করিয়া আমার নিজ ইষ্টদেব সন্দর্শনে দীর্ঘ লোভ আরও বর্দ্ধিত হইল এবং স্মৃতিও অতি দীর্ঘপথ অতিক্রম করিল ॥ ৪৬ ॥

যৎকালে ইষ্টদেব-দর্শনে লোভ বিবর্দ্ধিত হইত, সেই সময় পরমেশ্বরকে সাকাররূপে দর্শন করিলেও আমি পূর্ব্বের ন্যায় প্রীতিলাভ করিতে পারি নাই। পরন্তু সেই পুরুষে আমি লীন হইয়া যাইব, এই আশঙ্কায় উদ্বিগ্নই হইতাম। কারণ কাল-পুরস্থ পরমেশ্বরের সন্নিহিত হইলেই জীব তৎস্বভাববলে লীন হইয়া যায়। আমি কিন্তু তাঁহার সমীপেই ছিলাম, যদি ইহাতে লীন হইয়া যাই, তবে চিরদিনের জন্য আমার ইষ্টদেব-দর্শনাশা বিনষ্ট হইয়া যাইবে, এই ভাবিয়াই উদ্বিগ্ন হইতাম ॥ ৪৭ ॥

ব্রজভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই নিজ অভীষ্ট সাধন করি, এইরূপ মনে মনে বিচার করিতে করিতেই অদ্ভুত গীতবাদ্য-ধ্বনি শ্রবণ করিলাম ॥ ৪৮ ॥

সেই অদ্ভুত গীতবাদ্য-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া আমি হৃষ্ট হইলাম। অনন্তর দেখিলাম, বৃষারূঢ় সর্ব্ববিলক্ষণ কোন পুরুষ ঊর্দ্ধদেশ হইতে তথায় অবতরণ করিতেছেন ॥ ৪৯ ॥

সেই পুরুষ কর্পূরের ন্যায় গৌরবর্ণ, ত্রিনয়ন, দিগম্বর (উলঙ্গ) ও তাঁহার শিরোদেশে দীপ্তিমান্ অর্দ্ধচন্দ্র, তিনি অতিসুন্দর পুরুষ। তাঁহার হস্তে ত্রিশূল রহিয়াছে, মস্তকের জটাবলী গঙ্গাজলে অম্লান হইতেছে, গাত্রে ভস্মের অঙ্গরাগ, তিনি মৃত-বৈষ্ণবচূড়ামণিগণের অস্থিসমূহে মাল্য নির্ম্মাণ করিয়া ধারণ করিয়াছেন ॥ ৫০ ॥

গৌরাঙ্গী গৌরী অঙ্কাশ্রিত হইয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতেছেন, সেই দেবদেব দিব্য হইতেও অতিদিব্য ছত্র-চামরাদি দ্বারা পরিবৃত হইয়াছেন। স্বানুরূপ সেবকবৃন্দ তাঁহার সেবা করিতেছেন, তাঁহার আকৃতি ও অঙ্গসঞ্চালন সমূহ অতীব রুচির ॥ ৫১ ॥

সেই পুরুষবরকে নিরীক্ষণ করিয়া পরম বিস্মিত ও হৃষ্ট হইলাম। তখন মনে মনে চিন্তা করিলাম, মুক্তিপদেরও উপরি বিরাজমান পরিবারমণ্ডিত এই পুরুষ কে? ৫২ ॥

কি আশ্চর্য্য! ইঁহার ঐশ্বর্য্য জগদ্বিলক্ষণ, অথচ ইনি অতি-ক্রান্ত-সদাচারের ন্যায় প্রতীত হইতেছেন, কারণ সর্ব্বত্যাগী দিগম্বর হইয়াও সর্ব্বদা প্রেয়সীকে অঙ্কে রাখিয়াছেন, বিষয়-সম্বন্ধত্যাগী ও মুক্তবর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠতম হইয়া মহাবিষয়ীর ন্যায় ছত্রচামরাদি বিষয় ভোগ করিতেছেন। ইনি ধর্ম্মপরি-পালক পরমেশ্বর হইয়াও সদাচার লঙ্ঘন করিতেছেন, পরম-মুক্তস্বভাব হইয়াও বিষয়ভোগ করিতেছেন। এই বৈচিত্র্য দেখিয়া আমি পরমবিস্মিত হইলাম ॥ ৫৩ ॥

গৌরীকান্তের সন্দর্শনে আমার চিত্ত পরমানন্দভরে আক্রান্ত হইল। অনন্তর আমি সপরিবার গৌরীপতিকে প্রণাম

করিলে তিনি কৃপা করিয়া আমাকে অবলোকন করিলেন ॥ ৫৪ ॥

হর্ষবেগে সমীপে গমন করিয়া গণাধ্যক্ষ শ্রীমন্নন্দীশ্বরকে তাঁহার বৃত্তান্ত বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করিলাম ॥ ৫৫ ॥

শ্রীনন্দীশ্বর সহাস্যে আমাকে বলিলেন, হে গোপালোপাসনাপর! হে গোপবাল! তুমি জগদীশ্বর শ্রীশিবকে জাননা? উনি পরমস্বতন্ত্র জগদীশ্বর, সুতরাং সদাচার লঙ্ঘনেও উঁহার কোন দোষই নাই ॥ ৫৬ ॥

ইনি ভোগদাতা ও মোক্ষদাতা এবং ভগবান্ ও ভক্তিবর্দ্ধন, মুক্ত সকলেরও সংপূজ্য এবং বৈষ্ণবগণের বল্লভ ॥ ৫৭ ॥

শিবকৃষ্ণে অভেদবুদ্ধি পূর্ব্বক ভক্তি করিলে যে লোক লাভ করা যায়, এতাদৃশ স্বানুরূপ নিজলোক হইতে কুবেরের সখিত্ববলে এই প্রিয়া পার্ব্বতী ও অল্পপরিমিত পরিজন সহিত কৈলাস পর্ব্বত অলঙ্কৃত করিতে গমন করিতেছেন ॥ ৫৮।৫৯॥

শ্রীগোপকুমার বলিলেন নন্দীশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি পরম হৃষ্ট হইলাম। বিশেষতঃ শিবকৃষ্ণের অভিন্নতা হেতু এই মহেশ্বর হইতে নিজ হৃদয়ঙ্গম কোন প্রসাদ প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম ॥ ৬০ ॥

বৈষ্ণবগণের বল্লভ—শ্রীশিব স্ববচন দ্বারা লোকসকলের ভক্তি বর্দ্ধন করেন তজ্জন্যই বৈষ্ণববল্লভ বলিয়া কথিত হইলেন, শিবকৃষ্ণের অভেদ, ইহাও বক্তার অভিপ্রায়, তজ্জন্য বৈষ্ণব সকলের বল্লভ বলিয়াছেন অথবা শ্রীশিব বৈষ্ণবগণের প্রিয় প্রাপ্য, তজ্জন্যও বৈষ্ণব সকলের বল্লভ বলিয়াছেন ॥ ৫৭ ॥

সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি শ্রীমহাদেব আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া নন্দীশ্বরকে আদেশ করিলেন। নন্দীশ্বর শিবকৃষ্ণের অভেদতত্ত্ব উপদেশ করিলে আমার হৃদয়ে সুখস্ফূর্ত্তি হইল ॥ ৬১ ॥

এই শ্রীমহেশ্বর নিজপ্রাণের ইষ্টদেবতা শ্রীমন্মদনগোপাল হইতে অভিন্ন এবং ইনি শ্রীমদনগোপালদেবের ভক্তবৃন্দের ভক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকেন ॥ ৬২ ॥

আমিও শ্রীশিবগণমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম, শিবভক্ত নিখিল-গণ আমার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন। পরে শ্রীনন্দী নামে মহাদেবের বৃষভ হইতে আমি বিলক্ষণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। আমি গোপ্রিয় গোপজাতি, সহজেই বৃষভ-সহিত আমার প্রীতি জন্মিয়াছিল ॥ ৬৩ ॥

এই ভগবান্ শ্রীশিব সদেকরূপ অর্থাৎ সর্ব্বদা একরূপ, মুক্তিপদাধিষ্ঠিত পরমেশ্বরের ন্যায় কোন সময়ে সাকাররূপে কোন সময়ে বা নিরাকাররূপে প্রতীত হয়েন না। ইঁহার মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপ নানামূর্ত্তিও নাই, ইঁহার ভক্তগণকে কদাচ ইষ্টের মূর্ত্ত্যন্তর দর্শন-জনিত দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। ইনি স্বলোকে সর্ব্বদাই প্রকটভাবে বাস করেন, শ্রীবিষ্ণু ও যজ্ঞেশ্বরের ন্যায় কখনও কুত্রাপি অন্তর্হিত হয়েন না। তদেকনিষ্ঠ ভক্ত-গণও তাঁহার প্রীতিপাত্র শিবলোকে অবস্থিতি পূর্ব্বক পরম সুখিত হইয়া ইঁহাকে অবলোকন করেন ॥ ৬৪ ॥

ইনি সর্ব্বদাই নৃত্যগীত ভগবন্নাম-সংকীর্ত্তন প্রেমরোদন আদি কৌতুক বিস্তার করিয়া স্বীয় ভক্তগণকে অভিন্ন-

---

সদেকরূপ—অর্থাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বিকাররহিত।

স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিলাম্পট্য শিক্ষা দিয়া সুখিত করিয়া থাকেন ॥ ৬৫ ॥

শ্রীশিব জগতের ঈশ্বর হইলেও দাসের ন্যায় নিত্যই প্রেমভরে সহস্রমুখ শেষমূর্ত্তি ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। পঞ্চমস্কন্ধে ইলাবৃতবর্ষবর্ণনে "ভবানীনাথৈঃ শ্রীগণার্ব্বুদসহস্রৈরববুদ্ধমানো ভগবতশ্চতুর্মূর্ত্তে মহাপুরুষস্য তুরীয়াং তামসীং মূর্ত্তিং প্রকৃতিমাত্মনঃ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞামাত্মসমাধিরূপেণ সন্নিধাপ্যৈতদভিগৃণন্ ভব উপাধাবতীতি"। অহঙ্কারাবরণ পূজ্য সঙ্কর্ষণ হইতে এই সঙ্কর্ষণের পার্থক্য আছে, কারণ এই সঙ্কর্ষণ সহস্রাস্য ॥ ৬৬ ॥

আমি এইরূপে শিবলোকের সর্ব্বাপেক্ষা আধিক্যবিশেষ জ্ঞাত হইয়া পরমপ্রমোদ প্রাপ্ত হইলাম বটে, তথাপি মন অপূর্ণের ন্যায়ই লক্ষিত হইয়াছিল ॥ ৬৭ ॥

যদিও আমি মনের অতৃপ্তি-কারণ অবগত হইতে পারি নাই, তথাপি তৎক্ষণাৎ বিচার করিতেই শ্রীমদ্‌গুরুদত্ত দশাক্ষর মন্ত্র প্রভাবে সমস্তই জ্ঞাত হইলাম ॥ ৬৮ ॥

যদিও শিব কৃষ্ণে অভেদ, তথাপি শ্রীমন্মদনগোপালদেবের পাদপদ্ম-যুগলে যে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কারুণ্যাদি গুণরাজি বিরাজ করিতেছে, সেইগুলি অনুভব করিতে না পাইয়াই মন অতৃপ্তের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে ॥ ৬৯ ॥

আমি মনকে প্রবোধিত করিলাম, হে মন! এই মহেশই পরমসুন্দর মূর্ত্ত্যন্তর গ্রহণ করিয়া বিশেষ বিশেষ লীলাবৈচিত্র্য প্রকটন করেন ॥ ৭০ ॥

আমি প্রবোধ দিলেও দেখিলাম মন পূর্ব্বের ন্যায়ই

অপ্রসন্ন রহিয়াছে, তখন পুনর্ব্বার এই কথা বলিলাম, যদিও এই শ্রীরুদ্রে শ্রীমদনগোপালের লীলারূপাদির মাধুরী অনুভব কর নাই, তথাপি এই রুদ্রদেবেরই অনুগ্রহে তোমার দীর্ঘ-বাঞ্ছা অর্থাৎ বহুকালের বাসনা শীঘ্রই সিদ্ধ হইবে। হে মন! তুমি এই নিশ্চয় করিয়া স্থির হও। অন্যথা সম্ভাবনা থাকিলে ইনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন না॥ ৭১—৭২॥

শ্রীশিব কোন কারণে বিশ্রামার্থ মুক্তিপদে উপবেশন করিলে আমিও প্রবোধ বচনে মনের তুষ্টিসাধন করিয়া ক্ষণ-কাল তাঁহার পার্শ্বে সুখে উপবেশন করিলাম॥ ৭৩॥

হে ভগবন্! তৎক্ষণাৎ কোন মহাত্মবর্গের অত্যন্তমধুর সঙ্গীতধ্বনি আবির্ভূত হইল॥ ৭৪॥

সেই সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ করিয়া মহেশ্বর পরমানন্দসাগরে মগ্ন হইলেন ও মহাপ্রেমবিকারে মত্ত হইয়া স্বয়ংই নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৭৫॥

পতিব্রতাশিরোমণি সেই পার্ব্বতীদেবীও নন্দী প্রভৃতির সহিত বাদ্যসংকীর্ত্তনাদি দ্বারা প্রভুর উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন॥ ৭৬॥

পরে দেখিলাম চারুচতুর্ভুজবিশিষ্ট, শ্রীমৎকৈশোরসৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সম্ভারযুক্ত কতিপয় পুরুষ সেইস্থানে সমাগত হই-লেন॥ ৭৭॥

তাঁহারা অলঙ্কারেরও অলঙ্কারস্বরূপ গাত্রকিরণে শিবভক্ত-বর্গকে আচ্ছাদিত করিতেছেন এবং নিজেশ্বর শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের মহাকীর্ত্তি গানে আনন্দরসে নিমগ্ন হইতেছেন॥ ৭৮॥

তাঁহারা সকলেই অনির্ব্বাচ্যতেজ, তাঁহাদের বস্ত্র অলঙ্কার আদি পরিচ্ছদ সকলও মনোহর এবং তপোলোক দৃষ্ট সনকাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ও তাঁহাদের সহিত সঙ্গত হইয়াছেন ॥ ৭৯ ॥

তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ সন্দর্শনস্বভাবে যে প্রহর্ষ উত্থিত হইল, তাহাতেই আমার মানস আকৃষ্ট হইল। সেই সময় আমি অন্তরে কি বাহিরে অন্য কোনও অভীপ্সিত জ্ঞাত হইতে পারি নাই ॥ ৮০ ॥

কি আশ্চর্য্য! ক্ষণকালপরে আমি সুস্থ হইলেও তাঁহাদের দাসত্বরূপ সুদুর্ঘটবস্তু ভীতি ও লজ্জাবশতঃ যাচ্ঞা করিতে পারি নাই ॥ ৮১ ॥

আমি মনে মনেও তাঁহাদের দাসত্ব প্রার্থনা করিতে পারি নাই বলিয়া দীনচিত্ত হইলাম। এমন সময়ে লালসাও আমায় দীনচিত্ত দেখিয়া পীড়িত করিতে লাগিল। ভাবিলাম, শিবকৃপায় ইঁহারা কি একবার আমার সহ সম্ভাষণ করিবেন? ৮২ ॥

ইঁহারা কোথায় বাস করেন? কেইবা ইঁহারা? কৃপাকটাক্ষপাতে আমায় রক্ষা করুন, অন্যথা মৃত্যু হইবে। কি আশ্চর্য্য! শ্রীরুদ্রও যাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমমূর্চ্ছাব্যাধিগ্রস্ত হইলেন ॥ ৮৩ ॥

তপোলোক দৃষ্ট সনকাদি—যদিও ইঁহারা নিত্যই তপোলোকে বাস করেন তথাপি ব্রহ্মলোকবাসি অপেক্ষা ন্যূন নহেন, কারণ তাঁহারা ভগবানের অবতার, শ্লোকার্দ্ধ দ্বারা ইহা প্রতিপাদিত হইল ॥ ৭৯ ॥

ভীতি ও লজ্জাবশতঃ—পরমদুর্লভতর পরমোচ্চতর পদপ্রার্থনে নীচের স্বভাবতঃ লজ্জা ও ভীতি জন্মিয়া থাকে ॥ ৮১ ॥

আমার এইরূপ মনোভাব জ্ঞাত হইয়া শিবচিত্তানুবর্ত্তিনী উমাদেবী গণেশকে বলিতে আদেশ করিলেন ॥ ৮৪ ॥

শ্রীগণেশ বলিলেন ইঁহারা বৈকুণ্ঠনাথ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তসারূপ্য পার্ষদ, বৈকুণ্ঠ হইতে আগমন করিয়াছেন ॥ ৮৫ ॥

দেখ ইঁহারা চতুরাস্য ব্রহ্মার অধিকৃত অল্পপরিমিত ব্রহ্মাণ্ডে গমন করিতেছেন, দূরদেশে দৃষ্টিপাত কর, অপরাপর পার্ষদেরাও উত্তরোত্তর বৃহত্তর ব্রহ্মাধিকৃত বৃহত্তর ব্রহ্মাণ্ডে গমন করিতেছেন। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হইতে অষ্টমুখ ব্রহ্মা বৃহত্তর ও তাঁহার অধিকৃত ব্রহ্মাণ্ডও দ্বিগুণ। এইরূপ ষোড়শমুখ হইতে কোটি কোটি মুখপদ্ম বিশিষ্ট ব্রহ্মা স্ব স্ব ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত আছেন। গণেশ আমাকে দেখাইলেন যে হে মহাভাগ! ঐ দেখ, নয়ন মনোহর বৈকুণ্ঠ পার্ষদগণ, যে ব্রহ্মাণ্ড যেরূপ মহৎ, তদনুরূপ পরিচ্ছদ ও বৈভবাদি প্রকাশ করিতে করিতে আগমন করিতেছেন ॥ ৮৬—৮৯ ॥

মৃত্যুকালে যে সকল ভক্ত শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের নামাভাস জিহ্বাগ্রে উচ্চারণ করেন অথবা কর্ণসমীপে গ্রহণ অর্থাৎ শ্রবণ করেন, সেই ভক্ত সকলকে ভক্তিবিঘ্নাদিরূপ সমগ্র ভয় হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিশুদ্ধ ভক্তি বিস্তার করিতে করিতে ভক্ত্যেকবল্লভ এই বৈকুণ্ঠ পার্ষদগণ সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছেন ॥ ৯০—৯১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তসারূপ্য—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সমান রূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৮৫ ॥

ভক্ত্যেকবল্লভ—যাঁহাদের ভক্তিই একমাত্র প্রিয় ॥ ৯১ ॥

নৈষ্ঠিকোত্তম ভক্তরূপ অবতার এই সনকাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ও লোকহিতার্থে বৈকুণ্ঠ পার্ষদের ন্যায় পরিভ্রমণ করেন এবং তপোলোকে শ্রীমন্নারায়ণ বিনা, অনাথের ন্যায় দৃশ্যমান অন্যান্য ঊর্দ্ধরেতোগণের "পরমক্ষেমস্বরূপ" ভগবদ্বার্ত্তা ও সঙ্কীর্ত্তনাদিরূপ মঙ্গল বিধান করিবার জন্য তপোলোকেও বাস করেন ॥ ৯২—৯৩ ॥

সম্প্রতি ঐ যোগীন্দ্র চতুষ্টয় বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া সর্ব্বা-কর্ষক সদ্‌গুণমণ্ডিত শ্রীভগবান্‌কে অবলোকন পূর্ব্বক গভীর আনন্দরাশি সহ আত্মসংযোগ করিয়া আসিতেছেন। যে আনন্দরাশি মোক্ষানন্দকেও ন্যক্কার করে। উহাঁরা হরিভক্ত-সংসর্গে ভক্তিরস পান করিতেছেন ॥ ৯৪—৯৫ ॥

যে স্থান নিত্য অপরিসীম মহাসুখের চরমকাষ্ঠা-বিশিষ্ট ও নিত্য অপরিসীমবৈভবযুক্ত, সাক্ষাৎ শ্রীরমানাথ পদারবিন্দযুগলের ক্রীড়াভরে যে স্থানকে অজস্র বিভূষিত করিতেছেন এবং যাহা প্রেমভক্তগণেরই সুলভ, এতাদৃশ বৈকুণ্ঠলোকের বিষয় অপর কি বর্ণনা করিব? অদ্বৈতবাসনা-বলে যাঁহাদের হৃদয় মুমুক্ষাবিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারা সেই স্থান স্বপ্নেও লাভ করিতে পারেন না। যথা যোগবাশিষ্ঠে—

অর্দ্ধব্যুৎপন্নপ্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ,
মহানরকজালেষু তেনৈব বিনিযোজিতঃ।

তথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

বিষয়স্নেহসংযুক্তো ব্রহ্মাহহমিতি যো বদেৎ।
কল্পকোটিসহস্রাণি নরকে স তু পচ্যতে ॥

পুরাণান্তরেচ—

সংসারসুখসংযুক্তং ব্রহ্মাহমিতি বাদিনং।

কর্ম্মব্রহ্মপরিভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথেতি ॥ ৯৬—৯৭

আমার পিতার যদি সম্যক্ করুণা হয়, তবে তুমি বৈকুণ্ঠলোকের মহিমাও শ্রবণ করিবে এবং তথায় যাইয়া অনুভবও করিবে। হে গোপকুমার! চিন্তিত হইও না আমার পিতা তোমায় অনুগ্রহ করিবেন ॥ ৯৮ ॥

শ্রীগোপকুমার বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! বৈকুণ্ঠলোক-প্রাপ্তির নিমিত্ত আমার যে মহালালসা উৎপন্ন হইল, সেই মহালালসা চিন্তাসমুদ্রের অপার তরঙ্গরঙ্গে আমায় অত্যন্ত নর্ত্তিত করিতে লাগিল, অর্থাৎ তখন আমি মহাচিন্তাকুল হইলাম ॥ ৯৯ ॥

যখন মনে মনে অনেক বিচার করিয়া স্থির করিলাম যে আমি বৈকুণ্ঠবাসের অযোগ্য, তখন শোকভরে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলাম ॥ ১০০ ॥

তখন পরদুঃখাসহিষ্ণু, বৈষ্ণবপ্রিয়, মহাদয়ালু এই মহাদেব আমায় উত্থাপিত করিয়া আশ্বাসপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ১০১ ॥

শ্রীমহাদেব বলিলেন হে শ্রীবৈষ্ণব! তোমার ন্যায় আমিও পার্ব্বতীসহ সেই বৈকুণ্ঠলোকে সর্ব্বদা বাস করিতে ইচ্ছা করি ॥ ১০২ ॥

সেই বৈকুণ্ঠলোক অতীব দুর্লভ, মুক্তগণও যাঁহাকে চিরকাল প্রার্থনা করিয়া থাকেন, এমন কি ব্রহ্মসুত ভৃগ্বাদি মহর্ষিগণ, ব্রহ্মা এবং আমিও যাঁহার প্রাপ্তি নিমিত্ত সাধনা করিতেছি ॥ ১০৩ ॥

কোন পুরুষ নিষ্কাম বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্ম্মে পরমনিষ্ঠা লাভ করিলে তাঁহার প্রতি শ্রীহরির যাদৃশী কৃপা হয়, সেই পুরুষ যদি ব্রহ্মত্ব লাভ করে তাহা হইলে তদুপরি তাঁহার শতগুণ কৃপা হইয়া থাকে, মদ্ভাব অর্থাৎ শিবত্ব প্রাপ্ত হইলে, সেই কৃপারও শতগুণ শ্রীহরির কৃপা হইয়া থাকে। গোপকুমার! অধিক কি বর্ণনা করিব, আমার প্রতি শ্রীমদ্ভগবানের যতদূর অনুগ্রহ, এই অনুগ্রহের শতগুণ অনুগ্রহ হইলে সেই বৈকুণ্ঠে গমন করা যায় ॥ ১০৪—১০৬॥

তথাপি হে গোবর্দ্ধনগোপপুত্র! তুমি সেই বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইবার যোগ্য, কারণ তুমি একজন মথুরেশের ভক্তও তদেকভক্তিপ্রিয়-বিপ্রের শিষ্য, তদীয় শ্রীমদনগোপাল মন্ত্রজপে তৎপর ও অনুরক্ত ॥ ১০৭ ॥

চতুর্ব্বিধ মুক্তি মধ্যে সাযুজ্যমুক্তির পদ এইরূপ হইয়া থাকে, যাঁহাদের চিত্ত অদ্বৈত ভাবনায় ভাবিত অর্থাৎ সংস্কৃত হইয়াছে, মহাসংসার-দুঃখাগ্নিশিখায় যাঁহাদের হৃদয় শুষ্ক হইয়াছে, যাঁহাদের অন্তরে সারাসার-বিবেক নাই, এতাদৃশ অসারগ্রাহি-যতিগণেরই ঐ সাযুজ্যপদ প্রাপ্য ॥ ১০৮—১০৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পাদপদ্মের প্রেমভক্তি সংগোপন করিবার জন্য আমায় আদেশ করিলে আমি ঐ যতিগণকে ভ্রম-সমুদ্রে পাতিত করিলাম। মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে। ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা ॥

ব্রহ্মণশ্চাপরং রূপং নির্গুণং বক্ষ্যতে ময়া।

সর্ব্বস্ব জগতোঽপ্যস্য মোহনার্থং কলৌযুগ ইতি।

তদেকভক্তিপ্রিয়—যিনি মথুরাপতির প্রতি ভক্তিই প্রিয় জ্ঞান করেন ॥১০৭॥

বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রারম্ভে "স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বি-মুখান্ কুরু ॥ ১১০—১১১ ॥

কৃষ্ণভক্তির রসপ্রার্থী দ্বারকাবাসী কোন ব্রাহ্মণ চাতুর্য্য-সহকারে নিজপুত্রকে এই মুক্তিপদ হইতে ভক্তিপদ সেই দ্বারকায় লইয়া গিয়াছিলেন ॥ ১১২ ॥

এই মুক্তিপদেও তুমি অনির্ব্বাচ্য সুন্দরাকার শ্রীভগবান্‌কে যে সন্দর্শন করিলে, এই সন্দর্শন কেবল সদ্‌গুরুর কৃপাবলেই সঙ্ঘটিত হইল জানিবে। তুমি যে কৃষ্ণদিদৃক্ষা লাভ করিয়াছ, ইহাকেও তাহারই ফলস্বরূপ বলিয়া জনিবে ॥ ১১৩ ॥

শ্রীগোপকুমার বলিলেন, শ্রীশঙ্করের এইরূপ প্রসাদ লাভ করিয়া আমি পরমানন্দ লাভ করিলাম। তখন মনে মনে ইচ্ছা থাকিলেও লজ্জাবশতঃ আমি কিঞ্চিন্মাত্রও বলিতে পারি নাই ॥ ১১৪ ॥

ভগবৎপার্ষদ সকল উমাপতির মুখাব্জনিঃসৃত বচনাবলী শ্রবণ করিয়া আমার সহিত সম্ভাষণ না করিয়াই অগ্রে তাঁহাকে প্রীতি-ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বিনয় পুরঃসর বলিতে লাগিলেন ॥১১৫

শ্রীভগবৎপার্ষদ সকল বলিলেন, হে ভগবন্! সেই বৈকুণ্ঠনাথ হইতে আপনার কোনও ভেদ নাই এবং রমা হইতে গৌরীরও কোন ভেদ নাই ॥ ১১৬ ॥

সেই বৈকুণ্ঠলোকে আপনি বাস করিবার যোগ্য এবং দেবীও তথায় বাস করিতে পারেন, কারণ আপনি বৈকুণ্ঠ-নাথের খ্যাত মহান্ অবতার এবং প্রিয়তম ॥ ১১৭ ॥

তথাপি আপনি ইদানীং যাহা কিছু বর্ণনা করিলেন, তাহা ভগবৎপ্রিয়তমের যুক্তিযুক্ত স্বভাব মাত্র ॥ ১১৮ ॥

আপনিই বিষ্ণুভক্তির রসতরঙ্গ প্রবর্ত্তন করেন। বৈষ্ণবগণ আপনার স্তব করিয়া থাকেন, সুতরাং সমগ্র ভগবদবতার হইতে আপনারই মহিমা অধিক ॥ ১১৯ ॥

শ্রীগোপকুমার বলিলেন, পরমসদ্‌গুণশালী প্রভু শিব নিজস্তুতি শ্রবণে লজ্জাভরে মৌনাবলম্বন করিলে নিরুপাধি কৃপাকর সুহৃদ্‌বর্গের শিরোমণি শ্রীভগবৎপার্ষদসমূহ আমায় আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥১২০ ॥

শ্রীভগবৎপার্ষদসকল বলিলেন হে উমাপতিপ্রিয় ! গোপনন্দন ! তুমি আমাদের ঈশ্বর শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের সম্মন্ত্রেরই উপাসনা করিয়া থাক,আমরা তোমাকে একজন ভক্ত বলিয়াই গণনা করিতেছি ॥ ১২১ ॥

গৌড়দেশে গঙ্গাতীরে জয়ন্ত নামে এক মাথুর ব্রাহ্মণ আছেন। তিনি কৃষ্ণের অবতার এবং তিনিই তোমার মহান্ গুরু ॥ ১২২ ॥

তুমি সত্য বলিয়া গণনা কর যে, আমরা তোমারই জন্য এই মুক্তিপদে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আমরা তোমার মঙ্গলজনক এই কর্ত্তব্য উপদেশ করিতেছি, যদি বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে মন্ত্রজপাদি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া নবপ্রকার সপ্রেমভক্তির অনুষ্ঠান কর ॥ ১২৩ ॥

অতএব ভাগবতাদি শাস্ত্রের সেবা অর্থাৎ অনুশীলন কর, নিত্যই ভগবানের লীলাকথা শ্রবণ কর। প্রণয়ভরে সেই লীলা কর্ণবিবরে প্রবেশিত হইলেই সদ্যঃ ভগবানের পদপ্রদানে সমর্থ হয়। শ্রীশুক দ্বাদশস্কন্ধে বলিয়াছেন,—

"সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো
র্নান্যঃপ্লবোভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবনমন্তরেণ
পুংসাং ভবেদ্বিবিধদুঃখদবাদ্দিতস্য॥

দ্বিতীয়স্কন্ধে—

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতং
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকমিতি॥ ১২৪॥

সেই নব প্রকার ভক্তি মধ্যে যে কোন একটি দ্বারা ভুক্তিমুক্তিরূপ সাধ্য সকলের শ্রেষ্ঠতম বৈকুণ্ঠলোক লাভ করা যায়। নবপ্রকার ভক্তির প্রত্যেকটিই জ্ঞান কর্ম্মাদি সাধনের শ্রেষ্ঠ। সুধীগণ নিশ্চয় করিয়াছেন যে, মহৎ সাধন দ্বারাই মহৎফল লাভ হইয়া থাকে। তথাচ ব্রহ্মপুরাণে—

"দীক্ষামাত্রেণ কৃষ্ণস্য নরামোক্ষং লভন্তি বৈ।
কিং পুনর্যে সদাভক্ত্যা পূজয়ন্ত্যচ্যুতং নরাঃ"॥

এস্থলে মোক্ষশব্দের অর্থ কৃষ্ণ, কারণ মোক্ষয়তি অর্থাৎ যিনি মোক্ষ প্রদান করেন তিনিই মোক্ষ। আরও উক্তি আছে যে

"শাঠ্যনাপি নরা নিত্যং যে স্মরন্তি জনার্দ্দনং।
তেঽপি যান্তি তনুং ত্যক্ত্বা বিষ্ণুলোকমনাময়মিতি" ১২৫

বৈকুণ্ঠলোক ভিন্ন আর আর যে সকল মহাফল বলিয়া কথিত হয়, সারাসার-বিবেকচতুর ভক্তিরসিক মহদ্গণ তাহাদিগকে তুচ্ছ বলিয়াই গণনা করিয়া থাকেন॥ ১২৬॥

যদ্যপি নববিধ ভক্তির যে কোন একটি দ্বারাই বৈকুণ্ঠ-

লোক লাভ করা যায়, তথাপি রসজ্ঞগণ বিচিত্র ভক্তিরসমাধুর্য্য-লোভে সমগ্র ভক্তিরই সুখে অনুষ্ঠান করেন ॥ ১২৭ ॥

নববিধ ভক্তির যে কোন একটি অনুষ্ঠান করিলেই শ্রীমৎ-কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেম স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়া থাকে ॥ ১২৮ ॥

তথাপি সেই ভক্তি প্রেমসহকারেই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, কারণ প্রেমসংযুক্ত ভক্তিবলেই বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির বিরোধী অন্যান্য ফলবিষয়ক অভিলাষ নষ্ট হইয়া যায়। উক্ত অভিলাষই হৃদয়ের রোগস্বরূপ। কারণ হৃদয়ে কামনা উপস্থিত হইলেই বিবিধ চিন্তাজ্বর উপস্থিত হয়। কামনার ফলভোগ হইলেও বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তিবিষয়ে মহান্ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ কামনাই অনর্থ জনক। প্রেমোদ্গম হইলে কামনা লীন হয়, কামনা লীন হইলে স্বতই পরমসুখের-সঞ্চার হইয়া থাকে ॥ ১২৯ ॥

যদি বল,এতাদৃশী ভক্তি যত্র তত্র লাভ করা যাইতে পারে, তবে কিজন্য বৈকুণ্ঠলোকের অপেক্ষা করিতে হইবে? শ্রবণ কর, এবিষয়ের মীমাংসা করিতেছি, এতাদৃশী ভক্তি যে যে স্থানে লাভ করা যায় সেই সেই স্থানই বৈকুণ্ঠ এবং সেই সেই স্থানে সেই প্রভু বিরাজ করেন। শ্রীভগবান্ই এবিষয়ে বলিয়াছেন—

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ইতি ॥ ১৩০ ॥

তাহা হইলেও শ্রীভগবান্ বিচিত্র সৌন্দর্য্যগুণ, লীলা-মাধুর্য্য সহকারে অন্যত্র সর্ব্বদা সাক্ষাৎ দৃষ্ট হয়েন না, এই জন্যই ভক্তগণ বৈকুণ্ঠলোকের অপেক্ষা করেন ॥ ১৩১ ॥

বৈকুণ্ঠলোকস্থ ভক্তিসদৃশী প্রেমপরিপাকযুক্ত-ভক্তি অন্য কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ বৈকুণ্ঠলোকে বহু বহু তাদৃশ ভক্তিনিষ্ঠ লোক বাস করেন, অন্যত্র সেরূপ নাই, বৈকুণ্ঠে কালাদিকৃত বিঘ্ন নাই, অন্যত্র বহু বহু ভক্তি-বিঘ্ন, অতএব তথায় তত্রত্য নিত্য সহজ প্রেমরসিক সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ অনন্ত ভক্তগণের সংসর্গ লাভ সহজে হইয়া থাকে॥ ১৩২॥

ভক্তি নিজ ইন্দ্রিয় মন শরীরের ব্যাপার রূপা নহে। সেইরূপ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি শ্রোত্রবাগিন্দ্রেয়ের, স্মরণাদি মনের, বন্দনাদি কায়ার ব্যাপার রূপ নহে, কারণ ঐ ভক্তিকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অবিষয় এবং গুণাতীতা, নিত্যা, সত্যা ও ঘনানন্দ-রূপা বলিয়াই জানিবে॥ ১৩৩॥

সেই ভক্তি একরূপা হইয়াও কৃষ্ণের অনুগ্রহ বলে অন্তরঙ্গ ভক্ত সকলের প্রীত্যর্থে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শুদ্ধ-জীবতত্ত্বে বহুরূপে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে॥ ১৩৪॥

ইন্দ্রিয় সকল ইন্দ্রিয়ার্থই অধিকার করে, এইরূপ বিবেক দ্বারা জীবতত্ত্ব, বিশুদ্ধ দেহ ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধ হইতে পৃথক্ হইলেই অপ্রাকৃত হরিপদ অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠলোক লাভ করা যায়, তখন ভক্তি সপরিবারে বিলাস করে॥ ১৩৫॥

যদি ভক্তির বিধিবর্গ ইন্দ্রিয়ব্যাপাররূপ হয়, তবে জ্ঞান দ্বারা কায়েন্দ্রিয়চেষ্টা হইতে আত্মা শোধিত হইলে উক্ত ভক্তিবিধি-বর্গও প্রাকৃত অন্যান্য কর্ম্ম ও নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মসকলের ন্যায় আত্ম-সঙ্গত হইতে পারে না অর্থাৎ জ্ঞানিগণ আত্মা হইতে পঞ্চকোষ-বিচারাদি দ্বারা স্থূল অস্থূল যাবদীয় প্রাকৃত

পদার্থের অপসারণ করিয়া থাকেন, ভক্তিবিধিবর্গ প্রাকৃত পদার্থের অন্তর্গত হইলে উহারাও তখন অবশ্যই আত্মা হইতে বিবেক দ্বারা অপসারিত হইবে। কারণ ইন্দ্রিয়ার্থ ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে ॥ ১৩৬ ॥

যদি বল অন্যান্য কর্ম্মের ন্যায় ভক্তিও আত্মধর্ম্ম না হউক ক্ষতি কি? হে মহারাণ! এরূপ সিদ্ধোপত্তি হইতে পারে না, কারণ আত্মা ভগবদ্ভক্তিরূপ কর্ম্ম হইতে বিবিক্ত হইলে বৈকুণ্ঠ-লোকে কি প্রকারে গমন করিবে? ভক্ত্যসমবেত আত্মা বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির অযোগ্য, কিন্তু নৈষ্কর্ম্যত্বহেতু মুক্তি লাভ করিবারই যোগ্য। বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইতে হইলে অবশ্যই ভক্তি সংগ্রহ করিতে হয়। অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠলোক প্রাকৃত কারণে লাভ করা যায় না, সুতরাং অপ্রাকৃতবৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির কারণ ভক্তি, প্রাকৃত হইতে পারে না ॥ ১৩৭ ॥

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, যেমন স্বধর্ম্মাচরণাদি কর্ম্ম, সেইরূপ ভক্তিও কর্ম্মবিশেষ, অতএব পরমশ্রেয়োলাভে আত্মার কর্ম্মহীনতার মত ভক্তি-হীনতারও গ্রাহ্যতা। এই মতের অনুবাদ অনুসারে কোন কোন স্থলে ভক্তি-কর্ম্ম এইরূপ প্রয়োগও দেখা যায়, অতএব এক্ষণে এই সকল বিরোধের মীমাংসা করিতেছেন। কেহ কেহ আরও বলিয়া থাকেন, চিত্ত-শোধক সর্ব্বসৎকর্ম্ম মধ্যে ভগবদ্ভক্তিই শ্রেষ্ঠ "ইহাই মীমাংসাপর সাধুবর্গের সম্মতি"। কোন কোন স্থলে ভক্তিকে যে কর্ম্ম বলা হইয়াছে তাহা বহির্দৃষ্টি অনুসারেই জানিবে, তত্ত্ববিচার

বিবিক্ত—বিচ্যুত। ভক্ত্যসমবেত—সিদ্ধসম্বন্ধে ভক্তিরূপধর্ম্মের অনাশ্রয় অর্থাৎ যদি ভক্তি আত্মার ধর্ম্ম না হয় ॥ ১৩৭ ॥

করিয়া বলা হয় নাই। যেমন বৈকুণ্ঠবাসি ভক্তবৃন্দের সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ সকল দেহ বলিয়াই কথিত হয়, তদ্রূপ ভক্তি কর্ম্মভিন্ন হইলেও তাহাতে কর্ম্মত্ব আরোপিত হইয়া থাকে। যেমন এক দেহ শব্দদ্বারা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ও প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিকদেহ এই উভয়ই কথিত হয় এবং এক মণি শব্দ দ্বারা চিন্তামণি ও কাচমণি কথিত হয়, এক সত্ত্ব শব্দ দ্বারা প্রকৃতির গুণ বিশেষ ও পরব্রহ্ম কথিত হয়, সেইরূপ এক কর্ম্মশব্দ দ্বারা স্বধর্ম্মাচরণাদি ও ভক্তি বহির্দৃষ্টি দ্বারাই কর্ম্ম বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে ॥ ১৩৮ ॥

বৈকুণ্ঠবাসী হউন কিম্বা অন্য কোন স্থানে বাস করুন, ভক্ত সকলের যথোপযুক্ত সচ্চিদানন্দরূপ দেহ স্বপ্রকাশই হইয়া থাকে। ভক্তির স্ফূর্ত্তি হইলে পাঞ্চভৌতিক দেহও সচ্চিদানন্দরূপই হইয়া থাকে, অথবা ভগবানের কারুণ্যশক্তিবিশেষেই সচ্চিদানন্দরূপতা স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে ॥ ১৩৯ ॥

হে মহাভাগ! ভক্তির অপ্রাকৃতত্বে আমরাই প্রমাণ। বৈকুণ্ঠপার্ষদ আমরা প্রাকৃত সমুদয় স্পর্শ না করিয়াও অবিরত বহু প্রকার ভক্তি বিস্তার করিবার জন্য সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিয়া থাকি ॥ ১৪০ ॥

নবীন সেবক অর্থাৎ প্রথম প্রবর্ত্তমান ভক্ত সকলের প্রীতিভরে সম্যক্ প্রবৃত্তির নিমিত্ত সেই ভক্তি, নিজ নিজ ইন্দ্রিয়ব্যাপাররূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অহো! আমার কর্ণজিহ্বাদি ইন্দ্রিয়গণ ভগবন্নাম গ্রহণ করিতেছে! এই বলিয়া প্রবর্ত্তকগণ উৎসাহভরে কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে থাকেন ॥ ১৪১ ॥

ভক্তিনিষ্ঠ মহদ্‌গণ ভক্তিকে নিজ আয়ত্ত বলিয়া গণনা করেন না, প্রভুর মহাপ্রসাদ বলিয়াই অনুভব করিয়া থাকেন ॥ ১৪২ ॥

হে মহাভাগ! শিবলোকপ্রাপ্তিরূপ-শ্রীমহেশ্বর-কৃপাবলে যদিও ক্রমশঃ বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথাপি তোমার হিত্যর্থে উপদেশ করিতেছি। যদি সত্বরে বৈকুণ্ঠলোক লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে শ্রীব্রজভূমিতে গমন কর। সেই ব্রজভূমিই সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ মধ্যে শ্রেষ্ঠা ॥ ১৪৩

তুমি যদি শ্রীমদ্‌ভগবৎপাদপদ্মের অপেক্ষা কর, তবে নাম-সংকীর্ত্তবহুলা কর্ম্মজ্ঞানাদ্যমিশ্রা ভক্তি আচরণ কর ॥ ১৪৪ ॥

নাম সংকীর্ত্তনবহুল ভক্তিপ্রভাবে শীঘ্রই প্রেমরূপ সম্পৎ উদিত হইবে। সেই প্রেমসম্পদ্‌বলেই সুখে বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণ দর্শন হইয়া থাকে। "তৃতীয়স্কন্ধে বৈকুণ্ঠবর্ণনে যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষা মৃষভানুবৃত্ত্যা। দূরেয়মাহ্যপরিণঃ স্পৃহনীয়শীলাঃ ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগবৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গা ইতি" ॥ ১৪৫ ॥

স্মরণই প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধনোত্তম, কীর্ত্তন সাধনোত্তম নহে, ইহা পিপ্পলায়নাদি বর্ণনা করিয়াছেন, এবিষয়ে তোমায় রহস্য বিজ্ঞাপন করিতেছি। অচেতন একমাত্র বাগিন্দ্রিয়ে কীর্ত্তনাত্মিকা ভক্তি শীঘ্রই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় ॥ ১৪৬ ॥

কিন্তু ইন্দ্রিয়বর্গের অধিপ, পরম চঞ্চল, অনর্থশত উৎপাদন ক্ষম পরম দুর্ব্বশ মন, বহু প্রয়াসে বশীভূত ও শোধিত হইলে যে স্মরণাত্মিকা ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাহাই সর্ব্বপ্রকার ভক্তি মধ্যে শ্রেষ্ঠা। মনের প্রবলতা সম্বন্ধে ভিক্ষু একাদশে

বর্ণন করিয়াছেন যথা "মনো বশে হন্যেহভবন্ স্মদেবঃ মনশ্চ নান্যশ্চ বশং সমেতি। ভীষ্মো হি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্ যুঞ্জ্যাদ্বশং তং স হি দেবদেব" দানং স্বধর্ম্মোনিয়মো যমশ্চ শ্রুতঞ্চ কর্ম্মানি চ সদ্‌ব্রতানি সর্ব্বে মনোনিগ্রহ-লক্ষণান্তাঃ পরো হি যোগো মনসঃ সমাধিরিতি" ॥ ১৪৭ ॥

আমাদের মতে চঞ্চলস্বভাব হৃদয়মাত্রস্থায়ী স্ফূর্ত্তিমতী স্মৃতি হইতে কীর্ত্তনই উৎকৃষ্টতম। কারণ কীর্ত্তন বগিন্দ্রিয়ে নৃত্য করে এবং বগিন্দ্রিয়যুক্ত মনেতেও বিহার করে। পরিশেষে কীর্ত্তন ধ্বনি শ্রবণেন্দ্রিয়কেও কৃতার্থ করিয়া থাকে। কীর্ত্তনের মহিমা অধিক কি বর্ণনা করিব? সেই কীর্ত্তন আত্মার ন্যায় নিজসেবক শ্রোতৃবর্গকেও উপকৃত করিয়া থাকে। স্মরণের এতাদৃশ ক্ষমতা নাই। কারণ চঞ্চল মনকে স্থির করাই দুঃসাধ্য, সেই চঞ্চল মনে স্মরণও সম্যগ্ রূপে সিদ্ধ হয় না। পরাশর বলিয়াছেন "যস্মিন্‌ন্যস্তমতি ন যাতি নরকং স্বর্গোহপি যচ্চিন্তনে। বিঘ্নো যত্র নিবেশিতাত্মমনসো ব্রাহ্মোহপি লোকোহল্পকঃ। মুক্তিং চেতসি যঃ স্থিতোহমলধিয়াং পুংসাং দদাত্যব্যয়ঃ। কিং চিত্রং যদঘঃপ্রযাতি বিলয়ং তত্রাচ্যুতে" ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেহর্চ্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্" ॥ ১৪৮ ॥

অন্তরিন্দ্রিয় ও বাহ্যেন্দ্রিয় সকলের চালক বাগিন্দ্রিয় যদি সংযত হয়, অর্থাৎ মৌনাভ্যাস হয় তবেই চিত্ত স্থির হয়, চিত্ত স্থির হইলেই ভগবৎস্মৃতি হইয়া থাকে। অতএব জানা গেল কীর্ত্তন ও স্মৃতির অনুকূল অঙ্গবিশেষ এবং স্মৃতিই ভক্তি সকলের চূড়ামণি ॥ ১৪৯ ॥

প্রভুর ধ্যানরত ভক্তগণ এইরূপই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু বুদ্ধি পূর্ব্বক ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বতোভাবে প্রভুর স্ফুর্ত্তি বিশেষের পরিপাকই ধ্যান, ঈশ্বর আছেন, "আমি সেই ঈশ্বরের দাস" এই রূপে ঈশ্বর সহ সম্বন্ধই স্মৃতি ॥ ১৫০ ॥

ধ্যানবেগ বশতঃ সংকীর্ত্তন স্পর্শন দর্শনাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তিবর্গ চিত্ত বৃত্তিতে অন্তর্ভূত হইয়া যায়, সুতরাং কীর্ত্তন হইতে ধ্যানই শ্রেষ্ঠ হইল, ইহা সত্য ॥ ১৫১ ॥

যাহাতে যাঁহার প্রীতি ও যেপ্রকারে সুখোৎপত্তি হয়, সেই ভক্তিরসিকের পক্ষে তাহাই শ্রেষ্ঠতম সাধন এবং তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, এমন কি তাহাকেই সাধ্যরূপে গণনা করাও কর্ত্তব্য ॥ ১৫২ ॥

সংকীর্ত্তন হইতে ধ্যানে সুখ বর্দ্ধিত হয় এবং ধ্যান হইতে সংকীর্ত্তন-মাধুরী-সুখ বর্দ্ধিত হয়। আমরা "উভয়কেই উভয়ের বর্দ্ধক" বলিয়া অনুভব করি ও এই উভয়ই পরস্পর অভিন্ন ইহাও অবগত আছি ॥ ১৫৩ ॥

ধ্যান সংকীর্ত্তনের ন্যায়ই সুখপ্রদ। কারণ যে ব্যক্তি যে কোন একটি বস্তুর প্রত্যাশায় চিত্ত সন্নিবেশ করিয়াছেন, সেই বস্তুটিকে চিত্তে যথেচ্ছ অনুভব করিলেও শান্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৫৪ ॥

যেমন জ্বররোগার্ত্ত ব্যক্তি মনে মনেও যদি শীতল জল পান করে, তথাপি তাহার তৃষ্ণাদূর ও সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ১৫৫ ॥

"নিবেদ্য দুঃখং সুখিনো ভবন্তি" অর্থাৎ দুঃখ বর্ণনা

করিয়া সুখলাভ হয়, এই ন্যায় অনুসারে যদিও অভীষ্টবস্তুর সংকীর্ত্তনে সুখলাভ হইতে পারে, তথাপি মানসিক সমস্ত অর্থের বাক্যের দ্বারা গ্রহণ হইতে পারে না। যদি বা কোন প্রকারে শক্তি লাভ হয়, তথাপি কোন কোন গোপ্যবিষয়ের সংকীর্ত্তনে নির্জ্জনে একাকীও লজ্জা বোধ হয় ॥ ১৫৬ ॥

নির্জ্জন ও একাকিত্ব না হইলে ধ্যান কদাচ সিদ্ধ হয় না বটে, কিন্তু নির্জ্জনে হউক অথবা বহুলোক মধ্যেই হউক সংকীর্ত্তন উভয়ত্রেই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ ধ্যানসিদ্ধি বিঘ্নবহুলা, বলিয়া ও সংকীর্ত্তনসিদ্ধি সরলা বলিয়া জানিবে ॥ ১৫৭ ॥

বেদ পুরাণাদিপাঠ, কথা ও গীত স্তুতি, ইত্যাদি রূপে নানা প্রকার সংকীর্ত্তন মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম সংকীর্ত্তনই মুখ্য। কারণ নাম সংকীর্ত্তনই ঝটিতি প্রেমসম্পত্তির উৎপাদনে সমর্থ, অতএব উহাই ভক্তিমধ্যে শ্রেষ্ঠতম, পণ্ডিতগণ এই রূপই নিশ্চই করিয়াছেন ॥ ১৫৮ ॥

জিহ্বা দ্বারা প্রেমের সহিত ভঙ্গিভরে আত্মপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ-নামামৃত যাহা সেবন করা যায়, সেই নামামৃত সেবনের তুলনা নাই, কেই বা তাহার মহত্ত্ব বর্ণন করিবে ॥ ১৫৯ ॥

যদিও সকল প্রকার ভগবন্নামের মহিমা সমান, তথাপি স্বপ্রিয় নামেরই সংকীর্ত্তনে সুখে ও ঝটিতি স্বার্থলাভ হইয়া থাকে "সহস্র নামভিস্তুল্যং রাম নাম নাম বরানন ॥ ১৬০ ॥

বিচিত্ররুচি লোকসকলের ক্রমশঃ সকল নামেতেই প্রীতি জন্মিলে ক্রমে সকল নামই প্রিয় বলিয়া গণিত হইবে ॥ ১৬১ ॥

নামামৃত একটি ইন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বীয় মধুর রসে সমগ্র ইন্দ্রিয়ই প্লাবিত করিয়া থাকে ॥ ১৬২ ॥

নিজের এবং পরের অর্থাৎ শ্রোতার হর্ষপ্রদ নাম সংকীর্ত্তন সাক্ষাদ্রূপে বাগিন্দ্রিয়েই উদিত হইয়া থাকে অতএব আমার বিবেচনায় ধ্যান হইতে নাম সংকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ ॥ ১৬৩ ॥

কৃষ্ণের নাম সংকীর্ত্তনই পরমাকর্ষক মন্ত্রের ন্যায় প্রেম-সম্পত্তির বলিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সাধন। "শৃণ্বন্ সুভদ্রানি রথাঙ্গ-পাণের্জন্মানি কর্ম্মানি চ যানি লোকে গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গ"। "এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগা দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হস-ত্যথো রোদিতি রৌতি গায়তীতি" ॥ ১৬৪ ॥

নামসংকীর্ত্তনের মহিমা অধিক আর কি বর্ণনা করিব? ভক্তিরসিকগণ নাম সংকীর্ত্তনকেই ভক্তির ফল বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন, কারণ নামসংকীর্ত্তনই অব্যর্থ প্রেম সম্পত্তি উৎপাদন করিয়া থাকে, তজ্জন্য নাম সংকীর্ত্তনকেই সাধ্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন ॥ ১৬৫ ॥

কোন রসজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন, নাম সংকীর্ত্তনই কৃষ্ণ-প্রেমভরের উৎকৃষ্ট লক্ষণ, কারণ নিজের সেই ইষ্টনাম সংকীর্ত্তন হৃদয়ের আবেগের সহিত প্রেমেরই ভরে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। অতএব নাম সংকীর্ত্তন ও প্রেমের কার্য্য-কারণতাসম্বন্ধেহেতু অভেদই সিদ্ধ হইল ॥ ১৬৬ ॥

বর্ষাকালে মেঘ বিনা চাতক সকলের আর্ত্তনাদের ন্যায়, এবং রাত্রি কালে পতিবিয়োগে চক্রবাকী ও কুররী সকলের ন্যায়, ভক্ত সকল প্রেম ভরে বিরহ যাতনায় নিতান্ত ব্যথিত

হইয়া নাম সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন অর্থাৎ বিরহ ব্যথিত হইয়া বিচিত্র মধুরগাথা প্রবন্ধে ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন "সিদ্ধস্য লক্ষণং যৎস্যাৎ সাধনং সাধকস্য তদিতি ন্যায়াৎ" ॥ ১৬৭ ॥

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন স্ফুট নাম সংকীর্ত্তনে লোক-শঙ্কা শরীরদৌর্ব্বল্য প্রভৃতি বহু বহু বিঘ্ন ঘটিতে পারে, কিন্তু অন্তশ্চিন্তনে অর্থাৎ ধ্যানে কোন রূপ বিঘ্ন শঙ্কা নাই। আমি এ বিষয়ে বলিতেছি শ্রবণ কর। বিচিত্র লীলার সাগরস্বরূপ প্রভুর স্ফুরিত বিচিত্র প্রসাদ হইতেই সেই বিচিত্র সংকীর্ত্তন-মাধুরী স্ফুরিত হইতে থাকে। নিজ পৌরুষবলে ঐ মাধুরী কদাচ সিদ্ধ হয়না। অর্থাৎ ভগবদিচ্ছাবলেই নামসংকীর্ত্তন-মাধুরী লাভ করা যায়, সুতরাং ভগবৎপ্রসাদে কুশাগ্রেও বিঘ্ন ঘটে না ॥ ১৬৮ ॥

সর্ব্বদা ভগবন্নামপর উপাসকগণের ভোগোন্মুখ (প্রারব্ধ-ভোগ) পাপ সকল তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং শুভফলজনক পুণ্যই অবশিষ্ট থাকে। প্রারব্ধ নাশ ও তাহার অবস্থিতি উপাসকগণের ইচ্ছাধীন। হরিভক্তি সুধোদয়ে "কর্ম্ম চক্রন্তু যৎ প্রোক্তমবিলঙ্ঘ্যং সুরাসুরৈঃ। মদ্ভক্তিপ্রবলৈ-র্মর্ত্ত্যৈর্বিদ্ধি লঙ্ঘিতমেবতদিতি" ইতর অর্থাৎ উপাসকাভিন্নগণ কদাচিৎ কোন প্রকারে নাম সংকীর্ত্তন করিলে তাঁহাদের অবশ্যভোগ্য প্রারব্ধ কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকে ॥ ১৬৯ ॥

যদি বল ভরতাদি উপাসকগণেরও ভোগোন্মুখ কর্ম্মক্ষয় কি জন্য হয় নাই ? হে মহাভাগ ! বলিতেছি শ্রবণ কর। হরি নাম সেবক মহাশয়গণ, "সুগোপ্য ভক্তিরূপ মহানিধি

প্রকাশিত হইয়া যাইবে” এই ভয়েই ভীত হইয়া সাংসারিক ব্যবহার ছলে অন্যান্য লোক সকলকে আপন দুঃখ ভোগ জানাইয়া থাকেন। সর্ব্বতোভাবে তাঁহারা আপন হৃদয়স্থ ভক্তিসুখ অপরকে জানিতে দেন না ॥ ১৭০ ॥

“যদি বল সকল লোকের নিস্তারার্থ মহানিধি প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য”,এ বিষয়ে তোমার সন্দেহ নিবারণ করিতেছি। ভগবন্নাম সংকীর্ত্তন মাত্রেই সমস্ত ভক্তেরই দোষ ও দুঃখ নষ্ট হইয়া যায়, তথাপি কোন কোন ভক্ত প্রভুর ন্যায় কৃপালু হইয়া দুষ্টসঙ্গ পরিত্যাগ ও দোষপরিহারাদিরূপ সদাচার লোক-সকলকে শিক্ষা দিয়া থাকেন অর্থাৎ সদাচার অবলম্বন না করিলে ভক্তি প্রবৃত্তি জন্মে না, ইহাই জানাইয়া থাকেন ॥ ১৭১ ॥

ভরতাদি মহাশয় গণ শুদ্ধচিত্ত হইয়াও লোকসকলকে দুঃসঙ্গদোষজনিত কুফল শিক্ষা দিয়াছিলেন, যুধিষ্ঠিরাদি মহাভাগগণ দ্যুতক্রীড়া জনিত দোষ ও দুঃখ শিক্ষা দিয়াছিলেন। নৃগাদি অমলগণও স্ব স্ব ব্যবহারে লোক সকলকে শিক্ষা দিয়া থাকেন ॥ ১৭২ ॥

যদি বল বহুবিঘ্ন উপস্থিত হইলে আমার নাম সংকীর্ত্তন নিষ্ঠা কিরূপে হইবে? এ বিষয়ে তোমায় বলিতেছি। এইরূপ বহু বহু বিচার করিয়া তুমি যে ভক্তিপ্রভাব সঞ্চয় করিবে, সেই ভক্তিপ্রভাবেই বিঘ্ন ও অতিবিঘ্ন সমুদয় সর্ব্বদা জয় করিবে। আমরাও সর্ব্বত্রই তোমার সহায় হইয়া থাকিব ॥ ১৭৩ ॥

আমরা অবধারণ করিয়াছি যে, তোমাতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মহতী অনুকম্পা বিদ্যমান আছে, কারণ তুমি তপোলোক-বাসী পিপ্পলায়ন প্রভৃতি কৃত “চিত্তে ভগবদ্দর্শন” প্রশংসাশ্রবণ

করিয়াও ভগবানের সাক্ষাদ্দিদৃক্ষা ত্যাগ করিতে পার নাই ॥ ১৭৪ ॥

ভগবানের রূপ সচ্চিদানন্দ ঘন, ইহা সত্য, তথাপি সেই সচ্চিদানন্দ রূপ, যোগ্য ইন্দ্রিয় বর্গ দ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকে। ভগবানের কারুণ্যশক্তি-প্রভাবে জ্ঞানশক্তি লাভ করিলেই মাংসনেত্রের চেষ্টা দ্বারাই অপরিচ্ছিন্ন ভগবদ্রূপের সাক্ষাৎ-সন্দর্শন সংঘটিত হইয় থাকে ॥ ১৭৫ ॥

জ্ঞান নেত্র দ্বারা ভগবদ্দর্শন হইলেও দ্রষ্টা বিবেচনা করে যে, আমি নেত্র যুগল দ্বারাই দর্শন করিতেছি, তখন হৃদয়ে হর্ষবিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে কৃষ্ণকরুণার প্রভাব-বিজ্ঞাপক মান হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া থাকে ॥ ১৭৬ ॥

যদি বল ক্ষুদ্রায়তন চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা ভগবদ্দর্শন হইলেও সেই দর্শনে কখন কখন তিরোধান ব্যবধান-রূপ বিচ্ছেদ হইতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্মবৃত্তি ব্যাপক মনের দ্বারা যে ভগবর্দ্দর্শন লাভ হয়, তাহাই নির্বিঘ্নে সন্দর্শন সুখ বলিয়া গণিত হইতে পারে। এবিষয়ে বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রভুর কৃপারাশির প্রভাবেই হইক, অথবা ভক্তি প্রভাবেই হউক, পরিচ্ছিন্ন চর্ম্মচক্ষুর দ্বারা ভগবৎসন্দর্শন মনোদর্শনের ন্যায়ই অবিচ্ছিন্ন ও সম্যগ্রূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৭৭ ॥

যদি বল ভগবৎকারুণ্য ও ভক্তিপ্রভাব ভগবদ্দর্শনের কারণ হইতে পারে না, এ বিষয়ে আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। তিনি যদি কৃপা না করেন বা তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন না করি তবে তাঁহাকে কেহই মনের দ্বারাই হউক অথবা ইন্দ্রিয় দ্বারাই হউক কোন উপায়েই দেখিতে পাওয়া যায় না,

কারণ তিনি স্বয়ম্প্রভ অর্থাৎ মনোবৃত্তির অবিষয় এবং ঈশ্বর অর্থাৎ পরম স্বতন্ত্র ও সর্ব্বনিয়ন্তা। যদি বল পরিচ্ছিন্ন নয়ন দ্বারা যে দর্শন সুখ লাভ হয়, তাহা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অল্প, অপরিচ্ছিন্ন মনের দ্বারা যে দর্শন সুখ লাভ হয়, তাহা অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অসীম। ইহার মীমাংসা করিতেছি, শ্রবণ কর। ঘনসুখাত্মক সেই ভগবান্ যে কোন প্রকারে উপাসিত হইলেই ঘন অর্থাৎ অপরিসীম সুখ প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১৭৮ ॥

লোচন যুগল দ্বারা যে ভগবদ্দর্শন লাভ হয়, সেই ভগবদ্দর্শনই অশেষ প্রকার অনুগ্রহ সমুদায় প্রদান করিয়া থাকে। তপোলোকে পিপ্পলায়নাদি, ধ্যান দর্শনেও যে শ্রীব্রহ্মার ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্তি বর্ণন করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য বলিতেছি। ধ্যান দর্শনে কদাচিৎ ভগবৎপ্রসাদ লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু সাক্ষাদ্দর্শনে প্রায়ই ভগবৎপ্রসাদ লাভ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় দর্শনেই ধ্যানাদি দর্শন অপেক্ষা নিবিড় সুখ লাভ হয়, তজ্জন্য ইন্দ্রিয় দর্শনই শ্রবণাদি নব ভক্তির সাধ্য ॥ ১৭৯ ॥

কারণ তাঁহার সাক্ষাৎকারই সমস্ত সাধনের উৎকৃষ্ট ফল, তাঁহার সাক্ষাৎকার হইলেই আমূল অর্থাৎ ভগবদ্‌বিস্মৃতি পর্য্যন্ত মায়া নষ্ট হইয়া যায়। প্রথম স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্টএবাত্মনীশ্বরে" সাক্ষাৎ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদির অনুভবে প্রেম অর্থাৎ ভগবদ্‌বিষয়ক ভাববিশেষ বর্দ্ধিত হইতে থাকে ॥ ১৮০ ॥

কয়াধুপুত্র প্রহ্লাদ হৃদয়ে প্রভুকে দর্শন করিলেও

স্বনেত্রে প্রভুকে সর্ব্বদা দর্শন করিতে অভিলাষ করিতেন। এসম্বন্ধে প্রমাণ এই যে, শ্রীপ্রহ্লাদ সমুদ্রতীরে শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করিয়া ভাববিশেষ লাভ করিয়াছেন, হরিভক্তি-সুধোদয়ে এবিষয় বর্ণিত হইয়াছে॥ ১৮১॥

কৃষ্ণের সাক্ষাদ্ দর্শন লাভ করিলেও কাহারও অক্ষিদ্বয় যে মুদ্রিত হইয়া থাকে, সেই অক্ষিমুদ্রণকে ধ্যান বলা যাইতে পারেনা, কিন্তু ঐ মুদ্রণকে আহ্লাদভরে কম্পাদির ন্যায় প্রেম-বিকার বলিয়াই জানিবে॥ ১৮২॥

মহাপ্রভুর ধ্যান পরোক্ষেই যুক্তিযুক্ত হয়, কিন্তু সাক্ষাতে ধ্যান যুক্তি যুক্ত হয় না। কীর্ত্তন অপরোক্ষে বা পরোক্ষে সর্ব্বদাই যুক্তি যুক্ত হইয়া থাকে,—

বিষ্ণুপুরাণে—

কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমদীকুমুদাকরং।
জগৌ গোপীজনস্ত্বেকং কৃষ্ণনাম পুনঃপুনঃ॥ ১৮৩॥

নামের মহিমা অধিক কি বর্ণনা করিব? ভগবানের শ্রীমৎ অর্থাৎ সর্ব্বশোভা-সম্পত্ত্যতিশয়-যুক্ত নাম শ্রীমূর্ত্তি হইতেও তাঁহার অতিশয় প্রিয়। সেই নাম অধিকারী অনধি-কারী অপেক্ষা করে না বলিয়াই জগদ্ধিত বলিয়া বর্ণিত হয়, কারণ উহা সুখোপাস্য অর্থাৎ জিহ্বাগ্রমাত্র দ্বারাই উহার সেবা করিতে পারা যায়। আরও বলি ঐ ভগবন্নাম সরস অর্থাৎ মধুরাক্ষরময়, অথবা নবরস মধ্যে ভক্তি ও প্রেম-রসের বিরহ ও সঙ্গমে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে বলিয়াও সরস। অথবা রসের অর্থাৎ রাগের সহিত বর্ত্তমানতা বশতঃ সরস বলিয়া কথিত হয়, কারণ উহা অব্যর্থরূপে শ্রীভগবৎপ্রেম প্রদান

করিয়া থাকে ও স্বসেবক সমস্ত জনেরই অনুরাগ জন্মাইয়া থাকে, অথবা রস অর্থাৎ বীর্য্যবিশেষের সহিত বর্ত্তমান থাকে বলিয়াও সরস। কারণ উহা সমগ্র দীনজনেরই নিস্তারকারক। অতএব বলি, সেই নাম তুল্য অন্য কিছুই নাই ॥ ১৮৪ ॥

অতএব এক্ষণে তুমি আমাদের উপদেশ ও শিব আজ্ঞা অনুসারে সত্বরই এই স্থান হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম সেই শ্রীমথুরায় গমন কর। আমরাও সেই শ্রীমথুরাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ১৮৫ ॥

শ্রীগোপকুমার বলিলেন, তাঁহাদের সেই হৃৎকর্ণরসায়ন কথা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদভরে তাঁহাদিগকে ও শিবশিবাকে প্রণাম করিতে করিতেই এই ব্রজভূমিতে উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং এই ঘটনায় আমি অতিশয় বিস্মিতও হইয়াছিলাম ॥ ১৮৬ ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলক মাহাত্ম্যখণ্ডে ভজননাম্না তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

—:০:—

দ্বিতীয় খণ্ড।

চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রীগোপকুমার বলিলেন, এই স্থলে আমি একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলাম এবং এই ব্রজভূমিতে শ্রীবৃন্দাবনাদির অপূর্ব্ব শোভা অর্থাৎ যে শোভা আমি মুক্তিপদেও নিরীক্ষণ করি নাই, সেই শোভা অবলোকন করিয়া ও বন মধ্যে বাস করিয়া এতই বিমোহিত হইলাম যে, বৈকুণ্ঠলোকের প্রাপ্তি সাধনও বিস্মৃত হইলাম ॥ ১ ॥

ক্রীড়ারসে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীমন্মধুপুরীতে উপস্থিত হইলাম। তথায় মাথুরব্রাহ্মণদিগের অনুগ্রহে শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তি গ্রন্থ শ্রবণ করিলাম ॥ ২ ॥

নববিধা ভক্তি সম্যগ্‌রূপে অর্থাৎ প্রতিকূল-অনুকূল-হেয়-উপদেয়তাদি বিবেচনারূপে অবগত হইয়া এই শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিলে সহসা নিজ গুরুবরের সাক্ষাল্লাভ করিলাম ॥ ৩ ॥

নির্ব্বিকারত্বাদি ভগবদবতারের লক্ষণ যুক্ত গুরুবর পূর্ব্বের মতই বিরাজ করিতেছেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলে আমায় আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া সেই সর্ব্বজ্ঞ, অনুভব পর্য্যন্ত পরমরহস্য ভক্তি-তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

সেই গুরুবরের মহাগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশক প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া আজ্ঞানুসারে ভক্তিযোগ অবিশ্রান্ত অনুষ্ঠান করিতে লাগিলাম ॥ ৫ ॥

অচিরেই আমি প্রেমভরে অবশ হইলাম, পূজাদি কোন অনুষ্ঠানই করিতে পারিলাম না, কেবল উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার নাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলাম ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ! গোপাল! হরে! মুকুন্দ!
গোবিন্দ! হে নন্দকিশোর! কৃষ্ণ!

হা শ্রীযশোদাতনয়! প্রসীদ শ্রীবল্লবীজীবন রাধিকেশ! আমি এই রূপে তাঁহার নাম গান করিতে করিতে কখন নৃত্য করিতাম, কখন বা রোদন করিতাম, কখন বা উন্মত্তের ন্যায় স্বীয় দেহাদি স্মরণ না করিয়াও ইতস্ততঃ যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতাম ॥ ৭। ৮ ॥

একদা সেই নিজ প্রাণনাথকে অগ্রে দর্শন করিয়া ধরিবার জন্য ধাবমান হইলেই প্রেম-বৈবশ্য-হেতু মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম ॥ ৯ ॥

এমন সময়ে পার্ষদগণ আমায় বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আগমন করিলেন ও আমাকে তৎক্ষণাৎ বিমানে আরোহণ করাইলেন। অনন্তর আমি সচেতন হইয়া চকিতের ন্যায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম ॥ ১০ ॥

সকল স্থানই অন্যরূপ নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত হইলাম ও পরে সুস্থ হইলাম। যাঁহারা আমার বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশরূপ উপকার করিয়াছিলেন সেই পার্ষদগণকে পার্শ্বেই নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম ॥ ১১ ॥

তাঁহারা যে ব্রহ্মঘন অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় সুশোভন ও নিরুপম স্বযোগ্য বিমানে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই বিমান স্বীয় তেজে মহাতেজস্বী সূর্য্যাগ্নিরও তেজ ধিক্‌কৃত করে। সেই পার্ষদ গণকে আমি সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলে তাঁহারা আমায় আলিঙ্গন করিয়া বারম্বার আশ্বাস প্রদান করিলেন ও বলিলেন, আমরা তোমায় বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইতেছি। আমরা তোমরা সখা। পরে তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের চতুর্ভুজত্বাদি রূপ গ্রহণ করাইতে শত শত যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, মনুষ্য শরীর বৈকুণ্ঠ-বাসের অযোগ্য, বিশেষ মনুষ্যশরীরে বৈকুণ্ঠসুখঃ অনুভূতও হয় না॥ ১২—১৩॥

তাঁহাদের সারূপ্য অর্থাৎ চতুর্ভুজত্বাদি সমানরূপতা গ্রহণ করিতে স্বীকার না করিলেও আমার এই গোবর্দ্ধনোৎপন্ন দেহ তাঁহাদের প্রভাবে তাঁহাদেরই মত নিত্যত্ব, সত্যত্ব, কান্তি, দ্যুতিবিশেষ, সর্ব্বসামর্থ্যাদি গুণযুক্ত হইয়াছিল॥১৪॥

পরমানন্দযুক্ত জগদ্‌বিলক্ষণ দুর্বিতর্ক্য মার্গ দ্বারা আমি বৈকুণ্ঠে যাইতে যাইতে লোক অর্থাৎ স্বর্গাদি লোক অলোক অর্থাৎ চতুর্দ্দশভুবনের বাহ্য স্থান সমুদয় এবং অষ্ট আবরণ এই সকলের প্রতি ঘৃণা (লজ্জা) প্রযুক্ত দৃষ্টিপাতও করিতে পারি নাই। তখন তত্তল্লোকাধিকারী ইন্দ্রাদি দেবগণ আমার পূজা করিতে লাগিলেন। লোকপালগণ ঊর্দ্ধমুখ হইয়া সাঞ্জলিমস্তকে আমার প্রতি বেগপূর্ব্বক লাজ (খই)ও পুষ্প উৎক্ষেপ করিতে লাগিলেন॥ ১৫—১৬—১৭॥

তত্তল্লোকাধিকারিগণ জয় জয় শব্দে আমার স্তুতি গান

ও প্রণাম করিয়াছিলেন। পথি মধ্যে মুক্তিপদও অবজ্ঞা সহ অবলোকন করিয়াছিলাম। পরে মুক্তিপদের উপরিস্থিত শ্রীশিবলোকে গমন করিলাম ॥ ১৮ ॥

সেই শিবলোকে সোম ও শিবা সংযুক্ত শিবকে হর্ষভরে প্রণাম করিলাম। শ্রীশিবও আদর প্রেম ও সদুক্তি সমূহে আমায় আনন্দিত করিলেন। পরে বাক্য মনেরও দুষ্প্রাপ্য বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিলাম ॥ ১৯ ॥

পার্ষদ্‌গণ আমায় এই কথা বলিলেন, তুমি ক্ষণকাল এই বহির্দেশে (গোপুরে—অর্থাৎ পুরদ্বারে) অবস্থিতি কর। আমরা প্রভুকে তোমার আগমন সংবাদ বিজ্ঞাপিত করি, তৎপর তুমি পুরী প্রবেশ করিবে ॥ ২০ ॥

তুমি এই স্থানে ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবে দীপ্তিশালি নয়নযুগল দ্বারা স্থির ভাবে অদৃষ্ট অশ্রুত আশ্চর্য্যসমুদ্রের উর্ম্মি পংক্তি গণনা কর ॥ ২১ ॥

শ্রীগোপকুমার বলিলেন, সেই পার্ষদ্‌গণ পুরী মধ্যে প্রবেশ করিলে আমি দ্বারদেশে অবস্থিত রহিলাম। এমন সময়ে দেখিলাম, একজন ঐ পুরী মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন ॥ ২২ ॥

দেখিলাম, সেই পুরুষ শতব্রহ্মাণ্ডের বিভূতিযুক্ত যানে আরোহণ করিয়া আছেন এবং অদ্ভুত গানাদি জনিত হর্ষে আবিষ্ট হইয়াছেন। সেই পুরুষ, প্রভুর তুল্য কান্তি, বয়স, অলঙ্কার অবয়ব ও সৌন্দর্য্যে বিভূষিত ॥ ২৩ ॥

তাঁহাকেই সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠপতি মনে করিয়া হে নাথ! হে জগদীশ্বর! এই কথা বলিতে বলিতে বারম্বার প্রণাম করিতে লাগিলাম। তিনি এই অসঙ্গত বাক্য শ্রবণ

করিয়া কর্ণদ্বয়ে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক জিহ্বাগ্র দশন ও কর চালনাদি সঙ্কেত দ্বারা আমায় নিবারণ করিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

আমি দাস, আমি দাসের দাস, এই কথা বলিতে বলিতে তিনি চলিয়া গেলেন। পরে ইঁহা অপেক্ষাও মহদ্বৈভবশালী অন্য কোন পুরুষ সমাগত হইলেন ॥ ২৫ ॥

আমি তাঁহাকেই সর্ব্বথা জগদীশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিলাম। বিবেচনা করিলাম, প্রভু লীলাবশে অন্য কুত্রাপি গমন করিয়া পুরী মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন ॥ ২৬ ॥

আমি তাঁহাকেও পূর্ব্ববৎ সসম্ভ্রমে স্তুতিবাদ পূর্ব্বক প্রণাম করিলে তিনিও কর্ণদ্বয়ে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক সস্নেহে নিবারণ করিয়া পুরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৭ ॥

দেখিলাম, কেহ কেহ একে একে, কেহ কেহ বা যুগলরূপে, অপর কেহ কেহ দলবদ্ধ হইয়া প্রভুর পুরী মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। ইহারা সকলেই উত্তরোত্তর অধিকতর শ্রীসম্পন্ন ॥ ২৮ ॥

আমি তাঁহাদিগকে দেখিয়া পূর্ব্বের ন্যায়ই সম্ভ্রম সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলাম। স্তুতিপূর্ব্বক নমস্কারও করিয়াছিলাম। তাঁহারাও পূর্ব্বের ন্যায় আমাকে স্নিগ্ধ অমৃতপূর্ণ বাক্যে নিবারণ করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছত্র-চামরাদি সেবা সামগ্রী কেহ বা ভক্তিসুধারসরূপ উপায়ন গ্রহণ পূর্ব্বক মত্ত হইয়া গমন করিতেছেন ॥ ৩০ ॥

তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব সেবাতে ব্যগ্র, ব্যাকুলান্তঃকরণ

ও ব্যাকুলেন্দ্রিয় এবং বিচিত্র ভজনানন্দ-বিনোদভরে বিভূষিত ॥ ৩১ ॥

তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ, ভূষণ সকলেরও ভূষণ স্বরূপ। তাঁহারা সকলেই নিজ প্রভুবরের সেবা যোগ্য। দেখিলাম, তাঁহারা নৃত্যকীর্ত্তনাদি বিচিত্র চেষ্টায় প্রভুবরকে প্রণাম ও স্তব করিতেছেন। তাঁহারা প্রভুর চরণাব্জ দর্শনার্থী হইয়া সার্ব্বভৌম-চক্রবর্ত্তীর ন্যায় সেই লক্ষ্মীপতির ভোজন, পান ও তদুচিত গৃহাদি পরিচর্য্যারূপ কৌতুক বিস্তার করিতেছেন ॥ ৩২।৩৩ ॥

কেহ কেহ পুত্র কলত্র ভৃত্য আদি পরিবার সহ, কেহ কেহ বা ছত্রচামরাদি পরিচ্ছদ সহ, কেহ কেহ বা স্বীয় পরিবার বর্গ পুরীবহির্দ্দেশে স্থাপন করিয়া পুরী মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন ॥ ৩৪ ॥

কেহ কেহ নিজ নিজ পরিবার পরিচ্ছদাদি বৈভব বিলাপন পূর্ব্বক অকিঞ্চনের ন্যায় ধ্যানরসে পরিপ্লুত হইয়া পুরী প্রবেশ করিতেছেন ॥ ৩৫ ॥

কেহ কেহ বিচিত্র পশুপক্ষ্যাদির আকার বারম্বার ধারণ করিয়া বিচিত্র ভূষণ, আকার ও বিহারে মন হরণ করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥

কেহ নরমূর্ত্তি, কেহ বা বানরমূর্ত্তি, কেহ বা দেবমূর্ত্তি, কেহ বা দৈত্যমূর্ত্তি, কেহ ঋষি মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। কেহ বা ব্রাহ্মণাদি বর্ণের কেহ বা ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের আচার গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ সাবিত্র্যাদি দীক্ষার কেহ বা ভগবন্মন্ত্র-বিষয়ক দীক্ষার লক্ষণ স্বরূপ যথা সম্ভব যজ্ঞোপবীত কমণ্ডলু কুশ তুলসীমালা মুদ্রাদি ধারণ করিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

কেহ কেহ ইন্দ্রচন্দ্রাদি সদৃশ, কেহ বা সূর্য্যাগ্নিবায়ুসদৃশ, কেহ কেহ ত্রিনেত্র, কেহ কেহ চতুরানন, কেহ চতুর্ভুজ কেহ সহস্রমুখ কেহ বা অষ্টভুজ। এ স্থলে যে ইন্দ্র, চন্দ্র সদৃশ বলা হইয়াছে, তাহা কেবল রূপ-সাদৃশ্যবশতঃ জানিবে, কারণ ইন্দ্রচন্দ্রাদি ভগবদবতার নহে। ত্রিনেত্রাদির ভগবদবতারত্ব বলিয়া এস্থলে তাঁহাদের রূপভেদ জানিবে॥ ৩৮॥

"বৈকুণ্ঠবাসে বানরাদির ন্যায় কদর্য্যমূর্ত্তি কিজন্য হইল?" এই বিচিত্রতা হেতু অগ্রে বর্ণনা করিব। কৃষ্ণভক্তি-রসাস্বাদ হইলে কি সুন্দর না হয়? তৎসম্বন্ধে প্রমাণ হনুমান্ জাম্বুবানাদিকে জানিবেন॥ ৩৯॥

বৈকুণ্ঠ বর্ণন প্রসঙ্গে লৌকিক দৃষ্টান্তের অবতারণারূপ অপরাধ আশঙ্কায় বক্তা ভগবান্‌কে প্রার্থনা করিতেছেন। সর্ব্ব প্রপঞ্চের অতীত সেই বৈকুণ্ঠবাসি সকলের, সেই বৈকুণ্ঠলোকের ও সেই বৈকুণ্ঠনায়কের মাহাত্ম্য সমুদয় প্রপঞ্চান্তর্গত দৃষ্টান্ত সকল দ্বারা কদাপি প্রকাশ করিতে পারা যায় না॥ ৪০—৪১॥

হে ব্রহ্মন্! আপনি সাক্ষাৎ বেদমূর্ত্তি হইলেও প্রপঞ্চাগত হইয়া রহিয়াছেন। আপনার চেতঃ অর্থাৎ বুদ্ধিও সচেতন অচেতন প্রপঞ্চে অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে, তজ্জন্য প্রপঞ্চ দৃষ্টান্ত দ্বারাই আমি আপনাকে বৈকুণ্ঠলোক বুঝাইলাম। ইহাতে যদি আমার কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তবে সর্ব্ব অপরাধহারী হরি আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন॥ ৪২। ৪৩॥

তত্রত্য তাহাদের সকলেরই পরস্পর সাম্য ও তারতম্য

লক্ষিত হয়। কি আশ্চর্য্য! তারতম্য লক্ষিত হইলেও বিরোধ লক্ষিত হয় না॥ ৪৪॥

সেই বৈকুণ্ঠলোকে তত্ত্বতঃ কোন তারতম্য নাই। যদি বা বহির্দৃষ্টি অনুসারে কোন তারতম্য থাকে, তাহাতেও কোন হানি নাই। কারণ তথায় কাহারও মাৎসর্য্যাদি দোষ নাই, অথচ তথায় পরস্পর সৌহার্দ্দ বিনয় সম্মানাদি সহস্র সহস্র গুণ বর্ত্তমান আছে। সেই গুণ সমুদয় স্বাভাবিক নিত্য ও সত্য॥ ৪৫॥

সেই বৈকুণ্ঠবাসিগণ দিব্য অতিদিব্য বিচিত্র বিষয় ভোগ ও নৃত্য গীতাদি সেবন করেন বলিয়া বহির্দৃষ্টি অনুসারে প্রপঞ্চান্তর্গত ভোগবিলাসী বিষয়ী সকলের ন্যায়ই প্রতীত হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা বিষয়ীর ন্যায় নহেন। কারণ প্রপঞ্চাতীত ত্যক্তবিষয়সুখ ব্রহ্মনিষ্ঠগণও বৈকুণ্ঠবাসীর চরণার্চ্চনা করিয়া থাকেন, তবে কি প্রকারে প্রাকৃত সকলের মত তাঁহাদের তুচ্ছ অতিতুচ্ছ বিষয় ভোগ সম্ভব হইতে পারে?

"বৈমানিকাঃ সললনাশ্চরিতানি শশ্বদ্
গায়ন্তি যত্র শমলক্ষপণানি ভর্ত্তুঃ।
অন্তর্জ্জলেঽনুবিকশন্মধুমাধবীনাং
গন্ধেন খণ্ডিতধিয়োঽপ্যনিলং ক্ষিপন্ত" ॥

তথায় সকান্ত বিমান-বিহারিগণ, সরসিবিকশিত বসন্তকালীন ক্ষরিতমকরন্দ পুষ্প সকলের সৌরভে আমোদিত হইয়াও গন্ধপ্রাপক বায়ুকে তিরস্কার পূর্ব্বক প্রভুর গুণগান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাসিগণ নিরতিশয় সুখলাভ করিলেও ভজনানন্দই সম্ভোগ করিয়া থাকেন—

"যৎসঙ্কুলং হরিপদাণতিমাত্রদৃষ্টৈ—
বৈর্দূর্য্যমারকতহেমময়ৈর্বিমানৈঃ।
যেষাং বৃহৎকটিতটাঃ স্মিতশোভিমুখ্যঃ
কৃষ্ণাত্মনাং ন রজ আদধুরুৎস্ময়াদ্যৈঃ॥

যে স্থান, হরিপদে প্রণামমাত্র দ্বারাই প্রাপ্য-বৈদূর্য্য-মারকত-স্বর্ণময় বিমান সমূহে পরিপূর্ণ, তথায় ঈষদ্‌হাস্যমুখী বৃহৎ-কটিতটা যুবতিগণের পরিহাসাদিতেও বৈকুণ্ঠবাসির হৃদয়ে রজোগুণের উদ্রেক হয় না॥ ৪৬॥

যদিও তাঁহারা নির্ব্বিকারিতার প্রান্ত সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন, তথাপি প্রভুর পরম মধুর ঐশ্বর্য্যবিশেষের বিস্তার-রূপ লীলা অনুসরণ করিয়াই বিচিত্র রূপানুকরণাদি-বিকার লীলা বশতই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন॥ ৪৭॥

এই জন্যই বৈকুণ্ঠবাসিগণ পরস্পর সমান হইলেও পৃথগ্‌-বিধ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন। সেই রূপে সেই স্থান ও সেই বিমান সমূহ, এমন কি তত্রত্য সকল পদার্থই বস্তুতঃ ব্রহ্ম-ঘন হইলেও নানারূপে প্রতীত হইয়া থাকে॥ ৪৮॥

কদাচিৎ সেই সেই স্থান ও বিমানাদি স্বর্ণরত্নাদিময় বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে, কখনও বা বিশুদ্ধ মধুরতেজো-ঘনত্ব হেতু ককৃথটী অর্থাৎ কঠিনভূমি হইয়া ঘনীভূতচন্দ্র-জ্যোৎস্নার ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে॥ ৪৯॥

সেই স্থানের স্বরূপ বৈকুণ্ঠপতির অনুগ্রহেই জ্ঞাত হওয়া যায়, অন্য কোন প্রকারে জ্ঞাত হওয়া যায় না। কারণ সেই স্থানের তত্ত্ব ও রূপ মনের দ্বারাও জ্ঞাত হওয়া যায় না, অন্য

ইন্দ্রিয় বা উপায়ের কথা কি বলিব ? কারণ বৈকুণ্ঠস্থ সমস্ত পদার্থই ব্রহ্মঘন ॥ ৫০ ॥

কেহ নিজে অনুভব না করিয়া সমক্ অবগত হইতে পারে না, বাক্য শ্রবণ করিয়া কেহ কিঞ্চিন্ মাত্রই অবগত হইতে পারেন। বিশেষ বলি যে সম্যগ্ রূপ স্বানুভব না হইলে উহা অবগত হওয়া যায় না। যদি বল সাধ্য বস্তুর জ্ঞান না হইলে কি জন্য সাধনের প্রবৃত্তি হইবে ? তাহার উত্তর বলিতেছি, শ্রবণ কর। এতন্মাত্র অর্থাৎ "উহার স্বানুভব ব্যতীত অজ্ঞেয়ত্বরূপে অবগতি" সুখেতেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

বৈকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠস্থ পদার্থ সকল প্রত্যক্ষীভূত হইলে ব্রহ্মানুভব সুখ অতি তুচ্ছ ও লঘু বলিয়া গণিত হয়। তখন স্বয়ংই লজ্জা বশতঃ মোক্ষ সুখ হইতে বিরত হইতে হয় ॥৫২॥

স্বারাম অর্থাৎ আত্মারাম, পূর্ণকাম, সর্ব্বাপেক্ষা-বিবর্জ্জিত, নিজ জ্ঞাতব্য সম্যক্ প্রাপ্ত হইয়াও উহা ত্যাগ পূর্ব্বক বৈষ্ণব সকলের সহিত সঙ্গত হন। কারণ সারাসার বিচার করিলে সকলেই ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিয়া থাকেন। তাহার হেতু আমি তথায় যাইয়া অনুভব করিয়াছি ॥ ৫৩—৫৪ ॥

আমি এবম্ভূত সৌন্দর্য্য বৈভবাদিযুক্ত বৈকুণ্ঠবাসিগণকে নিরীক্ষণ করিয়া চিন্তা করিলাম, যাঁহার সেবকবৃন্দ ঈদৃশ মহিমাযুক্ত, না জানি সেই প্রভু কীদৃশ ? ৫৫ ॥

আমি গোপুর অর্থাৎ পুরদ্বারে বর্ত্তমান থাকায় হর্ষবেগে বারম্বার দণ্ডায়মান ও উপবেশন করিতেছি, এমন সময়ে পার্ষদগণ আগমন করিয়া আমাকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইলেন।

আমি তথায় যাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহা সমস্তই অদ্ভুত। সহস্রবদন দ্বিপরার্দ্ধকালেও উহা বর্ণন করিতে অক্ষম ॥ ৫৬ ॥

প্রতি দ্বারেই দ্বারপালগণ নিজ নিজ অধ্যক্ষকে বিজ্ঞাপিত করিয়া আমায় প্রবেশ করাইতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

দেখিলাম দ্বারপালগণ গমন করিয়া সেই সেই প্রদেশাধিকারিগণকে প্রণাম করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮ ॥

আমিও পূর্ব্বের মত সেই সেই দ্বারপাল সকলের অধিপতিগণকে জগদীশ বিবেচনায় সসম্ভ্রমে প্রণাম ও স্তব করিতে লাগিলাম ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর আমার প্রতি স্নেহযুক্ত পার্ষদগণ, প্রভুর শ্রীবৎসাদি অসাধারণ লক্ষণ সকল ব্যক্ত করিলেন ও স্তবাদি শিক্ষা দিলেন এবং বলিলেন, তুমি প্রভুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণারবিন্দের অগ্রোপরি দৃষ্টিপাত করিবে, নিশ্চল হইয়া একপার্শ্বে দূরে অবস্থিত হইবে, সমস্ত বিকার সম্বরণ করিবে ও কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকিবে ॥ ৬১ ॥

আমি মহা মহা চিত্র বিচিত্র গৃহ ও দ্বারদেশ সত্বর অতিক্রম করিয়া পরমোত্তম অন্তঃপুর বিশেষের মধ্যে এক প্রাসাদবর নিরীক্ষণ করিলাম। ইহা এত উৎকৃষ্ট যে,অন্যান্য প্রাসাদবর্গ যেন তাহার চরণসেবা করিয়া থাকে। সেই প্রাসাদে বিবিধ বিবিধ মহত্ত্ব বিরাজ করিতেছে, তাদৃশ মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা অন্য কুত্রাপি নাই। উহা কোটি চন্দ্রসূর্য্যের কান্তি বিকাশ করিয়া মনোনেত্রের বৃত্তি অপহরণ করিতেছে ॥ ৬২—৬৩ ॥

অনন্তর দেখিলাম, রত্নাবলী-শোভমান স্বর্ণময় সিংহাসন-

রাজোপরি এক কোমল মনোজ্ঞ উজ্জ্বল হংসতুলিকা রহিয়াছে। তদুপরি নিষ্কলঙ্ক পরিপূর্ণ-চন্দ্র হইতেও সুন্দর মৃদু উপাধান রহিয়াছে। নবযৌবনেশ ভগবান্ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেই উপাধানোপরি নিজ বাম কক্ষ ও কফোনি স্থাপন করিয়া সুখে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৬৪—৬৫ ॥

দেখিলাম, তিনি বর্ষণোন্মুখ জলধরের শোভা হরণকারিণী সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময়-অঙ্গকান্তি দ্বারা রত্ন খচিত স্বর্ণবিভূষণ, মালা, বস্ত্র, অনুলেপন, উপাধান, হংসতুলিকা ও সিংহাসনাদি বিভূষিত করিতেছেন ॥ ৬৬ ॥

তিনি কঙ্কণ ও অঙ্গদ সকলেরও বিভূষণ স্বরূপ আয়ত স্থূলবৃত্ত বিলসনশীল ভুজ চতুষ্টয় দ্বারা সুশোভিত। পীত পট্টবসন যুগল তাঁহার অঙ্গ শোভা বর্দ্ধিত করিতেছে। তাঁহার কপোল মণ্ডলেও চারু কুণ্ডল আন্দোলিত হইতেছে ॥ ৬৭ ॥

তাঁহার পীন বক্ষঃস্থল কৌস্তুভমণির আভরণ স্বরূপ। সুশঙ্খের ন্যায় ত্রিরেখাযুক্ত তাঁহার কণ্ঠে মৌক্তিক হার শোভিত হইতেছে। মুখচন্দ্রও স্মিতরূপ অমৃতে পরিপূর্ণ। তিনি উল্লসিত লোচনকোমলে ভঙ্গিপূর্ব্বক অবলোকন করিতেছেন ॥ ৬৮ ॥

দেখিলাম, তাঁহার ধনুরাকার ভ্রূযুগল কৃপাভরে নৃত্য করিতেছে। তাঁহার বামপার্শ্বে আত্মযোগ্যা মহালক্ষ্মী স্মিভ্রমের সহিত দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাম্বূল প্রদান করিতেছেন, ভগবান্ সেই উত্তম তাম্বূল সাদরে গ্রহণ করিয়া চর্ব্বণ করিতেছেন ॥ ৬৯ ॥

তিনি তাম্বূল রঞ্জিত অধরকান্তির সংমিশ্রণে দ্বিগুণিত

সুশোভিত কুন্দ-দর্প-মর্দ্দক দন্তপংক্তিদ্বয়ের দীপ্তি প্রকাশে সমুজ্জ্বল হাসরূপ রাস বিস্তার করিয়াছেন এবং নর্ম্ম বচনভঙ্গি দ্বারা ভক্তবৃন্দের চিত্ত হরণ করিতেছেন ॥ ৭০ ॥

ধরণী দেবী হস্তে পতদ্‌গ্রহ (পিক্‌দানী) ধারণ করিয়া কটাক্ষ ভঙ্গি দ্বারা বারম্বার তাঁহার অর্চ্চনা করিতেছেন এবং সুন্দর অবয়বধারী সুদর্শন গদা শঙ্খ অসি ধনুরাদি অস্ত্র সমুদয়, স্ব স্ব চিহ্ন মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিতেছেন ॥ ৭১ ॥

চামর ব্যজন পাদুকাদি শ্রীপরিচ্ছদগণে সুশোভিতকর ভগবৎসদৃশ রূপযুক্ত সেবকবৃন্দ, আদর ভরে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন ॥ ৭২ ॥

শেষ, সুপর্ণ, বিষ্বক্‌সেন, জয়, বিজয়, নন্দ, সুনন্দ প্রভৃতি পার্ষদ চূড়ামণিগণ ভক্তিনম্র কন্ধরে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক অগ্রে বিচিত্র বাক্যে তাঁহার স্তব করিতেছেন। তথাচ অষ্টম স্কন্ধে

"নন্দঃ সুনন্দোঽথ জয়ো বিজয়ঃ প্রবলোবলঃ।
কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ বিষ্বক্‌সেনঃ পতত্রিরাট্ ॥
জয়ন্তঃ শ্রুতদেবশ্চ পুষ্পদন্তোঽথ সাত্বত" ইতি ॥ ৭৩ ॥

কোন সময়ে প্রভু, শ্রীনারদের অদ্ভুত নৃত্য, বীণা গীতাদির ভঙ্গি চাতুরী দেখিয়া কমলা ও ধরণীর সহিত উচ্চ হাস্য করিতেছেন ॥ ৭৪ ॥

কোন সময়ে তদেকচিত্ত স্বীয় ভক্তগণের আনন্দবিশেষ বৃদ্ধি করিবার জন্য আপন পাদাম্বুজযুগ্ম বিস্তার করিয়া অতি-

সুন্দর আমোদ করিতেছেন "পুংসাং স্বকামায় বিবিক্তমার্গৈ রভ্যর্চ্চতাং কামদুঘাঙ্ঘ্রিপদ্মং। প্রদর্শয়ন্তং কৃপয়া নখেন্দু ময়ূখভিন্নাঙ্গুলি চারুপত্রমিতি" ॥ ৭৫ ॥

আমি দর্শনানন্দভরে পার্ষদগণের উপদেশ বিস্মৃত হইয়া হে গোপাল! হে জীবিত! এইরূপে বারম্বার ঘোষণা করিতে করিতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ধাবমান হইলাম ॥ ৭৬ ॥

এই মোহ দেখিয়া পৃষ্ঠদেশ স্থিত সেই পার্ষদগণ ধৃত করিলে আমি দীনভাবে অতি কাকুতি বিনতি করিতে লাগিলাম। পরে প্রেমাতিরেক বশতঃ মূর্চ্ছিত হইয়া তদগ্রে পতিত হইলাম ॥ ৭৭ ॥

সেই পার্ষদগণ বলপূর্ব্বক উত্থাপিত করিয়া আমায় সচেতন করিলে আমি করযুগল দ্বারা অশ্রু মার্জ্জন করিয়া প্রযত্ন পূর্ব্বক নেত্র উন্মীলন করিলাম ॥ ৭৮ ॥

অনন্তর সেই দয়ালু প্রবর মৃদুগম্ভীর স্বরে বলিলেন বৎস! সুস্থ হও, আগমন কর। আমি ভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দের পরাকাষ্ঠা সম্ভোগ করিলাম ও উন্মাদ-রোগগ্রস্তের ন্যায় বারম্বার নৃত্য করিতে লাগিলাম। পার্ষদগণ পরম প্রয়াসে আমার স্থৈর্য্য সম্পাদন ও সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন ॥ ৭৯—৮০ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন হে বৎস! সুখে আগমন করিয়াছ ত? আমি বহুদিন হইতে তোমায় এই বৈকুণ্ঠে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলাম ॥ ৮১ ॥

হে সখে! তুমি বহু জন্ম ক্ষেপণ করিয়াছ, তথাপি কোন

প্রকারে কিঞ্চিন্মাত্রও আমার প্রতি আভিমুখ্য প্রকাশ কর নাই॥ ৮২ ॥

এই জন্মেই এই পুরুষ আমার প্রতি উন্মুখ হইবে, এই আশায় আমি অজ্ঞের মত নৃত্য করিয়াছি॥ ৮৩ ॥

হে ভ্রাতঃ! আমি আমার নাম কীর্ত্তনাদি কোন প্রকার ছল প্রাপ্ত হই নাই যে, সেই ছল অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বকৃত নিজাজ্ঞারূপ নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াও এই বৈকুণ্ঠলোকে তোমায় লইয়া আসিব॥ ৮৪ ॥

আমার প্রতি তোমার উপেক্ষা দেখিয়া ব্যগ্র ও অনুগ্রহ-কাতর হইলাম। পরে আমি অনাদি ধর্ম্ম মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া নিজ-প্রিয়তম-স্থান সেই শ্রীমদ্‌গোবর্দ্ধনে তোমায় জন্ম গ্রহণ করাইলাম এবং আমিই জয়ন্ত নামে তোমার গুরুরূপে অবতীর্ণ হইলাম। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ভগবৎকৃপা ব্যতীত ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না—যথা শ্রীব্রহ্মা দ্বিতীয় স্কন্ধে বর্ণন করিয়াছেন "যেষাং স ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিত পদো যদি নির্ব্যলীকং। তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং নৈষা মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগাল ভক্ষ্যে"॥ ৮৫—৮৬ ॥

তুমি অদ্য আমার দীর্ঘতম কালের অভিলাষ সম্পূর্ণ করিয়াছ। অতএব এক্ষণে আমার সুখ বর্দ্ধন করিয়া স্থিরভাবে এইস্থানে সুখে বাস কর॥ ৮৭ ॥

শ্রীভগবানের বাক্যরূপ মহাপীযূষ পান করিয়া মত্ত হইলাম। তখন আমি স্তব করিতে পারি নাই এবং কিছু করিতে বা জানিতেও পারি নাই॥ ৮৮ ॥

দেখিলাম আমার সমবয়স্ক গোপবালকবেশধারী কতিপয়

বেণুবাদক প্রভুর অগ্রে বেণু বাদন করিতেছেন। তাঁহারা স্নেহপূর্ণবাক্যে আশ্বাস প্রদান করিয়া আকর্ষণ পূর্ব্বক আমাকেও বেণু বাদনে প্রবর্ত্তিত করিলেন ॥ ৮৯ ॥

আমিও গোবর্দ্ধনপ্রভব নির্বিকার মহাপ্রিয় এই বংশী নিনাদিত করিয়া মহাবৈদগ্ধ্য-সাগর সপরিবার লক্ষ্মীসহিত কৃপানিধি লক্ষ্মীপতিকে সন্তোষিত করিলাম ॥ ৯০ ॥

অনন্তর যথাসময়ে মহাশোভাযুক্ত পার্ষদগণ বহির্গত হইলেন। তথা হইতে নিঃসৃত হইবার ইচ্ছা না থাকিলেও মহালক্ষ্মীর আজ্ঞানুসারে পার্ষদগণ কৌশল করিয়া আমাকেও বহির্দেশে আনয়ন করিলেন; কারণ ভোজন কালে একমাত্র মহালক্ষ্মীরই অবস্থিতি অধিকার ॥ ৯১ ॥

মহাবিভূতি সকল দূরে পরিহার করিয়া এবং নিজস্থিত বিভূতি সকলও অপ্রকাশ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায়ই অকিঞ্চন গোপ-বালকের বেশেই সেই বৈকুণ্ঠে বাস করিতে লাগিলাম ॥ ৯২ ॥

তথায় সচ্চিদানন্দরূপ বিভূতি সকল স্বাধীন এবং যথেচ্ছ সম্যক্ প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ৯৩ ॥

তথায় বৈভবের অপ্রাকট্য হইলেও বৈভব উপস্থিত হয়, বৈভব উপস্থিত হইলেও অকিঞ্চনত্ব উপস্থিত হয়। বৈকুণ্ঠ-লোকের এইরূপই অসাধারণ স্বভাব ॥ ৯৪ ॥

তথাপি প্রবল পূর্ব্বাভ্যাস বলে অকিঞ্চন ভাবে সর্ব্বদা প্রভুর ভজনকেই সুখকর বিবেচনা করিতাম ॥ ৯৫ ॥

তখন আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম যে আমি এক্ষণে ভগবৎকৃপাবলে স্বীয় সমস্ত জন্ম ও কর্ম্মের লভ্য ফলের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছি ॥ ৯৬ ॥

অহো বৈকুণ্ঠলোকে কি সুখ! ইহার স্বরূপই বা কি প্রকার! অর্থাৎ ইহার উপমা নাই। এই পদও দুরূহ অর্থাৎ মনে মনেও তর্ক দ্বারা ইহার নিশ্চয় হয় না, বিশেষ এই পদই মহিষ্ঠ (অর্থাৎ মহত্তম এবং মহাশ্চর্য্যতম। এই বৈকুণ্ঠেশ্বর প্রভুই বা কীদৃক্? বিশেষ এই প্রভুর কৃপাও আশ্চর্য্যতরা ॥ ৯৭ ॥

অনন্তর কৃপাবলে চামরবীজনাদিরূপ সমীপসেবা লাভ করিয়া নিজবংশীবাদন পূর্ব্বক নিরন্তর আমার প্রতি প্রভুর দৃষ্টিপাত জনিত আনন্দভর সম্ভোগ করিতাম ॥ ৯৮ ॥

কোন সময়ে আমি পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ হে কৃষ্ণ! হে গোপাল! এইরূপে বারম্বার নানাভঙ্গি সহকারে উচ্চৈঃস্বরে অনুকীর্ত্তন করিতাম ॥ ৯৯ ॥

আমি সর্ব্বদাই মহামাহাত্ম্যপ্রদর্শক গোকুলাচরিত অর্থাৎ বাল্যলীলা পরমস্তোত্ররূপে গান করিতাম ॥ ১০০ ॥

গান শুনিয়া বৈকুণ্ঠবাসিগণ হাস্য করিতে করিতে বহির্দেশে আগমন করিয়া স্নেহার্দ্র হৃদয়ে আমাকে স্পষ্ট উপদেশ দিতে লাগিলেন ॥ ১০১ ॥

শ্রীবৈকুণ্ঠবাসিগণ বলিলেন হে গোপবালক! "তুমি হে কৃষ্ণ! হে গোপাল!" এইরূপে প্রভুর সাক্ষাতে বাল্যলীলা ঘটিত নগণ্য বিষয় সংকীর্ত্তন করিও না। ব্রহ্মাদিরও পরমেশ্বর এই প্রভুর বহু বহু অদ্ভুত অদ্ভুত মাহাত্ম্য আছে, সেই গুলি শ্লোক রচনা করিয়া গান কর ॥ ১০২ ॥

দুষ্ট পূতনাদির সংহার নিমিত্ত ও শিষ্ট বসুদেবাদির

পালননিমিত্ত এবং কংসকে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত এই প্রভুই গোপবেশ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১০৩ ॥

ভক্তগণ মায়াবর্ণনে আদর প্রকাশ করেন না। যদি বল "মায়াং বর্ণয়তোঽমুষ্য ঈশ্বরস্যানুমোদতঃ। শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং মায়য়াত্মা ন মুহ্যতি" এই প্রমাণের সার্থক্য কি প্রকারে রক্ষিত হয়, ইহার উত্তর দিতেছি। ভক্তির আরম্ভ কালে মায়া বর্ণন যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু ভক্তিফলস্বরূপ বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইলে মায়া বর্ণন যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। তজ্জন্যই শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর, গোকুল লীলা সংকীর্ত্তনে সংকীর্ত্তিত হয়েন না ॥ ১০৪ ॥

তন্মধ্যে কতিপয় বৈকুণ্ঠবাসী বলিলেন প্রভুর গোপালনাদিও একটী অপূর্ব্ব লীলা অর্থাৎ মায়া, এই মায়া ব্রহ্মাণ্ডনির্ম্মাণানুকুল মায়ার ন্যায় নহে। যদি বল ভয়, পলায়ন, অন্যার্থ রোদন, কপটকারুণ্য, ভ্রমণ, গোচারণাদি, এই সকলে কি সুখ আছে যে লীলা বলিয়া গণিত হইবে? এইরূপ আপত্তি এস্থলে অবসর পাইতে পারে না, কারণ এই পরমেশ্বর দুর্বোধাচরিত অর্থাৎ তাঁহার আচরণ কেহই বুঝিতে পারেন না ॥ ১০৫ ॥

এই বাগ্বিবাদে মুখ্য সেবকগণ বিরক্ত হইয়া সকলকে নিবারণ পূর্ব্বক বলিলেন "তোমরা অজ্ঞের ন্যায় কি অসঙ্গত কথা বলিতেছ? ভক্তবাৎসল্য হেতু শ্রীকৃষ্ণ যে কোন কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহাদের সকল গুলিরই সংকীর্ত্তনে মহান্ গুণোদয় হইয়া থাকে ও শ্রীপ্রভু পরিতোষ লাভ করেন "মুহূর্ত্তেনাপি সংহর্ত্তুং শক্তো যদ্যপি দানবান্। মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং

করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ। দর্শনধ্যানসংস্পর্শৈ মৎস্যকূর্ম্ম-বিহঙ্গমাঃ। স্বান্যপত্যানি পুষ্ণন্তি তত্রাহমপি পদ্মজে॥ ১০৬। ১০৭॥

শ্রীগোপকুমার বলিলেন, তাঁহাদের এতাদৃশ বাক্যে বিশেষ প্রথম বক্তার বাক্যে আমার বড়ই লজ্জা উপস্থিত হইল, পরে শেষ বক্তার বাক্যে মন প্রসন্ন হইল বটে কিন্তু মনস্তৃপ্তি হইল না, কারণ বৈকুণ্ঠবাসিদেরও পরস্পর মতানৈক্য অনুভব করিয়াছিলাম॥ ১০৮॥

বৈকুণ্ঠ লোকে নিজ ইষ্টদেবতা শ্রীমদ্ গোপালদেবের চরণারবিন্দদ্বন্দ্বের তাদৃশ রূপ, বিনোদ, পরিবার, পরিচ্ছদ, আক্রীড়, কারুণ্য, প্রভৃতি অনুভব না করিয়া আমার মন দীনবৎ হইল॥ ১০৯॥

তৎক্ষণাৎ সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি সেই বৈকুণ্ঠনাথ আমার মনোভাব অবগত হইয়া নন্দনন্দনরূপ হইলেন, তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মী রাধিকামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন, ধরাদেবী চন্দ্রাবলীর রূপ ও অন্যান্য পার্ষদগণ ব্রজবালকের রূপ ধারণ করিলেন॥ ১১০॥

তথাপি এই ব্রজভূমিতে সপরিবার প্রভুকে বিহরণশীল দেখিলে হৃদয়ে যে আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে, এই বৈকুণ্ঠ-লোকে প্রভুকে নন্দনন্দনমূর্ত্তি দেখিয়াও তদ্রূপ সুখলাভ করিতে পারি নাই, প্রত্যুত মন খিন্নই হইতেছিল॥ ১১১॥

কোন সময়ে তিনি লীলা বশত উপবনে গমন করিয়া গোচারণ লীলার অনুষ্ঠান করিতেন, কখন বা পূর্ব্বের ন্যায় লক্ষ্মী, ধরণী, শেষ ও গরুড়াদি সহিত প্রাসাদ মধ্যে নিজ

আসনে বিরাজ করতেন, কখনও বা সর্ব্বপ্রকারে আমার প্রভুর ন্যায়ই অবলোকিত হইতেন ॥ ১১২ ॥

যদিও আমি সেই বৈকুণ্ঠে আপন ইষ্টদেবকে সন্দর্শন করিতাম, তথাপি আমার মনস্তৃপ্তি হইত না, কারণ আমি বৈকুণ্ঠনাথকে পরমেশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিতাম। আমি পরমদুর্লভ বৈকুণ্ঠলোকে উপস্থিত হইয়াছি, এইরূপ স্মৃতি সর্ব্বদাই আমার হৃদয়ে উদ্ভূত হইত বলিয়াও আমার প্রেমের হানি হইত ॥ ১১৩ ॥

আমি ধ্যানাবলম্বনে গোপাল দেবের করুণাস্বরূপ ও তৎকর্ত্তৃক আলিঙ্গন চুম্বনাদি-সুখ প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু হায়! এই বৈকুণ্ঠপতির সমক্ষে আমার সেই বাসনা সিদ্ধ হইতেছে না! এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি বড়ই ব্যথিত হইতাম ॥ ১১৪ ॥

কোন সময়ে সেই ঈশ, শেষ গরুড়াদি বিশেষ অন্তরঙ্গ সহ কোন নিভৃত স্থানে গমন করিতেন, তখন সেই প্রভুর অদর্শনে সমগ্র বৈকুণ্ঠবাসির শোক উপস্থিত হইত ॥ ১১৫ ॥

কিজন্য প্রভুর অদর্শন হইল? আমি বৈকুণ্ঠবাসিদিগকে এইকথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা পরমরহস্যের ন্যায় এই তত্ত্ব গোপন করিতেন, কেহই স্পষ্ট উত্তর দিতেন না ॥ ১১৬ ॥

শ্রীজগদীশ্বর যেমন অন্তর্হিত হইতেন, অমনি নিমেষ মধ্যেই প্রত্যাগমন করিতেন, অর্থাৎ দর্শনাভাব অনুভব করিতে অবকাশ দিতেন না। কিন্তু সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাল মর্ত্ত্য-লোকে পরমমহৎ বলিয়াই প্রতীত হইত। তৃতীয় স্কন্ধে শ্রীমৈত্রেয় বলিয়াছেন—

"কালোঽয়ং দ্বিপরার্দ্ধাখ্যো নিমেষ উপচর্য্যতে।
অব্যাকৃতস্যেত্যাদি।

এই বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের মধুরতর লীলা অনুসারেই কেবল কালবুদ্ধির উপচার মাত্র হইয়া থাকে, কারণ কালবুদ্ধির বশবর্ত্তী না হইলে রসভোগ হইতে পারে না। বস্তুতঃ তথায় নিমেষাদি প্রকারে আয়ুর্গণনা হইতে পারে না, কারণ বৈকুণ্ঠ অব্যাকৃত অর্থাৎ কালাদিকৃত বিকার রহিত। এক্ষণে প্রকৃত কথা বলিতেছি শ্রবণ কর, সেই বৈকুণ্ঠপতির প্রত্যাগমনমাত্র চন্দ্রোদয়ে রত্নাকরের ন্যায় বৈকুণ্ঠ হর্ষোৎফুল্ল ও বিগত সন্তাপ হইত ॥ ১১৭ ॥

যদিও আমার মন তথায় স্বভাবতঃ শূন্যপ্রায় হইয়াছিল, তথাপি সেই লোকের মহিমা প্রভাবে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় আমার মনের মালিন্য দূরীভূত হইত ॥ ১১৮ ॥

যদিও কোন সময়ে শ্রীমদনগোপালদেবের পাদপদ্ম-যুগলের উপাসনারূপ-পরমফলময় প্রিয়তম কোন লোক-বিশেষ না প্রাপ্ত হওয়ায় আমার মন পূর্ব্বেরই ন্যায় অবসন্ন হইত, তথাপি সেই বৈকুণ্ঠলোকের পরিপূর্ণতা প্রদর্শন করাইয়া স্বয়ংই চিত্তের অস্বাস্থ্যরূপ রোগ দূরীভুত করিতে প্রয়াস করিয়াছিলাম ॥ ১১৯ ॥

এতাদৃশ বৈকুণ্ঠবাস হইতে অন্য কিছুই প্রাপ্যতম নাই। মন! তুমি অপর কি জিজ্ঞাসা করিবে? এই বৈকুণ্ঠলোক-বিষয়ে তুমি ঈষৎ সন্দেহও করিতে পার না ॥ ১২০ ॥

রে চঞ্চলচিত্ত! এই বৈকুণ্ঠলোকে স্বভাব চাঞ্চল্য দূরে নিক্ষেপ কর। এই বৈকুণ্ঠলোক হইতে অন্য কোন উৎকৃষ্ট

বস্তু নাই এবং ইহাকেই পরম ফল বলিয়া জানিবে। শত শত যুক্তিবলে এই বিষয় বিচার করিয়া শান্তি লাভ কর ॥ ১২১ ॥

আমি যখন মনকে প্রবোধিত করিতাম, তখনই আপনাকে সচ্চিদানন্দময় বলিয়া অনুভব করিয়াছি। সেই বৈকুণ্ঠলোকে বৈকুণ্ঠেশ্বরের ভজনা করিয়া সর্ব্বদাই পরম অদ্ভুত নিবিড় সুখ অনুভব করিতাম ॥ ১২২ ॥

এইরূপে তথায় কোন সময়ে উদ্বিগ্ন হইতাম, কখনও বা হর্ষযুক্ত হইতাম। একদা তথায় অবস্থান করিতে করিতে নির্জ্জনে নারদের সহিত সাক্ষাৎ হইল ॥ ১২৩ ॥

দয়ালু চূড়ামণি প্রভুর মহাপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণভক্তি-রস-সাগর বীণাবিনোদী সেই দেবর্ষি নারদ হস্তদ্বারা আমার মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১২৪ ॥

শ্রীভগবান্নারদ বলিলেন হে গোপনন্দন! শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠেশানুকম্পিত! মুখম্লানাদি চিহ্ন দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি কোন বিষয়ের জন্য শোকাতুর হইয়াছ, সেই চিন্তাজ্বরে দীনের ন্যায়ই অবলোকিত হইতেছ ॥ ১২৫ ॥

এই বৈকুণ্ঠলোকে কিরূপে তোমার শোকদুঃখের সঞ্চার হইল? স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত কর, আমার পরম কৌতুহল জন্মিয়াছে। আমি এ পর্য্যন্ত কাহাকেও এস্থলে দুঃখ অনুভব করিতে দেখি নাই ॥ ১২৬ ॥

শ্রীগোপকুমার বলিলেন আমি পরম আপ্ত সুহৃৎ শ্রেষ্ঠ স্বীয়-গুরু-স্থানীয় সেই নারদকে প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ আমার হৃদয়গত বৃত্তান্ত সমগ্র বর্ণন করিলাম ॥ ১২৭ ॥

শ্রীনারদ আমার কথাগুলি সমস্ত শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ নিশ্বাস

ত্যাগ পূর্ব্বক তিনি চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। পরে আমাকে পার্শ্বে আকর্ষণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সকরুণ ভাবে বলিতে লাগিলেন ॥ ১২৮ ॥

শ্রীনারদ বলিলেন "ইহা হইতে কোন পরতর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতর প্রাপ্য নাই" ইহা যে তুমি যুক্তি পংক্তি দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছ, তাহাতে কিছুমাত্র অন্যথা নাই ॥ ১২৯ ॥

তথাপি তুমি যে এইস্থলে স্বীয় ইষ্টদেবের আলিঙ্গন চুম্বনাদি বিনোদ "যাহা ধ্যানাবলম্বনে অনুভব করিয়াছিলে" অনুভব করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তদ্বিষয়ে বলিতেছি ॥ ১৩০ ॥

তাদৃশ বিনোদ সেই প্রভুরও অত্যন্ত সুখপ্রদ, চেতোহর এবং প্রীতিবিশেষের বিষয়। ইহাই গোপ্য বস্তুর শিরোমণি, আমাদেরও সুদুর্লভ, কেবলমাত্র সুপ্রসিদ্ধ ব্রজবাসিবৃন্দের প্রেমবলেই একমাত্র প্রাপ্য ॥ ১৩১ ॥

সেই বিনোদ, প্রপঞ্চ এবং প্রপঞ্চাতীত সকল লোকের উপরি কোন স্থানে স্বীয় ভক্ত সকলের মনোরোচক হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। তুমি জগদীশ্বর বুদ্ধিতে ভক্তি পূর্ব্বক সাধন করিয়া এই বৈকুণ্ঠলোকে উপস্থিত হইয়াছ। এই বৈকুণ্ঠলোকে সেই বিনোদ কি প্রকারে লাভ করিবে ? ভগবানের প্রতি পরম-প্রিয়তম-বুদ্ধি-প্রভাবেই প্রেমসম্পৎ লাভ হয়, সেই প্রেম সম্পদ্বলেই সেই লোক লব্ধ হয় ও সেই সেই বিনোদ অনুভূত হইয়া থাকে ॥ ১৩২ ॥

ভগবৎপরমৈশ্বর্য্যের প্রাপ্ত সীমাপ্রকাশেরএকমাত্র স্থল এই বৈকুণ্ঠে মহাগোপ্যের প্রকটন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? ১৩৩ ॥

সমস্ত শোক পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমদ্‌বৈকুণ্ঠনাথকেই নিজ ইষ্ট বিবেচনা করিয়া ভজনা কর, ভেদ জ্ঞান করিও না ॥ ১৩৪ ॥

তাহা হইলে এস্থলেও তুমি সনাতন অনন্ত পরম মহৎ স্বীয় মনঃপুরক সুখ লাভ করিবে ॥ ১৩৫ ॥

শ্রীগোপকুমার বলিলেন হঠাৎ আমি শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বৈষ্ণববৃন্দের একান্ত-প্রিয় স্বীয়-বুদ্ধি-গোচর বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সকল শ্রীনারদের মুখ হইতে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিলাম ॥ ১৩৬ ॥

গৌরবও লজ্জাবশত আমি তাঁহাকে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিতে পারি নাই বটে, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞবর সেই ভাগবতোত্তম আমার মনোভাব অবগত হইয়াছিলেন ॥ ১৩৭ ॥

তিনি আমার কর্ণ যুগলের ও জিহ্বার সুখবর্দ্ধনার্থ মদীয় হৃদয় স্থিত সমস্ত সন্দেহ সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলেন ॥ ১৩৮ ॥

শ্রীনারদ বলিলেন হে গোপকুমার! তুমি এই বৈকুণ্ঠস্থিত গবাদি পশুগণ পারাবত কোকিলাদি পক্ষিগণ, মন্দার কুন্দাদি বৃক্ষগণ ও লতারাজি এমন কি কীটপতঙ্গাদি যাহা কিছু দেখিতেছ, এই সমস্তকে তামস পার্থিব বলিয়া ধারণা করিও না ॥ ১৩৯ ॥

এই পশুপক্ষ্যাদি সমূহও শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ। ইহারা সকলেই বিচিত্র সচ্চিদানন্দরূপ। সেবানন্দ ভোগ করিবার জন্যই পশুপক্ষ্যাদির রূপ ধারণ করিয়াছেন ॥ ১৪০ ॥

ভাবুকগণ এই বৈকুণ্ঠনাথ ভগবানের যেরূপ বর্ণ যেরূপ আকার নিজপ্রিয়তমত্বরূপে ভাবনা করিয়া ভজন করেন

রূপানুসারে তাঁহারা তাঁহার সারূপ্য এবং নানারূপ আকৃতি ও শোভা প্রাপ্ত হয়েন। যাঁহারা শ্রীরঘুনাথাদির উপাসনা করেন, তাঁহারা মনুষ্যমূর্ত্তি, যাঁহারা শ্রীকপিলাদির উপাসনা করেন, তাঁহারা মুনিমূর্ত্তি, যাঁহারা মন্বন্তরাবতার শ্রীবিষ্ণু সত্যসেনাদির উপাসনা করেন, তাঁহারা দেবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। এইরূপে উপাসনানুসারে কেহ বা মৎস্যসারূপ্য কেহ বা কচ্ছপসারূপ্য কেহ বা বরাহসারূপ্য কেহবা বামন সারূপ্য প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে চরম সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিতেছি, একমাত্র প্রেমভক্তি-বলেই এই বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ মহাবতার ত্রিলোচন, চতুর্ম্মুখ এবং মহাপুরুষ বিগ্রহ সহস্রাক্ষ ও সহস্রবক্ত্র এবং সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু, বহ্নি আদির উপাসনা করেন, তাঁহারা তত্তল্লোকেই তত্তন্মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। চিহ্ন-বেশাদিও তত্তদনুরূপ হইয়া থাকে॥ ১৪১—১৪২—১৪৩—১৪৪॥

যে দেহের পতনে বৈকুণ্ঠ লাভ হইয়াছে, সেই দেহের পতন কালে যাহারা যেরূপ আকার ও বেশে সুশোভিত কৃষ্ণপাদকমল সেবা করিয়াছিলেন, বৈকুণ্ঠে আগমন করিয়াও তাঁহারা সেই সেই বেশ ও আকার শ্রীমদ্ভগবানের প্রিয় বলিয়া পরিগ্রহ করেন। সেই সেই রসও তাঁহাদের হৃদয়-রোচক হইয়া থাকে॥ ১৪৫—১৪৬॥

তাঁহারা এই বৈকুণ্ঠের সর্ব্বত্রেই ঈশ্বর শ্রীনারায়ণকে স্ব স্ব ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি ও বর্ণ বিশিষ্ট বলিয়াই নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বের ন্যায়ই এই বৈকুণ্ঠেও অপরিচ্ছিন্ন ভজনানন্দ বিশেষরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ১৪৭—১৪৮॥

যিনি এই বৈকুণ্ঠেও নিজ ইষ্টতর প্রভুকে পূর্ব্বের ন্যায়ই সর্ব্বদা পরিচ্ছদ বিহার আক্রীড়াদি সুশোভিত দেখিতে ও সেবা করিতে ইচ্ছা করেন,সেই মহযশাদিগেরই ইষ্ট-নিষ্ঠার চরম পাক হইয়াছে জানিবে ॥ ১৪৯—১৫০ ॥

তাঁহারা এই বৈকুণ্ঠেই বর্ত্তমান নিগূঢ় দেশ বিশেষে ও পূর্ব্বের ন্যায়ই নগরাদিতে তাদৃশ স্ব স্ব নাথের ভজন করিয়া সুখ বিস্তার করিয়া থাকেন ॥ ১৫১ ॥

যাঁহারা কোন একটি মূর্ত্তিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন না অর্থাৎ সকল মূর্ত্তিতেই আদর প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা বিশেষগ্রাহী নহেন বলিয়া যে কোন রূপেরই সেবক হইয়া থাকেন ॥ ১৫২ ॥

যাঁহারা লক্ষ্মীপতির অষ্টাক্ষরাদি মন্ত্রে তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলে স্ব স্ব দেহাবসানে এই বৈকুণ্ঠলোক আশ্রয় করেন। বিষ্ণু পুরাণে শ্রীপরাশর বলিয়াছেন—"গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যদয়ো গ্রহাঃ।

অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে দ্বাদশাক্ষরচিন্তকাঃ ॥

এস্থলে দ্বাদশাক্ষর এই পদটি উপলক্ষণপর বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায় যে, অষ্টাক্ষর পঞ্চাক্ষর প্রভৃতি ভগবন্মন্ত্রমাত্রেই বৈকুণ্ঠ প্রদ ॥ ১৫৩ ॥

পরস্পর স্ব স্ব রসের অনৈক্য ও তারতম্য থাকিলেও তাঁহার যথাভিলাষ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৫৪ ॥

যেমন নারায়ণ ও নর, ধরার অবলম্বন ও রত্নস্বরূপ, ইলাবৃতবর্ষাদি প্রসিদ্ধ শ্রীসঙ্কর্ষণাদি ক্ষেত্রপুরাদি প্রসিদ্ধ

শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীরঙ্গনাথাদি এবং শ্রীজামদগ্ন্য ও কপিলাদি, ইঁহারাও তদ্রূপ ধরার অবলম্বন ও রত্নস্বরূপ; কৌতুক বশতঃ প্রতিমাস্বরূপ হইয়া আছেন এবং স্বর্গাদি লোক প্রসিদ্ধ বিষ্ণু ও যজ্ঞেশ্বরাদি, যাহা তুমি দর্শন করিয়া আসিয়াছ এবং মৎস্য, কূর্ম্ম, মহাবরাহ, শ্রীমন্নৃসিংহ বামন এবং অন্যান্য অবতার, তাঁহাদের পরস্পর ঈহা অর্থাৎ চেষ্টার ভেদ থাকে বলিয়াই পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই সচ্চিদানন্দঘন নানাত্ব বিশিষ্ট হইলেও সর্ব্বদা একরূপ।

মহাসংহিতায় বলিয়াছেন—

"তস্য সর্ব্বাবতারেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।
দেহিদেহবিভেদশ্চ ন পরে বিদ্যতে ক্বচিৎ॥
সর্ব্বেঽবতারা ব্যাপ্তাশ্চ সর্ব্বে সূক্ষ্মাশ্চ তত্ত্বতঃ।
ঐশ্বর্য্যযোগাদ্ভগবান্ ক্রীড়ত্যেষ জনার্দ্দনঃ॥

স্বর্গস্থিত বিষ্ণু হইতে বামনদেবের পার্থক্য উদ্দেশ করিয়া পৃথক্ পাঠ করিয়াছেন। সেইরূপ মৎস্যাদিরও কালকর্ম্মাদি ভেদে ও পুরাণভেদে অনেকত্ব অবগত হওয়া যায়। এক মহামীন যুগান্তকালে প্রলয় সমুদ্রে আবির্ভূত হইয়া বেদাদি রক্ষা করিয়াছিলেন, অন্য মহামীন মায়িক আকস্মিক-প্রলয়সমুদ্রে আবির্ভূত হইয়া সত্যব্রতকে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, এক কূর্ম্ম অমৃত মন্থনকালে মন্দরপর্ব্বত পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন, অন্য কূর্ম্ম সর্ব্বদাই ক্ষিতি ধারণ করিয়া আছেন। এক বরাহ সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া পৃথিবী উদ্ধার পূর্ব্বক জলে নিঃক্ষেপ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, অন্য বরাহ আকস্মিক প্রলয় সমুদ্রে

পৃথিবী নিমগ্না হইলে সেই পৃথিবীর উদ্ধারার্থ আবির্ভূত হইয়া হিরণ্যাক্ষকে সংহার করিলেন ও স্বর্গে গমন করিলেন। অন্য এক যজ্ঞাঙ্গ বরাহ যজ্ঞাদির প্রবর্ত্তক ও ধরাধর, তিনি ধরণীকে পুরাণ শ্রবণ করাইয়া যোগবলে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। অন্য এক বরাহ বিষমা পৃথিবীকে সমভূমি করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়া দন্তাঘাতে পর্ব্বত সকল চূর্ণ করিলেন ও বরাহরূপধারিণী ধরণীর সহিত ক্রীড়া করিয়া পুত্র দ্বয় উৎপাদন করিয়াছিলেন, পরে নরসিংহমূর্ত্তিতে লীন হইয়াছিলেন। আর এক বরাহ অধোদেশে পৃথিবী ধারণ করিতেছেন। নৃসিংহদেবেরও মাতৃচক্র প্রমথন, হিরণ্যকশিপু প্রমথন, মার্জ্জাররূপ ধারণ, ইত্যাদিরূপে অনেকত্ব সহস্রনামস্তোত্রাদিতে প্রসিদ্ধ আছে। বামনদেবও ধুন্ধু ও বলির ছলনার্থ বার দ্বয় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এইরূপে হয়গ্রীব ও হংস ইহাদেরও দুইটি দুইটি করিয়া প্রসিদ্ধি আছে॥ ১৫৫—১৫৬—১৫৭॥

যদি বল একের নানাত্ব মায়া দ্বারাই ঘটিত হইয়া থাকে, হে মহাভাগ! তোমার এই আশঙ্কা নিরাস করিতেছি। ভগবদ্রূপের নানাত্ব জীবরূপ নানাত্বের ন্যায় মায়িক নহে, কিন্তু সচ্চিদ্বিলাস স্বরূপ-শক্তি-দর্শিত ও নানাবিধ উপাসকবর্গের বিচিত্র ভাব জনিত, অর্থাৎ বিচিত্র আশ্চর্য্যরস সাগর ভগবানের বিচিত্র লীলা-হেতু জায়মান বিচিত্ররুচিবিশিষ্ট উপাসক সকলের ভাব নানাবিধই হইয়া থাকে, সুতরাং ভগবদ্রূপ সকলও নানারূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে। একমাত্র মূর্ত্তিরই অপেক্ষাকারি উপাসক সকলের ভাববিশেষ অনুসারে

অতিশয় দর্শনৌৎসুক্য উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ সেই উপাস্যেরই তাঁহার সমীপে সাক্ষান্নিত্যত্ব, সত্যত্ব, ব্যাপকত্বাদি সুসঙ্গত হইয়া থাকে। এই প্রকারে অখিল উপাসকেরই মনঃপূর্ত্তি হইয়া থাকে, অন্যথা ভগবানের ভক্তবাৎসল্য-মহিমার হানি-প্রসঙ্গ-রূপ দোষ উপস্থিত হইতে পারে। ভগবদ্রূপ সকলের মধ্যে কোন একটির অনিত্যত্ব, অসত্যত্ব, ও সর্ব্বত্র অব্যাপ্যত্ব সংঘটিত হইলে সেই মূর্ত্তির উপাসক সকলের মহান্ অনর্থ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ১৫৮ ॥

সলিলে বিম্বস্বরূপ সূর্য্যের যে বহু বহু প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, সেই প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের সকলগুলিই মায়িক অর্থাৎ মিথ্যা, সেইরূপ চৈতন্যস্বরূপ বিম্বের অন্তঃকরণে প্রতিবিম্ব স্বরূপ জীব সমুদায়ও মায়িক হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অবতার সকল বিম্ব প্রতিবিম্বরূপ ন্যায় অনুসারে মায়িক নহে, কারণ বিম্ব প্রতিবিম্ব ন্যায় স্বীকার করিলে একমাত্র অবতারীরই বিম্বত্ব প্রতিপাদিত হইয়া থাকে, অবতার সকলের বিম্বত্ব না হইয়া প্রতিবিম্বিতত্ব প্রতিপাদিত হয়, সুতরাং মায়িকত্বরূপ দোষ আপতিত হইবে ও ভক্তহৃদয়দাহক অনিত্যত্বাদি দোষও সেই সঙ্গে উপস্থিত হইবে। কারণ সকল অবতারগুলিই সচ্চিদানন্দময় বিম্বস্বরূপ। এ সম্বন্ধে আমি অনুরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি, যেমন আকাশস্থ একমাত্র অদ্বয় সূর্য্যকে সকল দর্শকই স্ব স্ব প্রদেশে স্ব স্ব দৃশ্যস্বরূপে বহু প্রকার নিরীক্ষণ করেন এবং সূর্য্যের নানাবিধ উপাসকগণও নানাবিধ তদীয় রূপ, বর্ণ, ও লক্ষণাদি তত্ত্ব ভাবনা করেন এবং স্ব স্ব ভাববিশেষানুরূপ কেহ কেহ

সূর্য্যকে তেজোঘনমণ্ডলরূপ, কেহ কেহ বা রক্তবর্ণ চতুর্ভুজ-ধারী, কেহ বা কমলযুগল শোভিত দ্বিভুজ বিশিষ্ট বলিয়া ভাবনা করিয়া থাকেন, তথাপি এস্থলে যেরূপ মায়িকত্ব গন্ধ নাই, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তগণ কর্ত্তৃক অনুভূয়মান অবতারবৃন্দও ভক্তচক্ষুতে মায়িকত্বশূন্য ও গন্ধশূন্য অর্থাৎ সর্ব্বথা সত্য বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে॥ ১৫৯॥

এক্ষণে স্পষ্ট অন্য এক দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে সমর্থন করিতেছি, জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যলব্ধ জ্ঞান পৃথক্ এবং সেই জ্ঞানরূপ সাধনের সাধ্য সুখ ও পৃথক্, তথাপি ব্রহ্মাতাদাত্ম্যে অর্থাৎ মোক্ষাবস্থায় উক্ত উভয়ের ঐক্য সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। জ্ঞান ও সুখের তৎকাল পার্থক্য দূরীভূত হয়, অন্যথা ব্রহ্মে অদ্বৈত বিঘাতক ভেদ অবশ্যই উপস্থিত হইবে। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা জ্ঞান ও সুখের মত অবতার সকলের প্রত্যেকেরই স্বসিদ্ধ সত্যত্ব সুসিদ্ধ হইবে। অতএব বরাহ পুরাণে—

"ন তস্য প্রাকৃতা মূর্ত্তির্মাংসমেদোঽস্থিসম্ভবা।

ন যোগিত্বাদীশ্বরত্বাৎ সত্যরূপোঽচ্যুতো বিভুঃ"॥ ১৬০॥

এই প্রকারে নানাস্থানে ও স্বপ্নমনোরথাদিতে দৃশ্যমান কৃষ্ণের ও কৃষ্ণপার্ষদ শ্রীশেষগরুড়াদির ও তাঁহার পদ শ্রীবৈকুণ্ঠাদির একত্ব, অনেকত্ব, সত্যত্ব সুসঙ্গত হইয়া থাকে। কোন একটি রূপ তোষিত হইলে সকলগুলিও পরিতুষ্ট হয়॥ ১৬১—১৬২॥

এক বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীকৃষ্ণই বদরী আদি ক্ষেত্রেতে স্বস্ব সেবকবর্গের সন্তোষ বিধানার্থ সেই সেই রূপাদি-সম্বলিত

হইয়া বিরাজ করিতেছেন। আদিপদ দ্বারা বুঝাইতেছে যে সেই সেই ক্ষেত্রে তত্তদনুরূপ ভূষণ লীলাদিও প্রকটিত আছে। এই রূপে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের মহিমাবিশেষ উক্ত হইয়াছে। শ্রীগোলোকনাথের সহিত বৈকুণ্ঠনাথের অভেদ অভিপ্রায়েই বৈকুণ্ঠনাথে শ্রীকৃষ্ণ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, কারণ এই বৈকুণ্ঠনাথই অবতারী ॥ ১৬৩ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীব্রহ্মা অঘহন্তা শ্রীকৃষ্ণের বৎস ও গোপবালকগণ অপহরণ করিয়া নানাত্ব অনুভব করিয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণই বৎস ও বালকের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া গোপ ও গোগণের চিত্তস্বাস্থ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সকল নানামূর্ত্তি মায়িক নহে, কারণ সকল গুলিই ব্রহ্মা, সত্যত্বরূপেই নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। আমিও দ্বারাবতী পুরীতে সমস্ত প্রাসাদেই পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম। এ স্থলেও শ্রীকৃষ্ণের নানামূর্ত্তি মায়িক নহে। কারণ মায়াবলে অর্থাৎ যোগবলে সৌভরি প্রভৃতি সিদ্ধগণও নানামূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিতে পারেন। অতএব যোগিগণের দেহান্তর গ্রহণের ন্যায় পরমেশ্বরের দেহান্তর গ্রহণ মায়িক নহে অর্থাৎ সর্ব্ব বিলক্ষণ ও সত্যসিদ্ধ ॥ ১৬৪ ॥

যাঁহারা অতদীয় নহেন অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত নহেন, তাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পারমেশ্বরী অদ্ভুত শক্তি তর্কদ্বারা নিশ্চয় করিতে পারেন না। কিন্তু একান্ত ভক্তগণ সেই দুর্বিতর্ক্য শক্তি সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারেন। ভক্তহৃদয়ে কোন গূঢ় রহস্যও অব্যক্ত থাকে না। ক্রমে ক্রমে একান্তিতাও দৃঢ়মূলে সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৬৫ ॥

শ্রীরাধাদি ও শ্রীরুক্মিণ্যাদি সহস্র সহস্র পত্নী সকলেই যুগপৎ খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিলে একই ভগবান্ এক সময়েই সেই সমস্ত খাদ্য উপভোগ করেন। প্রেয়সীগণ তৎকালে প্রত্যেকেই বিবেচনা করেন্ যে, ইনি অগ্রেই মৎপ্রদত্ত খাদ্য ভোজন করিতেছেন, অহো আমার কি সৌভাগ্য ! বল্লভ আমার গৃহ ব্যতীত অন্যত্র গমন করেন না। শ্রীকৃষ্ণ প্রেম-বিশেষের বিস্তারচাতুর্য্যে তাঁহাদের সকলেরই প্রিয় আচরণ করিয়া থাকেন। এইরূপ প্রিয় আচরণ কদাচ মায়িক হইতে পারে না ॥ ১৬৬ ॥

কোন সময়ে কোন কোন জীবেতে তাঁহার শক্তির প্রবেশ হয় বলিয়া তাঁহার যে আবেশ অবতার হইয়া থাকে, সেই গুলিকেও পণ্ডিতগণ সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া থাকেন ॥ ১৬৭ ॥

শ্রীভগবতার-রূপের তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া তাঁহার প্রিয়তমা শ্রীমহালক্ষ্মীরও প্রসঙ্গক্রমে তত্ত্ব নিরূপণ করিতেছেন। যেমন বৈকুণ্ঠেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই অবতারিত্ব-ধর্ম্মহেতু শ্রীবিষ্ণু আদি অবতার হইতে উত্তরোত্তর মহাবিষ্ণু আদি নানা সংজ্ঞা সৃষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ তাঁহার নিত্যপ্রিয়া সান্দ্র-সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহা মহালক্ষ্মীরও অবতারভেদে নানা সংজ্ঞা হইয়া থাকে। বিষ্ণু পুরাণে—"নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী। যথা সর্ব্বগতোবিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তমাঃ" ॥ তথা—

"দেবত্বে দেবদেহোঽয়ং মনুষ্যত্বে চ মানুষী।
বিষ্ণোর্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্ ॥ ১৬৮ ॥

সেই মহালক্ষ্মী সর্ব্বদাই তৎপরা হইয়া ভগবদ্বক্ষঃস্থলেই

বাস করেন। তাঁহার অবতার সকল ও স্বর্গাদিস্থিত শ্রীবিষ্ণু আদির প্রিয়ারূপে সমীপেই বাস করিয়া থাকেন। এইস্থলে কৃষ্ণের অবতারবৃন্দের যেরূপ ভগবত্তা তারতম্য, সেইরূপ মহালক্ষ্মীর অবতার সকলেরও তারতম্য হইয়া থাকে॥ ১৬৯॥

সেই মহালক্ষ্মীমূর্ত্তি সকলের মধ্যে যিনি সর্ব্বসম্পৎ অর্থাৎ লোকপালাদি বিভূতিরও অধীশ্বরী এবং অণিমাদি সিদ্ধিমতী, সেই ঐশ্বর্য্যপ্রদা দেবীই মুমুক্ষু, মুক্ত ও ভক্তগণের উপেক্ষণীয়া॥ ১৭০॥

যে লক্ষ্মী চঞ্চলা অর্থাৎ দুর্ব্বাসসাদির অভিশাপে ইতস্ততঃ তিরোহিত ও আবির্ভূত হয়েন, সেই লক্ষ্মী হইতে অর্ব্বাচীন নবীন ভক্তগণও ভগবানের অধিকতর প্রিয়, কিন্তু সেই চঞ্চলা লক্ষ্মীও ভগবৎপরিগৃহীতা বলিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলেই অবস্থান করেন এবং অমৃতমথনাদি কালে শ্রুত হইয়া থাকেন। ভগবৎপরা ও ভগবৎপ্রিয়তমা মহালক্ষ্মী সর্ব্বদাই তাঁহার বক্ষঃস্থলে পরম-স্থিরতর-ভাবে বাস করিয়া থাকেন এবং ভগবানেরই ন্যায় ভক্তসকল কর্ত্তৃক সর্ব্বদা আরাধিত হইয়া থাকেন। তিনি কোন ক্রমেই উপেক্ষণীয়া হইতে পারেন না॥ ১৭১॥

মহালক্ষ্মী যেরূপ ভগবানের প্রিয়া, ধরণী দেবীও তদ্রূপ ভগবানের প্রিয়া এবং সচ্চিদানন্দবিগ্রহা। এইরূপ শ্রীশিব দুর্গাদি ও ভৈরবচামুণ্ডাদি দেবতাগকেও ভগবানের শক্তি বলিয়া জানিবে॥ ১৭২॥

ভগবচ্ছক্তি কোনস্থলে মহাবিভূতি শব্দেতে কোনস্থলে বা যোগমায়া শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন॥ ১৭৩॥

যিনি সান্দ্র সচ্চিদানন্দ বিলাসের বৈভবস্বরূপা, নিত্যা, সত্যা, অনাদি, অনন্তা, অনির্ব্বচনীয়স্বরূপা অর্থাৎ দুর্বিতর্ক্যা। সেই শক্তিই ভগবদ্ভজনানন্দের বৈচিত্রী অর্থাৎ নানা মধুরাশ্চর্য্য-প্রকারের আবির্ভাবয়িত্রী। সেই শক্তি তাদৃশ ভক্তিরও বিবিধ রসবিশেষের আবির্ভাবন করিয়া সর্ব্বদাই নব নব মধুর মধুর ভজনানন্দ বিস্তার করিয়া থাকেন। সেই শক্তি, অদ্বিতীয় এক পরব্রহ্মরূপ সেই ভগবানের বিবিধরূপ সমূহের এবং তত্ত্বতঃ একত্ব অনেকত্বাদির, সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদির, বিচিত্রলীলা প্রকারাদির সর্ব্বদা সত্যতা আবির্ভাবন করিয়া থাকেন ॥ ১৭৪—১৭৫ ॥

সেই শক্তি প্রভাবেই শ্রীশেষ গরুড়াদি ভক্তবৃন্দের, শ্রবণ কীর্ত্তনাদি রূপা ভক্তির, শ্রীবৈকুণ্ঠলোকের, কর্ম্ম অর্থাৎ ভগবদাচরিত সকলেরও সেই সেই বিশেষ বৈচিত্রী সম্পাদিত হইয়া থাকে ॥ ১৭৬ ॥

বিশুদ্ধ ভক্তি বিশিষ্ট শুদ্ধ সেবকগণই সেই শক্তি ও সেই শক্তির চেষ্টা অবগত হইতে পারেন। শুষ্ক-দুস্তর্ক-গুণে যাঁহাদের মানস কলুষিত হইয়াছে, তাঁহারা সেই শক্তি-তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না ॥ ১৭৭ ॥

উক্ত প্রকারা সেই মহাশক্তি "পরা এবং অপরা" এই শক্তিদ্বয় মধ্যে পরাশক্তি বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদ স্তুতিতে ব্যক্ত আছে—

সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বাত্মন্ যা শক্তিরপরা তব।
গুণাশ্রয়া নমস্তস্যৈ শাশ্বতায়ৈ সুরেশ্বর ॥

ব্যতীতগোচরা বাচাং মনসাঞ্চ বিশেষণা।
জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদ্যা বন্দে তামীশ্বরীং পরাং ॥

ইহার মধ্যে যে অপরা নাম্নী শক্তি উল্লিখিত হইয়াছে, উহা জড়রূপা। পরা নাম্নী শক্তি বাক্য ও মনের অগোচরা, কারণ এই পরাশক্তি জাতিগুণক্রিয়াদিরূপ বিশেষণ রহিতা, ও পরব্রহ্মস্বরূপা, কিন্তু এই পরা শক্তিই সর্ব্বভাসকত্ববলে জ্ঞানী এবং জ্ঞান এই উভয়কে বাহ্য ঘটপটাদির ন্যায় প্রকাশিত করিয়া থাকে এবং ইহারই তর্কবিতর্ক-সামর্থ্যের অনধিকৃত অসাধারণ মহত্ত্ববলেই কেবল-জ্ঞাননিষ্ঠ-জ্ঞানিগণের জ্ঞান সঙ্কোচিত হইয়া যায়। বিশুদ্ধ-ভক্তি-ভাগ্‌গণই চিত্ত দ্বারা উঁহাকে অবগত হইতে পারেন। ঐ শক্তিকে ঈশ্বরের স্বরূপভূতা বলিয়াই জানিবে। কারণ ঈশ্বরেরই ন্যায় উঁহাতে নিত্যত্বাদি ধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে, এই জন্যই তাঁহাকে "ঈশ্বরী" এই বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। এই শক্তিই ঈশ্বরাদির নানাবিধ বৈচিত্র্য প্রদর্শিত করিয়া থাকেন। উপরোক্ত শ্লোকে যে "পরা" এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে তাহার অর্থ "চিদ্বিলাসরূপা"। পৌরাণিক সকল ইহাকে প্রকৃতি বলিয়া আখ্যান করিয়াছেন, কারণ এই শক্তিই ভগবানের স্বাভাবিকী অর্থাৎ সহজা ॥ ১৭৮ ॥

সেই পরাখ্য শক্তির তৎকৃত অর্থের অর্থাৎ কার্য্যের ভেদে বহুবিধ অংশ অর্থাৎ ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে, ভক্তি, ভক্ত, ভজনাদি বিষয়ক রস, ভাব ও রূপাদিভেদেও উক্ত শক্তির বহুবিধ ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে এবং জ্ঞান ও কর্ম্মাদি ভেদেও তত্তৎকারণরূপা শক্তির বিবিধ বিশেষ দৃষ্ট

হইয়া থাকে । এই জন্যই পরাশরাদি ইহার বহুত্ব বর্ণন করিয়াছেন ।—

"শক্তয়ঃ সর্ব্বভূতানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু স্বর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ ॥
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ ! পাবকস্য যথোষ্ণতা ॥

শ্রীধরস্বামিপাদ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন । মণি মন্ত্রাদির শক্তি সকল অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর অর্থাৎ কার্য্যের অন্যথানুপপত্তিরূপ প্রমাণের প্রমেয় স্বরূপ । অথবা অচিন্ত্য অর্থাৎ ভিন্নাভিন্নত্বাদিরূপ বিকল্প সমূহ দ্বারা যাহার স্বরূপ নিশ্চিত হইতে পারে না, কেবল অর্থাপত্তি প্রমাণ দ্বারাই প্রমিত হইয়া থাকে । জড়েতেও যেরূপ অচিন্ত্য শক্তি আছে, সেইরূপ ব্রহ্ম অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর ও অগ্নির দাহকত্ব শক্তির ন্যায় সর্গাদ্যা অর্থাৎ সর্গাদির হেতুভূতা ভাবশক্তি অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ শক্তি সকল বর্ত্তমান আছে । শ্রুতি বলিয়াছেন—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ ইতি ॥

অগ্নির উষ্ণতাশক্তির ন্যায় সমস্ত ভাবেরই অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর শক্তি আছে বটে, কিন্তু ব্রহ্মের সেই শক্তি সমুদয়,স্বরূপ হইতে অভিন্ন । মণিমন্ত্রাদি প্রভাবে অগ্নির উষ্ণতাদি বিহত হইয়া যায় কিন্তু তাঁহার অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তি সমুদয় কোন প্রকারেই বিহত হইবার যোগ্য নহে, অতএব তাঁহার ঐশ্বর্য্য নিত্য ও নিরঙ্কুশ ॥ তথাচ শ্রুতিঃ—

"সদা অয়মস্য সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ।
সর্ব্বস্যাধিপতিরিত্যাদি ॥

ত্রিগুণময়ী মায়া, চিদ্বিলাসরূপা সেই শক্তির ছায়া ॥ ১৭৯ ॥

মায়াই মিথ্যারূপ প্রপঞ্চের অর্থাৎ কার্য্যকারণের জননী। কারণ মায়া মিথ্যাভূতা এবং মিথ্যাভ্রান্তিরূপতমঃস্বরূপা। উক্ত মায়া অনিরূপ্যা অর্থাৎ "এইরূপ" এই প্রকারে যাহাকে ব্যক্ত করা যায় না, চিচ্ছক্তির ছায়ারূপা বলিয়া যাহাকে আদ্যা বলা যায়। এই মায়াই জীবের সংসারকারিণী ॥ ১৮০ ॥

যে মূর্ত্তিমতী মায়া অষ্টম আবরণের অধিষ্ঠাত্রী অর্থাৎ অধিকারিণী। কার্য্যস্বরূপ বিকারের অসংযোগে তাহাকে প্রকৃতিও বলা যায়; কারণ প্রকৃতি বিকৃতির প্রতিযোগিনী ॥ ১৮১ ॥

যাহাকে অতিক্রম করিলেই মুক্তি ও ভক্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে, যাহা দ্বারা ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় মিথ্যা এই বিশ্ব উৎপাদিত হইয়া থাকে ॥ ১৮২ ॥

শক্তি দ্বারা যাহা সম্পাদিত হয়, তাহা স্থির ও সত্য বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত, কর্দ্দম ও সৌভরি আদির তপোযোগ-জনিত বিমান ও অট্টালিকাদি ॥ ১৮৩ ॥

যোগীশ্বর সকলও যাঁহার পাদপদ্ম অর্চ্চনা করিয়া থাকেন তপস্যাদি সমগ্র সৎকর্ম্মের একমাত্র ফলপ্রদ সেই শ্রীকৃষ্ণের সেই শক্তি দ্বারা যাহা জনিত হয়, তাহাও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়ই নিত্য সত্য বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ১৮৪ ॥

এই রূপে অবতারী ভগবান্ গোলোকনাথ সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত, অবতার বদরীনাথ শ্রীনারায়ণাদির ভেদ নাই। এই জন্যই অবতারবৃন্দ তাঁহার ন্যায়ই নিত্য সত্য বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন ॥ ১৮৫ ॥

যদিও অবতার সকল শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, তথাপি সেই শ্রীকৃষ্ণ নিখিলাবতারের সমষ্টিরূপ অর্থাৎ নিখিল অবতার-সমষ্টি তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিতেই বিরাজ করিয়া থাকেন, কারণ তিনিই সর্ব্ব অবতারের বীজস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ, অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন স্বকীয় সর্ব্ববিলক্ষণ ভগ*শব্দেরবাচ্য-সমূহ দ্বারা "যাদৃশ ভগ অন্য কোন অবতারেই বর্ত্তমান নাই" ও বিবিধ মহত্ত্ব দ্বারা সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ১৮৬ ॥

বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণও অবতারী এই কথা শুনা যায়, তবে কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের মহিমাতিশয় সম্ভব হইতে পারে? শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইলেও বিস্তার্য্যমান মধুর মনোজ্ঞ অর্থাৎ সর্ব্বচিত্তাকর্ষক মাহাত্ম্যবর্গ দ্বারা সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হইতেছেন। যদি বল অবতারবৃন্দ ও অবতারী হইতে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যবর্গ কিরূপে পরমোৎকৃষ্ট হইতে পারে? বলিতেছি শ্রবণ কর, যাঁহাদের হৃদয় শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-ভক্তিবলে আর্দ্র হইয়াছে, তাঁহারাই উঁহার মাহাত্ম্যবর্গ অবগত হইতে পারেন। বদরীনাথ শ্রীনারায়ণাদি অবতার এবং বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণ অবতারী পরমেশ্বর। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অবতার এবং অবতারী এই উভয়রূপে জয়যুক্ত হইয়া থাকেন। এই জন্যই

---

* ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য (বীর্য্যস্য) যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা। ইতি ॥ ১৮৬ ॥

অবতারত্ব হেতু বিবিধ লীলাদি মাধুরীর এবং অবতারিত্ব হেতু পরমৈশ্বর্য্যাদির এককালে একত্র সমাবেশ হইয়া থাকে, এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যদিও দুষ্ট দমনাদি লীলাতে যে মাধুরী তাহা তর্ক দ্বারা নিশ্চয় করিতে পারে না, তথাপি বিচার করিলে জানা যায় যে, তিনি দুষ্ট দমনাদি লীলা দ্বারা পরমানুগ্রহ প্রকাশ করিয়া মাধুর্য্যাভাবজনিত দুঃখ উপশমিত করিয়া থাকেন॥ ১৮৭॥

সেই অবতার সকলের সেবকগণ স্ব স্ব প্রিয়সেবার অনুগত পরম মহৎ সুখ লাভ করিয়া থাকেন॥ ১৮৮॥

শ্রীভগবান্, উপাসনা অনুসারে ফল প্রদান করিয়া থাকেন। সাধ্য লাভ হেতু কাহারও চিত্তের অপরিতোষ উৎপন্ন হয় না॥ ১৮৯॥

বিচিত্র লীলার বিভব বিশিষ্ট কোটি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীরাশয় সেই শ্রীকৃষ্ণ কিজন্য ভক্তবৃন্দ-হৃদয়ে বিচিত্র বিচিত্র রুচিদানরূপ লীলাবৈভব বিস্তার করিয়াছেন; ইহা কেহই তর্ক দ্বারা নিশ্চয় করিতে পারে না॥ ১৯০॥

বিচিত্র রুচি অনুসারে বিচিত্রফল দান করিলেও তাঁহার কৃপার মহিষ্ঠতা অর্থাৎ পরম মহিমাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। তারতম্য থাকিলেও নিখিল ভক্ত নিজ নিজ ভক্তিমার্গানুবর্ত্তি-ভাব-বলে স্পর্দ্ধা মদমাৎসর্য্যাদি শূন্য ও পরস্পর প্রীত্যাশক্ত হইয়া যথারুচি চরম-কাষ্ঠাগত সেবাসুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ১৯১॥

যদি বল, ন্যূন সুখেও পূর্ণসুখবুদ্ধি অজ্ঞান প্রভাবেই হইয়া থাকে, ইহার উত্তর করিতেছি শ্রবণ কর। সাংসারিকগণ

তুচ্ছ সুখেও পূর্ণ সুখ জ্ঞান করে এবং যতিগণ স্বরূপ-মাত্র জ্ঞান দ্বারা মোক্ষরূপ তুচ্ছ সুখ অনুভব করেন। কিন্তু সচ্চিদানন্দঘন ভক্তগণ তদ্রূপ অর্থাৎ তদ্দৃষ্টান্ত অনুযায়ী হইয়া স্বল্পসুখে বহুসুখ জ্ঞান করেন না; কারণ তাঁহারা সচ্চিদানন্দঘনাত্মা, অর্থাৎ তাঁহাদের স্বরূপই সচ্চিদানন্দ-ঘন, সচ্চিদানন্দঘন-স্বরূপে প্রতিযোগী অজ্ঞানের সত্তা লাভের সম্ভব হইতে পারে না ॥ ১৯২ ॥

যদি বল সুখানুভবের তারতম্য না থাকিলে পূর্ব্ব কথিত তারতম্য অর্থাৎ অল্পসুখেও বহু-সুখ-বুদ্ধি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? বলিতেছি শ্রবণ কর। স্ব স্ব সেবা অনুসারে যে নানাবিধ ভাববিশেষ প্রফুল্ল হইয়া থাকে, সেই সেই ভাবরূপ-রসনিচয়ের সজাত্যনুরূপ সুখের বৈচিত্র্য থাকে বলিয়া ফল-স্বরূপ সুখাদিরও তারতম্য কল্পিত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ সুখাদির ন্যূনাধিকতা নাই। শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তি-প্রকারের মধ্যেও বৈকুণ্ঠে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ পাদসম্বাহন, কেশ-প্রসাধন, দ্বারপালনাদি সেবা প্রকারের মধ্যে যিনি যে প্রকারে ভগবদ্রূপের প্রীতিভরে প্রিয় অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনি তদ্রূপে প্রেম-বিশেষ-বুদ্ধিতে নিজসেবানুরূপ সুখ-পরম-কাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েন। তথায় স্ব স্ব রুচি অনুসারে শ্রবণাদির ও পাদসম্বাহনাদির তারতম্য থাকে বলিয়া অনুভূত সুখের এবং অনুভবিতার তারতম্য হইয়া থাকে ॥ ১৯৩ ॥

যদি বল বৈকুণ্ঠ সেবকগণও যদি সচ্চিদানন্দ ঘন হইল, তবে সেব্য সেবকভাব কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ইহার উত্তর বলিতেছি। এই বৈকুণ্ঠবাসিগণ মধ্যে কেহ কেহ

(শেষ গরুড়াদি) নিত্য পার্ষদ, অন্যান্য (জয় বিজয়, ভরত প্রিয়ব্রতাদি) সাধন করিয়া এই বৈকুণ্ঠে সমাগত হইয়াছেন ॥ ১৯৪ ॥

এই উভয় প্রকার বৈকুণ্ঠবাসি মধ্যে ভজনানন্দের সাম্য থাকিলেও অত্যল্পমাত্র ভেদ আছে, কারণ বাহ্যভাবে কেহ কেহ দূরে থাকেন, কেহ কেহ বা অন্তরীণ ভাবে পার্শ্বে থাকেন, এমন কি কেহ কেহ বা ভূতলাদি অবতরণ কালে প্রভুর সঙ্গে গমনাদিও করিয়া থাকেন ॥ ১৯৫ ॥

এই প্রকারে ভগবানের সহিত আধুনিকগণের ভেদ সিদ্ধ হইতে পারে, কারণ তাঁহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভ্যাস বলে স্বতই সেবকতা সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু নিত্যগণের কি প্রকারে ভেদ সিদ্ধ হইবে? বলিতেছি শ্রবণ কর, যেমন নিত্যত্ব-হেতু নিত্যসেবকগণের ভগবানের সহিত নিত্য সাম্য হইয়া থাকে, সেইরূপ ভগবান্ ও নিত্যপার্ষদগণ এই উভয়ের সেব্যসেবকতাও স্বভাবতঃ নিত্যা ও সত্যা বলিয়া জানিবে ॥ ১৯৬ ॥

সচ্চিদানন্দ নিবিড়ত্বহেতু ভগবানের সহিত নিত্যসেবক-গণের সাম্য থাকিলেও ভজনানন্দ মাধুরীরূপা কোন আকর্ষণীবিদ্যা সেবকগণকে অচিন্তনীয় নানা মাধুর্য্যসাগর শ্রীকৃষ্ণ পাদকোমলের দাসরূপে সর্ব্বদাই পরিণমিত করিয়া থাকে ॥ ১৯৭—১৯৮ ॥

সচ্চিদানন্দ ঘন নারায়ণাদি অশেষ অবতার সহ, গোলোক-নাথ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্ন হইলেও সেই গোলোকপতি স্বীয় অনির্ব্বচনীয় সুপ্রসিদ্ধ বিবিধ বিবিধ মহত্ত্ব দ্বারা তাঁহাদের অপেক্ষা স্বভাবতই বিশিষ্ট হইয়া থাকেন। পৌরাণিকগণ

ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অবতারিত্ব হেতু নারায়ণাদি হইতে তাহার বিশেষ যেরূপ স্বতই সিদ্ধ হইতে পারে, সেইরূপ অবতারত্বেও বিচিত্র লীলামাধুরী বৈশিষ্ট্য দ্বারা অন্যান্য অবতার অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে। ভগবত্তার উপযুক্ত স্বাভাবিক পরমৈশ্বর্য্য-বিশেষ-হেতু এবং অনন্য-সাধারণ মধুর মধুর বিচিত্র সৌন্দর্য্যাদি-মহিমাবিশেষ-বলে পার্ষদ সমূহ অপেক্ষা ভগবান্ স্বতই সর্ব্বতোভাবে বিশিষ্ট। অন্যথা পার্ষদগণ বিচিত্র ভজন রস অনুভব করিতে পারেন না ॥ ১৯৯ ॥

কেহ কেহ বলেন শ্রীকৃষ্ণ সুসচ্চিদানন্দ-ঘনৈকমূর্ত্তি, কারণ তিনি পরং ব্রহ্ম। তাঁহার পার্ষদগণ ব্রহ্মময় এবং বিমুক্ত অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি হেতু কোন বিশেষ মুক্তি-ভাক্ ॥ ২০০ ॥

ভগবদ্ভজনরূপ আনন্দ বিশেষের নিমিত্ত তাঁহারা ভগবানের চিদ্বিলাসস্বরূপ শক্তি হেতু লীলা বশতঃ বিগ্রহ ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ২০১ ॥

শ্রীগোপকুমার বলিলেন অনন্তর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হে ভগবন্! ধরাতলে মহাপ্রভুর যে যে শ্রীপ্রতিমা বিরাজ করিতেছেন সেই গুলি সকলেই কি নীলাচল-পতি পুরুষোত্তম-দেবের ন্যায় সচ্চিদানন্দ ঘন? ॥ ২০২ ॥

তিনি বলিলেন, সান্দ্র-সচ্চিদানন্দবিগ্রহ এক ভগবান্, ভক্ত-সকলের প্রতি কৃপা বিতরণার্থ তত্তদ্রূপে লীলা বশতঃ বর্ষ ও পূর্য্যাদিতে বিরাজ করিতেছেন ॥ ২০৩ ॥

ধর্ম্ম কর্ম্ম যোগাদিতে নিরপেক্ষ অর্থাৎ উদাসীন হইয়া

সেই সেই প্রতিমার অর্চ্চনা করিলে কি দোষ হইতে পারে? অর্থাৎ কোন দোষই হইতে পারে না, বরং জানা যায় যে কোনরূপে প্রতিমার্চ্চনা করিলে মহালাভই হইয়া থাকে। আমার এইরূপই বোধ হইয়া থাকে ॥ ২০৪ ॥

হে ভগবন্! তবে কি জন্য পুরাণাদিতে সেই সেই উক্তি শ্রবণ করা যায়। যথা—

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মনমীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥
অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়া হনঘে।
নৈব তুষ্যেহর্চ্চিতোহর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ ॥

এই সকল বাক্য অপ্রমাণ হইতে পারে না, কারণ এই বাক্যগুলি মহতের মুখ হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে ॥ ২০৫ ॥

এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক ভগবৎপূজাদি মার্গের আদি গুরু সেই নারদ উত্থিত হইয়া পরমানন্দভরে আমায় আলিঙ্গন করিয়া উত্তর করিলেন ॥ ২০৬ ॥

শ্রীনারদ বলিলেন,সাক্ষাদ্ভগবানের সমান যে যে সচ্চিদানন্দঘন প্রতিমা আমি উল্লিখিত করিয়াছি, তাঁহাদের অর্চ্চনামাহাত্ম্য দূরে থাকুক, যাঁহারা স্বধর্ম্মাদির প্রতি অনাসক্ত হইয়া বা পরিত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বুদ্ধিতে পুরাতনী অথবা আধুনিকী কিম্বা কৃত্রিমা প্রতিমারও ভজনা করেন, তাঁহাদের পাতিত্যাদিঅর্থাৎ স্বধর্ম্মত্যাগহেতু সদাচারভ্রংশ, অনধিকারিতা, পূজাপ্রকারাদির অজ্ঞান এবং ইহকালে

লোকসমাজে অপূজ্যতা, পরকালে নরকপাত আদি দোষ, আপতিত হইতে পারে না,—

"মৎকর্ম্ম কুর্ব্বতাং পুংসাং ক্রিয়ালোপো ভবেদ্‌যদি।

তেষাং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি তিস্রঃ কোট্যো মহর্ষয়ঃ॥

প্রত্যুত তাঁহারা মহান্ গুণ সঞ্চয়ই করিয়া থাকেন। কারণ ভগবৎসেবাই উত্তমা ভক্তি এবং এই সেবাই পরম মহৎ ফল॥ ২০৭—২০৯॥

ভগবদ্‌দৃষ্টিতে তৃণেরও উপাসনা অর্থাৎ জলসেক প্রণামাদি দ্বারা পরিচর্য্যা করিলেও সিদ্ধি অর্থাৎ সর্ব্বার্থ প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তখন একবারমাত্র ভগবন্নামাভাস উচ্চারণ বা শ্রবণ করিলে যে ততোধিক ফল লাভ হইবে, এ সম্বন্ধে কি বক্তব্য হইতেপারে? ॥ ২১০॥

আরও বলি শ্রবণ কর। যখন তৃণাদি নগণ্য পদার্থকে ঈশ্বর-বুদ্ধিতে সেবা করিলেও সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে, তখন ভগবানের স্মারক অর্থাৎ আকারাদি সাদৃশ্যহেতু তাঁহার স্মৃতিজনক ও ধ্যাতৃগণের ধ্যানসম্পাদক, ভগবানের অধিষ্ঠান এবং আবাহনাদি মন্ত্র সকল দ্বারা সংস্কৃত ভগবৎ-প্রতিমার অর্চ্চনা করিলে দোষাদির আবিষ্কাররূপ তর্ক কিরূপে অবসর পাইতে পারে? যদি বল মন্ত্রসংস্কৃত দারুশিলাদির ঈদৃক্‌ফলজনকত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এরূপ আশঙ্কা করিও না, কারণ মণি মন্ত্র ঔষধি সকলের প্রভাব অচিন্তনীয়। মন্ত্রপ্রভাববলে দারুশিলাদি সংস্কৃত হইলে তাঁহাদিগকে জড়রূপে জ্ঞান করা শিষ্ট কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ প্রতিমা সকলই সাধক সকলের মানসপটে সুন্দর সর্ব্বাঙ্গোপাঙ্গাদি

সহ উদিত হইয়া অনায়াসে ভাবনা অর্থাৎ ধ্যান চরিতার্থ করিয়া থাকেন। ঐ ভগবৎপ্রতিমাই নববিধ ভক্তির পদ ॥ ২১১ ॥

যদি বল বৈষ্ণববিষয়ক অপরাধ ঘটিলে ভগবৎপূজায় ফল সিদ্ধ হয় না, এ সম্বন্ধে উত্তর করিতেছি। যাঁহারা কৃষ্ণ-প্রতিমার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা কদাপি কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব সকলের প্রতি অনাদর প্রকাশ করেন না, কারণ ভক্তিপ্রবৃত্তি হইলে বৈষ্ণব সকল সহ স্বভাবতঃ প্রীতিই উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি বা কখন বৈষ্ণব সকলের প্রতি অনাদর ঘটিয়া থাকে তাহারও কারণ বলিতেছি, যৎকালে কৃষ্ণপূজায় ব্যাপৃত থাকেন, সেই সময়েই কদাচিৎ বৈষ্ণব অপরাধ ঘটিতে পারে, কিন্তু বৈষ্ণবগণ সেই অপরাধ গ্রহণ করেন না, বরং তাঁহার প্রশংসাই করিয়া থাকেন ॥ ২১২ ॥

যে সমস্ত লোক হরির প্রতিমাকে হরির কৃত্রিম অধিষ্ঠান বলিয়া ভেদবুদ্ধিতে অর্থাৎ ইহা সাক্ষাৎ হরি নহে, হরির প্রতিমামাত্র এইরূপ পার্থক্য-বুদ্ধি-বশতঃ প্রস্তর-কাষ্ঠ-জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে, সেই সমস্ত সর্ব্বভূতের অবমাননকারী লোকগণই হরিভক্ত সকলের অবমাননা করিয়া থাকে এবং তাহারাই পূজাগর্ব্বে প্রভুর আজ্ঞাস্বরূপ বেদবাক্য লঙ্ঘন করিয়া থাকে ॥ ২১৩—২১৪ ॥

যাহারা কেবল হরির অর্চ্চার অর্থাৎ প্রতিমামাত্রেরই পূজা করিয়া থাকে তাহারাই প্রাকৃত ভক্ত, "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে" এই প্রমাণের তাহারাই বিষয়, সেই মন্দবুদ্ধি লোক

সমুদায়ই শাস্ত্র কথিত পূজাফল প্রাপ্ত হয় না, ভস্মে ঘৃত প্রক্ষেপ করে মাত্র। ভগবান্‌ও তাহাদের পূজা স্বীকার করেন না। সপ্তমস্কন্ধে শ্রীনৃসিংহস্তুতিতে শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন—

"নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদ্ অবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্‌যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ" ॥

ইহার এইরূপ অর্থ" আমার প্রভু অথবা জীবমাত্রেরই প্রভু এই শ্রীনৃসিংহদেব করুণ হইয়াও (জীব সকলের যাহা কিছু হইতে পারে, সমস্তই নৃসিংহদেবের অধিকৃত) যাহারা মূর্খ অর্থাৎ প্রস্তরাদিবুদ্ধিতে শ্রীভগবানের পূজা করিয়া থাকে এবং মিথ্যা অভিমানভরে বৈষ্ণব সকলের ও সর্ব্বভূতের অবমাননা করিয়া থাকে, এতাদৃশ জীব সকলের পূজা স্বীকার করেন না। শ্রীনারদ চতুর্থস্কন্ধে বর্ণন করিয়াছেন—

ন ভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যা
হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ।
শ্রুতধনকুলকর্ম্মণাং মদৈর্যে
বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎস্থিতি ॥

কারণ সেই ভগবান্ নিজ লাভ দ্বারা অর্থাৎ স্বকীয় স্বাভাবিক ঘনানন্দ অনুভব দ্বারা সন্তৃপ্ত আছেন। কিন্তু সেই ভগবান্ নিজলাভ পূর্ণ হইয়াও বিদ্বৎকৃত পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

অর্থাৎ ভক্তবাৎসল্যগুণে নিজ স্বভাবেরও অতিক্রম করিয়া থাকেন। কি আশ্চর্য্য! তিনি সর্ব্বতোভাবে অভাবাৎপরিগৃহীত হইয়াও স্বীয় ভক্তবর্গ প্রদত্ত প্রেমসম্পত্তি বা পূজালাভে পরিপূর্ণ হইয়া থাকেন। তিনি ভক্তবর্গ-প্রদত্ত ভোগসম্পত্তি দ্বারা পরিপূর্ণ থাকেন বলিয়া অন্যকৃত অর্থাৎ অভক্তকৃত পূজার অপেক্ষা করেন না। যদি বল ধনব্যয়াদি দ্বারা যাহা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা কিরূপে ব্যর্থ হইতে পারে? উত্তর বলিতেছি শ্রবণ কর, পূজকের ধনব্যয়াদি ব্যর্থ হয় না, কারণ ধনব্যয়াদি দ্বারা যাঁহারা ভগবানের যেরূপ পূজাদ্রব্য অর্থাৎ মান অর্পণ করিয়া থাকেন, সেই সকল দ্রব্য ভগবানের নিমিত্ত অর্পিত হয় না, কিন্তু নিজ হিতের নিমিত্তই অবসানে পরিণত হইয়া থাকে। যেমন মুখমণ্ডলে যেরূপ তিলকাদি শোভার্থ ধারণ করা যায়, দর্পণে তদনুরূপই প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফলিতার্থ এই যে, যেরূপ ধনব্যয় করিয়া পূজা করা যায়, কর্ম্মফল তাদৃশই হইয়া থাকে। কিন্তু সেই ফল গৌণ মাত্র, কারণ উহা ভগবৎপ্রীত্যর্থে অর্পিত হয় নাই, নিজের কোন ঐহিক পারত্রিক ফল কামনায় অর্পিত হইয়াছে। পূজাকালে যে দ্রব্য ভগবৎপ্রীত্যর্থে অর্পিত হয় ও ভগবান্ স্বীকার করেন, সেই ভগবৎ স্বীকাররূপ ফলই মুখ্যফল বলিয়া গণিত হইয়া থাকে। বিশেষত অবিদ্বান্ জন ভগবান্‌কে যাহা কিছু অর্পণ করে, তৎ সমুদয় কেবল নিজ হিতার্থই প্রয়োগ করে। আরও বলি, বিদ্বান্ ব্যক্তিও যদি আত্মহিতার্থ ভগবান্‌কে কোন দ্রব্য অর্পণ করেন, তাহাও দর্পণে মুখশ্রীর ন্যায় আভাসতুল্য অর্থাৎ অতিতুচ্ছমাত্রই

হইয়া থাকে। অতএব স্থির হইল যে, কেবল শ্রীভগবৎ-প্রীতির উদ্দেশে যাহা কিছু করা যায় তাহারই ফল পরমোত্তম। সেই ফলরূপ প্রেমসম্পত্তি-বলে শ্রীবৈকুণ্ঠাদি-লাভ দ্বারা সর্ব্বদাই ভগবানের সন্দর্শন ও তাঁহার সহিত বিহার আদি অনির্ব্বচনীয় অসমোর্দ্ধ সুখ লাভ হইয়া থাকে। যদি বল ভগবান্ পূর্ণ ইহা সত্য, কিন্তু পূজকের হিতার্থ তৎপ্রদত্ত পূজা কি জন্য গ্রহণ করেন না? এ সম্বন্ধে বলিতেছি শ্রবণ কর, হিতাহিত বিবেকশূন্য অবিদ্বান্ ভগবৎপূজার্থ ধনব্যয় করিয়া কোন সময়ে শোকার্ত্ত হইয়া থাকে, তজ্জন্যই শ্রীভগবান্ দয়াপরবশ হইয়াই যেন তৎকৃত পূজার অপেক্ষা করেন না, প্রাকৃতিক ফলদানে পরিশোধ করিয়া থাকেন। অথবা যাহারা অবিদ্বান্ অর্থাৎ পূজা প্রকার অবগত নহে অর্থাৎ ভূতহিংসাদি দ্বারা পূজা করিয়া থাকে, তাহাদেরও পূজা গ্রহণ করেন না। যদি বল সর্ব্বদেব শিরোমণি হইয়া কি জন্য পূজকের হিতানুষ্ঠান করেন না? এ সম্বন্ধে বলিতেছি শ্রবণ কর, ভূতদ্রোহী পূজকের হিত সাধন করিলে অন্যান্য ভূতের অহিত আচরণ করা হইয়া থাকে, অতএব পরমদয়ালুর ইহা উচিত হয় না। এক্ষণে শ্লোকার্থ বলিতেছি। সেই মন্দবুদ্ধিগণ সর্ব্বভক্ত হইতে অধম তাহারাই শাস্ত্রকথিত পূজা-ফল প্রাপ্ত হয় না॥ ২১৫॥

যদি বল ভগবৎপূজা কোনমতেই বিফল হইতে পারে না, তবে কি জন্য নিন্দার সম্ভব হইবে? উত্তর দিতেছি শ্রবণ কর। যাঁহারা ভগবৎপ্রতিমার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই অর্চ্চনার ফলও স্বভাবত নির্দ্দোষ মহাবিষয়ভোগাদিরূপই

উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই অর্চ্চনার ফলটি অন্যান্য অশেষ সৎকর্ম্মের ফল হইতে গুরুতর ও উত্তম ॥ ২১৬ ॥

যদি বল উক্তরূপ সুন্দর ফল যাহা হইতে লাভ করা যায় তাহা কিরূপে নিন্দনীয় হইবে? বলিতেছি, শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ-বিষয়ক প্রেমসম্পত্তি-বলে তদীয় বৈকুণ্ঠাদি লোক প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার সহিত যে বিহার, এই সকলই ভগবৎপূজার উপযুক্ত ফল। পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে পূজা করিলে তৎসন্দর্শনাদি ফল লাভ হয় না, এই জন্যই একান্ত ভক্তবর্গ নিন্দা করিয়াছেন। পুরাণাদিতেও প্রসঙ্গক্রমে নিন্দিত হইয়াছে ॥ ২১৭ ॥

পুরাণাদিতে প্রতিমাপূজকের নিন্দাসূচক যে সকল বচন শ্রবণ করা যায় তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ সকল বচন প্রতিমাপূজকের ন্যূনতাদি-বাচক-মাত্র। সমগ্র প্রতিমা-পূজকের নিন্দাপর নহে ॥ ২১৮ ॥

তথাপি যে কোন প্রকারে ভগবানের অর্চ্চনা করিলে তাদৃশ তুচ্ছ ফল কোনরূপেই সম্ভূত হইতে পারে না, কারণ

"বাসুদেবে মনো যস্য জপহোমার্চ্চনাদিষু।
তস্যান্তরায়ো মৈত্রেয়! দেবেন্দ্রত্বাদিকং ফলং" ॥

এই প্রমাণ দ্বারা পূজামাত্রেরই মহৎফল-জনকত্ব শ্রুত হইতেছে, এই রূপ যদি আশঙ্কা কর, তাহারও তাৎপর্য্য বলিতেছি, প্রস্তরাদিজ্ঞানে ভগবানের সহিত ভেদবুদ্ধিযুক্ত হউক, মহাভিমানে স্বেচ্ছাচারী হউক, ভূতবর্গের অবমাননকারীই হউক, বৈষ্ণব সকলের প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশকই হউক অর্থাৎ যেরূপ ব্যবহারই করুক যদি সেই পূজা সর্ব্বথা না পরিত্যাগ

করে, তবে সেই পূজানিষ্ঠাপ্রভাবে চিত্ত শোধিত হইলে অল্পকালপরেই তাঁহাদের অভিমানাদি অশেষ দোষ বিলীন হইয়া যায় অর্থাৎ তাঁহারা শুদ্ধ ভক্তিমান্ হয়েন। যাঁহারা দম্ভপূর্ব্বক তাদৃশী পূজা করিয়া ফল লাভ করিলে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা বহুকাল পরে উত্তম বলিয়া গণিত হয়েন। যদি বল অনাদর হেতু বৈষ্ণব অপরাধ সংঘটিত হইলে কিপ্রকারে উত্তমত্ব সম্ভূত হইতে পারে ? তাহার কারণ বলিতেছি, তাদৃশ উত্তমত্ব কৃষ্ণভক্তরূপ মহৎসকলের অনুগ্রহেই সঞ্জাত হইয়া থাকে। যদি বল তাদৃশ পুরুষ সমূহের প্রতি মহৎ সকলের সাধারণত উপেক্ষাই দেখা যায়, এ বিষয়ে বলিতেছি শ্রবণ কর, বৈষ্ণব সকল অপরাধকারীর ভগবদর্চ্চনারূপ গুণমাত্রেই গ্রহণ করেন, তজ্জন্য অপরাধীর প্রতি দণ্ড প্রদান করা দূরে থাকুক, তাঁহারা অনুগ্রহই করিয়া থাকেন ॥ ২১৯—২২০ ॥

যেমন সকাম ভক্তগণ বিষয়ভোগাদিরূপ তুচ্ছ ফল উপভোগ করিয়া কালক্রমে ভক্তিপ্রভাবে যোগ্যফল প্রাপ্ত হয়েন সেইরূপ তাঁহারাও কালক্রমে উত্তম ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২২১ ॥

যেমন সকাম ভক্তিতে তৎকালে উত্তম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না অর্থাৎ বিলম্বে উত্তম ফল লাভ হয়, তজ্জন্যই শুদ্ধ ভক্তিমান্গণ তাঁহাদের নিন্দা করিয়া থাকেন, সেইরূপ পূজক সকল ও উত্তম পূজক সকল কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়া থাকেন ॥ ২২২ ॥

সেই শুদ্ধ ভক্তগণ "ভগবচ্চরণাব্জ যুগলের সর্ব্বদা

সন্দর্শন এবং তাঁহার সহিত ক্রীড়া ও বিহারাদিরূপ আনন্দ-লাভাদি” এই সকলকেই ভক্তির মুখ্য ফল বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন॥ ২২৩॥

সেই প্রেমভক্তগণ ভগবচ্চরণাব্জের সন্দর্শনবিষয়ে লব-পরিমাণ কালও বিলম্ব সহ্য করিতে পারেন না, এমন কি সেই ভগবান্‌ও অল্পকালের জন্য তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারেন না॥ ২২৪॥

সেই ভগবান্ হইতে অন্যান্য অর্থাৎ ভগবৎসন্দর্শন-ব্যতিরিক্ত পরম তুচ্ছ সমগ্র কামফল, এমন কি মুক্তিও অনায়াসে লাভ করা যইতে পারে। কিন্তু তিনি সেই প্রেমলক্ষণা ভক্তি সহজে প্রদান করেন না। শ্রীশুকদেব পঞ্চমস্কন্ধে বলিয়াছেন—

“রাজন্! পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ! ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগমিতি॥২২৫॥

ভক্তিপ্রসাদে ভগবান্ ভক্তসকলের অধীন হইয়া থাকেন। এইরূপ স্বাতন্ত্র্যহানি বশতই যেন মহেশ্বর সকলকে সেই প্রেমভক্তি প্রদান করেন না। “ইহা অপরের মত জানিবে”॥ ২২৬॥

এক্ষণে স্বমত প্রকাশ করিতেছি। ভগবানের মহা-প্রিয়তমজনের আনুগত্য কোনরূপ দুঃখ ও দোষ উৎপাদন করে না, বরং ঐ মহাপ্রেষ্ঠজনের আনুগত্য, প্রমোদ এবং নিজ

ভক্তবৎসলত্বাদি মহাকীর্ত্তিরূপ-গুণসকলই বিস্তার করিয়া থাকে ॥ ২২৭ ॥

অধিক কি বলিব ? সেই প্রেষ্ঠজনানুবশ্যতা নাগরশেখর শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয়া এবং শ্রীভগবত্ত্বসীমার চরমকাষ্ঠাস্বরূপা। এমন কি শ্রীভগবান্ আত্মারামতা পূর্ণকামতা মহাযোগেশ্বরতা আদি স্বগুণসকলকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তথাপি উক্ত প্রেষ্ঠজনানুবশ্যতা কদাপি পরিত্যাগ করিতে পারেন না, প্রত্যুত অতি আদরপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া থাকেন ॥ ২২৮ ॥

প্রেমভক্তির পরিপাকদশায় বিরহাগ্নিবৈকুল্যরূপ ভাব-বিশেষে যাদৃশী সম্পৎ সমুদ্গত হয়, তাহা বিচার করিলে অবগত হওয়া যায় যে, সেই সম্পৎ মহাপ্রহর্ষ-সাম্রাজ্যের অর্থাৎ মহাপ্রহর্ষে মহাবৈভবেরও মস্তকোপরি সুখে নৃত্য করিয়া থাকে ॥ ২২৯ ॥

তথাপি স্বভাবতঃ সেই সম্পৎ বাহ্যে মহার্ত্তি শোক ও সন্তাপচিহ্ন প্রকটিত করিয়া থাকে। উক্তরূপ আর্ত্তিশোক-সন্তাপাদি বাহিরেই লক্ষিত হয়, অন্তরে অর্থাৎ তত্ত্বতঃ শোকসন্তাপাদির কোন সম্পর্কই থাকে না। অন্যথা তাদৃশী সম্পত্তির ব্রহ্মানন্দ তুচ্ছকারিত্বরূপ দৃঢ় ধর্ম্মের অপলাপ-রূপ অসঙ্গত্য উপস্থিত হইতে পারে। ভক্তের সেই অবস্থা বাহ্য হইলেও ভগবান্ উহা সহ্য করিতে পারেন না, কারণ প্রিয়তম প্রিয়তমজন-বিষয়ক মিথ্যাদুঃখও কোন মতে সহ্য করিতে পারেন না ॥ ২৩০ ॥

বহির্দৃষ্টিপর লোকসকল প্রেমভক্তির পরিণামজ আর্ত্ত-নাদাদিরূপ স্বভাব অবলোকন করিয়া পরমভ্রান্তিগ্রস্ত হইয়া

থাকে। তাহারা চিন্তা করে যে এই স্থান পরমদুঃখময় কি পরমসুখময়? সুতরাং তাহারা ভক্তিবিষয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া ভক্ত সকলকে উপহাস করিয়া থাকে। তজ্জন্যই যেন ভগবান্ তাহাদিগকে প্রেমভক্তি প্রদান করেন না॥ ২৩১॥

স্বর্গাদি অর্থাৎ স্বর্গ স্বর্গস্থ বিবিধভোগ ভূ পাতাল ও মহর্লোকাদি সুলভই হইয়া থাকে, এমন কি মুমুক্ষুগণ যাহাকে বহু প্রযত্নে প্রতিপাদন করিয়া থাকেন সেই মোক্ষ ও সুলভ। তাৎপর্য্য এই যে, স্বর্গাদিভোগ কাচস্থানীয়, মোক্ষ স্বর্ণস্থানীয়, প্রেমভক্তি চিন্তামণি স্থানীয়, অর্থাৎ কাচ ও স্বর্ণ যত্ন করিলেই পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু চিন্তামণি পরম দুর্লভ, "চিন্তামণি" হস্তগত করা দূরে থাকুক, দর্শন করিতেও পাওয়া যায় না! ২৩২॥

ভগবান্ কদাচিৎ সেই প্রেমভক্তি প্রেমভক্তিরূপ-একমাত্র পদার্থে লালসাযুক্ত লোকব্যবহারাতীত কোন মহাশয় পুরুষকেই প্রদান করিয়া থাকেন॥ ২৩৩॥

আমরাও সেই প্রেমভক্তির পরিপাকজ ভাববিশেষের তত্ত্ব নির্ব্বচনপূর্ব্বক ব্যক্ত করিতে পারি না। ভাগবতাদি সচ্ছাস্ত্রের ন্যায় ভক্তিপ্রবৃত্তিরূপ-অর্থ-তৎপর সাধুগণ উহার তত্ত্ব পরমানন্দ-পরিপাকময়তারূপে নিরূপণ করিলেও "তাহার স্বভাব প্রলয়াগ্নিকোটিতুল্য" এই কথা শ্রবণ করিয়াই ভয়বশতঃ অবুদ্ধিগণ তাহাতে অনুরাগ প্রকাশ করে না। অর্থাৎ অজ্ঞ সমীপে উহা বিরুদ্ধের ন্যায়ই প্রতীত হইয়া থাকে। যদি বল সেই ভাববিশেষ যখন তত্ত্বতঃ পরমানন্দপরিপাকময়, তখন তাহার বাহ্য স্বভাব পরমসন্তাপ-

ময় হইলে কোন ক্ষতি নাই, এইরূপ যে আশঙ্কা করিতেছ, তাহার তাৎপর্য্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। বাহ্যে সন্তাপময় হইলে যদিও কোন ক্ষতি নাই তথাপি অজ্ঞ সমীপে উহার তত্ত্ব বর্ণন করিলেই দুঃখশঙ্কায় তৎপর না হইয়া তাহারা দুঃখাভাবময়ী মুক্তিতেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ২৩৪ ॥

সেই ভাবের মাহাত্ম্য ও মাধুর্য্য রসবেত্তৃগণই অবগত আছেন। নারদ বলিলেন "আমিও সেই তত্ত্ব অবগত নহি" "নারদের ইহা বিনয় পরিপাটী-মাত্র" তিনি বলিলেন। তুমিও শ্রীগোকুলনাথের প্রসাদে সেই তত্ত্ব অবগত হইবে। কারণ তুমি গোকুলভূমিতে বিহার করিয়া থাক ॥ ২৩৫ ॥

গ্রন্থকার নারদকে প্রণাম করিতেছেন—

গূঢ়া বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমণিমঞ্জুষিকা হঠাৎ।
স্ফুটমুদ্ঘাটিতা যেন তং প্রপন্নোঽস্মি নারদং ॥

শ্রীগোপকুমার বলিলেন, নারদের বাক্য শ্রবণে নিজ ইষ্ট দেবতা শ্রীগোপালদেবের চরণারবিন্দদর্শনে অতীব উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত হইল ॥ ২৩৬ ॥

তৎক্ষণাৎ আমাকে তাদৃশ ভাববিশেষ ও তাহার দর্শন এই উভয়ের আশাবাত্যায় শোকার্ণবে নিমগ্ন ও উন্মত্তপ্রায় অবলোকন করিয়া সান্ত্বনা পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ২৩৭ ॥

শ্রীনারদ বলিলেন যদিও এই বৈকুণ্ঠলোকে এই মহগোপ্য বর্ণন করা কর্ত্তব্য নহে, তথাপি তোমার এই কাতরতা দেখিয়া বলিতে বাধ্য হইলাম ॥ ২৩৮ ॥

এই শ্রীনারায়ণ-পুরীর অল্পদূরে শ্রীরঘুপতির অযোধ্যা-

নাম্নী পুরী বিলসিত হইতেছে। ঐ দেখ অযোধ্যাপুরীর দূরদেশে শ্রীমথুরাপুরীর সদৃশী দ্বারাবতী নাম্নী যদুপতির পুরী প্রকাশ পাইতেছে। তুমি ঐ দ্বারাবতীতে গমন করিয়া নিজ-প্রিয়দেবকে সাক্ষাৎ দর্শন কর॥ ২৩৯॥

শ্রীরামচন্দ্র-পাদপদ্মরসিক সেবকগণ যেরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন, অযোধ্যা গমনের সেই উপায় প্রথমে শ্রবণ কর॥ ২৪০॥

সর্ব্ব অবতারবীজ গোকুলপতি সাক্ষাদ্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা-বিশেষে অর্থাৎ শ্রীমদনগোপালদৈবত দশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা শ্রীরঘুনাথ-পাদপদ্মাদি যদিও লাভ করা যায় বটে, তথাপি শ্রীরঘুবীরের দণ্ডকারণ্য কণ্টকচিহ্ন-কৃত-শোভাযুক্ত চরণারবিন্দ যুগলের রসলাভার্থ পৃথগ্ভাবেই উপদেশ করিতেছি। যদ্যপি সর্ব্ব অবতারবীজ শ্রীমদনগোপাল দেবের প্রতি ভক্তিবলে সমস্তই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, তথাপি অবতারত্ব-বিষয়ে কিঞ্চিদ্ বিশেষ আছে, তজ্জন্যই বলিতেছি, তাঁহার প্রতি ভক্তিবিশেষ ব্যতীত শ্রীরঘুবীরসম্বন্ধি রসতত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না॥ ২৪১—২৪২॥

হে সীতাপতে! হে রঘুনাথ! হে লক্ষ্মণজ্যেষ্ঠ! হে প্রভো হে হনুমানের প্রিয় ঈশ্বর! এইরূপে তাঁহার নাম কীর্ত্তন কর এবং বেদপুরাণাদি শাস্ত্র প্রসিদ্ধ শ্রীরামচন্দ্রের লজ্জা বিনয়াদি গুণ সৌন্দর্য্য এবং বৈভব মনে মনে চিন্তা কর॥ ২৪৩॥

যদি বল শ্রীমদনগোপাল দেবই আমার চিত্ত হরণ করিয়াছেন, তখন কিরূপে প্রেমভরে অন্যদেবকে হৃদয়ে স্থান দিব? বলিতেছি শ্রবণ কর। যে প্রকারে নিজ ইষ্ট লাভ

হয়, তাহার অনুষ্ঠান করাই চতুরের কর্ম্ম, কারণ নীতিশাস্ত্রে বলে "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্যধ্বংসেন মূর্খতা"। হে গোপকুমার! অগ্রে মার্গস্থিত অযোধ্যা দর্শন কর পরে দ্বারকা যাইবে। সেই দ্বারকাতেই নিজ ইষ্টদেবকে প্রাপ্ত হইবে। অথবা যেমন শ্রীশিবের অনুগ্রহে শ্রীবিষ্ণুকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ শ্রীরঘুনাথের অনুগ্রহ বিশেষেই ভগবান্ শ্রীগোপালদেবকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি বল ইহাতে পতিব্রত্যভঙ্গ হইতে পারে? এরূপ আশঙ্কা করিও না, কারণ যথায় নিজ ইষ্টদেবের স্বল্পসম্বন্ধও থাকে, তথায় তদেকনিষ্ঠ ভক্তগণ পরমাপ্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন॥ ২৪৪॥

শ্রীরামচন্দ্রের পাদাব্জযুগল অবলোকন করিয়াও যদি তোমার দর্শনোৎকণ্ঠা শমিত না হয়, তবে করুণা-পূরিত-হৃদয় শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃকই সুখে দ্বারাবতীতে প্রেরিত হইবে॥ ২৪৫॥

যাঁহাকে চিরকাল দেখিতে ইচ্ছাকর, দ্বারকাপুরীতে গমন করিয়া যাদব-বর্গ-পরিবৃত সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দর্শন করিবে, তিনিই তোমার পরমমনোহর নিজপ্রিয় ঈশ্বর। সুস্বরে তাঁহার নাম সংকীর্ত্তনই সেই দ্বারকা প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। যদি বল শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া গান করিলে শাস্ত্র লঙ্ঘন জন্য প্রত্যবায় হইতে পারে। হে মহাভাগ! আশঙ্কা করিও না, কারণ তিনি প্রভু অর্থাৎ সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন॥ ২৪৬॥

অযোধ্যা দ্বারকা শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রাদি বৈকুণ্ঠেরই

প্রদেশবিশেষ সুতরাং তত্তৎস্থানে গমন করিতে হইলে বৈকুণ্ঠপতির অনুজ্ঞা লইবার অপেক্ষা নাই ॥ ২৪৭ ॥

সর্ব্বহৃদ্বৃত্তিজ্ঞ সেই বৈকুণ্ঠপতির আজ্ঞামতেই আমি তোমার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। আমার মুখের কথাই তাঁহার আজ্ঞা বলিয়া জ্ঞান কর ॥ ২৪৮ ॥

কোন এক মহাভক্তকে অনুগৃহীত করিবার জন্য তিনি কোন স্থানে গমন করিয়াছেন, সেই পরম ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশে ভগবানের বিলম্ব হইতে পারে। তুমি সেই বিলম্ব সহ্য করিতে পারিবে না। অথবা ভগবানের সহিত যদি তোমার পুনরায় সাক্ষাৎ সন্দর্শন হয়, তবে তোমার মতিরও বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে অর্থাৎ স্থানান্তর যাইতে তোমার প্রবৃত্তি না হইতেও পারে। অতএব বলিতেছি, তোমার স্থানান্তর যাইবার এই উপযুক্ত সময় ॥ ২৪৯ ॥

শ্রীগোপকুমার বলিলেন, আমি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হইলাম, বারম্বার শ্রীনারদকে প্রণাম করিলাম এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া উপদেশ স্মরণ করিতে করিতে প্রস্থান করিলাম ॥ ২৫০ ॥

দূর হইতে দেখিলাম, পরমচঞ্চল বানর সকল ইতস্ততঃ লম্ফ প্রদান করিতেছে ও মুখে "জয় রাম জয় রাম" এইরূপ শব্দ করিতেছে ॥ ২৫১ ॥

সেই বানরদিগের সহিত অগ্রে গমন করিতে করিতে তাহারা আমার হস্তস্থিত বংশী আকর্ষণ করিল। কারণ শ্রীরামচন্দ্রের পার্ষদগণ মধ্যে কাহারও হস্তে বংশী নাই।

পরে বৈকুণ্ঠপার্ষদ সকল হইতেও অতি সুন্দর মনুষ্যসমূহ নিরীক্ষণ করিলাম॥ ২৫২

পরমবিনীতাচার রামসেবকগণ মৎকৃত প্রণাম বন্দনাদির অপেক্ষা না করিয়াই আমাকে পুরীর বাহ্য প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন ॥ ২৫৩ ॥

তথায় দেখিলাম, সুগ্রীব অঙ্গদ জাম্বুবান্ প্রভৃতি পার্ষদ এবং মনোহর নর সকল কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীমান্ ভরত শত্রুঘ্নসহিত সুখে উপবেশন করিয়া আছেন। আমি ভরতকে দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র ভ্রমে জয় মহারাজাধিরাজ! জয় শ্রীরাঘবেন্দ্র! জয় শ্রীজানকীবল্লভ! এইরূপে স্তব করিলে শ্রীমান্ ভরত কর্ণযুগলে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক আমায় বারম্বার নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন আমি তাঁহার দাস ॥ ২৫৪ ॥

আমি তাঁহার সম্মুখে ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলি অবস্থিত হইয়াছিলাম। অনন্তর হনুমান্ নির্গত হইয়া হস্তধারণ পূর্ব্বক পুরীমধ্যে প্রবেশ করাইলে আমি অদৃষ্ট অশ্রুত পরমসৌন্দর্য্যযুক্ত নরবরাকৃতি প্রভু রঘুবীরকে দর্শন করিলাম ॥ ২৫৫ ॥

তিনি অখিল মাধুরীময় প্রাসাদবর মধ্যে সুখে সাম্রাজ্য-সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। দেখিলাম তিনি মহাপুরুষ-লক্ষণে সুশোভিত। অবয়ব-সৌষ্ঠব বর্ণাদিশোভায় তিনি শ্রীনারায়ণেরই অনুরূপ ॥ ২৫৬ ॥

তিনি শ্রীনারায়ণ হইতেও কোন কোন বিশেষ মাধুর্য্য-প্রভাবে মনোহর। তাঁহার হস্তে মনোহর ধনু শোভা পাইতেছে। তিনি লজ্জাবিনয়যুক্ত মধুর মধুর দৃষ্টিপাত

করিতেছেন। তাঁহার লীলা সমুদয় রাজচক্রবর্ত্তীর অনুরূপ। তিনি মুখে সৎকর্ম্ম আচরণের কথাবার্ত্তা কহিতেছেন ॥ ২৫৭ ॥

তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবার জন্য ভূপতিত হইবামাত্র তাঁহার দর্শন জনিত আনন্দভরেই মূর্চ্ছিত হইলাম। সেই মোহ অশেষ পুরুষার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু সেই প্রভুর কৃপাবলে আমি ব্যুত্থাপিত অর্থাৎ জাগরিত হইয়া অবলোকন করিলাম ॥ ২৫৮ ॥

হনুমান্ তথায় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ কর্ত্তব্য পরায়ণতা বশতঃ একলম্ফে প্রভুর সমীপে গমন করিলেন। দেখিলাম, প্রভুর বামে অনুরূপা প্রিয়া সীতাদেবী, দক্ষিণ পার্শ্বে অনুজ লক্ষ্মণ ও সম্মুখে হনুমান্ বিরাজ করিতেছেন ॥ ২৫৯ ॥

সেই হনুমান্ কোন সময়ে শুভ্র চামরে বীজন করিতেছেন, কোন সময়ে বা অগ্রদেশে অবস্থিত হইয়া তাঁহার গুণগান করিতেছেন। কোন সময়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া স্বরচিত বিচিত্র শ্লোকে তাঁহার স্তব করিতেছেন ॥ ২৬০ ॥

কোন সময়ে হনুমান্ প্রভুর মস্তকোপরি শ্বেত ছত্র ধারণ করিতেছেন, ক্ষণকাল পরে চরণারবিন্দ সংবাহন করিতেছেন, কখন বা যুগপৎ লঘু লঘু বহু প্রকার সেবা অর্থাৎ গুণগান বীজন স্তবন পাদসম্বাহনাদি বিস্তার করিয়াছেন ॥ ২৬১ ॥

আমি পরম হর্ষভরে আক্রান্ত হইয়া জয় জয় শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক বারম্বার প্রণাম করিলাম। অনন্তর করুণার্দ্রচিত্ত-ভগবৎকর্ত্তৃক পরম অদ্ভুত মৃদুবাক্যে পরিতর্পিত হইয়াছিলাম ॥ ২৬২ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে গোপনন্দন! সুহৃত্তম! সাধু সাধু! কারণ তুমি স্নেহ পরবশ হইয়া এই অযোধ্যাপুরীতে সমাগত হইয়াছ। বহু প্রয়াসে প্রয়োজন নাই, তুমি এক্ষণে বিশ্রাম কর, প্রণামাদি করিয়া দুঃখ ভোগ করিও না, তোমার দুঃখে আমি দুঃখিত হইতেছি, কারণ আমি তোমার বন্ধু ॥ ২৬৩ ॥

শ্রীরামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, হে সখে! উত্থিত হও, উত্থিত হও। তথাপি আমি তাঁহার গৌরবে প্রণাম করিতে লাগিলাম, তখন তিনি বলিলেন তুমি সম্ভ্রম ত্যাগ কর। হে সখে! আমি তোমার প্রেমরূপে সর্ব্বদাই যন্ত্রিত আছি ॥২৬৪॥

শ্রীগোপকুমার বলিলেন, অনন্তর শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞাক্রমে আমি শ্রীহনুমান্‌কর্ত্তৃক শ্রীমৎপাদপদ্মপীঠে নীত হইয়াছিলাম ॥ ২৬৫ ॥

হনুমান্ আমাকে আকর্ষণ করিলে চিন্তা করিয়াছিলাম যে মনুষ্যলোকের দীর্ঘ—আশা এতদিনে ফলিত হইল! এমন কি বাঞ্ছাতীত ফল লাভও করিলাম, অতএব এস্থান হইতে অন্য কোন্ স্থানে গমন করিব? ২৬৬ ॥

আমি পূর্ব্বের ন্যায় স্বীয় গোপবালক-বেশেই আনন্দভরে সর্ব্ববিষয়ের স্মৃতি হইতে মুক্ত হইয়া কিয়ৎকাল তথায় বাস করিতে লাগিলাম ॥ ২৬৭ ॥

অনন্তর আমি শ্রীরঘুসিংহের মহারাজাধিরাজতা ও তদনুরূপা ধর্ম্মানুসারিণী লীলা অবলোকন করিয়াছিলাম ॥ ২৬৮ ॥

কিন্তু আমি সেই অযোধ্যাপুরীতে ইষ্টদেবপাদের অর্থাৎ শ্রীমদনগোপাল দেবের বেণুবাদন গোপীমোহনাদিরূপা ক্রীড়া

ও বিহারমাধুরী অবলোকন করি নাই এবং আলিঙ্গন-চুম্বনাদিরূপা কৃপাও লাভ করিতে পাই নাই ॥ ২৬৯ ॥

তজ্জন্য আমি তথায় শোকাতুরের ন্যায়ই হইয়াছিলাম, কিন্তু শ্রীহনুমানের মুখে শ্রীরামচন্দ্র-পাদকমলের মহিমা সকল শ্রবণ করিয়া এবং সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া মনোদুঃখ নিবারণ করিতাম এবং সেই শ্রীরামচন্দ্রে নিজ ইষ্টদেব শ্রীমদনগোপালের সমস্তই আরোপ করিতাম ॥ ২৭০—২৭১ ॥

পূর্ব্ব অভ্যাসবলে যে সময়ে এই ব্রজভূমি ইষ্টদেবের লীলা এবং তাঁহার অনুগ্রহাশা বলপূর্ব্বক আমার চিত্ত আক্রমণ করিত, সেই সময়েই পরম শোকার্ত্ত হইতাম এবং দ্বারকা গমন করিতে উৎসুক হইতাম ॥ ২৭২ ॥

সেই সময়ে মন্ত্রিবর শ্রীহনুমান্ মনোভাব অবগত হইয়া আশ্বাস পূর্ব্বক বিচিত্র-যুক্তি-চাতুর্য্য দ্বারা আমার সান্ত্বনা করিতেন ॥ ২৭৩ ॥

অনন্তর করুণা কোমল-হৃদয়-জগতের চিত্তবৃত্তিজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্র প্রণয়মৃদু বাক্যে আমায় আশ্বাসিত করিয়া বলিলেন, তুমি সুখে দ্বারাবতী গমন কর এই বলিয়া ভল্লুকপতি জাম্বুবানের প্রতি আমায় লইয়া যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন ॥ ২৭৪ ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে গোলোকমাহাত্ম্য-নিরূপণে বৈকুণ্ঠনামা চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

দ্বিতীয় খণ্ড।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীগোপকুমার বলিলেন, অনন্তর সেই দ্বারকাপুরীতে গমন করিয়া দলে দলে বিভক্ত কুমারবর্গের সহিত মিলিত কতিপয় মাথুর ব্রাহ্মণ সহিত ক্রীড়নশীল যাদববর্গকে দর্শন করিলাম ॥ ১ ॥

আমি বৈকুণ্ঠাদি সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছি বটে, কিন্তু সেই যাদববর্গে যে মাধুরী-পরাকাষ্ঠা সন্দর্শন করিলাম, তাদৃশী মাধুরী অন্য কুত্রাপি দর্শন করি নাই ॥ ২ ॥

তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া আমার যাদৃশ হর্ষোদয় হইয়াছিল, তাহাতে আমি সর্ব্বার্থ বিষয়ে অর্থাৎ প্রণামাদি সৎকর্ত্তব্য বিষয়ে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। অনন্তর সেই সর্ব্বজ্ঞ-প্রবরগণ আমাকে আকর্ষণ করিয়া আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৩ ॥

তাঁহারা আমাকে গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত-বাসী গোপপুত্র বলিয়া স্নেহার্দ্র-পূর্ণ-মানসে হস্তধারণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন ॥ ৪ ॥

অনন্তর দূর হইতে দেখিলাম সুধর্ম্মাখ্য-সভামধ্যে মণি-স্বর্ণময় বরাসনের তুলিকায় বিরোচমান ভগবান্ বিরাজ করিতেছেন ॥ ৫ ॥

শ্রীদ্বারকানাথ সেই বৈকুণ্ঠপতির সমগ্র বিচিত্র-মাধুরী-সারে সুশোভিত অর্থাৎ ইহাঁর শ্রীমুখ লোচনাদি ও ভূষণাদির সাদৃশ্য

বৈকুণ্ঠপতিতে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু কোন কোন মাধুর্য্য-বিশেষে ও শোভাতিশয়-সমুদায়ে ইনি সেই বৈকুণ্ঠনাথ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ॥ ৬ ॥

কৈশোর সমন্বিত যৌবন উপাসকের ন্যায় ভক্তিভরে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ভক্তসকলের প্রতি তাহার চারু ভুজ যুগল সর্ব্বতোভাবে প্রকটিত হইতেছে। (ভক্তভিন্নের প্রতি তিনি চতুর্ভুজরূপে প্রকটিত হয়েন) তাঁহার কান্তিলাবণ্যাদি ও হসিতালাপ ভ্রূভঙ্গ কটাক্ষাদি, এই সকলের মাধুর্য্যভঙ্গি সেবক সকলের অন্তরিন্দ্রিয় হরণ করিয়া লইতেছে। অর্থাৎ ভক্তহৃদয়ই সেই মাধুর্য্য ভঙ্গি অনুভব করিতে পারে। তিনি মহাশ্চর্য্য অর্থাৎ বাক্যমনের অতীত বিনোদের সাগর স্বরূপ। আমি সেই লাবণ্য বর্ণন করিতে অক্ষম ॥ ৭ ॥

ভগবানের মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র বিরাজ করিতেছে এবং পার্শ্বদ্বয়ে চামরদ্বয় আন্দোলিত হইতেছে। ভগবানের সম্মুখে সুবর্ণপাদপীঠে শ্রীপাদুকা-যুগল বিরাজ করিতেছে ॥ ৮ ॥

শ্রীরাজরাজেশ্বরতার অনুরূপ ভূষণ ও পরিচ্ছদ সমূহ চতুর্দ্দিকে প্রকাশ পাইতেছে। নিজ অনুরূপ পরিচারকবর্গও চতুর্দ্দিকে স্বস্বকর্ম্মে ব্যাপৃত আছেন। মহাবৈভব সমূহ অর্থাৎ রথ অশ্ব নিধি পারিজাতাদি এবং নৃত্যগীতাদি মহাবৈভবপংক্তি চতুর্দ্দিকে প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৯ ॥

এই ভগবানের দক্ষিণ পার্শ্বে উৎকৃষ্ট আসনে শ্রীবসুদেব, বলরাম অক্রূরাদি উপবিষ্ট হইয়াছেন। বামপার্শ্বে অধিপ উগ্রসেনকে অগ্রে করিয়া গদ সাত্যকি উপবিষ্ট হইয়াছেন। তাহার বামপার্শ্বে সেনাপতি কৃতবর্ম্মার সহিত শ্রেষ্ঠতম ভোজ

অন্ধক আদি বৃষ্ণিপ্রবরাদিগণ এবং অন্যান্য নৃপতিবৃন্দের সহিত মন্ত্রী বিকদ্রু উপবিষ্ট আছেন। শ্রীনারদ কৌতুককর গীতের সহিত বীণাবাদ্যে প্রভুকে হাস্য করাইয়া ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ১০—১১ ॥

দেখিলাম শ্রীগরুড় সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া স্তব করিতেছেন। ভগবানের প্রিয়তম সেবক সেই শ্রীউদ্ধব প্রভুর পাদ-সম্বাহন করিতেছেন এবং এই পাদ-সম্বাহন-কালে ভগবানের মনোহারিণী গোকুলসম্বন্ধিনী বার্ত্তার বিজ্ঞাপনে নিজ ঈশ্বরের চিত্ত সন্তোষিত করিতেছেন। যদি বলেন উদ্ধব গোকুল সন্দেশ-ময়ী পরম রহস্য বার্ত্তা সভামধ্যে কিরূপেব্যক্ত করিতেছেন? এরূপ আশঙ্কা করিবেন না, কারণ উদ্ধব যে সময়ে ভগবানের পাদসম্বাহন করিতেছিলেন, সেই সময়েই উক্ত রহস্য বিজ্ঞাপিত করিতেছিলেন,তজ্জন্যই সভাস্থ লোক সকল সেই রহস্য অবগত হইতে পারেন নাই। কেবল মাত্র ভগবান্ই শ্রবণ করিতে-ছিলেন। বিশেষ উদ্ধব বৃহস্পতির শিষ্য ও পরম অভীষ্টবর। তিনি এমনই কৌশলে বাগ্‌বিন্যাস করিতেন যে, অপরে তাঁহার বাক্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন না ॥ ১২ ॥

যাঁহাকে আমি চিরকাল দেখিতে ইচ্ছা করিয়া আসিতেছি সেই পদার্থকে দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়াই প্রেমভরে মূর্চ্ছিত হইলাম। ইত্যবসরে সেই প্রভু প্রস্ফুট স্নেহরসে পরিপূর্ণ হইয়া আমায় নিকটে আনয়ন করিতে উদ্ধবের প্রতি অনুমতি প্রদান করিলেন ॥ ১৩ ॥

গোকুললোকের প্রিয়স্বরূপ ও ভগবানের পাদসম্বাহনে রত সেই শ্রীমান্ উদ্ধব দ্রুত আগমনপূর্ব্বক লক্ষণ দ্বারা

আমায় গোকুলোদ্ভব জানিয়া পরম হৃষ্ট হইয়াছিলেন। পরে সচেতন করিয়া হস্তযুগল ধারণপূর্ব্বক ভগবানের পার্শ্বে আমায় লইয়া গেলেন ॥ ১৪ ॥

ভগবান্ স্বয়ংই আমায় উত্থাপিত করিবেন, এই আশয়েই সেই উদ্ধব বলপূর্ব্বক আকর্ষন করিয়া তাঁহার সমীপে লইয়া গিয়া পাদপদ্মোপরি আমার মস্তক স্থাপিত করিলেন ॥ ১৫ ॥

সেই প্রাণনাথ স্বীয় করপদ্ম দ্বারা আমার অবয়ব স্পর্শ ও পরিমার্জ্জন করিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য্য! আমি এতাদৃশ অনুগ্রহ অন্য কুত্রাপি প্রাপ্ত হই নাই। পরে সেই ভগবান্ আমার হস্ত হইতে বংশী গ্রহণপূর্ব্বক সতৃষ্ণ অবলোকন করিতে করিতে ক্ষণকাল মৌন অবলম্বন করিয়া মহা-ব্যথিতের ন্যায় অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বস্তুতই তিনি ব্যথিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সভামধ্যে উদ্বেগ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে, এই জন্যই তিনি শোক সম্বরণ করিয়া-ছিলেন। গ্রন্থকারও এই অভিপ্রায়ে "মহার্ত্তবৎ" এই পদে "বতি" প্রয়োগ করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

হে গোপকুমার! তুমি কুশলী ত? কোন বিষয়ে তোমার অমঙ্গল হয় নাইত? এইকথা বলিতে বলিতে ভগবান্ বাষ্প-গদ্গদ-ভাবপরিপূর্ণা কোন মোহলক্ষণা দশা প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু মন্ত্রিবর উদ্ধব তাঁহার সান্ত্বনা করিলেন। "যদিও ভগবানের এইরূপ দশা ভৌম দ্বারকাতেই সম্ভূত হইতে পারে, বৈকুণ্ঠদ্বারকাতে সম্ভূত হইতে পারে না, তথাপি উভয়ের ঐক্য-হেতু ভগবানের তাদৃশ পূর্ব্বভাব অনুবৃত্ত হইয়াছিল। শ্রীনারদ অগ্রে সমস্ত ব্যক্ত করিবেন ॥ ১৭ ॥

সুচতুর মন্ত্রিবর প্রভুকে প্রবোধিত করিবার জন্য সঙ্কেত-পূর্ব্বক সভাস্থিত বসুদেবাদি যাদব সকলকে যুধিষ্ঠিরাদি-নৃপতিবর্গকে ও গর্গাদি ঋষিদিগকে প্রদর্শন করাইলেন ॥ ১৮ ॥

অনন্তর ভগবান্ প্রযত্নপূর্ব্বক পদ্মনেত্র যুগল বিস্ফারিত করিয়া তাঁহাদিগকে অবলোকন করিবামাত্র আত্মসম্বরণ করিলেন। পরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ১৯ ॥

চিরকালের অভীষ্ট নিজ জীবিতেশকে প্রাপ্ত হইয়া প্রমোদসাগরে মগ্ন হইলাম। সেই সময় আমি কিরূপ আচরণ করিব, কি কথা বলিব, কিছুই জানিতে পারি নাই ॥ ২০ ॥

অনন্তর ভগবান্ অন্তঃপুর প্রবেশ কালে বহির্নির্গমনোন্মুখ যদূত্তমদিগকে তাম্বুল বিলেপনাদি দ্বারা সম্মানন করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আমার বদ্ধাঞ্জলি ধারণপূর্ব্বক রাম ও উদ্ধব সহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ॥ ২১ ॥

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে রোহিণী সহিত শ্বশ্রূ দেবকীকে অগ্রে করিয়া অষ্টোত্তর শতাধিক ষোড়শ সহস্র মহিষী স্ব স্ব পরিচারিকা সঙ্গে পতির অভ্যর্থনার্থ অভিমুখে অগ্র গমন করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

রুক্মিণী ও ভগবৎপ্রিয়তমা দেবী সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দী, মিত্রাবিন্দা, সত্যা, ভদ্রা, লক্ষণা এই অষ্ট মহিষী এবং অন্যান্য রোহিণী প্রভৃতি প্রেয়সী, (যাঁহাদিগকে ভগবান্ নরকাসুরের গৃহ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন) ইহাঁরা সকলেই ভগবানের অনুরূপ গুণে পরিপূর্ণা। নিজ নিজ

অনুরূপ দাসীগণকর্তৃক তাম্বূল অর্পণ আতপত্র ধারণ চামর আন্দোলনরূপ সেবা দ্বারা সেবিতা হইয়েছেন ॥ ২৩—২৪ ॥

শ্রীদেবকী রোহিণী এবং মহিষীবর্গ কর্তৃক আবৃত এবং প্রদ্যুম্নাদি কুমারবর্গ কর্তৃক শোভিত হইয়া নিজ প্রাসাদ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তিনি গোকুল-স্মরণ-জনিত মনোভাব গোপন করিয়া উত্তম আসনে উপবেশন করিলেন ॥ ২৫ ॥

আমি সেই সময় দ্বারকানাথকে আশ্চর্য্যরূপ দর্শন করিলাম। দেখিলাম, শ্রীদেবকী যশোদারূপিণী হইয়াছেন। রোহিণী পূর্ব্বের ন্যায়ই আছেন। প্রদ্যুম্নাদি কুমারাগণ গোপবালকের ন্যায় হইয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ও আমার হস্তস্থিত বেণু গ্রহণ করিয়া গোকুলের ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে ভগবান্ স্কন্ধস্থিত উপবীত উত্তরীয় দ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

সেই নন্দনন্দন কৃপাভরে ব্যস্ত হইয়া স্বয়ং সসম্ভ্রমে সমুত্থান পূর্ব্বক স্বীয় করকমলের স্পর্শ প্রভাবে বারম্বার মদীয় অঙ্গ মার্জ্জনা করিতে করিতে আমায় প্রবোধিত করিলেন। যাঁহার ইচ্ছামাত্রেই আমার সংজ্ঞা সঞ্চরিত হইতে পারে, তিনি স্বয়ংই আমার অঙ্গ-স্পর্শ করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্য তাঁহার করুণা! ॥ ২৭ ॥

গোকুলভাব স্মরণে তিনি এতই বিহ্বল হইয়াছিলেন যে ভোজন কাল সমাগত হইলেও ভোজনেচ্ছা প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু দেবকী আদি জননীর অনুরোধক্রমেই মধ্যাহ্ন-ব্যাপার সমাপন করিলেন ॥ ২৮ ॥

অনন্তর দেবকীনন্দন স্বীয় হস্ত দ্বারা আমায় ভোজন করাইলেন এবং আমার সন্তোষের নিমিত্তই পশ্চাৎ তিনি কিঞ্চিৎ ভোজন করিলেন ॥ ২৯ ॥

তিনি কুমারমণ্ডলীমধ্যে নিজ অগ্রজ বলরামকে উপবেশন করাইয়া বাল্যলীলাক্রমে স্বয়ং পরিবেশন করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

গোকুললোকের একমাত্র প্রিয় সেই ভগবদ্ভাবাবিষ্ট শ্রীউদ্ধব, অত্যন্ত-পারমৈশ্বর্য্য-বিশেষের প্রকাশময় এই অন্তঃপুরে অবস্থান করিলে ইহার সুখানুভব হইবে না, ভগবানের এইরূপ অভিপ্রায় অবগত হইয়া এবং অন্তরঙ্গ জ্ঞানে ভগবদুচ্ছিষ্টরূপ মহাপ্রসাদ ভোজন করাইয়া বলপূর্ব্বক আমাকে স্বীয় গৃহে লইয়া গেলেন ॥ ৩১ ॥

আমি উদ্ধবের গৃহে গমন করিয়া সম্যক্ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলাম। দ্বারকাতে ভগবানের সমীপে যাহা কিছু অনুভব করিয়াছিলাম, সেই সমস্ত বারম্বার বিচার করিয়া নৃত্য করিতে করিতে এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলাম ॥ ৩২ ॥

অহো ! আমি মনোরথের পরম অন্ত প্রাপ্ত হইয়াছি, কারণ অদ্য নিজ প্রিয়তম উপাস্য ব্রজনাগর গোকুল-লম্পটকে সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়াছি। যেরূপ মাধুরী হৃদয়ে ধ্যান করিতাম, সেই সকল মাধুরীও অদ্য সাক্ষাৎ অনুভব করিলাম ॥ ৩৩ ॥

পরদিন উদ্ধবের সহিত গমন করিয়া স্বীয় প্রভুকে অবলোকন করিতে করিতে হর্ষবিবশ হইলাম। তখন আমি

দর্শনাতিরিক্ত অন্য কোনও সেবার অনুষ্ঠান করিতে পারি নাই ॥ ৩৪ ॥

সেই দ্বারকানাথের অবিচ্ছিন্ন বিচিত্র কারুণ্যভর প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং প্রবাহরূপ আনন্দভরও অনুভব করিয়াছিলাম ॥ ৩৫ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানীর কথা দূরে থাকুক, ভগবদ্ভক্তিমান্ কোন ব্যক্তি ব্রহ্মায়ুঃ পরিমাণ কালেও সেই মহানন্দ-পরম্পরা বাক্য ও চিত্তদ্বারা নিরূপণ করিতে পারেন না ॥ ৩৬ ॥

মুমুক্ষুগণ মোক্ষে যে মহত্তম সুখের নিশ্চয় করিয়াছেন, সেই মোক্ষসুখ হইতেও কোটি-কোটি-গুণ সুখ বৈকুণ্ঠে বর্ত্তমান আছে, ভক্তগণ এইরূপই নিশ্চয় করিয়াছেন। কোন পরম-গম্ভীর-যুক্তিবলে সেই বৈকুণ্ঠসুখ হইতেও কোশলা অর্থাৎ অযোধ্যাতে অধিক সুখ বর্ত্তমান আছে, এইরূপ নিশ্চিত হইয়াছে। অবশেষে দ্বারকাতে যে সুখ, সেই সুখের পরিমাণ বা স্বরূপ অপর কি যুক্তিবলে নির্ণীত হইতে পারিবে? কেহ কেহ বলিয়া থাকেন মোক্ষেই সুখের পরাকাষ্ঠা। অপর কেহ কেহ বিচিত্র যুক্তিপরম্পরাদ্বারা উক্ত মত খণ্ডন করিয়া নিরূপণ করেন যে মোক্ষে দুঃখাভাব মাত্র, শ্রীবৈকুণ্ঠেই সুখের পরাকাষ্ঠা, অতএব সেই বৈকুণ্ঠসুখ হইতে অধিক কি সুখ থাকিতে পারে? কারণ স্বীকার করা হইয়াছে যে বৈকুণ্ঠসুখ পরমান্ত্যকাষ্ঠা প্রাপ্ত। যদি বা স্বীকৃত হয়, তবে বাদীকে অনবস্থাদোষে অবশ্যই পতিত হইতে হইবে। কি আশ্চর্য্য! তথাপি কোন কোন ভগবৎসেবক বৈকুণ্ঠ-সুখোপরিও পরমৈকান্তরূপ সেবারস-নিষ্ঠাবিশেষ দ্বারা

অযোধ্যাতে সুখবিশেষের অবস্থান স্থাপন করিয়াছেন। পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, এই দ্বারকাতে যে সুখ বর্ত্তমান আছে, সেই সুখের স্বরূপ বা পরিমাণ নিশ্চয় করিতে কোন যুক্তির আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে না। কারণ সমস্ত যুক্তি মুক্ত্যাদিসুখের নিশ্চয়েই বিনিযুক্ত আছে॥ ৩৭॥

অনির্ব্বচনীয়-বিচিত্র-মহিমা-মণ্ডিত চিরদিদৃক্ষিত প্রাণনাথ শ্রীনন্দকিশোরকে প্রাপ্ত হইয়া একমাত্র তাহারই সেবক, এতাদৃশ জনের যাদৃশ সুখসঞ্চার হইয়া থাকে, মন বা বাক্যের কোন্ বৃত্তি দ্বারা তাহা ব্যক্ত করা যাইতে পারে? যদি বল পূর্ব্ব যুক্তি অর্থাৎ অনবস্থাদোষের সঞ্চার হেতু তোমার দ্বারকাতে কোনরূপ সুখই স্বীকার করিতে পারি না। তজ্জন্যই বলিতেছি শ্রবণ কর, যাঁহারা সেই সুখ অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারাই যথোপযুক্ত চিত্তে উহা আস্বাদন করিয়া থাকেন। অপরের অনুভবাসামর্থ্যে নাই বলিয়াই যে প্রতীত হইয়া থাকে, তাহাও যুক্তিযুক্ত বটে। অথবা সেই সুখ মনোবৃত্তির অগোচর হইলেও উপাসক সকলের উৎসাহ-বর্দ্ধনার্থ যুক্তিবিশেষ দ্বারা নিরূপণ করাও যাইতে পারে। অর্থাৎ যেমন সেবারস-বিশেষনিষ্ঠা দ্বারা বৈকুণ্ঠ হইতেও অযোধ্যাতে সুখাধিক্য সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে, সেইরূপ দ্বারকাতে সৌহৃদরসবিশেষ-নিষ্ঠা দ্বারা অযোধ্যা হইতে সুখবিশেষ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই প্রকারে শ্রীগোলকে প্রেমরস-বিশেষ-নিষ্ঠা দ্বারা দ্বারকা হইতে সুখবিশেষ সিদ্ধি হইয়া থাকে। সেই শ্রীগোলকেই সুখের পরমান্ত্যকাষ্ঠার নিষ্ঠা অধিষ্ঠিত আছে॥ ৩৮॥

আমি তথায় বাস করিলে বিশ্বলোকের অন্তরবাহ্য-আনন্দ-দর্শনেচ্ছায় আর্দ্রহৃদয় শ্রীমদ্‌যাদব-পুঙ্গবগণ বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

শ্রীযাদবগণ বলিলেন। হে সখে! বৈকুণ্ঠ হইতেও পরৈশ্বর্য্যসম্পত্তি-যুক্ত এই দ্বারকাপুরীতে আমাদের সহিত মিলিত হইয়া কিজন্য বন্যবেশে পরমদুঃখিতের ন্যায় কাল-যাপন করিতেছ? তোমার এই অবস্থা দেখিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইতেছি ॥ ৪০ ॥

আমরা পরমানির্ব্বচনীয়-আনন্দবিশেষযুক্ত হইয়াও তোমার এই বন্যবেশ দর্শনে কিঞ্চিৎ দুঃখই যেন অনুভব করিতেছি। অতএব তুমি আমাদের ন্যায় ভোগ-বিলাসাদিযুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিহার কর। যদি বল এতাদৃশ ভোগ সামগ্রী আমি কোথা হইতে প্রাপ্ত হইব? এরূপ আশঙ্কা করিও না, কারণ এই দ্বারকাপুরীতে ইচ্ছা করিবামাত্র স্বতই ভোগসামগ্রী উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

শ্রীগোপকুমার বলিলেন, যাদব-বর-বর্গ আগ্রহ করিলেও স্বচিত্তের এবং অচ্যুতের অনুমতি প্রাপ্ত না হইয়া তাঁহাদের মধ্যে অকিঞ্চনের ন্যায়ই অবস্থান করিয়াছিলাম ॥ ৪২ ॥

যে সময় শ্রীভগবান্ সভামধ্যে উপবিষ্ট থাকিতেন এবং নৃপ মুনি দেবসমূহ কর্ত্তৃক সেবিত হইতেন, সেই সময় তাঁহার নিকট যাইতে লজ্জিত ও ভীত হইতাম অর্থাৎ তখন না যাইয়া অন্য সময়ে তাঁহার পার্শ্বে গমন করিতাম ॥ ৪৩ ॥

কোন সময়ে বা শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতির অনুনয়ে কখন বা নারদ অর্জ্জুনাদির সহিত মিলন হইলে নিজ প্রিয়তমকে চতুর্ব্বাহু

সুশোভিত দর্শন করিতাম। মধ্যে মধ্যে প্রভুকে গোচারণাদি শ্রীবৃন্দাবনলীলার অনুষ্ঠানে বিরত হইতেও দেখিতাম ॥ ৪৪ ॥

কোন সময়ে বা অল্পদূরে বর্ত্তমান প্রিয়বান্ধব পাণ্ডবদিগকে দর্শন করিবার জন্য একাকীই গমন করিতেন। বৈকুণ্ঠের অসীম-বিস্তীর্ণতা-হেতু পাণ্ডববর্গ দূরে বর্ত্তমান থাকিলেও অদূরে বর্ত্তমান ছিলেন। প্রভু পাণ্ডবদিগকে দর্শন করিতে গমন করিলে তাঁহার দর্শনলাভ ঘটিত না ॥ ৪৫ ॥

এইরূপে চিরন্তন বাঞ্ছিতের অসম্পূর্ণতাহেতু আমার চিত্ত ব্যথিত হইত। কিন্তু তাঁহার তাদৃশ রূপ ও গুণে আমার সেই ব্যথা তিরোহিত হইত ॥ ৪৬ ॥

তাঁহার কৃপাভিব্যঞ্জক বচনামৃতধারায় আমি যে সুখবিশেষ লাভ করিতাম, জিহ্বা বর্ণন করিয়া সে সুখ কিরূপে লাভ করিবে? ৪৭ ॥

এই প্রকারে উদ্ধবের গৃহে আমি কতিপয় দিন যাপন করিলাম। যদ্যপি কোন কোন সময়ে নিজভূমি স্মরণ জনিত এবং নিজ ইষ্টদেবের বিনোদবিশেষের অদর্শন জনিত শোক হৃদয়ে উপস্থিত হইত, তথাপি আমি সেই শোকচিহ্ন সকল সম্বরণ করিতাম। কারণ আমার দুঃখ দেখিলে পরম দয়ালু যাদববর্গেরও দুঃখ হইতে পারে। বিশেষতঃ পরমগোপ্য নিজভাব-বিশেষ ব্যক্ত হইতে পারে, এই আশঙ্কাতেও ভাব সম্বরণ করিতাম ॥ ৪৮ ॥

একদা সেই দ্বারকাপুরীতে সমাগত শ্রীনারদকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলাম এবং হর্ষবিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া এই কথা বলিয়াছিলাম ॥ ৪৯ ॥

হে মুনীন্দ্রবেশ! আপনি নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু আপনার তদুপযুক্ত ভাব নাই। হে প্রভু-পার্ষদোত্তম! আপনাকে স্বর্গাদিলোকে বীণাবাদনাদি কৌতুকদ্বারা ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করিতে দেখিয়াছি, কি আশ্চর্য্য? এই বৈকুণ্ঠলোকেও সেইরূপই দেখিতেছি। এই অভাবনীয় ব্যাপার অবলোকন করিয়া রহস্য অবগত হইবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতুক হইতেছে॥ ৫০॥

শ্রীনারদ বলিলেন, হে গোপবালক! তুমি সত্য সত্যই গোপবালক, কারণ তুমি এই বৈকুণ্ঠদ্বারকাতে অবস্থিত হইয়া এখনও গোপজাতি-সুলভ কৌতুক ত্যাগ করিতে পার নাই। যদি বল আমি অজ্ঞতা বশতই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কৌতুকবশতঃ জিজ্ঞাসা করি নাই; হে গোপকুমার! আমি কি তোমায় পূর্ব্বে এই রহস্য বিজ্ঞাপিত করি নাই? স্মরণ কর, সমস্তই তোমায় সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছি॥ ৫১॥

যেরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক হইয়াও বহুস্থানে বহুমূর্ত্তিতে প্রকাশমান হইয়া থাকেন, সেইরূপ "তাঁহার সেবক সমূহ" আমরাও বহুস্থানে বহুমূর্ত্তিতে অবস্থান করিয়া থাকি॥ ৫২॥

এই বৈকুণ্ঠনাথের শ্রীগরুড়াদি পার্ষদ সকল, শ্রীরঘুনাথের হনুমান্ জাম্ববানাদি, শ্রীদ্বারকানাথের উদ্ধবাদি যাদববৃন্দ, ইঁহারা সকলেই তাদৃশ অর্থাৎ এক হইয়া নানাস্থানে একসময়ে বিরাজ করেন। শ্রীহনুমান্ কিম্পুরুষবর্ষে এবং বৈকুণ্ঠ-অযোধ্যাতে নিত্যই অবস্থান করেন, পাণ্ডব সকলও সেই ভাবেই এখানে বিরাজ করেন। শ্রীগোলকবাসির তত্ত্ব এস্থলে

ব্যক্ত করিলেন না, কারণ গোলকতত্ত্ব গোপ্য হইতেও পরম গোপ্য ॥ ৫৩ ॥

আমরা সকলেই তাঁহার পার্ষদ এবং সর্ব্বদা তাঁহার ভজনতৎপর। তিনি যখন যেরূপ ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করেন, আমরা তদনুসারে তদনুরূপ হইয়া থাকি। এই জন্যই আমরা ভগবানের ন্যায় প্রত্যেকেই বহুরূপ হইয়াও একরূপ ॥ ৫৪ ॥

কৌস্তুভ সুদর্শনাদি নানাবিধ পরিচ্ছদ, লীলাসমুদয়, নামসকল, প্রিয়ভূমি সকল, ইহারা সকলেই নিত্য সত্য। ইহাঁদিগকে অনেকরূপে দেখিলেও একরূপ বলিয়া ধারণা কর ॥ ৫৫ ॥

হে গোপকুমার! তুমিও আমাদের ন্যায় বৈকুণ্ঠবাস বশতঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ হইয়াও পূর্ব্বস্বভাব অর্থাৎ গোপজাতি-সুলভ কৌতুকস্বভাব লীলাবশে বিস্তার করিতেছ, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আরও একটি আশ্চর্য্য হইবার হেতু আছে, কারণ তুমি এই বৈকুণ্ঠ দ্বারকাতে অবস্থান করিয়াও অতৃপ্ত ও দুঃখিতের ন্যায় অবলোকিত হইতেছ ॥ ৫৬ ॥

শ্রীগোপকুমার বলিলেন, অনন্তর আমি শ্রীনারদের পদ-যুগল ধারণ পূর্ব্বক দীনতার সহিত বলিলাম, হে ভগবন্! আমি কি বলিব, আপনি সমস্তই অবগত আছেন। পরে শ্রীনারদ উদ্ধবের মুখমণ্ডলের প্রতি ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন। "উদ্ধবের প্রতি দৃষ্টিপাতের তাৎপর্য্য এই যে কথ্যমানপরমার্থের সত্যতাবিষয়ে উদ্ধবরূপ সাক্ষী স্থাপন" ॥ ৫৭ ॥

শ্রীনারদ বলিলেন, হে উদ্ধব! কি আশ্চর্য্য! তোমার গৃহস্থিত এই গোপপুত্র ব্যাকুল হইয়া প্রপঞ্চ ও প্রপঞ্চাতীত সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াও কুত্রাপি চিত্তসংলগ্ন পীড়াকর শোক পরিহার করিতে পারিতেছে না। এই ব্যক্তি আমাদের এমন কি তোমাদেরও সুদুর্লভ কোন বস্তু বাঞ্ছা করিতেছে। যদি বল এতাদৃশ বস্তু প্রার্থনে ইহার অধিকার কিরূপে হইল? বলিতেছি শ্রবণ কর, এই গোপবালক গোবর্দ্ধন-গোপপুত্র ॥ ৫৮—৫৯ ॥

কি দুঃখের বিষয়? তুমি ব্রজবাসির দুঃখে কাতরস্বভাব হইয়াও কি জন্য তোমার পার্শ্বস্থিত এই গোপবালককে ক্ষণ-কালের জন্যও প্রবোধিত করিতেছ না? ৬০ ॥

কারণ সেই শ্রীগোলকাখ্য স্থান বৈকুণ্ঠ হইতেও দুর্লভ এবং গোলোকনাথ শ্রীনন্দনন্দনের সন্দর্শন ও তাঁহার সহিত বিহার ইত্যাদিরূপ সুখানুভবও সুদুর্ঘট। এমন কি উক্ত সুখানুভবের সাধনও প্রার্থনীয়। অধিক কি বলিব, সেই গোলোক ও গোলোকের সাধন আমাদেরও সুদুর্ঘট ॥ ৬১ ॥

শ্রীমান্ উদ্ধব বলিলেন, এই গোপপুত্র আমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কারণ ইনি ব্রজভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তথায় গোপালনাদি জাত্যুচিত আচরণও করিতেন। আরও বলি এই মহাশয় শ্রীমদনগোপালদেবের দশাক্ষররূপি-মন্ত্রের জপ দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৬২ ॥

নারদ উদ্ধবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষভরে উৎসাহ পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, এই গোপকুমার যাহাতে অভীষ্ট লাভ করিতে পারে, তুমি সেইরূপ-ভাবে সত্বর উপদেশ কর ॥ ৬৩ ॥

হে মহামুনে! আমি জাতি-স্বভাব-বলে ক্ষত্রিয়। ভক্তি-মার্গের গুরু আপনি উপস্থিত থাকিতে আমার বলিবার অধিকার নাই।

নারদ অতি উচ্চহাস্য করিয়া উদ্ধবকে বলিলেন, ভারত-বর্ষেই জাত্যাদিবিচারের সম্ভব হইতে পারে। কি আশ্চর্য্য! এই বৈকুণ্ঠেও তোমার ক্ষত্রিয়ত্ববুদ্ধি অপগত হয় নাই ॥ ৬৫ ॥

উদ্ধব বলিলেন, সত্য, আমাদের কথা কি বলিব? আমাদের প্রভুরও ক্ষত্রিয়ত্ববুদ্ধি অন্তর্হিত হয় নাই ॥ ৬৬ ॥

ভৌম দ্বারকার ন্যায় এই বৈকুণ্ঠ দ্বারকাতেও ইনি সদ্ধর্ম্মের পরিপালন, গার্হস্থ্য, শত্রুজয়, জ্যেষ্ঠ শ্রীবলদেবাদি এবং ব্রাহ্মণগণের সম্মানন, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান ইত্যাদি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই ॥ ৬৭ ॥

উদ্ধবের কথা শুনিয়া নারদ আক্রান্তমানসে হাস্যপূর্ব্বক কুর্দ্দন করিতে লাগিলেন এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৬৮ ॥

শ্রীনারদ বলিলেন। কি আশ্চর্য্য! ভগবানের লীলা ও মাধুরীর মহিমা যেমন অদ্ভুত, সেবকবর্গেরও তদেকনিষ্ঠার গাম্ভীর্য্য তাদৃশ অদ্ভুত ॥ ৬৯ ॥

আমি বড়ই কৌতুক দেখিতেছি, এই প্রভু মর্ত্ত্যলোকে গমন করিয়া যেরূপ ক্রীড়া করেন, এই বৈকুণ্ঠপদে অবস্থিত হইয়াও নিজপ্রিয় সকলের পরিতোষার্থ সেই রূপই ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ৭০ ॥

যে লীলার অনুভব করিয়া আমাদের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞগণেরও এই ভ্রম হইতেছে যে, আমরা কি বৈকুণ্ঠ দ্বারকাতে অবস্থান

করিতেছি ? অথবা মর্ত্ত্যলোকস্থ দ্বারকাতে অবস্থান করিতেছি ? ॥ ৭১ ॥

যদি বল তাহা হইলে মর্ত্ত্যলোকে পরমসাধন সমূহ দ্বারা সাধ্যমান শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে কি বৈশিষ্ট্যের সিদ্ধি হইতে পারে ? বলিতেছি শ্রবণ কর। তোমাদের ন্যায় সেবক সকলের প্রভু-পাদপদ্ম-যুগলের প্রতি সপ্রেম ভক্তিই অপেক্ষিত, অন্য অপেক্ষিত নহে। ভক্তপ্রিয় এই ভগবানের ভক্তাভীষ্ট প্রপূরণই অপেক্ষিত, অন্য অপেক্ষিত নহে। তোমাদের বৈকুণ্ঠবাসোচিত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহাদির অনুরূপ ব্যবহার অপেক্ষিত নহে এবং মর্ত্ত্যলোক-বাসের যোগ্য গৃহস্থপাঞ্চভৌতিক-দেহীর ন্যায় ব্যবহার অপেক্ষিত নহে। সেই ভগবানেরও আত্মারামতা পূর্ণকামতা-দিরূপ ঐশ্বর্য্যবিস্তারণ অপেক্ষিত নহে। লৌকিকপতিপুত্র-প্রিয়তারূপ লোকবন্ধুতাও অপেক্ষিত নহে। ফলিতার্থ এই যে উদ্ধবাদির ন্যায় ভক্ত সকলের পরমৈকান্তিতা-হেতু তল্লীলাদির অনুভবে মনস্তৃপ্তিতে সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে। ভগবানেরও তাদৃশ ভক্তসকলের মনোভীষ্ট-পূরণেই সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব সেই ভক্ত সকলের এবং ভগবানের তদনুরূপ ব্যবহারই উচিত হইয়া থাকে। ভক্ত ও ভগবানের এতাদৃশ ব্যবহার বৈকুণ্ঠে হউক বা মর্ত্ত্যে হউক, এ বিষয়ে কোন বৈশিষ্ট্য নাই ॥ ৭২—৭৩ ॥

সামান্যরূপে এই কথা বলিয়া পুনরায় বলিতেছেন, প্রেমভক্তির পরিপোষকত্বহেতু বৈকুণ্ঠে সেবক সকলের সচ্চিদা-নন্দবিগ্রহানুরূপ ব্যবহার হইতে মর্ত্ত্যলোকের পাঞ্চভৌতিক দেহীর ন্যায় ব্যবহার উৎকৃষ্ট, সেইরূপ ভগবানেরও ভক্ত

সকলের ইষ্ট-পরিপূর্ত্তিসম্পাদকত্বহেতু লৌকিক-বন্ধু-ব্যবহার, পরমৈশ্বর্য্য-প্রকটন হইতেও উৎকৃষ্ট। এই রূপ সিদ্ধান্তই প্রকৃতশ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। প্রেমভক্তিবিশেষে নিষ্ঠ যুক্ত তোমাদের এই দৈন্য, সৎপ্রেম-ভক্তির পরম অনুকূল এবং পরমবৃদ্ধি সম্পাদক। সেই ভগবানেরও বিষয়ভোগী গ্রাম্যজনের ন্যায় বিহারাবলীই অনির্ব্বচনীয় প্রেমপ্রকটনে বিশেষ সমর্থ॥ ৭৪ ॥

প্রেমোদ্রেকের পরীপাকমহিমা কে বর্ণন করিতে সক্ষম হইবে ? যে প্রেমোদ্রেকের পরিপাকমহিমা সেই পরমেশ্বরকেও সবন্ধু লৌকিকের ন্যায়ই করিয়া থাকে। অতএব বলি ভগবানের ও ভক্ত সকলের পরস্পর প্রেমোদ্রেকের পরীপাক হইতেই সেই ভগবান্ নিজ ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়াও কেবল ভক্তবর্গের অভীষ্টপূরণার্থ লৌকিক বন্ধুবিশিষ্টের ন্যায় ব্যবহার করেন। তিনি ভক্তসকলকে বঞ্চিত করিবার জন্য লৌকিক আচরণ করেন না। কারণ তাদৃশ ভক্ত সকলের সমক্ষে চাতুরী স্থির থাকিতে পারে না॥ ৭৫ ॥

যদি বল পরমৈশ্বর্য্যবিশেষের প্রকটন হইতেই তাঁহার মাহাত্ম্যবিশেষের জ্ঞান হইলেই প্রেমোদ্রেক হইয়া থাকে, লৌকিক-বন্ধুভাবে পুত্রাদিবুদ্ধিতে প্রেমোদ্রেক হইতে পারে না, বিশেষত ভগবান্‌কে পুত্রাদিরূপে জ্ঞান করিলে দোষের সঞ্চার হইয়া থাকে। দশমস্কন্ধে ভগবৎস্তুতিতে শ্রীবসুদেব বর্ণন করিয়াছেন, "ত্বয়ি পরে যদপত্যবুদ্ধিঃ" বিষ্ণুপুরাণে "দেবক্যাশ্চাত্মজপ্রীত্যা"। এ বিষয়ে বলিতেছি। লৌকিক সবন্ধুর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণে যে ভাব অর্পিত হইয়া থাকে

আমি সেই ভাবেরই স্তব করিতেছি। যে ভাব কর্তৃক ভয়-গৌরবাদির বিলোপপূর্ব্বক কৃষ্ণে সংপ্রেম জনিত হইয়া থাকে। বসুদেবোক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, বসুদেব ভক্তিভর-স্বভাব-জনিত মনের অতৃপ্তি বশতঃ উক্ত শ্লোক বিনয় পুরঃসর কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ভগবানে প্রেমাতিশয়ের যেরূপে বৃদ্ধি হয় সেইরূপ আচরণ করাই কর্ত্তব্য ॥ ৭৬ ॥

শ্রীগোপকুমার বলিলেন, এই কথা বলিতে বলিতে নারদ প্রেমভরে পীড়িত হইয়া স্বেদ পুলক অশ্রু কম্পাদি বিকার যুক্ত হইলেন। অনন্তর ক্ষণকাল মৌন অবলম্বন করেন। পরে আমাকে ব্যথিত এবং তাহার উপদেশশ্রবণে উন্মুখ দেখিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৭৭ ॥

শ্রীনারদ বলিলেন, হে গোপাল-দেবপ্রিয়! হে গোপ-নন্দন! বৈকুণ্ঠলোকে বর্ত্তমান্ যে যে অযোধ্যাদি প্রদেশ আছে, তাহাদের সকলেরই চূড়ামণি এই যে দ্বারকাপুরী, ইহারও দূরদেশে বর্ত্তমান সকলের শেষ সীমাস্বরূপ গোলোক নামে কোন এক স্থান আছে ॥ ৭৮ ॥

সেই গোলোক মথুরামণ্ডলবর্ত্তি-শ্রীব্রজভূমি স্বরূপ। তথায় দ্যোতমানা দেবী মথুরা পুরী বিরাজ করিতেছেন। সেই মথুরাপুরী নিজের সারস্বরূপ বৃন্দাবনাদি ব্রজভূমি ব্যতীত থাকিতে পারেন না ॥ ৭৯ ॥

যদি বল সেই দেশ শ্রীমথুরা নামে কথিত হইবারই যোগ্য, বলিতেছি শ্রবণ কর। নগর-গ্রাম-বনাদি সুশোভিতা শ্রীমথুরা গোপ্রধানদেশ বলিয়াই গোলোক নামে কথিত হয়েন। সেই গোলোক ভগবানের রহস্য ক্রীড়াদির আস্পদ বলিয়া

গূঢ় হইলেও সর্ব্বত্র বিখ্যাত। হরিবংশে ইন্দ্রস্তুতি আদিতে গোলোক বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৮০ ॥

যাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ ব্রজবাসির অর্থাৎ শ্রীনন্দ যশোদির অথবা শ্রীরাধিকাদির নন্দনন্দন-বিষয়ক শ্রীমৎপ্রেমের অনুগমন করেন, তাঁহারাই সেই দোষাস্পৃষ্ট অর্থাৎ জ্ঞানগন্ধাদিরহিত শুদ্ধতর ভাবদ্বারা সেই গোলোক লাভ করিতে পারেন ॥৮১॥

শ্রীকৃষ্ণে পরমেশ্বর বলিয়া দৃষ্টি অর্থাৎ অনুভব করিলে তাদৃশ প্রেম কদাচ লাভ করা যায় না। কারণ পরমেশ্বর বলিয়া অনুভব করিলেই ভয়গৌরবের সঞ্চার হইয়া থাকে ॥ ৮২ ॥

কেবল লোক ব্যবহার অনুসারে শ্রীনন্দনন্দনকে জীবনবন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিলেই সেই প্রেম সিদ্ধ হইয়া থাকে। যদি বল লৌকিক প্রিয়বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিলে প্রেমও লৌকিক-রূপে পরিণত হইতে পারে, এরূপ আশঙ্কা করিও না; কারণ সেই প্রেম "চতুর্দ্দশ ভুবন স্বরূপ লোক এবং লোকবাহ্য আবরণস্বরূপ অলোক" এই সকল লোকে বর্ত্তমান প্রেম হইতেও উত্তর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। এমন কি প্রপঞ্চলোক এবং অপ্র-পঞ্চলোকএই উভয় লোককে যে অতিক্রম করিয়াছে যে বৈকুণ্ঠ, সেই বৈকুণ্ঠেও এই প্রেম বর্ত্তমান নাই ॥ ৮৩ ॥

সেই গোলোকনাথ ও গোলোকবাসিবৃন্দের পরস্পর প্রিয়তা লোকানুসারিনী হইয়াও লোকস্বভাব অতিক্রম করিয়া থাকে। সেই প্রেম-গৌরবে শ্রীযশোদার পুত্র-স্মরণমাত্রে অসময়েও স্তনধারা ক্ষরিত হইয়া থাকে, পিতা শ্রীনন্দের নয়ন-যুগল হইতে অশ্রুবর্ষণ হইতে থাকে। গোপবর্গেরও ধন-

সম্পত্ত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থেই বিনিযোজিত হইয়াছিল। কোন কোন বৃদ্ধা গোপী কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া যশোদার ভাব অঙ্গীকার করিতেন। কোন কোন বৃদ্ধা গোপী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় আচরণার্থ নিজ নিজ বধূ ও কন্যাদের বেশ রচনা করিয়া দিতেন। বয়স্য গোপকুমারগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এরূপ অভি-নিবিষ্টচেতা যে তাঁহারা কৃষ্ণ-দর্শন-বিষয়ে গুল্মাদিরূপ দর্শন-ব্যবধানও সহ্য করিতে পারেন নাই। ভগবতী গোপিকাগণ বিচ্ছেদকালে অভিসরণে এমন কি সংযোগেও বিবিধ দশা ভজন করিতেন। অতএব বলিতেছি, সেই অন্যোন্য-প্রিয়তা মধুরা এবং অত্যদ্ভুতা। কারণ উক্ত অন্যোন্য-প্রিয়তা "ঐশ্বর্য্য ও লৌকিকত্ব" এই উভয় ধর্ম্মে বিমিশ্রিতা। লীলানুসরনে পরমবৈদগ্ধ্যাদির প্রকাশনই তাঁহার ঐশ্বর্য্য, সহজ-ভোজন-পানাদি প্রীতিব্যবহারই লৌকিকত্ব। অতএব শ্রীশুক বলিয়াছেন, "এবং নিগূঢ়াত্মগতিঃ স্বমায়য়া গোপাত্মজত্বং চরিতৈর্বিড়ম্বয়ন্। রেমে রমা লালিত পাদপল্লবো গ্রাম্যৈঃ সমং গ্রাম্যবদীশচেষ্টিত॥ অর্থাৎ যিনি নিজ গোপকুমারলীলা আশ্রয় করিবার জন্য নিজমায়া অর্থাৎ শক্তিবলে আত্মগতি অর্থাৎ নিজ ঐশ্বর্য্য গোপন করিয়াছেন এবং রমা যাঁহার পাদ-পদ্ম সেবা করিয়া থাকেন, তিনি গ্রাম্যজনবর্গের সহিত গ্রাম্য-জনের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছেন॥ ৮৪॥

সেই ভগবানের ও ভক্তবৃন্দের ব্যবহারসমুদয় পরস্পর প্রেমবর্দ্ধক অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের প্রেম বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। পরমৈশ্বর্য্যপদ এই বৈকুণ্ঠে এতাদৃশ ভাব সঙ্ঘটিত হইতে পারে না॥ ৮৫॥

এই বৈকুণ্ঠ মধ্যে যে অযোধ্যা অনুভব করিলে সেই অযোধ্যাও বৈকুণ্ঠসদৃশী। এই দ্বারকা সেই অযোধ্যা হইতেও অধিকা অর্থাৎ অত্যন্ত পারমৈশ্বর্য্যময়ী। এই জন্যই কৃষ্ণ কর্ত্তৃক সেই লোক দূরদেশে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ॥ ৮৬ ॥

তাদৃশ প্রেমের আস্পদ সেই গোলোকেই তাঁহার ও তত্রত্য ভক্তবৃন্দের মাধুর্য্যের অন্ত্যসীমাস্বরূপ সুখক্রীড়াবিশেষ সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৮৭ ॥

আমি নিঃসন্দেহে বলিতেছি, সেই গোলোকেই ভগবান্ শ্রীহরি, পরমরহস্য-ভগবত্তার সর্ব্বসার প্রকাশিত করিয়া রাখিয়াছেন। অন্যথা সেই লোকে সর্ব্বোপরিবর্ত্তিত্বের সম্ভব হইতে পারে না ॥ ৮৮ ॥

বৈকুণ্ঠেরও উপরি বর্ত্তমান জগতের একমাত্র শিরোমণি সেই গোলোকের মহিমা যে অধিক হইতেও অধিক হইবে, এ বিষয়ে আমি অধিক কি বর্ণনা করিব? কারণ মর্ত্ত্যলোক-মধ্যবর্ত্তী মথুরামণ্ডলস্থ ব্রজভূমিও স্বীয় মাহাত্ম্যবলে বৈকুণ্ঠাদিকে অতিক্রম করিয়া থাকে। সেই গোকুলের শ্রেষ্ঠ ও আশ্চর্য্য মাহাত্ম্যই বা কে বর্ণন করিতে পারে? ৮৯—৯০ ॥

হে সখে! তথাপি আমি বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। কারণ আমার এই চঞ্চল জিহ্বায় কণ্ডূয়া উপস্থিত হইয়াছে। সারকথা শ্রবণ কর, কারণ আমার এই জিহ্বা সেই মাহাত্ম্য-সংকীর্ত্তনে অতীবলম্পট হইয়াছে। অগত্যা আমি আমার হৃদয়রূপ মঞ্জুষা অর্থাৎ রত্নাধারপেটিকা উদ্‌ঘাটিত করিতেছি। মহামণিরূপ মথুরাগোকুলমাহাত্ম্য আমি বহুদিন পর্য্যন্ত গোপন করিয়া মনোমধ্যে রক্ষা করিয়া আসিতেছি, কাহারও

সমীপে প্রকাশ করি নাই, কিন্তু অদ্যই ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া তোমার সমীপেই প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম ॥ ৯১ ॥

সেই সুপ্রসিদ্ধ ভগবান্ গোলোকনাথ স্বীয় সমগ্রবিভূতি অর্থাৎ ভগবৎ-শব্দ প্রতিপাদিত যাবদীয় অর্থ এবং ঐশ্বর্য্য দ্বারা সর্ব্বাংশে পরিপূর্ণ হইয়াও অনির্ব্বচনীয় মহাপ্রেমবিহারে অভিলাষপূর্ব্বক ব্রাহ্মকল্পে সপ্তমমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগ-বর্ত্তী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশ সহিত চতুঃশতোত্তর দিব্যবর্ষসহস্রদ্বয় পরিমিত দ্বাপর যুগের শেষে সেই মথুরাগোকুলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ৯২ ॥

নানারূপে বর্ত্তমান বিষ্ণু আদি স্বীয় সর্ব্ব স্বরূপের সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া, স্বর্গ-বৈকুণ্ঠদ্বারকা-বৈকুণ্ঠাদিস্থিত ভূষণ আয়ুধাদি নিত্যপরিচ্ছদ এবং গৃহাসনাদি দূরে পরিহার করিয়া অনুষঙ্গিপারমৈশ্বর্য্য অনন্যশরণা মহালক্ষ্মী এবং অনন্যগতি মাদৃশ ভৃত্যবর্গকেও অনাদরপূর্ব্বক মর্ত্ত্যমাথুর-গোকুলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ৯৩—৯৪ ॥

অন্যত্র অন্যের সহিত ক্রীড়া করিয়া যে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ভগবৎ-সহ ক্রীড়োপযোগি-স্বভাববিশিষ্ট মথুরা-ব্রজবাসিগণের সহিত যথেচ্ছ বিহার করিয়া সেই সুখ লাভ করিবার জন্যই শ্রীমথুরাব্রজে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ৯৫ ॥

যেরূপ কৃপা অন্য কোন কালেও প্রকাশিত করেন নাই, তাদৃশ আত্ম-কৃপাভরে জগতের সাক্ষাৎ দৃশ্য হইয়া সেই গোলোকনাথ তৎকালীন দৃঢ়ভক্তিভাক্ সকলকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন ॥ ৯৬ ॥

এই জন্যই এই বৈকুণ্ঠে কোন কোন সময়ে বৈকুণ্ঠ-নাথকে দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহা তুমি পূর্ব্বেও অনুভব করিয়াছ ॥ ৯৭ ॥

কেহ বলেন বৈকুণ্ঠনাথই মথুরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। কেহ বলেন সহস্রশীর্ষা পুরুষ, কেহ বা বলেন নরসখ নারায়ণ, কেহ বা বলেন ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুই, মথুরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এইরূপে নানাজনে নানাকথা বলিয়া থাকেন। অপর কেহ কেহ তাঁহাকে কেশবের সিতকৃষ্ণ অবতারও বলিয়া থাকেন। যদি বল এইরূপ বৈমত্য হইবার কারণ কি? বলিতেছি শ্রবণ কর। যাঁহারা যে যে লোকের বৃত্তান্তগ্রহণে তৎপর, তাঁহারা সেই সেই লোকে সেই সেই লোকনাথকে দর্শন করিতে না পাইয়া স্ব স্ব মতি অনুসারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মথুরায় অবতীর্ণ সেই ভগবানেই ঈশ্বরোপযুক্ত-মাহাত্ম্য, মাধুর্য্য, বিচিত্রত্ব, দুর্ব্বিতর্ক্যত্ব অবলোকন করিয়া স্ব স্ব মতানুযায়ী হইয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই বলিয়া থাকেন যে, আমাদেরই উপাস্য ভগবান্ মথুরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। সমগ্র শ্রীভগবদ্রূপের অখিলমাহাত্ম্য একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই বিরাজিত আছে, এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণাবতারেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা হইয়া থাকে, জানিবে। যদি বল সেই শাস্ত্রবিদ্‌গণ বিচারপটু হইয়াও কিজন্য রহস্য অবগত হইতে পারেন নাই? বলিতেছি শ্রবণ কর। সিদ্ধান্তকারগণ আর্য্য অর্থাৎ সরলবুদ্ধি, সূক্ষ্ম বিচার করিতে পারেন নাই। অথবা সেই তত্ত্ব অবগত হইয়াও সরলবুদ্ধিত্ব-হেতু বিশেষাপেক্ষা না করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, ভগ-

বানের যে কোন রূপের অবতরণ অঙ্গীকার করিলেই সর্ব্ব-বিষয়েই ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারিবে ॥ ৯৮—৯৯—১০০ ॥

কিন্তু নিশ্চয় জানিবে যে সেই শ্রীগোলোকেশই বিশেষ বিশেষ ক্রীড়া সকল দ্বারা ভূলোকস্থ শ্রীমাথুর ব্রজভূমি সর্ব্বদা অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন ॥ ১০১ ॥

হে গোপকুমার! আমি বিস্তাররূপে গোলোকমহিমা বর্ণন করিতেছি। কারণ এই উদ্ধবগৃহে উদ্ধব এবং তুমিই বর্ত্তমান রহিয়াছ। যদি বল আমাদের সমীপেও কিরূপে গোপনীয় ব্যক্ত করিবেন? বলিতেছি শ্রবণ কর। এই শ্রীমান্ উদ্ধব ব্রজবাসিবৃন্দকে হৃদয়বল্লভ বলিয়া জ্ঞান করে এবং তুমি স্বয়ংই ব্রজভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সুতরাং তোমাদের সমীপে ব্যক্ত করিলে কোন হানি নাই ॥ ১০২ ॥

সেই শ্রীমথুরা-ব্রজভূমিতেই প্রভুর পরমকাষ্ঠাপ্রাপ্তা পরম-প্রকট-বিভূতি, বিবিধকৃপালুতা, সুরূপতা, অশেষ মহত্ত্বের মাধুরী এবং বিলাস লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছে ॥ ১০৩ ॥

এই শ্লোকে বিভূতি বর্ণন করিতেছেন। সেই নন্দব্রজ স্বকীয়-সৌশীল্যাদিগুণ-প্রভাবেই মহালক্ষ্মীর ক্রীড়াভূমি হইয়াছে, যে মহালক্ষ্মীর কটাক্ষপাতেই জগতের এমন কি ব্রহ্মরুদ্রাদিরও ঐশ্বর্য্যলাভ হইয়া থাকে। যে মহালক্ষ্মী বৈকুণ্ঠনাথের গৃহলক্ষ্মী, সুতরাং তথায় গৃহকৃত্যে কোন সময়ে বিলাসের ব্যাঘাত হইতে পারে, কিন্তু সেই নন্দব্রজে অসঙ্কোচে সেই মহালক্ষ্মী বিলাস করিতেছেন,—

তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্ব সমৃদ্ধিমান্।
হরের্নিবাসাত্মগুণৈরমাক্রীড়মভূন্নৃপ ॥ ১০৪ ॥

ব্রজভূমিস্থ যে কোন একটি বৃক্ষ বা পত্রপুষ্পাদিরূপ যে কোন একটি দ্রব্য দ্বারা, যাচকসকলের সমগ্র অভীষ্ট পরিপূরণ করিয়া থাকে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন।—

পত্রপুষ্পফলচ্ছায়ামূলবল্কলদারুভিঃ।

গন্ধনির্য্যাসভস্মাস্থিতোক্মৈঃ কামান্ বিতন্বতে॥

যদি বল "কিজন্য তিনি স্বীয় বিভূতি গোপন করিয়া থাকেন? কিরূপেই বা তাদৃশী লৌকিকলীলা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে? বলিতেছি শ্রবণ কর। পরমেশ্বর স্বীয় বিহারের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে বলিয়াই মহাবৈভব-প্রকটরূপ ঐশ্বর্য্য সর্ব্বদা প্রকাশিত করেন না। কোন কোন সময়ে বিশেষ কার্য্যোপলক্ষেই প্রকটিত করিয়া থাকেন। লৌকিকবন্ধুতা-রক্ষার জন্যই সেই সেই মধুর বিনোদই সর্ব্বদা বিস্তার করিয়া থাকেন॥১০৫॥

কৃপালুতা বর্ণন করিতেছেন। সেই ভগবান্ সদ্বেশমাত্র অর্থাৎ ভক্তবেশ দেখিয়াই বালঘাতিনী পূতনাকে ধাত্রীর ন্যায় গতি প্রদান করিয়াছিলেন। যথা তৃতীয়স্কন্ধে উদ্ধব বলিয়াছেন, "অহো বকীয়ম্ইত্যাদি" এমন কি তিনি সেই রাক্ষসীর বান্ধব সাধুদ্রুহী বক ও কংসাদিকেও পরমমধুর গোপবালকোচিত মধুর ক্রীড়া দ্বারা মুক্তিপদ প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম স্তুতিতে শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন। "সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা"॥ ১০৬॥

"কাষ্ঠাসমূত্র" এই শ্লোকোক্ত ক্রম লঙ্ঘন করিয়া এক্ষণে প্রসঙ্গসঙ্গতি অনুসারে ভক্তবশ্যতা বর্ণন করিতেছেন। সেই ভগবান্ স্বীয় উদরে উদূখলচরণে লগ্ন গোবন্ধন রজ্জু দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীবাদরায়ণি বলিয়াছেন "স্বমাতুঃ

স্নিগ্ধগাত্রোয়া ইত্যাদি" সেই ব্রজবাসিনীগণের প্রোৎসাহনে পরমাদ্ভুত নৃত্যাদি বিস্তার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। শ্রীবাদরায়ণি আরও বলিয়াছেন "গোপীভিস্তোভিতো নৃত্যন্" অর্থাৎ শ্রীভগবান্ জ্ঞানপর সকলকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন যে, আমি ভক্ত সকলেরই বশীভূত। জ্ঞানাদি দ্বারা আমায় প্রাপ্ত হওয়া সুলভ নহে। একমাত্র ভক্তিবলেই আমি অধিকৃত হইয়া থাকি। এক্ষণে পুনরায় ক্রম অনুসরণপূর্ব্বক স্বরূপতা বর্ণন করিতেছেন ॥১০৭॥

সেই অনির্ব্বচনীয় ভগবদ্রূপের মহিমা কোন পুরুষই এমন কি চতুর্ম্মুখও ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহেন। তথাপি আমি যথাশক্তি বর্ণন করিতেছি। ভগবানের সেই অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া গো, পক্ষী, দ্রুম, লতা, ও তরু সকল পুলকাশ্রু আদি সাত্ত্বিকভাবে পরিপ্লুত হইয়া থাকে। শ্রীভগবতীগণও বর্ণন করিয়াছেন "ত্রৈলোক্য সৌভগমিদঞ্চ ইত্যাদি" ॥ ১০৮ ॥

বক্তা পরমাশ্চর্য্য বিষয় ব্যক্ত করিবেন বলিয়া শ্রোতাকে সাদরে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন হে তাত! ভগবানের সেই রূপ সেই গোপিকাদেরও ধৈর্য্যহরণ করিয়াছিল। যদি বল স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই চঞ্চল, সুতরাং তাহাদের চিত্ত আকর্ষণে কোনই কৃতিত্ব নাই। এরূপ আশঙ্কা করিও না, কারণ সংসারে যাবদীয় কুলস্ত্রী তাঁহাদের চরণ সেবা করিয়া থাকেন। কোন পুরুষই পরম-কুলস্ত্রী-স্বরূপ সেই গোপীবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমক্ষ নহেন। এমন কি তাঁহারা "সৌন্দর্য্য, স্বভাব, ধৈর্য্য

লজ্জাদিরূপ গুণ, বিচারব্যবসায়, বৈদগ্ধ্যাদিকর্ম্ম," এই সকল দ্বারা মহালক্ষ্মীকেও অতিক্রম করিয়াছেন ॥ ১০৯ ॥

শ্রীগোপালদেবের একমাত্রপ্রিয় সেই গোপিকাদের ভগবদ্-রূপদর্শনে যে ধৈর্য্যহানি হইয়াছিল, এ সম্বন্ধে অধিক কি বর্ণনা করিব ? যাঁহার রূপ দর্শন করিয়া অন্যান্য লোকও সেই রূপ দর্শনের প্রতিবন্ধক পক্ষ্মসকলের রচনকারী বিধাতার নিন্দা করিয়াছিলেন এবং বিবিধ অপরাধকারী ইন্দ্রকেও সহস্রাক্ষ বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন, কারণ দেবরাজ সহস্রলোচনে ভগবদ্রূপমাধুরী উপভোগ করিতে পারেন। এমন কি তাঁহারা এই বলিয়া খেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়সকলও কেন নয়নরূপে পরিণত হয় নাই ? অতএব বলি সেই লোক সকল সেই রূপ দর্শনে কি অনির্ব্বচনীয়দশাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ! ॥ ১১০ ॥

"এক্ষণে স্বরূপতা প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছেন" ব্রজভূমির সেই অসাধারণ মহিমা কি বর্ণন করিব ? সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজভূমিতে পরমাদ্ভুত যে নিজ সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া থাকেন, তাদৃশ-সৌন্দর্য্য-সুশোভিত হইয়া তিনি অন্যত্র গমন করিলেও অন্যস্থানস্থ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ-দ্বারকাদি-বাসিগণ ব্রজবাসিগণের সেই ভাব ধারণ করিতে সক্ষম হয়েন না। ফলিতার্থ এই যে কালবিশেষের ন্যায় দেশবিশেষেও ভগবানের মাহাত্ম্যবিশেষ প্রকটিত হইয়া থাকে। এইরূপে ব্রজভূমির মহিমাবিশেষ সিদ্ধ হইল। "আনন্দকন্দ স্বভাবোঽপি ইত্যাদি" জনলোকে পিপ্পলায়নোক্তির সহিত একবাক্যতা সঙ্গত হইল, ভগবানের মাহাত্ম্য হেতুবিশেষে কোন

স্থানে প্রকটিত হয়, কোন স্থানে বা নিত্যসিদ্ধ স্বভাবেরও নিজ-শক্তি-বলে আচ্ছাদন হইয়া থাকে ॥ ১১১ ॥

ইদানীং বয়ঃশোভা বর্ণন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বয়স পরমাশ্চর্য্য শৈশবশোভাবিশিষ্ট অর্থাৎ পরম সৌকুমার্য্য, চাপল্য, শ্মশ্রুর অনুদ্গম প্রভৃতি বাল্যলক্ষ্মী কর্ত্তৃক আশ্রিত। তদ্রূপ বিবিধবৈদগ্ধ্যাদিও সর্ব্বদাই যৌবনলীলা কর্ত্তৃক আদৃত। অতএব জগচ্চিত্তহারি-কৈশোর-(পঞ্চদশবর্ষান্তর্গত অবস্থা) দশাকর্ত্তৃক অবলম্বিত সেই বয়ঃক্রম কান্ত্যাদি দ্বারা প্রতিক্ষণ নূতন হইতেও নূতন বলিয়া প্রতীত হইতেছে। সেই নূতনতার কোন সময়েই পরিপাক হয় না ; অর্থাৎ দ্রষ্টৃবর্গ সেই বয়ঃসৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না। যদিও ব্রজমণ্ডলে ভগবান্ কৌমার পৌগণ্ড কৈশোর এই তিন অবস্থাতেই ক্রীড়া করিয়াছিলেন তথাপি কৈশোরদশাই তাঁহার ও ভক্তসকলের অভীষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১১২ ॥

শ্রীব্রহ্মরুদ্রাদি শ্রীনৃসিংহ শ্রীরঘুনাথাদি যাহা পূর্ব্বে করিতে পারেন নাই এমন কি তিনি স্বয়ংও শ্রীবৈকুণ্ঠাদি কোন স্থানেও করেন নাই, এতাদৃশ মহাদৈত্যহননাদি দুষ্করকর্ম্ম সুন্দর বাল্যচেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কি আশ্চর্য্য ! তৎসঙ্গে নিজ ভক্তিবিস্তারও করিয়াছিলেন ॥ ১১৩ ॥

মদীয় রসনা সর্ব্বদা মধুররসপ্রিয়া হইয়াও সেই সেই বিনোদরূপ অমৃতসাগরে অবগাহন করিতে ভীত হইতেছে। কারণ অশক্যকর্ম্মে অযোগ্যপুরুষ কখন প্রবৃত্ত হয়েন না ॥১১৪॥

যদি কোনক্রমে কর্ণপুট দ্বারা একবার মাত্র সেই লীলা-

মৃত পীত হইয়া থাকে, তবে তৎক্ষণাৎ রসনাও সেই লীলামৃত উপভোগ করিতে বাঞ্ছা করিয়া থাকে। সেই সময় বলবতী চঞ্চলতাও লজ্জাকে অপসারিত করিয়া থাকে ॥ ১১৫ ॥

যে ভগবান্ ত্রৈমাসিকশিশুরূপে শয়ান থাকিয়াও কোমল একটি পাদ দ্বারাই বৃহত্তর এক শকট ভঞ্জন করিয়াছিলেন ॥ ১৬৬ ॥

তৃণাবর্ত্ত বধে তিনি যে পরমমহামধুর লীলা প্রকটিত করিয়াছেন, রিঙ্গনভঙ্গিকা অর্থাৎ গমন ভঙ্গি দ্বারা যে পরমমহামধুর লীলা প্রকটিত করিয়াছেন এবং গোপীগণের পরিতোষার্থ গোরস অপহরণ করিয়া যে মধুরাতিমধুর লীলা প্রকাশিত করিয়াছেন, এই সকল লীলা তোমাকে ভয় হইতে এবং শ্রবণজনিত প্রেমমোহ হইতে রক্ষা করুন। ক্রমপ্রাপ্ত "ভগবানের শ্রীগর্গকৃত নামকরণাদি লীলায় মধুরলীলাবিশেষের প্রকটন নাই, এই জন্যই গ্রন্থকার এই সকল লীলার উল্লেখ করেন নাই" ॥ ১১৭ ॥

জননী ও গোপীগণ কৃত আক্রোশনে ভীত হইয়া তিনি যে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, সেই ভয়াবলোকনচাতুরী, মৃদ্ভক্ষণকৌতুক এবং দধিমন্থন-কালে জননীর হস্তস্থিত দণ্ডধারণাদি ক্রীড়া আমায় রক্ষা করুন। শ্রীনন্দযশোদার "ভাগ্যবর্ণনে শ্রীভগবানের লীলা বিশেষ নাই এই জন্যই এস্থলে উল্লেখ করেন নাই" ॥ ১১৮ ॥

সেই প্রসিদ্ধ রোদন, সেই দধিভাণ্ডভঞ্জন, শিক্যস্থিত পাত্র হইতে সেই নবনীতাপহরণ, জননীর ভয়ে প্রভুর সেই মহাদ্ভুত পলায়ন আমায় রক্ষা করুন ॥ ১১৯ ॥

জননী কর্ত্তৃক পাশ দ্বারা জঠরে বদ্ধ হইয়া তিনি যে উদূখল আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই উদূখল আকর্ষণ এবং তদবস্থায় প্রভু কর্ত্তৃক অর্জ্জুনভঞ্জন ও নলকূবের এবং মণিগ্রীবের প্রতি বরপ্রদান আমার মনোহরণ করিতেছে ॥ ১২০ ॥

এক্ষণে বৃহদ্বনলীলা বর্ণন করিয়া শ্রীবৃন্দাবন বর্ণন করিতেছেন। যিনি শ্রীবৃন্দাবনে বৎসচারণকালে খেলা করিতে করিতে বৎসাসুর ও বকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, যিনি বেণুবীণাদি বাদ্যের গুরু, যিনি শিখিপুচ্ছগুঞ্জাদি বন্যভূষণে ভূষিত হয়েন এবং জন্তুগণের স্বরানুকরণ করিয়া থাকেন, সেই কৃষ্ণচন্দ্র আমায় রক্ষা করুন ॥ ১২১ ॥

তিনি সখিবর্গের সহিত সপরামর্শে বৃন্দাবনে প্রবেশ পূর্ব্বক বন্যবেশভূষণ, শিক্যচৌর্য্যাদি এবং মহাসর্পের মুখপ্রবেশ, সর্পকে মুক্তিপ্রদান প্রভৃতি সরস বিহার করিয়াছিলেন। আমি সেই সকল বিহারের বন্দনা করিতেছি ॥ ১২২ ॥

নদীতটে পুলিন-ভোজনকালে ব্রহ্মা বৎসসকল হরণ করিলে সখিবর্গকে আশ্বাসিত করিয়া যিনি দধ্যোদন সুশোভিত বামকরে বৎস অন্বেষণে যে লীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন, সেই লীলা আমার মন আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ১২৩ ॥

ব্রহ্মাও যে বিলাসমাধুরী দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কে সেই বিলাসমাধুরী বর্ণন করিতে সক্ষম হইবে? তাঁহার স্বয়ংই বৎস-বৎসপালমূর্ত্তি-ধারণ কোথায়? এবং মুগ্ধের ন্যায় তাঁহার সখি-বৎস অন্বেষণই বা কোথায়? অর্থাৎ তাদৃশ পরমৈশ্বর্য্য-প্রকটনেও তাদৃশ মৌগ্ধ্য অতীব বিচিত্র ॥ ১২৪ ॥

ব্রহ্মাই সেই সেই বিলাসের আস্পদস্বরূপ গোকুলের মাহাত্ম্যবিশেষে অভিজ্ঞতম। যিনি ব্রজের মূর্ত্তিমান্ মহাপ্রেমরস-স্বরূপ সেই ভগবান্‌কে আদরের সহিত "তদ্ভূরিভাগ্যমিহজন্ম" ইত্যাদিশ্লোকে স্তব করিয়াছিলেন ॥ ১২৫ ॥

এইরূপে কৌমারলীলা বর্ণন করিয়া পৌগণ্ড লীলা বর্ণন করিতেছেন। সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণদেব গোপালন দ্বারা, ভ্রমরগানের অনুকরণ দ্বারা, শুকজল্পের অনুকরণ দ্বারা গম্ভীরবাক্যে দূরস্থিত পশুসকলের আহ্বান দ্বারা পল্লবশয্যা-বিস্তারণ দ্বারা যে যে মধুর লীলা প্রকশিত করিয়াছেন, তুমি সেই সেই লীলার ভজনা কর ॥ ১২৬ ॥

তালীবনে যে লীলা প্রকাশিত করিয়াছেন, জ্ঞাতি সহ ধেনুকাসুরবধে যে লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, সায়ংকালে ব্রজনারীগণের মিলনেও যে লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, আমি প্রেমমোহভয়ে সেই সকল লীলার স্তবও করিতে পারিতেছি না, কেবল অভিবাদনমাত্র করিতেছি ॥ ১২৭ ॥

কালিয়হ্রদে সেই যশোদাতনয় যে বিহার করিয়াছিলেন, সেই বিহার স্মরণ করিতেও সক্ষম হইতেছি না, কারণ কালিয়ের দুষ্টতাস্মরণে হৃদয়ে শোকসঞ্চার হইতেছে, তদ্দমনার্থ নৃত্যাদির স্মরণে হর্ষসঞ্চারও হইতেছে, অতএব এই উভয়ের বেগে বিহ্বল হইয়া আমি কেমন করিয়া বর্ণন করিব? ১২৮ ॥

দুষ্টচেষ্ট সেই খলের প্রতি ক্রোধভরে কোথায় দণ্ড-নিপাত করিবেন, তদ্বিপরীতে কোথায় তিনি তাহার

উন্নত ফণাবর্গরূপ রঙ্গালয়ে হর্ষভরে নৃত্যোৎসব বিস্তার করিলেন ! ॥ ১২৯ ॥

কোথায় তিনি শ্রীপার্ষ্ণিপ্রহারাদি দ্বারা তাহার মস্তক-সকল ভঞ্জন করিবেন, তাহা না করিয়া তিনি তাহার প্রতি সুন্দর নৃত্যলীলা দ্বারা পরমদুর্লভতর শ্রীচরণাম্ভোজের রজঃ-পাতনাদি অনুগ্রহই বিস্তার করিলেন। যাদৃশ অনুগ্রহ সহস্রবদন শেষও বর্ণন করিতে পারেন না। যে কালিয় ও নাগপত্নীগণ ভগবানের পূজা ও স্তুতি করিয়াছিলেন, আমি সেই কালিয় ও নাগপত্নীসকলকে নমস্কার করিতেছি ॥ ১৩০ ॥

কালিয়হ্রদের তীরে দাবানলের সহিত যে ক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুতক্রীড়া এবং তাহা হইতে অদ্ভুত ভাণ্ডীরবনের যে সংক্রীড়নচাতুরী জ্যেষ্ঠ বলদেবের কীর্ত্তিরক্ষার জন্য রচনা করিয়াছেন, সেই সংক্রীড়নচাতুরী মঙ্গল বিস্তার করুক ॥ ১৩১ ॥

বর্ষাকালে বনস্পতিক্রোড়ে আশ্রয়, কন্দমূলাদি ভক্ষণ প্রভৃতি যে যে মনোহর ক্রীড়া বিস্তার করিয়াছেন, সেই মনোহর ক্রীড়া এবং ব্রজাঙ্গনাদিগের কামতাপবর্দ্ধিনী শরৎকালের বনশোভাতিশয়ে পরিবর্দ্ধিতা অন্যান্য মনোহর-ক্রীড়া জয়যুক্ত হউক। "জনাস্তাপং জহুর্গোপ্যো ন কৃষ্ণহৃত-চেতসঃ" ॥ ১৩২ ॥

সেই ভগবানের বন্যভূষা "বর্হাপীড়ং নটবপুরিত্যাদি" অখিলচিত্ত-হরণকারিণী বেণুবাদ্যের সেই রসধারা, "গোপ্যঃ কিমাচরদয়মিত্যাদি" সেই গোপাঙ্গনাগণ-বিমোহন "তদ্ব্রজ স্ত্রিয় আশ্রুত্য ইত্যাদি" হায় ! আমি কখন অনুভব করিব ? ॥ ১৩৩॥

ভগবান্ কর্ত্তৃক গোপকন্যাগণের বস্ত্রহরণোৎসব, কেলি-কদম্ব বৃক্ষে অধিরোহণব্যগ্রতা, সেই নর্ম্ম বচনাবলী "সত্যং ব্রুবাণি নো নর্ম্ম যদ্‌যূয়ং ব্রতকর্শিতা" অঞ্জলি বন্দনের প্রার্থনা, স্বীয় স্কন্ধস্থিত অংশুক সকলের গোপন্যাদিগকে অর্পণ, আহা! কখন আমি এই সকল অনুভব করিব? ॥ ১৩৪ ॥

সখিবর্গ কর্ত্তৃক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের সমীপে যজ্ঞান্ন-যাচ্ঞা, ভগবান্ কর্ত্তৃক যাজ্ঞিকপত্নীগণের সেই আকর্ষণ, সেই ভূষণ "শ্যামং হিরণ্যপরিধিং" সখিস্কন্ধে হস্তার্পণ-পূর্ব্বক অবস্থান, বাক্য "স্বাগতং বো মহাভাগাঃ" প্রসাদ "পতয়ো নাভ্য-সূয়েরন্" এবং যজ্ঞপত্নী-প্রদত্ত অন্নসকলের নিপুণতার সহিত ভোজন, আমি এই সকল লীলার স্তব করিতেছি ॥ ১৩৫ ॥

শ্রীনন্দাদি কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের সেই মনোহর অর্চ্চনা, ভগবান্ কর্ত্তৃক স্বীয় বামহস্তদ্বারা মহাপর্ব্বতধারণ, গোপ সকলের সন্তোষণ, "তং প্রেমবর্গান্নিভৃতা ইত্যাদি" ভগবান্ কর্ত্তৃক ইন্দ্রের সান্ত্বন, সুরভি কর্ত্তৃক "গোবিন্দ" এই নামকরণ-পূর্ব্বক ভগবানের অভিষেচন, আমি এই সকল লীলার বন্দনা করিতেছি ॥ ১৩৬ ॥

ভগবান্ কর্ত্তৃক ব্রজবাসিদিগকে বৈকুণ্ঠলোক-প্রদর্শন, বরুণলোক হইতে শ্রীনন্দের আনয়ন এবং বেণুবাদন, বৈদগ্ধী, গোপীগণমোহন, রাসক্রীড়াদিরূপ ভগবত্ত্ব-মাধুরী পরাকাষ্ঠা, আমি এই সকল কিরূপে বর্ণনা করিব? ॥ ১৩৭ ॥

ব্রজভূমিতে অনুষ্ঠিত এই সকল ভগবদ্বিহারের শ্রেষ্ঠতর কিরূপে বর্ণন করা যাইতে পারে? সেই সকল ব্রজচেষ্টিত অন্যান্য অবতার চেষ্টিত হইতে বিচারবলে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে।

কারণ সেই ব্রজচেষ্টিত-বর্ণনের অক্ষর সকল শ্রবণ করিলেও যখন শ্রোতার হৃদয়ে প্রেমসঞ্চার হইয়া থাকে, অর্থানুসন্ধান-পূর্ব্বক বহু বিচার করিলে যে প্রেমোদয় হইবে এ সম্বন্ধে আর কি বক্তব্য আছে ? যদি বল ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? আশঙ্কা করিও না এই লীলার প্রকৃতিই এইরূপ, কারণ পূতনামোচনাদি লীলাশ্রবণেও অগ্নিসংযোগে উষ্ণতা-সঞ্চারের ন্যায় সহজেই প্রেমসঞ্চার হইয়া থাকে ॥ ১৩৮ ॥

যে ব্যক্তি তর্কসকল দ্বারা কৃষ্ণচরিতের সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন তিনি ধন্য, কিন্তু যে ব্যক্তি দূর হইতে কৃষ্ণ লীলার ঈষৎ শ্রবণ করিলেও অর্থাৎ "পূতনা" এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র প্রেমপূর্ণ হইয়া থাকেন, সেই পুরুষ-বরকে আমি প্রণাম করিতেছি ॥ ১৩৯ ॥

আমার রসনা, অসাধারণ অশেষরূপ-গুণাদিবিশিষ্ট ভগবানেরই যোগ্য এবং সর্ব্বদা তাঁহারই করপদ্মে বিরাজমান্ তাঁহার প্রিয়বস্তু সেই দারুময় বেণুরই মহত্ত্ব, যখন স্পর্শ করিতে পারিতেছে না, তখন সেই ভগবানের মহিমা ও তাঁহার বেণু-বাদনকৌশল কিরূপে বর্ণন করিবে ? ॥ ১৪০ ॥

তথাপি আমি ভগবানের প্রসাদবলেই যথাশক্তি কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি। তুমি মনোযোগী হও ॥ ১৪১ ॥

ভগবান্ শ্রীমুখদ্বারা উপনিষদ্রূপ মুখ দ্বারা পুরাণাদিরূপ-বাক্যামৃত দ্বারা যাহা করিতে পারেন নাই, কি আশ্চর্য্য ! সেই দারুময়ী মোহনবংশী ভগবানের বিম্বাধরযোগে তাহা নিষ্পাদন করিয়াছেন ॥ ১৪২ ॥

বিমানারূঢ় সুর-সিদ্ধ-সমুদয় স্ব স্ব প্রেয়সী সহ ভগবানের

প্রতি অনুরাগবশতঃ মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন "কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীলমিত্যাদি" এমন কি মহেন্দ্র রুদ্র দ্রুহিণ অর্থাৎ ব্রহ্মা প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞগণও বিস্মৃততত্ত্ব হইয়াছিলেন। "সনবশস্তদুপধার্য্য সুরেশা" অর্থাৎ মহেন্দ্রাদি দেবগণ ও মুনীশ্বরগণ সেই বেণুবাদ্য মন্ত্রমধ্যতার-ভেদে নিজ নিজ সমীপে শ্রবণ করিয়াছিলেন, অথবা প্রথমে সামান্যরূপে শ্রবণ করিয়া পশ্চাৎ বেণুবাদ্য-স্থানের নিকটে আগমনপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনের উপরি আগমন করিয়া ভগবান্‌কে দর্শনপূর্ব্বক গ্রীবা ও চিত্ত নমিত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ আমরা যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া অবগত হইয়াছি, সেই বস্তু কি তত্ত্ব ? অথবা এই বেণু গীতই কি ব্রহ্ম ? আমরা কিছু নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। কারণ এই গীতই পরমানন্দ-ঘন বলিয়া অনুভূত হইতেছে, দেবগণ এইরূপ তর্ক করিয়াছেন ॥ ১৪৩ ॥

বিষয়ানুরক্ত দেবগণের যে মোহ উপস্থিত হইবে, এ বিষয়ে কি বক্তব্য হইতে পারে ? কারণ ব্রহ্মনিষ্ঠ আত্মারাম মহামুনিগণও পুলকাশ্রু-পূর্ণাঙ্গ হইয়াছিলেন ! স্বাধীন মহামনিগণেরই বা বিষয় কি বর্ণনা করিব ? চিরপরাধীন কালচক্র ভ্রমণের অনুবর্ত্তি-চন্দ্রাদি গ্রহগণের নিত্যা ও আশু গতি রাসক্রীড়ার অবলোকনপ্রভাবে নিরুদ্ধ হইয়াছিল। "শশাঙ্কঃ সগণো বিস্মিতোঽভবদিতি ॥ ১৪৪ ॥

গোপ সকল স্ব স্ব দেহ, দৈহিক' অর্থাৎ দেহ সম্বন্ধি পুত্রকলত্রাদি এমন কি আত্মা পয্যন্তও কৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছিলেন। যথা হরিবংশে "অদ্যপ্রভৃতি গোপানাং গবাং

গোষ্ঠস্য চানঘ। আপৎসু শরণং কৃষ্ণঃ প্রভুশ্চায়তলোচন” ইতি॥ এ স্থলে “গোষ্ঠের প্রভু” ইহা দ্বারাই “গোপীদিগেরও প্রভু” ইহাই সূচিত হইল। লজ্জাবশতঃ স্পষ্ট কথা বলেন নাই। এই জন্যই গোপ সকল নিজ আচারবিচারেও ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ইহকাল পরকাল এই উভয়েরই সাধ্যসাধন বিষয়ে নৈরপেক্ষ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই জন্য সেই গোপগণ স্ব স্ব ভার্য্যাদিগকেও কৃষ্ণপ্রিয়াবোধে প্রণাম করিতেন॥ ১৪৫॥

সেই গোপবালকগণ ছায়ার ন্যায় ভগবৎসঙ্গে রত থাকিতেন। কোন সময়ে ভগবান্ কৌতূহল বশতঃ শ্রীবৃন্দাবনের শোভাদর্শনার্থ কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিতেন, অমনি তাঁহারা কাতর হইতেন, পরে নয়নগোচর হইবামাত্র ত্বরা অর্থাৎ অহম্পূর্ব্বিকাক্রমে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া ক্রীড়াসুখ অনুভব করিতেন। ব্যাস নন্দন বলিয়াছেন ‘যদি দূরং গতঃ কৃষ্ণো বনশোভেক্ষণায় তং। অহংপূর্ব্বমহংপূর্ব্বমিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে” ॥ ১৪৬॥

পরম ভগবতী অর্থাৎ মহালক্ষ্মী এবং রুক্মিণী আদি হইতেও শ্রেষ্ঠা রাধাদি—ভগবৎপ্রেয়সীবর্গ, পতিপুত্রাদি লোকসকল, ধর্ম্ম সকল এমন কি লজ্জাও পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কারণ সেই ভাবপ্রভাবে তাঁহারা মধুর অথচ কটু অর্থাৎ হর্ষশোকপ্রদ মনঃক্ষোভাদি বিকারনিচয় দ্বারা মুগ্ধ হইয়া তরুগতি অর্থাৎ স্থাবররূপতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং কিঞ্চিন্মাত্রও অনুসন্ধান অর্থাৎ কর্ত্তব্যনিশ্চয় করিতে পারেন নাই। ভগবতীগণই বর্ণন করিয়াছেন “নিজপদাব্জ-

দলৈর্ধ্বজবজ্রনীরজ ইত্যাদি” যদিও গোপগোপী প্রভৃতি তত্রত্য সকলেরই স্বভাবতই ভগবানে প্রেমভর নিত্যই দেদীপ্যমান থাকে এবং তদ্দ্বারাই সর্ব্বদা মোহসঞ্চার হইতে পারে; তথাপি শ্রীভগবানের অসাধারণ পরম-মধুর-মাহাত্ম্য-ভররূপী বংশীবাদ্য দ্বারাই সেই ভাবের বিস্তার হইয়াছিল, এইজন্যই বংশীরই মোহহেতুত্ব বিবক্ষা করিয়া বংশী-মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ১৪৭ ॥

পরমরসজ্ঞ এই গোপীগণের এই দশা হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কারণ, গো-মহিষাদি সকল স্ব-স্বভাব পরিত্যাগ করিয়াছিল। যদি বল ইহারা ভগবৎসঙ্গে অবস্থান করে, সুতরাং ইহাদের দশাগ্রস্ততা হইবারই সম্ভব; এরূপ আশঙ্কা করিও না। কারণ, বনচারী মৃগগণও সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, যদি বল বনচারি মৃগগণ গবাদিসঙ্গ লাভ করিয়াছে বলিয়াই তাদৃক্ অবস্থা লাভ করিয়াছিল, এরূপ আশঙ্কাও হইতে পারে না। কারণ, বৃক্ষবাসি-পক্ষিগণও সেই দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যদি বল কোন সময়ে ভগবৎ কর্ত্তৃক বৃক্ষমূলাশ্রয়ণাদি-কালে পক্ষিগণ ভগবৎসন্নিকর্ষলাভ করিয়াছিল, তজ্জন্যই তাদৃশ ভাবাপন্ন হইয়াছিল, এরূপ আশঙ্কা করিও না, কারণ দূরে বর্ত্তমান ক্রীড়ারত জলচর পক্ষিগণও সেই দশাই লাভ করিয়াছিল, যদি বল তাহাদেরও জ্ঞানবিশেষ এবং ভগবানের নিকটে যাইবার শক্তি আছে, সুতরাং কোন বিচিত্রতা নাই, এরূপও আশঙ্কা করিও না কারণ স্থাবর তরু গুল্মাদি ও নদীসকলও ভাবযুক্ত হইয়াছিল, যদি বল ইহারাও ব্রজভূমিস্থ, তজ্জন্যই ভাবযুক্ত হইয়াছিল, এরূপ আশঙ্কা করিও না কারণ

গগনবর্ত্তী ধূলিধূমোদ্ভব মেঘসকলও নিজস্বভাব ত্যাগ করিয়াছিল ॥ ১৪৮ ॥

চর অর্থাৎ জঙ্গম প্রাণিগণ অচর-প্রাণি-ভাবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল অর্থাৎ মোহবশতঃ চলন-শক্তি-রহিত হইয়াছিল। স্থির বৃক্ষাদি সকল চরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, অর্থাৎ বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া বৃক্ষ সকলের পত্রোদ্গম ও কম্প হইয়াছিল। সচেতন সকল অচেতন হইয়াছিল অর্থাৎ কোন কার্য্যই করিতে পারে নাই, অচেতন সকল অর্থাৎ স্থাণু-শিলা-কাষ্ঠাদি মতি অর্থাৎ সচেতনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল অর্থাৎ পুনঃপুনঃ রসোদ্বেলনহেতু ক্ষণমাত্রেই তাহাদের পত্রাদির উদ্গম হইয়াছিল। কি আশ্চর্য্য! ইহারাও বংশীপ্রভাবে স্বেদ কম্প পুলকাদি দ্বারা সর্ব্বদাই ব্যাপ্ত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে ভগবতীগণই বর্ণন করিয়াছেন,—

"গোগোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার ইত্যাদি" ॥ ১৪৯ ॥

ভগবত্ত্ব বিশেষের অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় পারমৈশ্বর্য্যাতিশয়েরও গোপ্য-সর্ব্বস্বসারের পরিপাকময় রাস, মাহাত্ম্যমাধুরীর চরম-সীমা-মর্য্যাদা প্রকটিত করিতেছে। শত শত মনোরথেও সেই রাস লক্ষ্মীর দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। উদ্ধব গান করিয়াছেন,

"নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্ত রতেঃ প্রসাদঃ" ॥ ১৫০ ॥

কি আশ্চর্য্য! শ্রীভগবানের সেই মধুরমধুরা বিদগ্ধতা, জগতের মধ্যে কোন্ কৃতীর মন আকর্ষণ না করে? কারণ তিনিই সেই কুলবতীগণকেও বনস্থলীতে আকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের সহিত বাক্‌চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া-

ছিলেন, তখন সেই বাক্‌চাতুর্য্যে ব্যথিত হইয়া ধৈর্য্যবতী কুলবতীগণ রোদনও করিয়াছিলেন ॥ ১৫১ ॥

আমি শ্রীহরির সেই অবহিত্থ্যা অর্থাৎ আকারগোপনের প্রসংশা করিতাম, যদি গোপীগণের কাকুবাক্যেও সেই অবহিত্থা স্থির থাকিত। কারণ, তৎক্ষণাৎ ভগবান্ স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়া কামকলাবলী অর্থাৎ সৌরতবৈদগ্ধী দ্বারা মোহিত করিয়া তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। যথা রাসপঞ্চাধ্যায়ে "বাহুপ্রসারপরিরম্ভকরালোকোরু ইত্যাদি"। ভগবদ্ভজন-স্বভাবের প্রভাবে বিলীন কামকে উদ্দীপিত করিয়াই তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। এই রাসক্রীড়াতে লৌকিকত্বসত্ত্বেও পারমৈশ্বর্য্য প্রকটিত হইয়াছিল, কারণ শেষে বর্ণন করিয়াছেন "সুস্মিত শ্রীমুখেন ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবমিতি" শ্রীধর স্বামিপাদ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা কামদেব অর্থাৎ কাম হইয়াও যিনি সংসার জয় করিতে ইচ্ছা করেন, অর্থাৎ ভোগ দ্বারা যিনি মোক্ষ প্রদান করেন, তিনি কামদেব ॥ ১৫২ ॥

বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ বিচ্ছেদলীলায় দক্ষ সেই ভগবানের অন্তর্দ্ধানকে কোন্ ব্যক্তি অহর্নিশি প্রশংসা না করে? যে অন্তর্দ্ধান তাদৃশ-ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্যশীল সেই কুলবতীগণকেও "দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থ ইত্যাদি" উক্তি, ভগল্লীলানুকরণাদিরূপ চেষ্টা এবং উন্মত্তাদিরূপ দশায় উপনীত করিয়াছিল ॥ ১৫৩ ॥

হায়! আমি দুর্ব্বোধলীল এই ভগবান্ হইতে ভীত হইতেছি। কারণ তিনি সেই শ্রীমতী রাধিকাকে সারসৌভাগ্য প্রদান করিয়াছিলেন অর্থাৎ সকল গোপীকে পরিত্যাগ

করিয়া নির্জ্জনে তাঁহার সহিত বিহার, স্কন্ধে বহনাদিরূপ সৌভাগ্য তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া তাঁহাকে রোদনসাগরেও পাতিত করিয়া একাকিনী ও যাতনাসহায়া করিয়াছিলেন ॥ ১৫৪ ॥

গোপীদিগের অন্তর্বেদনা-জনিত সুস্বরগীতময় রোদন-প্রভাবে যিনি প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে আনন্দরাশি প্রদান করিয়াছিলেন, "ভজতোঽনুভজন্ত্যেকে" ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন এবং "ন পারয়েঽহম্ ইত্যাদি" শ্লোকে নিজের ঋণিত্ব বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন। সেই ভগবান্ তোমাকে রক্ষা করুন "ন পারয়েঽহম্ ইত্যাদি" শ্লোকের বিবরণ পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে ॥ ১৫৫ ॥

প্রভুর সেই মণ্ডলী-বন্ধন-চাতুরী, নৃত্যগীতাদি কলার সুদক্ষতা এবং অপূর্ব্ব-শোভাধিকত্বার বিশ্বমোহিনী পরম্পরা অর্থাৎ পংক্তি আমার চিত্ত হরণ করিতেছে ॥ ১৫৬ ॥

যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-পদ্মের মকরন্দপানে লুব্ধ, তিনিই শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্মের রসাস্বাদ-তৎপর লোকসকলের পরম-মহত্ত্ব অবগত হইতে পারেন। গোকুলজাত জনসকলের পরমমহত্ত্ব একমাত্র ব্রহ্মাই অবগত আছেন এবং সাক্ষাদ্-বর্ত্তমান এই উদ্ধব গোপীগণের পরমমহত্ত্ব অবগত আছেন। কারণ এই ব্রহ্মা এবং উদ্ধব সুপ্রসিদ্ধ অনির্ব্বাচ্য কোন পদার্থ ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ব্রজবাসিজনের ন্যায় সৌভাগ্যলাভে ব্রহ্মার লোভসঞ্চার হইয়াছিল এবং শ্রীগোপিকাগণের প্রেমভর অবলোকনে শ্রীউদ্ধবেরও তাদৃশ প্রেমলাভে ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। ব্রহ্মা "তদ্ভূরিভাগ্যমিহ ইত্যাদি" শ্লোকে প্রার্থনা

করিয়াছিলেন উদ্ধবও "আসামহো ইত্যাদি" শ্লোকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনবাসিমধ্যে যে কোন পদার্থের চরণ-রেণু প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়া ব্রহ্মাই পরমমহত্ত্বজ্ঞ, উদ্ধব তাদৃশ নহেন, এরূপ আশঙ্কা করিবে না। শ্রীউদ্ধব গোকুল-মুখ্যতম শ্রীগোপিকাদিগেরই চরণরেণুবিশিষ্ট গুল্মাদির ভাব প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পারমেষ্ঠ্যপদে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মা শ্রীনন্দনন্দনের দাস্যমাত্রের প্রাপ্তিতেই কৃতার্থ হইতে পারেন। কিন্তু উদ্ধব স্বভাবতই নন্দনন্দনের দাস, স্বাভাবিকদাস্য হইতে কোন পরমপ্রিয়তা-লাভেই ইহার সন্তোষ জন্মিতে পারে, কারণ স্বতঃসিদ্ধ অর্থ হইতে অধিক অর্থেতেই লোকের রুচি জন্মিয়া থাকে, এই জন্যই উদ্ধব বিবেচনাপূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অতএব বলিতেছি উভয়েই স্ব স্ব উপযুক্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন ॥ ১৫৭ ॥

যাঁহাদের যে বস্তুতে লোভ প্রকাশিত হয়, তাঁহারা তদ্বস্তুসম্বন্ধবিশিষ্টেরই ভাগ্যবল অবগত হইতে পারেন। দেখ, গোপীগণ মুকুন্দাধরপানে লুব্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই মুরলীর সৌভাগ্যভর গান করিয়াছিলেন। গোপীগণ বর্ণন করিয়া-ছিলেন, "গোপ্যঃ কিমাচরদয়মিত্যাদি" ॥ ১৫৮ ॥

মাথুর-গোষ্ঠ-বাসী সেই লোকসকলের প্রতি সনাতনী প্রেমপূর্ণা যে আসক্তি, সেই আসক্তিহেতু স্তবনশীল জ্যেষ্ঠ-পুত্র ব্রহ্মার প্রতিও দৃষ্টিপাত করেন নাই, সম্ভাষণকরা দূরে থাকুক। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে ইন্দ্রের সহিত তিনি যে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, সেই সম্ভাষণ পরমভীত ইন্দ্রের অধিকার-ভ্রংশের শঙ্কানিবারণের জন্যই হইয়াছিল জানিবে, অথবা

শ্রীগোবিন্দ-উপেন্দ্র এই নামদ্বয়ের প্রকাশক মহোৎসব বিধান করিবার জন্যই হইয়াছিল জানিবে। কিম্বা গোসকলের আদিযোনি শ্রীসুরভির সঙ্গে আগমন করিয়া ইন্দ্রদেব, ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন এইরূপও প্রতীতি হইয়া থাকে ॥ ১৫৯ ॥

সেই বন্য ব্রজবাসিগণ বিচিত্র বন্য মন্ত্র ঔষধি দ্বারা সেই গোষ্ঠনাগরকে এরূপ বশীভূত ও মোহিত করিয়াছিলেন যে সেই গোষ্ঠনাগর, তাঁহার পাদপদ্ম যাঁহাদের একমাত্র গতি এতাদৃশ আমাদিগকেও ক্ষণকালের জন্য সম্ভাষিত করিতে উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই। ইহা দ্বারা বন্য ব্রজবাসিগণের তাঁহা হইতেও বৈদগ্ধীবিশেষ সূচিত হইল ॥ ১৬০ ॥

সেই গোষ্ঠবাসিগণেরও তাঁহার প্রতি আসক্তির কথা অপর কি বর্ণনা করিব ? যাহারা পরমেশ্বররূপে অবগত না হইয়া কেবল "নন্দকুমার" এই জ্ঞানে প্রেমভরে বহুরূপে সেবা করিয়াও অতৃপ্তিজনিত মহার্ত্তিভরেই সর্ব্বদা কালক্ষেপ করিয়া থাকেন ॥ ১৬১ ॥

যদি বল ভগবানের মহিমাবিশেষ তাঁহারা অবগত নহেন এই জন্যই তাহারা দুঃখভরে কাল যাপন করিতেন, এরূপ আশঙ্কা করিও না, কারণ সেই কালাতীত ব্রজবাসিগণ জ্ঞান-সম্পত্তি-বিশিষ্ট আমাদেরও পূজ্যপাদ অর্থাৎ পূজার যোগ্য, এমন কি সেই কালাতীতগণ, যাঁহারা বৈকুণ্ঠেরও নিরতিশয় আনন্দরাশি ভোগ করেন, তাঁহাদের এবং দ্বারকা-বাসিগণেরও পূজ্যপাদ হইয়া থাকেন। ফলিতার্থ এই যে

তাঁহাদের কালযাপনে অজ্ঞান ও দুঃখের কোনরূপেই সম্ভব হইতে পারে না, কারণ তাঁহাদের সকলই প্রেমভরকৃত বলিয়াই জানিবে ॥ ১৬২ ॥

কেহ কেহ বলেন, সেই ব্রজবাসিগণই সেই শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিচিত্র বিলাসাদি দ্বারা মোহিত হইয়াছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক ব্রজবাসিগণ মোহিত হয়েন নাই, কিন্তু সেই ভগবান্ই তাঁহাদের কর্ত্তৃক মোহিত হইয়াছিলেন, ইহাই সত্য। কারণ আমিই গমন করিয়া স্তুতিপরিপাটী দ্বারা কংসবধাদি অবশ্য-কর্ত্তব্য দেব-কার্য্যে কোন প্রকারে তাঁহাকে অনুস্মারিত করিয়াছি। "স ত্বং ভূধরভূতনামিত্যাদি" ॥ ১৬৩ ॥

যদু সকলের হিতৈষী পরমচতুর অক্রূর যেন বলপূর্ব্বকই তাঁহাকে ব্রজ হইতে মধুপুরী লইয়া গিয়াছিলেন। "হরিবংশে অক্রূরবচন "বৃদ্ধৌ তবাদ্য পিতরৌ" ইত্যাদি ॥ ১৬৪ ॥

যদি বল মথুরাগমনে তাঁহার ব্রজবাসিজনের প্রতি আসক্তি কিরূপে প্রকাশিত হইতে পারে? বলিতেছি শ্রবণ কর। তিনি সেই ব্রজবাসিবর্গকে কদাচ ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন নাই, কারণ তিনি বারম্বার ব্রজ হইতেই মধুপুরী গমন করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই ব্রজে স্থিরভাবে বাস করেন এবং ক্রীড়া করেন ॥ ১৬৫ ॥

যদি বল ব্রজবাসিবর্গের বিরহ-দুঃখাদি কি জন্য শ্রুত হইয়া থাকে? বলিতেছি, সেই পরমকৌতুকী বিরহজাত ভাবোর্ম্মিতে কোন নিজ মনোরম বিবিধচেষ্টা নিরীক্ষণ করিবার জন্যই শ্রীবৃন্দাবনাদি-লতাগৃহের অভ্যন্তরে মধ্যে মধ্যে

অন্তর্হিতের ন্যায় বিবিধলীলার কোন একটি ছলক্রমেই কখন কখন অন্তর্হিত হইয়া থাকেন ॥ ১৬৬ ॥

তথাপি বিরহের লেশমাত্রও যাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহাদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহারও শিষ্টসম্মত নহে; এই আশঙ্কারও নিরাস করিতেছি শ্রবণ কর। আমি এইরূপ বিবেচনা করি যে, সেই বদান্য-চূড়ামণি পরমপ্রিয় সেই ব্রজবাসিবৃন্দকে পরম-প্রেম-বিশেষাখ্য কোন দ্রব্য সমর্পণ করিবার জন্যই অন্তর্দ্ধানাদি-রূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কারণ বিরহ দ্বারাই পরম-প্রেম-বিশেষের পরিপুষ্টি হইয়া থাকে। গোপীগণের প্রতি উদ্ধব বলিয়াছেন, "সর্ব্বাত্মভাবোহধিকৃতো ভবতীনাধোক্ষজ ইতি"। যাঁহার প্রতি যে দ্রব্য প্রদান করা উপযুক্ত, তাঁহার প্রতি সেই দ্রব্য যিনি প্রদান করিয়া থাকেন, তিনিই বদান্য, শ্রীকৃষ্ণ সেই বদান্যগণের চূড়ামণি ॥ ১৬৭ ॥

মাথুর-ব্রজসম্বন্ধি-ভূমিতে সেই ভগবান্ যেরূপ ক্রীড়া করিয়া থাকেন, গোলোকেও সেইরূপই ক্রীড়া করিয়া থাকেন। কেবল ঊর্দ্ধ অধোভেদেই মাথুরগোকুল ও গোলোকের ভেদঃ কল্পিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ভেদ নাই ॥ ১৬৮ ॥

সেই ব্রজভূমিতে শ্রীনন্দাদির সহিত বিরাজমান ভগবান্ সর্ব্বদা সকলের নয়নগোচর হয়েন না। কিন্তু কোন দ্বাপর-যুগের শেষে সকলেরই দৃশ্য হইয়া থাকেন। অন্যসময়েও কদাচিৎ কোন পরমৈকান্তিবর কর্ত্তৃক দৃশ্যমান হয়েন। কিন্তু গোলোকে সর্ব্বদাই সকলের নয়নগোচর হইয়া থাকেন ॥ ১৬৯ ॥

বৈকুণ্ঠে যেরূপ শ্রীগরুড় প্রভৃতি নিত্যপার্ষদ, গোলোকেও সেই শ্রীনন্দাদি নিত্যপ্রিয়তম বলিয়া গণিত হইয়া থাকেন ॥ ১৭০ ॥

সেই শ্রীনন্দাদি উভয়লোকেই একরূপে স্বপ্রাণনাথ ভগবানের সহিত স্বচ্ছন্দে বিহার করিয়া থাকেন ॥ ১৭১ ॥

যাদৃশ উপায় সমূহ দ্বারা সাধকসকল শ্রীগোলোকে গমন করিতে পারে, তাদৃশ উপায় সমূহ দ্বারাই মর্ত্ত্যলোকে মাথুরগোকুলে তাদৃশ ক্রীড়ারত প্রভু শ্রীনন্দকিশোরকেও সুপ্রসন্ন অর্থাৎ নিজ পরম-প্রসাদ-বিশেষে অভিমুখ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। যদি বা কদাচিৎ এইরূপে কেহ ব্রজভূমিতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া থাকেন বটে, তথাপি পরিবার বেষ্টিতরূপে দেখিতে পান না। যদিও বা কোন সময়ে পরিবারসমন্বিত ও তাদৃশক্রীড়ারতরূপেই অবলোকন করিয়া থাকেন, তথাপি যেরূপে সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহার পরিজনগণ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত যথেচ্ছ বিহার করিতে পারা যায়, তাদৃশ প্রসাদবিশেষ লাভ করিতে পারা যায় না ॥ ১৭২ ॥

হে তাত! তাদৃশ গোপালদেবের পদারবিন্দযুগলের সেই সেই বিনোদমাধুরী কিরূপে অবলোকন করিতে উৎসুক হইতেছ? ॥ ১৭৩ ॥

যদি বল আপনাদের ন্যায় মহদ্‌গণের অনুগ্রহে কি সিদ্ধ না হইতে পারে? বলিতেছি। হে ভ্রাতঃ! সত্য অবগত হও, গোলোকপ্রাপ্তি অতীবদুর্ঘটা এবং সেই প্রাপ্তিসাধনও অতীব দুর্ঘট। আমি এইরূপই নিশ্চয় করিয়াছি ॥ ১৭৪ ॥

প্রাণিগণ প্রায়শঃ হিতাহিত-বিবেচনা-রহিত, যথা পশুপক্ষিকীটাদি। প্রাণি মধ্যে মনুষ্যগণই হিতাহিত বিবেকবিশিষ্ট। সেই মনুষ্য মধ্যে কেহ কেহ সদাচার-বান্ এবং বিচারবান্ হইয়া থাকেন ॥ ১৭৫ ॥

তথাপি দেখা যায় যে সদাচার ও বিচারবান্ মনুষ্য মধ্যে বহুলোকই অর্থ-কাম-পরায়ণ, অর্থাৎ ধনৈশ্বর্য্য-ভোগবিলাসেই রত হইয়া থাকেন, ধর্ম্মপর হয়েন না। যদি বা কেহ কেহ ধর্ম্মপর হইয়া থাকেন বটে, তথাপি তাঁহারা যশোলিপ্সাদি-হেতুই ধর্ম্ম আচরণ করিয়া থাকেন, স্বর্গ উদ্দেশে ধর্ম্ম আচরণ করেন না। লোকমধ্যে অল্পলোকই স্বর্গপ্রাপক ধর্ম্মে রত হইয়া থাকেন ॥ ১৭৬ ॥

ধর্ম্মরত নরগণ মধ্যেও অল্পলোকই নিষ্কামধর্ম্মে রত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাগশূন্য হয়েন অর্থাৎ অন্তর্বৈরাগ্য-যুক্ত মুমুক্ষু হইয়া থাকেন। যদ্যপি নিষ্কামধর্ম্ম-রত বলিলেই অরাগিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে, তথাপি সাক্ষাৎ কামত্যাগেই পরম-মহাফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, যাঁহাদের বৈরাগ্যযুক্ত-কর্ম্মকারিত্ব, তাহাদের অন্তরে রাগের সম্ভাবনা হইতে পারে, এই জন্যই পৃথক্ করিয়া "অরাগি" পদের উল্লেখ করিলেন ॥ ১৭৭ ॥

তাঁহাদের মধ্যে কেহ হংসাখ্য অর্থাৎ যোগাভ্যাসনিষ্ঠ, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরমহংস অর্থাৎ প্রাপ্তাত্মতত্ত্ব, তাঁহাদের মধ্যেই কেহ কেহ মুক্ত বলিয়া গণিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যেই কেহ কেহ জীবন্মুক্তাবস্থায় বর্ত্তমান হইয়া প্রারব্ধভোগ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে

কেহ কেহ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। সেই সিদ্ধ-মুক্ত-গণ মধ্যে কেহ কেহ ভগবদ্ভক্তি-তৎপর হইয়া থাকেন, অর্থাৎ সেই ভক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই ইচ্ছা করেন না। সেই ভক্তিপ্রাপ্তি-সকলই মহাশয় অর্থাৎ সূক্ষ্মবুদ্ধি-গম্ভীরাভিপ্রায় হইয়া থাকেন। ভগবদনুগ্রহবলেই মোক্ষকে তুচ্ছ বলিয়াই জ্ঞান করিয়া থাকেন। ষষ্ঠস্কন্ধে শ্রীপরীক্ষিৎ বলিয়াছেন "রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ ইত্যাদি" ॥ ১৭৮ ॥

সেই ভক্তিরত পুরুষগণ মধ্যে শ্রীমন্-মদনগোপাল-পাদপদ্মের একমাত্র সৌহার্দ্দবিশিষ্ট ভক্ত অতীব দুর্লভ, আমি ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি ॥ ১৭৯ ॥

অর্থ কাম মোক্ষও ভক্ত্যাদির সাধনসকলের উত্তরোত্তর অল্পতা জানিবে, তজ্জ্ঞাপক শাস্ত্র সকলের এবং বচন সকলেরও উত্তরোত্তর অল্পতা জানিবে। ফলকথা এই যে, ভক্তিশাস্ত্র পরমগোপ্য ও স্বল্পতর, তন্মধ্যে শ্রীনন্দনন্দন-চরণারবিন্দ-প্রেমভর-শাস্ত্রের অত্যন্ত অল্পতা এবং পরমদুর্লভত্ব জানিবে। এই জন্যই বলিতেছি, ইহা দ্বারা শ্রীগোলোকেরই পরমদুর্ঘটত্ব প্রতিপাদিত হইল ॥ ১৮০ ॥

শ্রীমদনগোপাল-পাদপদ্মসৌহার্দ্দেও কোন কোন লোক সকলের যে কোন অন্য বিশেষ আছে, সেই বিশেষের ব্যাখ্যানে আমি অধিকারী নহি, কারণ সেই বিশেষ পরম-রহস্যতার চরমসীমাস্বরূপ ॥ ১৮১ ॥

শ্রীগোপকুমার বলিলেন, এই কথা বলিয়া শ্রীনারদ চাটুবাক্যে সন্দেশে উদ্ধবকে কিঞ্চিৎ বলিতে অনুরোধ করিলেন ॥ ১৮২ ॥

উদ্ধব প্রেমাতুর হইয়া বারম্বার মস্তক দ্বারা ভূমি-স্পর্শন-পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন এবং নন্দব্রজ-রমণীগণের পাদরেণু বারম্বার বন্দনা করিলেন ॥ ১৮৩ ॥

ক্ষণ মধ্যেই প্রেমার্ত্তিভরে ব্যাকুল হইয়া সেই হরিদাস উদ্ধব দন্তে তৃণগ্রহণ এবং নারদের পাদ-ধারণ-পূর্ব্বক নিম্ন-লিখিত শ্লোক গান করিয়াছিলেন ॥ ১৮৪ ॥

"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্ম্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাং ॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা শেষে বিস্তাররূপে ব্যক্ত হইবে ॥ ১৮৫ ॥

অনন্তর সেই উদ্ধব বিবিধ প্রেমপরিপাক সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার নিম্নলিখিত শ্লোক গান করিলেন ॥ ১৮৬ ॥

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ড গৃহীতকণ্ঠ
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাং ॥

অগ্রে বিবৃত হইবে ॥ ১৮৭ ॥

ভগবান্ নারদ উদ্ধবের সেই গান, ভাব ও চেষ্টা অনুভব করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, পরে আমার অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া সসম্ভ্রমে এইরূপ গান করিয়াছিলেন ॥ ১৮৮ ॥

শ্রীনারদ বলিলেন, সমগ্র-ভাগবত অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত লোক সকলের মধ্যে পরমশ্রেষ্ঠ এই উদ্ধব যে নন্দব্রজস্ত্রী-

সকলের পাদাম্বুজরেণু বারম্বার বন্দন করিতে করিতে গোপীপদ-কমলযুগলের একটি মাত্র কণাস্পর্শে সৌভাগ্য-যুক্ত তৃণজন্মও বাঞ্ছা করিয়াছেন, এতাদৃশ গোপিকাবর্গের মাহাত্ম্যবর্ণনে এই বরাক কিরূপে সমর্থ হইবে ? ॥ ১৮৯ ॥

যিনি হরিপ্রিয়া বলিয়া খ্যাতা আছেন সেই রুক্মিণী দেবীও সেই গোপিকবর্গের সৌভাগ্যগন্ধ লাভ করিতে পারেন না ; কারণ "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদ ইত্যাদি" এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় । এস্থলে "শ্রী" এইপদ দ্বারা রুক্মিণীই কথিত হইয়াছেন, যদিও উদ্ধবের গোকুল গমনকালে রুক্মিণীর বিবাহ নিষ্পন্ন হয় নাই, কিন্তু অধুনা এই বৈকুণ্ঠদ্বারকাতে উদ্ধব রুক্মিণীকে উদ্দেশ করিয়াই "শ্রী" এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, অথবা গোকুলগমন-কালেই উদ্ধব ভাবিরুক্মিণী বিবাহ জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা জ্ঞাত হইয়া "শ্রী" রুক্মিণীকে উদ্দেশ করিয়াই প্রয়োগ করিয়াছেন । অতএব নিশ্চিত হইল যে লক্ষ্মী হইতেও রুক্মিণী শ্রেষ্ঠা সুতরাং গোপীগণের মাহাত্ম্য লক্ষ্মী হইতেও অধিকাধিক। সেই রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের আশায় পিত্রাদিদেয়ত্ব এবং লজ্জাদিরূপ কুলীন কন্যার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং "অথাত্মনোঽনুরূপাং বৈ ভজস্ব ক্ষত্রিয়র্ষভম্" এই ভগবৎপ্রযুক্ত নর্ম্মবাক্য শ্রবণ করিয়া মৃততুল্য হইয়াছিলেন "তস্যাঃ সুদুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধে ইত্যাদি" ॥ ১৯০ ॥

স্বর্গদেবীর ন্যায় নারীমধ্যে শ্রেষ্ঠতমা কালিন্দী সত্য-ভামাদি সপ্তমহিষী এবং রোহিণী প্রভৃতি যে অন্যান্যা মহিষী, ইঁহাদের কথা কি বলিব ? অর্থাৎ মহিষী শিরোমণি রুক্মিণীও

যে গোপীমাহাত্ম্যে পরাজিতা হইয়াছেন; কালিন্দী আদি মহিষীগণ যে পরাভূত হইবেন, ইহাতে কি বক্তব্য হইতে পারে? ॥ ১৯১ ॥

তাঁহাদের মাহাত্ম্যবর্ণনে বরাক অর্থাৎ তুচ্ছ আমি কে? অর্থাৎ উহার বর্ণনে আমার অধিকার নাই। তথাপি চঞ্চল জিহ্বা আমার ধৈর্য্য রক্ষা করে নাই ॥ ১৯২ ॥

হে গোপপুত্র! হে ব্রজনাথমিত্র! এই উদ্ধব এই গোপীপরমোৎকর্ষবিষয়ক নিশ্চয় ও ব্যবহার যদি বর্ণন করেন, তবেই সুসঙ্গত হইতে পারে। কারণ ইনিই ব্রজ-নাথের প্রেমভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং এই উদ্ধবই ব্রজ-নাথের অসাধারণ কৃপা ভজনা করিতেছেন ও সেই ব্রজে গোপীদের অনির্ব্বচনীয় প্রেমভর সাক্ষাৎ অবলোকন করিয়া-ছেন। গোপীগণও ইঁহার প্রতি কৃপাভর অর্পণ করিয়াছেন, কারণ উদ্ধবই বর্ণনা করিয়াছেন "সর্ব্বাত্মভাবোঽধিকৃতো ভবতীনামধোক্ষজ ইত্যাদি"। অধিক আর কি বর্ণনা করিব? যিনি বাল্যকাল হইতে কৃষ্ণসঙ্গসুখ ভোগ করিতেছেন, সেই এই উদ্ধবও গোপীসঙ্গপ্রভাবে কৃষ্ণসঙ্গ বিস্মৃত হইয়াছেন ॥ ১৯৩—১৯৪ ॥

শ্বফল্কতনয় ভগবৎপিতৃব্য নীরস-জ্ঞান-প্রভাবে শুষ্কচিত্ত অথচ বৃদ্ধ, অর্থাৎ বার্দ্ধক্য বলে বাহিরেও রসিকতাদিবিহীন কঠিন-হৃদয় ব্রজজনে কৃতাপরাধ ক্রূরকর্ম্মা সেই অক্রূর কংসপ্রেরিত দূতরূপে ব্রজে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পাদাম্বুজ-চিন্তাকালে গোপীগণের মহোৎকর্ষরাশির অনু-বর্ণনহেতু চাঞ্চল্যবশতঃ স্বীয় ধৃষ্টতা অবগত না হইয়াই

গোপীগণের পরম মাহাত্ম্যাতিশয়ের বর্ণন দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের প্রকর্ষাতিশয় বর্ণন করিয়াছিলেন ॥ ১৯৫—১৯৬ ॥

পরিশেষে প্রিয়জন বশ্যতাস্বরূপ প্রসাদ-বিশেষের মাধুরী প্রকটন প্রদর্শন করিয়া পাদাম্বুজ যুগলের পরমোৎকর্ষ বিশেষ বর্ণিত হইল ॥ ১৯৭ ॥

পরে সেই অক্রূর মনোরথ করিতে করিতে ভগবানের শ্রীহস্তপদ্ম এবং সেই শ্রীহস্তপদ্মের উৎকর্ষভর চিন্তা করিতেছিলেন এবং যাহা বর্ণন করিয়াছিলেন, শ্রীনারদ প্রসঙ্গক্রমে সেই পদ্য দ্বয়ই বর্ণন করিতেছেন। অক্রূর চিন্তা করিয়াছিলেন যে আমি তাঁহার চরণতলে পতিত হইলে তিনি আমার মস্তকে হস্তপঙ্কজ প্রদান করিবেন। যে হস্তপঙ্কজ কালবেগে প্রপীড়িত মুমুক্ষু দিগকে সর্ব্বগ্রাসক অজগরতুল্য মোক্ষ হইতে উদ্ধার করিয়া অভয় প্রদান করিয়া থাকেন। এই মোক্ষ লম্পটতুল্য, যেমন লম্পট বার্য্যমান হইয়াও ধৃষ্টতাপূর্ব্বক গৃহ প্রবেশ করে, সেইরূপ ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গ-প্রভাবে জীবন্মুক্ত সকল তুচ্ছবোধে মোক্ষ পরিত্যাগ করিলেও ঐ মোক্ষ বলপূর্ব্বক অনুগমন করে, এই জন্যই মোক্ষকে লম্পটতুল্য বলা হইল ॥ ১৯৮ ॥

এইরূপে শরণাগত সকলের ভয়নিবর্ত্তকত্ব বর্ণনা করিয়া সকাম নিষ্কাম ভক্ত সকলের অভ্যুদয় ও আত্মপ্রদত্ব বর্ণন করিতেছেন "সমর্হণমিত্যাদি শ্লোক দ্বারা" যে হস্তপঙ্কজে পূজাদ্রব্যাদি প্রদান করিয়া কৌশিক অর্থাৎ ইন্দ্র জগৎ-ত্রয়ের ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কারণ তাঁহাকে সমর্পণ না করিলে কর্ম্ম সকলের ফলসিদ্ধি হয় না। শ্রীমান্ বলিও সেই

রূপে জগৎত্রয়ের ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই বলি আরও একটি অতিবিস্ময়াস্পদ অনির্ব্বচনীয় দ্বারপালরূপে স্ববশম্বর্ত্তিত্বাদি পদার্থ লাভ করিয়াছিলেন। যাঁহার চরণপদ্ম ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা চরণপদ্মের পরমদেবতাত্ব ও পরমেশ্বরত্ব কথিত হইল। কি আশ্চর্য্য! ব্রহ্মাদি দেবগণেরও পরমপূজ্যা সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়ক-কটাক্ষ-যুক্তা লক্ষ্মীদেবী যে অঙ্ঘ্রিপদ্মের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা পরমসৌভাগ্যাতিশয়বত্ত্ব কথিত হইল। এই প্রকারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে পর পরের উৎকর্ষও বিজ্ঞাপিত হইল। লক্ষ্মীকেও যাঁহারা উপেক্ষা করেন, তাদৃশ আত্মারামগণও যে চরণপদ্মের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। মুনি সকল হইতে শ্রেষ্ঠ ভক্তিনিষ্ঠগণও যে চরণপদ্মের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, এই জন্যই মূলশ্লোকে "সসাত্বতৈঃ" এই পদের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ভগবানের ভক্ত সকলের প্রতি আত্মপ্রদত্ব ও পরমোদারত্ব কথিত হইল। মূলশ্লোকে "মুনিভিঃ সসাত্বতৈঃ" ইহাতে সাত্বত অর্থাৎ ভক্ত সকলের সহিত মুনিগণের যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মজ্ঞানাভ্যাসে তৎপর মুনিগণের ভগবচ্চরণারবিন্দার্চ্চনে অনভ্যাসতা-বশতঃ ও বিশেষ অজ্ঞানতা বশতঃ অসামর্থ্যহেতু স্বয়ংপ্রবেশে অধিকার নাই বলিয়াই ভক্ত সকলের কৃপাবলেই তাঁহাদের ভগবচ্চরণার্চ্চন সিদ্ধ হইয়া থাকে, তজ্জন্যই মুনিগণের সাত্বতসাহিত্য উক্ত হইল। মূলশ্লোকে যে "শ্রী" এই শব্দের উল্লেখ হইয়াছে, সেই "শ্রী" শব্দে মহালক্ষ্মীর অংশভূত-লক্ষ্মীই কথিত হইয়াছেন,

কিন্তু মহালক্ষ্মী কথিত হয়েন নাই। কারণ ভগবৎপ্রিয়তমা সেই মহালক্ষ্মী ভগবদ্ভক্ত সকলের পরমপূজ্যা এবং ভক্ত সকল হইতে শ্রেষ্ঠা। এই কারণেই মূলশ্লোকে "দেবীপদের উল্লেখ হইয়াছে। "যে চরণারবিন্দ অনুচর সকলের সহিত বনে বিচরণ করে," ইহা দ্বারা পরমবাৎসল্য ও পরমকৃপালুত্ব প্রদর্শিত হইল। "বনে অর্থাৎ বৃন্দাবনে," ইহা দ্বারা পরম-বিনোদিত্ব সূচিত হইল। "গোচারণের জন্য", ইহা দ্বারা পরমসুখিত্ব কথিত হইল। "গোপিকা সকলের কুচকুঙ্কুম দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া থাকে", ইহা দ্বারা পরমোত্তমলালিত্য, বৈদগ্ধ্য,প্রসাদ-সর্ব্বস্ব,প্রেমভরবশতাদি প্রদর্শিত হইল। দেবগণ হইতে ব্রহ্মার, সেই ব্রহ্মা হইতে ভব অর্থাৎ শ্রীশিবের (এইজন্যই ব্রহ্মার পর ভব অর্থাৎ শিবের উল্লেখ করিয়াছেন) সেই শিব হইতে দেবী শ্রীর, তাঁহা হইতেও মুনি সকলের, তাঁহাদিগের অপেক্ষাও ভক্ত সকলের, তাঁহাদিগের অপেক্ষাও গোপকুমার সকলের, তাঁহাদের অপেক্ষাও গোপীসকলের পরমোৎকর্ষ কথিত হইয়াছে। অথবা কৌশিক অর্থাৎ বিশ্বামিত্র শ্রীরঘুনাথাবতারে শাস্ত্রশিক্ষা-মন্ত্ররূপ এবং স্বীয় আশ্রমে আতিথ্যোচিত অন্নাদিপ্রদানরূপ সম্যগ্ অর্হণ যেস্থলে প্রদান করিয়া সুপ্রসিদ্ধ তপোঽতিশয় এবং তচ্চরণারবিন্দ-ভজনাদিরূপ মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে অনুরক্ত সকলের প্রতি পরমসুখকারিত্ব প্রতিপাদন দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় প্রিয়জন-প্রেমপরবশতাদিরূপ পরমোৎকর্ষভর বর্ণন করিতেছেন। মূলশ্লোকস্থ "বা" এইশব্দ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাক্য অপেক্ষা উত্তরোত্তর বাক্যের পরমোৎকর্ষবোধক। সৌগন্ধিক-

গন্ধযুক্ত সেই ভগবান্ ব্রজাঙ্গনাগণের বিহারজনিত-শ্রম স্পর্শ দ্বারা অপনোদন করিয়াছিলেন। "বিহার" এই পদ দ্বারা বিনোদিত্ব, "ব্রজযোষিতাং" এই পদ দ্বারা তাদৃশপ্রিয়জনে যোগ্য-প্রসাদ-সম্পাদিত্ব, "শ্রমম্" এই পদ দ্বারা বৈদগ্ধী-বিশেষ-সূচিত পরম-সুখিত্ব "স্পর্শেন" এই পদ দ্বারা সুশীতলত্ব, "সৌগন্ধিকগন্ধী" এই পদ দ্বারা মনোহরত্ব এবং পরমানন্দকত্ব কথিত হইল। ভগবানের রূপ-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি তাদৃশ প্রিয়জন কর্তৃকই সর্ব্বথা অনুভূত হইয়া থাকে "সৌগন্ধিক-গন্ধী" এই বিশেষণ দ্বারা তাহাই কথিত হইল ॥ ১৯৯ ॥

পরম ভাগ্যবান্ অক্রূর গোকুলযাত্রাদি যে সেইরূপ ভাবে বর্ণন করিবেন, তাহাতে কি বৈচিত্র্য আছে? কারণ সে বিষয়ে পরম অযোগ্য ভীষ্মও সেই রূপই বর্ণন করিয়াছেন। যে ভীষ্ম যুদ্ধস্থলীতে শরশয্যায় শয়ান ছিলেন এবং বৃহদ্‌ব্রত অর্থাৎ নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী, ধর্ম্মপর অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-স্বাভাবিক-যুদ্ধাদি তৎপর এমন কি যিনি নিজ গুরু ভগবদবতার শ্রীপরশুরামের সহিতও যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অর্জ্জুন-সারথি-শ্রীভগবদঙ্গেও নিষ্ঠুর বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই ভীষ্মও গোপিকাগণের উৎকর্ষ বর্ণন দ্বারাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তব অর্থাৎ পরমোৎকর্ষ বর্ণন করিয়াছেন। অন্তকালে অর্থাৎ মরণকালে সেইরূপ বর্ণন যুক্তিযুক্তই হইয়াছিল। সেই রূপ বর্ণন দ্বারাই সর্ব্বোৎকৃষ্টতর পরমপদের সংসিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ২০০ ॥

এক্ষণে সেই স্তুতিপদ্য দেখাইতেছেন। "ললিতেতি" শ্রীভগবান্‌ই নিজ ললিতগতি রাস-বিলাসাদি দ্বারা যে

গোপিকাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-মান বিধান করিয়াছেন। ইহা দ্বারা "ভোগ ঐশ্বর্য্য মুক্তি ভক্তি বরদান" ইহাদের পাত্র সকল হইতে এবং মহালক্ষী হইতেও শ্রেষ্ঠ সেই প্রেমিকাদের উৎকর্ষ বর্ণিত হইল। এই জন্যই বলিতেছি, সেই ভগবানের বিরহে অত্যন্ত প্রেমের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়াই উন্মত্তের ন্যায় তাঁহারা অন্ধ অর্থাৎ ঐহিক পারলৌকিক সাধনসাধ্যাদির বিষয়ে দৃষ্টি-শূন্যা হইয়াছিলেন। পরিশেষে গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদি ভগবৎ-কর্ম্মের অনুকরণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার প্রকৃতি লাভ করিয়া তাঁহারা জগৎপূজ্যত্বাদি, সচ্চিদানন্দত্বাদি, জগন্নিস্তারকত্ব, বাৎসল্যাদিকত্ব স্বশরীরেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অথবা যাঁহারা কৃষ্ণেরও প্রকৃতি অর্থাৎ ধ্যানবিষয়ীভূতা হইয়াছিলেন, উক্ত আছে যথা "বিয়োগিনীনামপি পদ্ধতিং" ব্রহ্মাদি ঈশ্বর সকলের, সনকাদি আত্মারামগণের, নারদাদি ভক্তসকলের, লক্ষ্যাদি প্রিয়তমাবর্গেরও মহারাধনসমূহ দ্বারা পরম-সাধ্যত্ব-রূপে সুদুর্লভ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সেই সেই অপূর্ব্ব আচরণ-বিচিত্র-বিলাসাদি দ্বারা যাঁহাদিগকে বশীকৃত করিবার জন্য পূজা করিয়া থাকেন, যাঁহারাও তাদৃশ প্রেমভরে উন্মাদিত হইয়া কিঞ্চিন্মাত্রও যোগ্যাযোগ্য আলোচনা না করিয়া ভগবানের সেই সেই লীলার অনুকরণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমোৎকর্ষ-বিশেষ স্বতঃসিদ্ধ হইল এবং এই গোপিকাদের প্রকৃতি অর্থাৎ আত্মালাভ করিয়া শ্রীভগবান্‌ও পরমোৎকর্ষভর লাভ করিয়াছেন। এই কারণ শ্রীগোপীনাথই আমার অন্তকালে সাক্ষাৎ বর্ত্তমান হউন। এইরূপে ভীষ্মদেব

নিজ সৌভাগ্যাতিশয় বর্ণন করিয়া অন্তকালে যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছিল ॥ ২০১ ॥

শ্রীভগবন্মহিমায় অভিজ্ঞতম ভীষ্ম সেই রূপ বর্ণন করিবেন তাহাতে কি বৈচিত্র্য আছে? কারণ স্বভাবতঃ জ্ঞানবিশেষ-হীন স্ত্রীগণও সেই রূপই বর্ণন করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির-নগর হইতে দ্বারকা গমনকালে সেই কৌরবেন্দ্র-পুরনারীগণ ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া পরস্পর বর্ণন করিয়াছিলেন। প্রথমস্কন্ধে,—"অন্যোন্যমাসীৎ সঞ্জল্প্য উত্তমঃশ্লোকচেতসা-মিত্যাদি ॥ ২০২ ॥

হে সখি! এই শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ নিশ্চয়ই জন্মান্তরে ব্রতস্নান হোমাদি দ্বারা এই ভগবানের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। কারণ দেখিতেছি, সেই মহিষীগণ বারম্বার অধরামৃত পান করিতেছেন। পরমসাধ্বী কুলনারী সকলের চিত্তমোহন বর্ণন দ্বারা অধরামৃতের পরম-মনোহরত্ব কথিত হইল এবং শ্রীকৃষ্ণের পরম-মহিমা সিদ্ধ হইল। কিন্তু শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি হইতেও গোপীদিগের পরমোৎকর্ষও বর্ণিত হইল, কারণ মহিষীগণ উহা অনায়াসেই পান করিতে পারেন, কিন্তু গোপীগণ সেই অধরামৃতের স্মরণ মাত্রেই প্রেমভরে মোহিত হইয়া থাকেন। যদ্যপি নন্দযশোদাদির ভাব দ্বারাই শ্রীগোলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথাপি প্রায়ই শ্রীগোপী-সদৃশ ভাব দ্বারাই সর্ব্বথা মনোরথ পুরণ হয় বলিয়া ফল-বিশেষ সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই জন্যই গোপীদের উৎকর্ষ-বিশেষ বর্ণিত হইল। ঈদৃশ অর্থ তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। "যস্যানুরাগপ্লুতহাস ইত্যাদি" ॥ ২০৩ ॥

শ্রীগোপকুমার বলিলেন, সেই ভগবান্ নারদ এই কথা বলিতে বলিতে আমাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং প্রেম-সাগরের কম্পপুলকাশ্রুস্বরূপ-তরঙ্গে মগ্ন হইলেন। পরে দন্ত দ্বারা পুনর্ব্বর্ণনোন্মুখ চঞ্চলজিহ্বা দংশনপূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে বিলুণ্ঠন আক্রোশন রোদন ও উন্মাদাদি বিবিধ-দশা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২০৪ ॥

ক্ষণকাল পরে স্বাস্থ্য লাভ করিলেন এবং নিজ ইষ্টসিদ্ধি বিষয়ে বিঘ্ন-শঙ্কায় দুঃখিত দেখিয়া আমায় মধুরবাক্যে সান্ত্বনপূর্ব্বক সেই মুনীন্দ্র পুনর্ব্বার বলিয়াছিলেন ॥ ২০৫ ॥

শ্রীনারদ বলিলেন, আমি যাহা বর্ণন করিলাম, তাহা সর্ব্বদা গোপন করিবে. মহৈশ্বর্য্য-প্রাকট্যরাশিযুক্ত ভূমিতে বিশেষতঃ গোপন করিবে ॥ ২০৬ ॥

এই কারণেই বৈকুণ্ঠে আমি ইতিপূর্ব্বে এই রহস্য বিজ্ঞাপিত করি নাই। কেবল তোমার ভাব ও সেই লীলার মাধুর্য্যেই চঞ্চল হইয়া এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিলাম ॥ ২০৭ ॥

আমি নিজের ও উদ্ধবের এবং তোমার শপথ করিয়া বলিতেছি, সেই গোলোকধাম এই স্থানে দুঃসাধ্য এবং তাহার সাধনও দুঃসাধ্য। মর্ত্ত্যলোকবর্ত্তি-শ্রীমথুরার ব্রজ-ভূমিতেই তাহার সিদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাই নারদের গূঢ় অভিপ্রায় ॥ ২০৮ ॥

তথাপি আমি তোমার ব্যগ্রতা দেখিয়া কিঞ্চিৎ উপদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। এই বৈকুণ্ঠলোকেও নিকটেই শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র বিরাজ করিতেছে, যাহা তুমি পূর্ব্বে

মর্ত্ত্যভূমিতে দর্শন করিয়াছ। এই বৈকুণ্ঠলোকে তদ্রূপই পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে অবলোকন করিবে॥ ২০৯॥

সেই পুরুষোত্তম কালিন্দীতীরে বৃন্দাবনে ও গোবর্দ্ধনে যে যে ক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রেও সেই সেই বিনোদ ক্রীড়া করিয়া থাকেন॥ ২১০॥

সমগ্র অবতারের একমাত্রনিধান-স্বরূপ সেই ভগবান্ সমস্ত অবতারেরই চরিত্র অভিনীত করিয়া থাকেন। যদি বল মদন গোপালদেবই আমার চিত্ত হরণ করিয়াছেন সুতরাং অন্যমূর্ত্তি দর্শনে আমার আগ্রহ নাই, হে গোপকুমার! এরূপ আশঙ্কা করিও না, কারণ যে ভক্ত তাঁহার যেরূপ রূপ দর্শন করিতে অভিলাষ করেন, তিনি সেই ভক্তকে সেই রূপই প্রদর্শন করাইয়া থাকেন॥ ২১১॥

যদি বল তথাপি সেই ব্রজভূমিতেই তাঁহাকে সেই রূপে অবলোকন করিতে ইচ্ছা করি, এ বিষয়ে বলিতেছি শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণদেবের শ্রীমথুরা যেরূপ প্রিয়, পারমৈশ্বর্য্যরাশির প্রকাশসত্ত্বেও লোকানুসারি-ব্যবহারে মনোরম সেই ক্ষেত্রকেও তাঁহার তদ্রূপই প্রিয় বলিয়াই জানিবে। শিবপুরাণে—

আস্তেঽনন্তোঽব্যয়োবিষ্ণুঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ।
মুক্তিং দদাতি যো দেবঃ সপ্তধা ভক্তবৎসলঃ॥
স্মরণাদ্ ভক্ষণাদ্ ধ্যানাৎ তথা নামানুকীর্ত্তনাৎ।
ক্ষেত্রে বাসাদ্ অসুত্যাগাদ্ দর্শনাচ্চ যথা তথা॥

তথাচ স্কন্দে—

যস্মাদর্থাজ্জগদিদং সম্ভূতং সচরাচরং।
সোঽর্থো দারুস্বরূপেণ ক্ষেত্রে জীব ইব স্থিতঃ॥ ২১২॥

তথায় গমন করিয়া জগন্নাথদর্শনেও যদি তোমার মনস্তৃপ্তি না হয়, তবে তুমি তথায় অবস্থানই করিবে, তাহা হইলেই তোমার নিজেষ্টপ্রাপ্তির উপায় হইবে ॥ ২১৩ ॥

শ্রীগোপীনাথ-চরণারবিন্দ-যুগলের প্রতি ব্রজগজাতীয়-প্রেম অর্থাৎ ব্রজবাসিগণ শ্রীগোপীনাথের প্রতি যাদৃশ প্রেম প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই প্রেমকেই সাধন বলিয়া জানিবে ॥ ২১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের করুণাভরই সেই প্রেমের নিদান অর্থাৎ আদি কারণ। অকস্মাৎ কোন পুরুষের সেই প্রেম হস্তগত হয়, কাহারও বা সাধনপরম্পরায় হস্তগত হইয়া থাকে। উভয়ত্র শ্রীকৃষ্ণ-করুণাকেই মূল বলিয়া জানিবে ॥ ২১৫ ॥

যদি বল, উভয়ত্র যদি কৃষ্ণ-করুণার অপেক্ষা থাকিল, তবে সাধনসিদ্ধি-বিষয়ে কি জন্য ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে? বলিতেছি, যেমন ভদ্রলোক হইতে কোন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি পক্ক অন্ন লাভ করেন, কোন ক্ষুধার্ত্ত তণ্ডুল, পাকপাত্র, কাষ্ঠাদি লাভ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ দাতা যথাযোগ্য খাদ্য বিতরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও পাত্র বিবেচনা করিয়া প্রকারভেদে সাধন প্রদান করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমি শাস্ত্র অনুসারে সাধকের সাধনক্রম বলিতেছি ॥ ২১৬ ॥

ব্রজগোপ-গোপিকার দাস্য ইচ্ছা করিয়া লৌকিক-সম্বন্ধ জ্ঞানে অর্থাৎ পতিপুত্রাদি জ্ঞানে ভয়াদিজনিত বিঘ্ন দূর করিয়া সেই প্রেম অর্জ্জন করিবে। তদ্বিষয়ে ভয় গৌরব অবিশ্বাস লজ্জা পরিত্যাগ করিবে, অন্যথা প্রেমহানি

হইবে। পদ্মপুরাণে—"অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেম-সংযুতা ভক্তিরিত্যাদি" ॥ ২১৭ ॥

যে ভক্তিতে গোকুললীলার ধ্যান অর্থাৎ অন্তশ্চিন্তন গান এই দুইটি প্রধান হইয়াছে তাদৃশী ভক্তি দ্বারাই নাম সংকীর্ত্তনোজ্জ্বল অর্থাৎ নামসংকীর্ত্তনের পরিপাটী শুদ্ধ প্রেম লাভ করা যায়। যদিও "গান" এই পদ দ্বারাই সংকীর্ত্তন পাওয়া যাইতে পারে, তথাপি পৃথগ্ উল্লেখের তাৎপর্য্য এই যে, নিজ প্রিয়তম নামের সংকীর্ত্তনই প্রেমের অন্তরঙ্গ-সাধন, এই জন্যই পৃথক্ উল্লেখ করিলেন ॥ ২১৮ ॥

তদ্দেকরসলোক অর্থাৎ সেই বস্তুতেই যাঁহাদের প্রীতি-বিশেষ, এতাদৃশ লোকের সঙ্গে সেই বস্তু স্বতই প্রকাশিত হইলেও প্রযত্নপূর্ব্বক গোপন করিবে। "গোপয়েন্মাতৃ-জারবদিতি" লোক মধ্যে দেখা যায়, যেমন কোন প্রিয়তমের বিয়োগ হইলে তাঁহার শোক-দুঃখ কালবশে আচ্ছন্ন থাকিলেও সেই ব্যক্তির কোন ইষ্টজনকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভূত হইয়া বর্দ্ধিত হয়,প্রেমের গতিও সেইরূপ জানিবে। মূলশ্লোকে "প্রযাস্যৎ" এই ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশ দ্বারা ইহাই প্রকাশ করিতেছে যে অভিব্যক্তির পূর্ব্বে সম্বরণ করিতেই চেষ্টা করিবে ॥ ২১৯ ॥

এই জন্যই তাঁহার প্রিয় ক্রীড়াবনভূমিতে সর্ব্বদা বাস করিয়া সেই প্রেম বিস্তার করিবে। তাহা হইলে অচিরেই সম্পন্নতা লাভ করিবে ॥ ২২০ ॥

দেহদৈহিকাদির ঐহিকপারত্রিক-সাধ্যসাধনাদির ঔদাসীন্যে ভূষিত দৈন্যমূলক সেই প্রেম স্বধর্ম্মাচারণাদিরূপ কর্ম্ম,

আত্মানাত্মবিবেকাদি কর্ম্ম, অষ্টাঙ্গযোগ, জপ-বৈরাগ্যাদি, এই সকল সাধন হইতে সেই প্রেম দূরে অবস্থান করিয়া থাকে। যদিও কর্ম্মাদির প্রেমসাধনত্ব অভিপ্রেত, তথাপি ভক্তির আরম্ভেই তাহার উপযোগ জানিবে ॥ ২২১ ॥

যদি বল দৈন্য শব্দে দারিদ্র্য, অকিঞ্চনত্ব অথবা নিরভিমানত্বাদি, ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি গৃহীত হইবে ? বলিতেছি, সর্ব্বসদ্‌গুণযুক্ত হইলেও যাহা দ্বারা নিজের প্রতি যে অসাধারণ-অশক্ত অধম বলিয়া বুদ্ধি হইয়া থাকে, পণ্ডিতগণ তাহাকেই দৈন্য বলিয়া থাকেন ॥ ২২২ ॥

যে বাক্য দ্বারা, যে চেষ্টা দ্বারা, যে বুদ্ধি দ্বারা, উক্ত দৈন্য স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই সেই বাগাদি ভজনা করিবে এবং তদ্বিরুদ্ধ-বাগাদি সকল পরিত্যাগ করিবে ॥২২৩॥

শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনকালে গোকুলনারীগণের কৃষ্ণবিয়োগে যে দৈন্য উপস্থিত হইয়াছিল, প্রেমের পরীপাক হইলে সেই রূপই হইয়া থাকে ॥ ২২৪ ॥

দৈন্যের পরীপাক দ্বারা প্রেম অজস্র বিতরিত হইয়া থাকে। সেই দৈন্য ও প্রেমের পরস্পর কার্য্যকারণতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ স্থলে নিম্নলিখিতরূপে কেহ যেন বিবেচনা না করেন। যথা,—শ্রীগোপীনাথ-প্রাপ্তি-বিষয়ক প্রেমের ফল শ্রীগোলোক-প্রাপ্তি ; উহার ফল, শ্রীগোপীনাথ-নাথ দর্শন, উহার ফল তাঁহার প্রসাদ। এরূপ কল্পনা করিলে ভক্তিসিদ্ধান্তে অনবস্থাদোষ-প্রসঙ্গ উপস্থিত হইতে পারে, কারণ, গোলোকপ্রাপ্ত্যাদি প্রেমেরই বৈভবস্বরূপ অতএব প্রেম হইতে পৃথক্ নহে ॥ ২২৫ ॥

দৈন্য-জনিতত্ব-হেতু প্রেমের পরম-দৈন্যাত্মকতাই হওয়া উচিত। হে ভ্রাতঃ! আশ্বস্ত হও, কারণ প্রেম-তত্ত্ববিদ্গণই প্রেমের তত্ত্ব অবগত আছেন, অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ ব্যক্ত করিতে পারা যায় না, কেবল তটস্থ লক্ষণ দ্বারা তাহা উদ্দিষ্ট হয় মাত্র। কারণ, যাঁহার চিত্ত আর্দ্র হইয়াছে, তাঁহার বাহ্য শরীরে কম্প-অশ্রু-পুলকাদি লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥২২৬॥

প্রেমযুক্ত লোকসকলের সম্বন্ধে দাবানল-শিখা যমুনামৃত তুল্য হইয়া থাকে, যমুনামৃতও অগ্নিশিখাতুল্য হইয়া থাকে। বিষও অমৃত হয়, অমৃতও বিষ হয়। মৃত্যুও সুখ হয়, জীবনও পীড়াবৈভব হইয়া থাকে ॥ ২২৭ ॥

সেই প্রেম-প্রভাবে সম্ভোগ ও বিয়োগের ভেদ সাক্ষাৎ অবগত হওয়া যায় না। এই বিষয় দশমস্কন্ধে বর্ণিত আছে। জলক্রীড়ানন্তর ভগবানের সহিত মহিষীগণের মিলন হইলেও বিরহ-দুঃখোক্তি বর্ণন করিয়াছেন। তখন এই প্রেমাখ্য বস্তু "আনন্দভরাত্মক অথবা মহাশোকময়" ইহা বিশেষরূপে নিশ্চয় করিতে পারা যায় না। কারণ, তখন বুদ্ধ্যাদির বিলোপ হয় বলিয়া বিশেষরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায় না। পরমান্ত্য-সীমা-প্রাপ্ত বস্তুর এইরূপ স্বভাব বলিয়াই গ্রহণা-সামর্থ্য হইয়া থাকে। প্রেমস্বভাবে ঘন হিমচয়ও অগ্নিতুল্য উষ্ণস্পর্শ হইয়া থাকে ॥ ২২৮ ॥

যে প্রেমের বৈভব উদিত হইলে ব্যবহার সকল সর্ব্বদাই মহোন্মত্তের ন্যায়ই হইয়া থাকে। প্রেম ব্যতীত নবপ্রকারা মুকুন্দভক্তিও সুখসম্পাদন করিতে পারে না ॥ ২২৯ ॥

এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত সকল প্রদর্শন করিতেছি। লবণ ব্যতীত

যেরূপ ব্যঞ্জন, ক্ষুধা ব্যতীত যেমন ভোগ্যসামগ্রী, অর্থবোধ ব্যতীত শাস্ত্রপাঠ, ফল ব্যতীত যেমন উদ্যান সমুদয় ব্যর্থ হয়, সেইরূপ প্রেম ব্যতীত নবপ্রকারা মুকুন্দভক্তি ব্যর্থ হইয়া থাকে ॥ ২৩০ ॥

যে প্রেমের কথা বলিলাম, সেই প্রেমকে কোন অবতার-বিষয়ক অথবা বৈকুণ্ঠনাথ-বিষয়ক বলিয়াই জানিবে। শ্রীনন্দনন্দনের প্রতি শ্রীরাধিকাদির যে প্রেম, সেই প্রেম আমি কি রূপে নির্দ্দেশ করিব ? কোন প্রকারেই আমি নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম নহি॥ ২৩১ ॥

কৃষ্ণ মধুপুরী গমন করিলে বল্লবী সকলের প্রলয়াগ্নি হইতেও তীব্র যে ভাব উদিত হইয়াছিল, সেই ভাবের একমাত্রহেতু প্রেম। ইহাকেই সেই প্রেমের তত্ত্ব বলিয়া জানিবে। সেই প্রেমের অপর তত্ত্ব অবগত হইতে ইচ্ছা করিও না, কারণ বিশেষনিরূপণে আমার এবং তোমার দশাবিশেষ উপস্থিত হইতে পারে॥ ২৩২ ॥

অধিক বলিব কি ? সেই প্রেম নিরূপিতই হইতে পারে না, যদি বা কোন ক্রমে নিরূপিত হয়, তথাপি অধুনা তোমার প্রতীতিবিষয়ও হইবে না। যদি তাদৃশ প্রেমবিশিষ্ট লোকের সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তবেই সেই প্রেমতত্ত্ব সাক্ষাৎ অবগত হওয়া যায়। গোপীগণ মধ্যে সুপ্রসিদ্ধা পরম-প্রেম-ভরবতী শ্রীরাধিকা যদি প্রত্যক্ষীভূতা হয়েন, তবেই সেই মূর্ত্তিমান্ প্রেম সাক্ষাৎ অনুভূত হইতে পারে। সেই ভগবতীই সেই প্রেম ব্যাখ্যা করিতে পারেন। এখানে যদি বা কাহারও প্রেমতত্ত্ব-শ্রবণে নিজের শক্তি হইতে পারে,

তথাপি ব্যক্ত করিতে পারা যায় না। কারণ, উপর্য্যুপরি প্রেমাবির্ভাবে সর্ব্বদা সকলে মহোন্মত্তের ন্যায় হইয়া থাকে। অপর শ্রোতাও তাদৃশ প্রেমরোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। কেবল সেই ভগবতীর দর্শন হইলেই, তাঁহাতে প্রাদুর্ভূত মহাপ্রেম-লক্ষণ সাক্ষাৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সেই প্রেম যথার্থতঃ বিজ্ঞাতও হইয়া থাকে ॥ ২৩৩ ॥

তাদৃশ নিজপ্রেম-বিস্তারকারী কৃষ্ণচন্দ্রের যদি কোন অবতার হয়, অথবা শ্রীরাধিকার যদি কোন অবতার হয়, তাহা হইলেই সেই প্রেম অনুভূত হইতে পারে ॥ ২৩৪ ॥

হে মাথুর-ব্রজভূমিজাত! তুমি শীঘ্র সেই শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে নিজ ইষ্টসিদ্ধির জন্য গমন কর। যদি বল উহা দুর্ঘট, কিরূপে সিদ্ধ হইবে? বলিতেছি। তুমি আমার ন্যায় নহ, কারণ, তুমি শ্রীগোলোকনাথের দয়ার পাত্র; যেহেতু তুমি মাথুর-ব্রজভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ॥ ২৩৫ ॥

তখন শ্রীদ্বারকানাথের ভক্ত শ্রীমান্ উদ্ধব বলিতেছেন, পুরুষোত্তমক্ষেত্র প্রভুর যেরূপ প্রিয়, এ দ্বারকাপুরীও সেইরূপ প্রিয়। উদ্ধবের অভিপ্রায় এই যে, পুরুষোত্তমে যে ফল ফল লাভ হয়, এ স্থলেও সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র পারমৈশ্বর্য্য ও লৌকিকতায় যেরূপ বিভূষিত, এই দ্বারকাপুরীও তাদৃশ পারমৈশ্বর্য্য ও লৌকিকতায় বিভূষিত ॥ ২৩৬ ॥

আমাদের এই সেই প্রভু শ্রীদেবকীনন্দনই দারুব্রহ্মময় শ্রীজগন্নাথমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব রূপপ্রভাবে আর্দ্রচিত্ত

ক্ষেত্রবাসিলোক সকলের সর্ব্বদা হর্ষবর্দ্ধনার্থ স্থৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক তথায় ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ২৩৭ ॥

সেই পুরুষোত্তমে যে বস্তু সংসিদ্ধ হয়, এ স্থলেও সেই বস্তু সংসিদ্ধ হইতে পারে। অতএব পুরুষোত্তম ও দ্বারকা এই উভয়ের কোন ভেদ নাই। বিশেষতঃ তথায় ইহাঁর অভীষ্টসিদ্ধি হইবে না, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ব্রজলীলার অনুকরণ দর্শনে এবং গীতাদি দ্বারা শ্রবণ করিয়া এই গোপকুমারের নিজ ইষ্টের অপ্রাপ্তিনিবন্ধন শোকই সমুপস্থিত হইবে ॥ ২৩৮ ॥

সেই ক্ষেত্রে জগন্নাথমুখকমলের নিরীক্ষণ ও সর্ব্বদা মহাপ্রসাদ-লাভ যাত্রা-উৎসবাদির অনুভব হইয়া থাকে, এই সকল কারণে হৃদয়ে উল্লাসেরই সঞ্চার হইবে, দীনতার সঞ্চার হইবে না ॥ ২৩৯ ॥

দীনতা বিনা গোলোক-প্রাপক প্রেম উদিত হইবে না। গোলোকলাভ ব্যতীত ইহাঁর স্বাস্থ্যলাভও হইবে না ॥ ২৪০ ॥

সেই পরদুঃখকাতর শ্রীপুরুষোত্তম পুনর্ব্বার ইহাঁকে শ্রীমথুরা-বিভূষিত স্বীয় গোকুলে প্রেরণ করিবেন। অতএব আপনি ইহাঁকে কি জন্য গোকুলেই প্রেরণ করিতেছেন না? ॥ ২৪১ ॥

তথায় তাদৃশ-নন্দনন্দন-ক্রীড়া-মণ্ডিত শ্রীবৃন্দাবনাদি অরণ্য, শ্রীযমুনাদি সরিৎ, শ্রীগোবর্দ্ধনাদি পর্ব্বত, সরোবর, দ্রোণ, এই সকল শূন্যময় অবলোকন করিয়া সাধুদিগের স্বতই দৈন্য ও প্রেম সর্ব্বদা উপস্থিত হইয়া থাকে। মূল শ্লোকে "ইব" শব্দের তাৎপর্য্য এই যে তথায় ইতরজনের

অলক্ষ্যরূপে শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ২৪২ ॥

তথায় সাধু সকল হাহারবে আক্রান্তবদন ও মহা-সন্তাপদগ্ধ হইয়া নিজ ইষ্টদেবকে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন ॥ ২৪৩ ॥

শ্রীগোপকুমার বলিলেন, ভগবান্ নারদ মন্ত্রিপ্রবরের হৃদয়রোচক ন্যায়যুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ২৪৪ ॥

হে উদ্ধব ! তুমি ব্রজভূমির ও ব্রজবাসীর প্রতি প্রীতিমান্। এই জন্যই এই গোপকুমারের শীঘ্র ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত হিতকর এই উপদেশ প্রদান করিলে। "আশু" এইপদ দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, ভৌমপুরুষোত্তমে এবং এই স্থানে যদিও ইহার ইষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে বিলম্ব হইবে ॥ ২৪৫ ॥

হে উদ্ধব ! তুমি আমা হইতেও ব্রজভূমির পরমমাহাত্ম্য অবগত আছ। কারণ তুমি নিজ ইষ্টদেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া সেই স্থলে বহুকাল বাস করিয়াছিলে ॥ ২৪৬ ॥

শ্রীগোপকুমার বলিলেন, সর্ব্বজ্ঞ বৈষ্ণবপ্রিয় নারদ পুনর্ব্বার ইতস্ততঃ শুভলক্ষণ অবলোকন করিয়া হর্ষভরে আমাকে বলিয়াছিলেন ॥ ২৪৭ ॥

শ্রীনারদ বলিলেন, হে নন্দকিশোরপ্রিয় ! হে সর্ব্বশোভাতিশয়যুক্ত ! শীঘ্রই তোমার স্বার্থসিদ্ধি হইবে। হে মহাভাগ ! আমি পূর্ব্বেই ইহা অনুমান করিয়াছি ॥ ২৪৮ ॥

অতুল সুখরাশির প্রাপ্তিসীমার আস্পদ এই বৈকুণ্ঠ,

এবং এই বৈকুণ্ঠ হইতে অধিক সুখময় অযোধ্যা, তাহা হইতে অধিক সুখময় এই দ্বারকাতেও আগমন করিয়া তোমার যে চিত্তদুঃখ ঘটিতেছে, সেই চিত্তদুঃখের এবং স্বর্গাদিতেও প্রভুবরের পাদপদ্ম নিরীক্ষণ করিয়াও মহর্লোকাদি-বিষয়ক যে অজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছিল, সেই অজ্ঞানের কারণ বলিতেছি ॥ ২৪৯ ॥

দর্শনযোগ্য স্বীয়দয়িতবর স্বামি-পাদারবিন্দযুগলের প্রতি প্রণয়পংক্তিবর্দ্ধনের জন্যই সেই দুঃখ ও অজ্ঞান সঞ্চারিত হইয়া থাকে, অন্যথা জ্ঞানাস্পদ এই বৈকুণ্ঠাদিলোকে ও স্বর্গাদিলোকে দুঃখ বা অজ্ঞতা কিরূপে স্থান প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৫০ ॥

যদি বল স্বর্গাদি লোকে দুঃখাদি দ্বারা প্রণয়পংক্তি বর্দ্ধিত হউক, জঘন্য অজ্ঞতা কি জন্য তথায় অধিকার লাভ করিয়াছিল? বলিতেছি, শ্রবণ কর। অজ্ঞতাপ্রভাবেই সেই সেই লোকে হৃদয়ক্ষোভের অভাব ও মহাকৌতুক-বশতঃ ভাববিশেষ-সহকারে অচ্যুতদর্শন সংঘটিত হইয়া থাকে। কারণ বিবিধজ্ঞান দ্বারা চিত্তবিক্ষেপ হইয়া থাকে, সুতরাং ঔৎসুক্য সঞ্চার হয় না, পরিশেষে ভগবদ্দর্শনে তাদৃশ সুখলাভ হয় না ॥ ২৫১ ॥

হে ভদ্র! তুমি শীঘ্রই স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত পৃথিবীর শ্রী ও কীর্ত্তিবর্দ্ধিনী মাথুরী ব্রজভূমিতে গমন কর ॥ ২৫২ ॥

সেই স্থলেই বৈকুণ্ঠোপরি বিরাজমান গোলোকপ্রাপ্তির সত্যসাধন ঝটিতি প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৫৩ ॥

শ্রীগোপকুমার বলিলেন, নারদের বাক্সুধায় প্রীত হইয়া আমি তথায় যাইতে উৎসুক হইলাম এবং শ্রীদ্বারকানাথের আজ্ঞাপ্রার্থী হইলে মহাত্মা উদ্ধব আমার মনোভাব লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ॥ ২৫৪ ॥

শ্রীমান্ উদ্ধব বলিলেন, যদি অন্য কোন স্থানে যাইতে হয়, তবেই শ্রীযাদবেন্দ্রের আজ্ঞার অপেক্ষা করিতে হয়, কারণ সেই মাথুর-ব্রজভূমি তাঁহার মহাপ্রিয়া, তথায় যাইতে হইলে তাঁহার আজ্ঞার অপেক্ষা করিতে হইবে না। মূলশ্লোকে "মহৎ" শব্দ দ্বারা সূচিত হইতেছে যে ব্রজভূমি দ্বারকা হইতেও মহত্তরা ॥ ২৫৫ ॥

এই দ্বারকাতে সাক্ষাৎ সেবা করিলেও তাঁহার যাদৃশী প্রীতি উৎপন্ন না হয়, ব্রজভূমিতে অবস্থান করিলেই তাঁহার তদপেক্ষাও দৃঢ়প্রীতি জন্মিয়া থাকে ॥ ২৫৬ ॥

এই জন্যই আমি কৃষ্ণবিরহে অবশিষ্টপ্রাণ ব্রজবাসিবর্গের আশ্বাসনচ্ছলেই তথায় বহুকাল বাস করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ তাঁহাদিগকে আশ্বাসিত করিবার আমার কোন সামর্থ্য নাই ॥২৫৭॥

যদি বল আমি আজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছি না, কেবল তদ্দর্শনরূপ মঙ্গল-বিধান করিয়াই প্রস্থান করিব। গোপকুমার! আমাদের ঈশ্বর তোমার এই উৎকট অভিলাষ জ্ঞাত হইয়া স্বয়ংই প্রিয়স্বরূপ তোমাকে সেই স্বীয় প্রিয়া ব্রজভূমিতে লইয়া যাইবেন ॥ ২৫৮ ॥

শ্রীগোপকুমার বলিলেন, আমি উদ্ধবের বচনামৃতে পরমানন্দপূর্ণ হইয়া যেন মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আনন্দভরে ক্ষণকালের জন্য নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিলাম ॥ ২৫৯ ॥

তখন বিবেচনা করিলাম, কেহ যেন আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন। তখন উদ্ধবের বাক্য স্মরণ করিতে লাগিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, "দ্বারকানাথই তোমাকে লইয়া যাইবেন"। পরে নয়ন বিস্ফারিত করিয়া দেখি যে এই কুঞ্জে সমুপস্থিত হইয়াছি ॥ ২৬০ ॥

ইতি গোলোকমাহাত্ম্যে নিরূপণখণ্ডে প্রেমনামা

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

দ্বিতীয় খণ্ড।

ষষ্ঠোঽধ্যায়।

শ্রীগোপকুমার বলিলেন, নারদপ্রদত্ত সেই শিক্ষা অনুসরণ করিয়া নিজপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নাম সকল সংকীর্ত্তন করিতে করিতে এবং সুস্বরে তাঁহার লীলাসমুদয় গান ও চিন্তা করিতে করিতে তদীয় লীলাস্থল সকল অবলোকন করিয়া, যে ভাব ও দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই ভাব ও চিত্ত নিজচিত্তে ধারণা করিতেও লজ্জাবোধ করিতেছি, অপরের সমীপে আমি কি করিয়া ব্যক্ত করিব? ॥ ১—২ ॥

আমি সর্ব্বদাই মহার্ত্তিভরে রোদন করিয়া কাতরতাসহিত দিনযামিনী যাপন করিতাম। চিরকাল যে সকল অনুষ্ঠান করিয়াছি, বলিতে পারি না, সেই সকল অনুষ্ঠান সুখের নিমিত্ত হইয়াছিল, কি দুঃখ-সাগরের নিমিত্ত হইয়াছিল ॥ ৩ ॥

আমি দাবাগ্নি-শিখাভ্যন্তরে বাস করিতেছি, কিম্বা পরমামৃতের ন্যায় মধুর স্বচ্ছ সুশীতল শ্রীযমুনাজল মধ্যে বাস করিতেছি, কোন প্রকারেই ইহা বলিতে পারি নাই ॥ ৪ ॥

কোন কোন সময়ে নিশ্চয় করিতাম যে, আমি কোন ধূর্ত্তহস্তে পতিত হইয়াছি। সর্ব্বদা বহু দুঃখরূপ-সাগরে নিমগ্ন হইতাম। কোন সময়ে সুখের গন্ধও আমাকে স্পর্শ করে নাই ॥ ৫ ॥

এই রূপে বৃন্দাবনের-বিভূষণস্বরূপ এই নিকুঞ্জে রোদন-সাগরে নিমগ্ন হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইলাম ॥ ৬ ॥

সেই দয়ালুচূড়ামণি অথচ মহাধূর্ত্তবর স্বয়ং সমাগত হইয়া, বংশীসংযুক্ত অমৃত-সুশীতল-করকমল দ্বারা মদীয় গাত্র হইতে ধূলিমার্জ্জন করিতে করিতে নাসারন্ধ্রে অপূর্ব্ব সৌরভ্যভর যত্নপূর্ব্বক প্রবেশিত করিয়া লঘু লঘু সলীল সঞ্চালনপূর্ব্বক আমায় সচেতন করিয়াছিলেন ॥ ৭—৮ ॥

তদীয় মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিয়া, আমি সসম্ভ্রমে উত্থিত হইলাম এবং হর্ষপূর্ণমানসে তাঁহার মনোহর-পীতবস্ত্র ধরিবার জন্য সমুদ্যত হইলাম ॥ ৯ ॥

তখন সেই নাগরেন্দ্র স্বীয় লীলাবশে সেই মুরলী বাদিত করিতে করিতে পৃষ্ঠদিকে অপসরণ করিতে লাগিলেন এবং ঝটিতি কোন কুঞ্জমধ্যে লুক্কায়িত হইলেন। আমি ধাবমান হইয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারিলাম না ॥ ১০ ॥

সহসা তাঁহাকে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীযমুনা প্রবাহে পতিত হইলাম। যমুনাবেগে সঞ্চালিত হইয়া চেতনাপ্রাপ্ত হইলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম ॥ ১১ ॥

তখন দেখিলাম মনোবেগেরও অতিক্রমকারি মহাউর্দ্ধগ কোন যান দ্বারা ও মহাদ্ভুত মার্গদ্বারা কোন দেশান্তরে সমাগত হইয়াছি ॥ ১২ ॥

চিত্ত স্থির করিয়া বিচারপূর্ব্বক দেখিলাম, আমি বৈকুণ্ঠ-লোকে উপস্থিত হইয়াছি। পরে সেই বৈকুণ্ঠলোক হর্ষভরে নিরীক্ষণ করিতে করিতেই অযোধ্যাদি পুরীও অতিক্রম করিলাম ॥ ১৩ ॥

আমার চিরাশ্রয় সর্ব্বলোকের উপরি বিরাজমান প্রকাশমান সেই শ্রীগোলোক প্রাপ্ত হইলাম। মর্ত্তাভূমিতে শ্রীমথুরামণ্ডলে যাদৃশ অবলোকন করিয়াছিলাম, তথায় তাদৃশই অবলোকন করিলাম। অর্থাৎ পারমৈশ্বর্য্যাদির অভাবে ঐ স্থান পরম প্রেমবিশেষের কারণ হইয়াছিল ॥১৪॥

শ্রীমথুরামণ্ডলস্বরূপ সেই শ্রীগোলোকে মধুপুরী গমন-পূর্ব্বক মর্ত্ত্যমণ্ডলবর্ত্তিনী মধুপুরীর ন্যায়ই অবলোকন করিয়া বিস্ময় ও হর্ষপ্রাপ্ত হইলাম ॥ ১৫ ॥

তথায় এই কথা শ্রবণ করিলাম যে, কংস স্বীয় পিতা উগ্রসেন ও দেবকী-বসুদেবকে নিগৃহীত করিয়া স্বয়ং রাজ্যশাসন করিতেছেন ॥ ১৬ ॥

যাদবগণ দৈত্যপরিবেষ্টিত কংসের ভয়ে তথায় যথেচ্ছ বিহার করিতে উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন না ॥ ১৭ ॥

যাদবগণ কংস হইতে অহর্নিশ বহুবিধ পীড়াপ্রাপ্ত হইয়া, কেহ দেশান্তরে পলায়ন করিলেন, কেহ বা লুক্কায়িত হইলেন; কেহ কেহ কংসকেই আশ্রয় করিয়া দিনক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তথাচ দশমস্কন্ধে—

"প্রলম্ববকচানূর ইত্যাদি" ॥ ১৮ ॥

অনন্তর আমিও ভীত হইয়া বিশ্রামতীর্থে মজ্জনপূর্ব্বক সত্বর তথা হইতে বৃন্দাবনে গমন করিলাম। তল্লোক-স্বভাবে আমারও তদনুরূপ মতি হইয়াছিল ॥ ১৯ ॥

সমগ্রদেবতাগণের, লোকপালসকলের, গরুড়াদি পার্ষদ সকলেরও অগম্য সেই গোলোকে ভূমণ্ডলস্থ ভারতবর্ষান্তর্গত আর্য্যাবর্ত্তসম্বন্ধিনী রীতি সূর্য্যোদয়াদি দ্বারা দিব্যগতি,নরভাষা ও

আচরণাদি দ্বারা ভৌমীগতি নিরূপণ করিয়া মহাচমৎকারভরে রুদ্ধ ও আনন্দরস-সমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম॥ ২০—২১॥

ক্ষণকাল পরে দেখিলাম, গোপসদৃশ মানবগণ বনে বনে বিচরণ করিতেছেন এবং গোপীবেশধারিণী বৃদ্ধাগণ পুষ্পাচয়ন করিতেছেন॥ ২২॥

সেই সকল লোক পূর্ব্বদৃষ্ট-লোকসকল অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়েই বিলক্ষণ। তাঁহাদিগকে দেখিলে প্রতীতি হইতেছে যে, কেহ যেন তাঁহাদের চিত্তরূপ-ধন অপহরণ করিয়া লইয়াছে, সেই জন্যই যেন তাঁহারা ব্যাকুল হইয়াছেন॥২৩॥

তাঁহাদিগের দর্শনমাত্রেই আমি তাদৃশ ভাবযুক্ত হইয়া যত্নপূর্ব্বক ধৈর্য্যধারণ করিয়া আদরভরে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম॥ ২৪॥

পরমহংসসকলের মনোরথেরও দুর্লভ পরমহর্ষরাশি-সমূহ দ্বারা পরিষেবিতগণ! কমলাপতিরও প্রণয়ভক্তজন সকলের প্রার্থনীয় দয়ার আস্পদগণ! পরমদীন এই শরণাগতের প্রতি করুণাভরে দৃষ্টিপাত করুন। আপনারা আমার নিকট প্রকাশ করুন, এই রাজ্যের নৃপতি কে? তাঁহার গৃহই বা কোথায়? কোন্‌পথেই বা গমন করিব?॥ ২৫—২৬॥

ভো ভো ধন্যগণ! আমি বিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনারা আমার প্রতি কৃপা করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করুন। যদিও আপনারা মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, তথাপি হে সুব্রতগণ! সঙ্কেত দ্বারাও আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন॥ ২৭॥

আপনারা আমার কথা শ্রবণ করুন, কারণ আমি নিতান্তই

পীড়িত হইয়াছি। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আপনারাও সেই ব্রজধূর্ত্তের ভাবে মোহিত হইয়াছেন ॥ ২৮ ॥

এই প্রকারে বারম্বার সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অগ্রবর্ত্তী হইয়া ব্রজস্থান অর্থাৎ গবাবাস সকল নিরীক্ষণ করিলাম ॥ ২৯ ॥

চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে সমীপেই মাধুরী-সারের পরীপাক সুশোভিত এক পুরী নিরীক্ষণ করিলাম ॥৩০॥

সেই পুরীর পার্শ্বে চতুর্দ্দিকে গোপীদিগের ভূষণশিঞ্জায় সুমধুর দধিমন্থনধ্বনি এবং অদ্ভুত গীত শ্রবণ করিলাম ॥ ৩১ ॥

সেই দধিমন্থনধ্বনি ও গীতধ্বনি শ্রবণ করিয়া আনন্দে অধীর হইলাম। পরে আনন্দবেগ সম্বরণপূর্ব্বক অগ্রে গমন করিয়া এক বৃদ্ধকে দর্শন করিলাম। দেখিলাম সেই বৃদ্ধ ব্যগ্রতাসহিত অবিচ্ছেদে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" এই বলিয়া কীর্ত্তন ও রোদন করিতেছেন এবং নিবিষ্টচিত্ত হইয়া একাকী অবস্থান করিতেছেন। প্রযত্নচাতুর্য্যে তাঁহা হইতেই গদ্গদাক্ষর শ্রবণ করিলাম ॥ ৩২—৩৩ ॥

তিনি বলিলেন, ইহা শ্রীকৃষ্ণপিতা গোপরাজের পুর। এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র হর্ষবেগে বিমুগ্ধ হইলাম ॥ ৩৪ ॥

ক্ষণকাল পরে সেই দয়ালু বৃদ্ধ কর্ত্তৃক চেতন প্রাপ্ত হইয়া ধাবমান হইলাম এবং সেই নন্দপুরের গোপুরে অর্থাৎ পুরদ্বারে উপবিষ্ট হইলাম ॥ ৩৫ ॥

তথায় অন্য কর্ত্তৃক অদৃষ্ট অশ্রুত লক্ষ লক্ষ বার বহুপ্রকার আশ্চর্য্য অবলোকন করিলাম ॥ ৩৬ ॥

হে দ্বিজোত্তম! সেই পুরবাসিগণ পরমানন্দপূর্ণ

অথবা দুঃখরাশিযুক্ত, ইহা আমি নিশ্চয় করিতে পারি নাই ॥ ৩৭ ॥

গোপিকাদিগের রোদনসংযুক্ত যে গীত শ্রবণ করিয়াছিলাম, বলিতে পারি না সেই গীত সন্তোষজনিত অথবা দুঃখের চরমকাষ্ঠাজনিত ॥ ৩৮ ॥

সেই গোলোকাখ্য পদ অবলোকন করিয়া এইরূপই ধারণা করিতাম যে আমি মর্ত্ত্যলোকেই অবস্থান করিতেছি। কারণ গোলোক মর্ত্ত্যলোকস্থ মথুরামণ্ডল হইতে অভিন্ন। যে সময় পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-দৃষ্ট লোকসকলের অনুসন্ধান করিতাম যে, আমি ঊর্দ্ধগতিক্রমে বৈকুণ্ঠলোক তৎপর অযোধ্যাদি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, সেই সময়ই স্থির করিতাম যে আমি অখিল লোক অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ভুবন, অলোক অর্থাৎ অষ্ট আবরণ এবং লোকাতিলোক বৈকুণ্ঠাদিরও উপরি বর্ত্তমান আছি! ৩৯-৪০ ॥

অনন্তর সেই গোপুরে সমাগতা এক বৃদ্ধাকে প্রণামপূর্ব্বক অতিবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম যে সেই শ্রীনন্দনন্দন অদ্য কোথায় বিহার করিতেছেন? ॥ ৪১ ॥

শ্রীবৃদ্ধা বলিলেন তিনি প্রাতঃকালে গো বয়স্য এবং অগ্রজ বলদেবের সহিত বিহার করিবার জন্য বনে প্রবেশ করিয়াছেন। মাদৃশ ব্রজবাসিবৃন্দের প্রাণদাতা এখনই সন্ধ্যাকালে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন ॥ ৪২ ॥

যমুনাতীর-সম্বন্ধি যে পথের উপরি ব্রজবাসিবৃন্দ দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন, এমন কি যে মার্গস্থিত বৃক্ষ সকল স্ব স্ব পত্র সকল উন্নমিত করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে, সেই মার্গেই নন্দনন্দন প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন ॥ ৪৩ ॥

শ্রীগোপকুমার বলিলেন। সেই বৃদ্ধা কর্ত্তৃক আমি পরমামৃত ধারা দ্বারাই যেন অভিষিক্ত হইলাম। পরে একদৃষ্টে বৃদ্ধাকথিত মার্গ অবলোকন করিতে লাগিলাম ॥ ৪৪ ॥

পরমানন্দভরে আমার উরু স্তম্ভিত হইল। পরে অতি-যত্নে অগ্রসর হইয়া দূরদেশে কোন ধ্বনি শ্রবণ করিলাম ॥ ৪৫ ॥

গো সকলের হম্বারবে সুললিততর, লীলাগীতের ষড়্জাদি স্বর ও মল্লারাদি রাগ দ্বারা যুক্ত, জগদ্বিলক্ষণ বিবিধ মূর্চ্ছনাদি ভঙ্গীদ্বারা শোভিত এবং সেই ব্রজবাসিবৃন্দের পরমাকর্ষণ-সংযুক্ত মোহজনক মুরলীধ্বনি শ্রবণ করিলাম ॥ ৪৬ ॥

যে মুরলী-ধ্বনি-প্রভাবে তরুশ্রেণী হইতে রসের দীর্ঘধারা নিঃসৃত হইতেছিল। ঘোষ-অর্থাৎ আভীরপল্লীবাসী সকল শরীরীর নেত্র হইতে অশ্রুপ্রবাহ নির্গত হইতেছিল, মাতৃ-সকলের অর্থাৎ মাতা মাতৃস্বসৃ ধাতৃসকল এবং বৃদ্ধা সকলের স্তন হইতে ক্ষীর ক্ষরিত হইতেছিল, এমন কি কালিন্দীর প্রচল জলবেগও প্রতিকূলবাহী হইয়াছিল ॥ ৪৭ ॥

আমি বলিতে পারি না যে সেই বংশী গরল উদ্গিরণ করিতেছে অথবা অমৃতরস উদ্গিরণ করিতেছে, সেই বংশী-নাদ বজ্রবৎ কঠোর অথবা জলবৎ কোমল, জ্বলিতাগ্নি হইতে অতি উষ্ণ অথবা সুধাংশু হইতেও শিশির। কারণ যে নাদ শ্রবণ করিবামাত্র অখিল ব্রজবাসী উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥

অনন্তর দেখিলাম, গৃহনিঃসৃতা কতিপয় ব্রজযোষিৎ

শ্রীনন্দনের নীরাজনার্থ দীপসর্ষপাদি সামগ্রী হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিতেছেন; অপর কেহ কেহ শিরোপরি অলঙ্কার মাল্য অনুলেপনাদি উপভোগ-সামগ্রী ও নবনীত শিখরিণী প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিতেছেন ॥ ৪৯ ॥

অন্যান্য ব্রজাঙ্গনা সম্ভ্রমরূপ-বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া, বেণুনাদমিশ্র ধেনুসকলের হাম্বারব যে দিক্ হইতে শ্রবণ করা যাইতেছে, সেইদিকে গমন করিতেছেন ॥ ৫০ ॥

কোন ব্রজাঙ্গনা বিপরীতভাবে ভূষণ সকল ধারণ করিয়া গমন করিতেছেন। কেহ কেহ নীবীবন্ধনে কেহ কেহ কেশ-বন্ধনেই ব্যাকুলা। অন্য কতিপয় ব্রজসুন্দরী তরুভাব অর্থাৎ স্থাবরভাব প্রাপ্ত হইলেন, অপর কেহ কেহ বিমোহিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন ॥ ৫১ ॥

কোন কোন ব্রজসুন্দরী মূর্চ্ছিতা হইলেও অশ্রুলালাযুক্ত-মুখে সখীগণ কর্ত্তৃক নীয়মান হইয়া গমন করিতেছেন। প্রেম-ভরে সমাকুল অপর কোন কোন ব্রজসুন্দরীকে সখীগণ দেখাইতেছেন, হে সখি! ঐ দেখ শ্রীনন্দনন্দন আসিতেছেন ॥ ৫২ ॥

বিচিত্র বেশ বস্ত্র ও কান্তি দ্বারা ভূষিতা রমারও সৌভাগ্য-দর্প-খর্ব্বকারিণী সেই ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীনন্দনন্দনের নাম ও ঈহিত অর্থাৎ চেষ্টা গান করিতে করিতে যমুনাতটে আশ্রয় লইতেছেন ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর আমি কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়াই দ্রুত-গামিনী সেই ব্রজসুন্দরী সকলের সহিত অগ্রসর হইলাম ॥৫৪॥

অনন্তর দূর হইতে দেখিলাম সেই মধুর মুরলী-ধারী শ্রীদামাদি সখিবৃন্দ ও পশু সমূহ হইতে দ্রুত নিঃসৃত হইয়া "হে শ্রীদামন্! ঐ দেখ তোমার কুল-কমল-ভাস্কর আমার প্রিয়সুহৃৎ স্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াছি" এই কথা বলিতে বলিতে মন্দ মন্দ আগমন করিতেছেন ॥ ৫৫ ॥

দেখিলাম, সেই মুরলীধারী আরণ্যবেশ ধারণ করিয়াছেন। গমনকালে কদম্বমালা ও কর্ণভূষণাদি আন্দোলিত হইতেছে। গাত্রে অম্বরযুগল ও মস্তকে ময়ূরপিচ্ছ-নির্ম্মিত মুকুট শোভিত হইতেছে। নিজ গাত্রের সৌরভে দশদিক্ আমোদিত করিতেছেন। তাঁহার বিকাসিত মুখ-কমলে লীলাময়ী স্মিতশ্রী দীপ্তি পাইতেছে ॥ ৫৬ ॥

কৃপাবলোকন-হেতু নয়নারবিন্দ উল্লসিত হইতেছে। বিচিত্র সৌন্দর্য্যরাশিই তাঁহার মুখ্য ভূষণস্বরূপ হইয়াছে। তাঁহার করপদ্মের অঙ্গুলিদল গোরজশ্ছুরিত চঞ্চল অলক সকলের সম্বরণেই ব্যগ্র হইতেছে ॥ ৫৭ ॥

ধরাতলে শোভাতিশয় প্রদান করিবার জন্য ভূমিস্পর্শি নৃত্যবিলাসগামি কোমল শ্রীপদ-পদ্মদ্বন্দ্ব উল্লাসবশতঃ বেগভরে উচ্চালিত করিয়া মনোহর হইতেছেন ॥ ৫৮ ॥

গোলকস্থ নিত্যপ্রিয় লোকবর্গ কর্ত্তৃক চিত্ত দ্বারা গ্রহণীয় অদ্ভুত অপার মহত্ত্বের সাগরস্বরূপ সেই মুরলীধারী কৈশোর-সংযুক্ত গাত্ররূপমেঘ-কান্তি দ্বারা দশদিক্ উজ্জ্বলিত করিতেছেন ॥ ৫৯ ॥

তাঁহার অবলোকনে প্রেম বিমোহিত হইলে এই দীনলোকের প্রিয়তায় নিযোজিত সেই মুরলীধারী সবেগে

লম্ফ দিয়া সমীপে আগমনপূর্ব্বক আমার কণ্ঠধারণ করিয়া সহসা ভূপতিত হইলেন ॥ ৬০ ॥

ক্ষণকাল পরে আমি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে যত্নপূর্ব্বক তাঁহার বাহুবন্ধন হইতে কণ্ঠ নিষ্কাশিত করিয়া উত্থিত হইলাম এবং দেখিলাম, তিনি রজোময় বস্ত্র অশ্রুলালায় পঙ্কিল করিয়া ভূমিপতিত হইয়া আছেন ॥ ৬১ ॥

গোপীগণ সমাগত হইয়া শোকাকুল-স্বরে বলিতে লাগিলেন, কে এ স্থলে আগমন করিয়াছেন ? কে এমন কার্য্য করিলেন ? কে আমাদের প্রাণনাথকে এই দশায় উপনীত করিলেন ? ব্রজবাসিবৃন্দ একস্বরে বলিতে লাগিলেন, "হায় ! আমরা হত হইলাম" ॥ ৬২ ॥

তাঁহারা আমাকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই মায়াবিবর কংসনৃপতির ভৃত্য। এইরূপে বারম্বার বিলাপ ও রোদন করিতে করিতে পীড়িতহৃদয়ে শ্রীনন্দনন্দনকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥ ৬৩ ॥

অনন্তর পৃষ্ঠদেশে গোপসমুদয় সমাগত হইয়া তাঁহাকে তাদৃশ অবস্থাযুক্ত দর্শনপূর্ব্বক করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৪ ॥

সেই ঘোর ক্রন্দনধ্বনি দূর হইতে শ্রবণ করিয়া ব্রজস্থিত বৃদ্ধ নন্দাদি গোপসকল, পুত্রবৎসলা-যশোদা এবং অন্যান্য বৃদ্ধাগণ ও দাসীসকল 'হা হা' রবে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫—৬৬ ॥

অনন্তর ধেনুসকল, বৃষ ও বৎস-সকল এবং কৃষ্ণসারাদি

মৃগগণ তথায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহার সেই দশা দর্শন করিয়া রোদন-কাতর হইয়াছিল ॥ ৬৭ ॥

সেই পশুগণ অশ্রুধারায় মুখমণ্ডল বিধৌত করিতে লাগিল এবং শব্দ করিতে লাগিল। স্নেহপূর্ব্বক মুহু মুহু আগমন করিয়া বারম্বার শ্রীনন্দনন্দনের গাত্র আঘ্রাণ ও লেহন করিতেছিল ॥ ৬৮ ॥

তখন পক্ষিগণও ঊর্দ্ধদেশে দুঃখিত হইয়া ভ্রমণ করিতে-ছিল। তখন বোধ হইতেছিল, যেন তাহারা কোলাহলচ্ছলেই বারম্বার রোদন করিতেছে ॥ ৬৯ ॥

বৃক্ষাদি স্থাবরগণও দুঃখে উত্তপ্ত হইয়া যেন শুষ্ক হইয়া গেল। অধিক কি বর্ণনা করিব? তৎকালে চরাচর সকলেই মৃতপ্রায় হইয়াছিল ॥ ৭০ ॥

তখন আমিও মহাশোকসমুদ্রে মগ্ন হইলাম। পরম-ব্যথিত হইয়া স্বকর্ত্তব্যও বিস্মৃত হইলাম। পরে তাঁহার পাদযুগল নিজমস্তকে স্থাপন করিয়া বহুপ্রকার বিলাপ করিয়াছিলাম ॥ ৭১ ॥

অনন্তর অনুজ শ্রীকৃষ্ণের-ন্যায়ই বেশ ও বয়ঃক্রমযুক্ত নীলাম্বর দ্বারা অলঙ্কৃত গৌরকান্তি শ্রীমান্ বলভদ্রদেব দূরদেশ হইতে সভয়ে ও বেগে তথায় সমুপস্থিত হইলেন ॥৭২॥

বিশারদেন্দ্র অর্থাৎ পরমাভিজ্ঞগণের-চূড়ামণি সেই শ্রীমান্ বলরাম অনুজের তাদৃশ অবস্থার অবলোকনহেতু রোদন করিয়া ক্ষণকালপরে ধৈর্য্যবশতঃ ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপে আমাকে অবলোকন করিলে নিজচেষ্টায় মদীয় বাহুযুগল অনুজের কণ্ঠে সংলগ্ন করিয়াদিলেন ॥ ৭৩ ॥

সেই শ্রীবলরাম মদীয় হস্ত দ্বারা তদীয় শ্রীমদঙ্গ সম্মার্জ্জিত করাইলেন এবং বিচিত্র কাকু দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে আমাকে তাঁহার আহ্বানও করাইলেন। পরিশেষে আমা-কর্ত্তৃকই তিনি তাঁহাকে ভূতল হইতে উত্থাপিত করিলেন ॥ ৭৪ ॥

অনন্তর তিনি অচিরজাত অশ্রুধারায় পরিমুদ্রিত শ্রীনেত্র-পদ্ম বিকাশিত করিয়াছিলেন এবং আমাকে দেখিবামাত্র হর্ষভরে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিতে করিতে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া লজ্জিত হইলেন ॥ ৭৫ ॥

বহুকাল পরে নয়নগোচর প্রাণপ্রিয় সখার ন্যায় আমাকে প্রাপ্ত হইয়া সেই প্রভুবর স্বীয় বামকর-কমল দ্বারা আমার কর ধারণপূর্ব্বক বিচিত্র বিচিত্র প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। অবশেষে শ্রীমান্ সমবেত ব্রজবাসিবৃন্দকে সমানন্দিত করিয়া গজগমনে ব্রজবরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৭৬ ॥

শ্রীনন্দনন্দনের বিয়োগে কাতর বন্য মৃগগণ অন্য স্থানে গমন করিতে অশক্ত হইয়া প্রভাতে পুনর্ব্বার প্রভুদর্শন হইবে, এই আশায় ব্রজদ্বারেই রাত্রি যাপন করিতে লাগিল ॥ ৭৭ ॥

বিহগগণ উড্ডীন হইয়া ব্রজ মধ্যে প্রভুবরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং রাত্রিকালে প্রভুবরকে অবলোকন করিতে পারিব না, এই দুঃখে কোলাহল ও রোদন করিতে করিতে তাহারা নির্গত হইল ॥ ৭৮ ॥

গোদোহনের অনন্তর পুত্র-প্রণয়াতুর নন্দের অনুরোধে গো সকলের সন্তালন না করিয়াই সেই দুই ভ্রাতা আত্মগৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ৭৯ ॥

অনন্তর পুত্রযুগল নিরীক্ষণ করিয়া শুভ্রবস্ত্র-শোভিতা যশোদা ও রোহিণীর স্তন হইতে ক্ষীর ও নয়ন হইতে অশ্রুধারা নির্গত হইতে ছিল। জননীযুগল অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া শ্রীনন্দনন্দন ও বলরামের প্রতি অঙ্গে মুহুর্মুহু নীরাজনা করিয়াছিলেন ॥ ৮০ ॥

সেই যশোদা নিজ কেশদ্বারা পুত্রের নীরাজন করিতে করিতে স্নেহভরে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়াছিলেন। স্নেহময়ী জননী সে সময়ে অবগত হইতে পারেন নাই যে, আমি পুত্রকে নিজ শিরোমধ্যে অথবা হৃদয়ে কিম্বা জঠরাভ্যন্তরে রক্ষা করিব ॥ ৮১ ॥

প্রণয়াকুল শ্রীনন্দনন্দন আমাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন এবং জননীকে প্রণাম করাইলেন। শ্রীযশোদা আমার প্রতি পুত্রের অপূর্ব্ব প্রেমভর অবলোকন করিয়া হর্ষভরে পুত্রের ন্যায় আমার লালন করিয়াছিলেন ॥ ৮২ ॥

যে সময়ে জননী নীরাজনাদি করিতেছিলেন, সেই সময়ে গোপিকাগণ কেহ কেহ কোন কার্য্যচ্ছলে কেহ কেহ বা লোকধর্ম্মাদি অপেক্ষা না করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৮৩ ॥

জননীযুগল সেই ভ্রাতৃদ্বয়ের স্নপনারম্ভ করিলেন দেখিয়া বল্লবীরতি-লম্পট ভগবান্ বলিলেন, হে মাতঃ! আমরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, অতএব সত্বর অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিয়া পিতাকে আনয়নপূর্ব্বক আমাদিগের ক্ষুধা নিবৃত্তি করুন ॥ ৮৪—৮৫ ॥

মাতৃযুগল ও জ্যেষ্ঠের অন্যত্র প্রস্থাপনের কারণ নিজ হৃদয় ভগবদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রজাঙ্গনাগণ বলিলেন, হে শ্রীযশোদে

হে ব্রজেশ্বরি! হে দেবি! শ্রীরোহিণি! আপনারা এই কর্ত্তব্য হইতে বিরত হউন ॥ ৮৬ ॥

আপনারা শীঘ্রই ইহাঁদের জন্য খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করুন, আমরাই শ্রীরামকৃষ্ণের স্নপন কার্য্য নিষ্পাদিত করিতেছি ॥ ৮৭ ॥

শ্রীযশোদা বলিলেন, হে বালিকাসমুদায়! তোমরা প্রথমতঃ জ্যেষ্ঠ বলদেবকে স্নপিত করিয়া গোপরাজের আনয়নার্থ তাহাকে প্রেরিত কর ॥ ৮৮ ॥

শ্রীস্বরূপ বলিলেন, শ্রীযশোদা ও রোহিণী এই কথা বলিয়া গৃহ প্রবিষ্ট হইলে, গোপাঙ্গনাগণ শ্রীযশোদার বাক্যের প্রশংসা করিয়া অভীপিসত স্নপন কার্য্য অসঙ্কোচে নির্ব্বাহ করিবার জন্য বলদেবকে শীঘ্র সুচারু স্নপিত করিয়া গৃহ মধ্যে প্রেরণ করিলেন ॥ ৮৯ ॥

কার্য্যানুসারে দলবিভক্ত গোপযুবতিগণ ক্রমে ক্রমে শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র বিচিত্র ভূষণ সকল উত্তারিত করিয়া স্ব স্ব গৃহানীত সম্মার্জ্জন বস্ত্র দ্বারা গাত্রমার্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৯০ ॥

গোপীগণ তাঁহার হস্তস্থিত সপত্নী সমান মুরলী সকলেই এককালে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে, চতুর-চূড়ামণি সেই নাগরেন্দ্র কোন একজনকে প্রদান করিলে সকলের হৃদয় ঈর্ষ্যাকলুষিত হইবে এই বিবেচনায়, সঙ্কেত-পূর্ব্বক আমায় প্রবোধিত করিলে আমিই পৃষ্ঠদেশে আপন

শ্রীভগবান্ গোপকুমারকে স্বরূপ নামে অভিহিত করিলেন বলিয়া ইহার পর ইনি সর্ব্বত্র স্বরূপ নামে অভিহিত হইবেন ॥ ৮৯ ॥

অঙ্গুলি বিস্তৃত করায়, তাহাতেই কৌশলপূর্ব্বক সেই বংশী নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৯১ ॥

তাঁহারা প্রথমে মহারাজাদি-উত্তমতৈলে অভ্যঙ্গ করিয়া হস্তকমলের স্পর্শপটুতা সহকারে শনৈঃ শনৈঃ উদ্বর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৯২ ॥

তথাপি সেই নাগরেন্দ্র সৌকুমার্য্যবশতঃ অথবা লীলা-কৌতুকবশতঃ শ্রীমুখভঙ্গি সহকারে আর্ত্তিশীৎকার করিলেন ॥ ৯৩ ॥

পুত্রৈকপ্রাণা শ্রীযশোদা সেই আর্ত্তিজনিত শীৎকার শ্রবণ করিবামাত্র গৃহ হইতে নিঃসৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইল ? কি হইল ॥ ৯৪ ॥

শ্রীযশোদা পুত্রের সুস্মিতমুখ অবলোকন করিয়া গৃহ প্রবেশ করিলে গোপীগণ ত্রাস ও হাস্য সহকারে গান করিতে করিতে তাঁহার উদ্বর্ত্তনক্রিয়া নিষ্পাদন করিলেন ॥ ৯৫ ॥

অনন্তর রত্নকুম্ভ হইতে ঘটী দ্বারা উত্তোলিত করিয়া সুবাসিত নির্ম্মল ঈষদুষ্ণ যমুনাজলে স্নপন করাইতে লাগিলেন ॥ ৯৬ ॥

স্ব স্ব গৃহ হইতে আনীত রুচিরমালা, আলেপন অম্বর, ভূষণ, এই সকল দ্বারা বিচিত্র নটবরবেশে তাঁহাকে বিভূষিত করিতে লাগিলেন ॥ ৯৭ ॥

অনন্তর গোপীগণ নিভৃতে (প্রেমবিশেষ-সঙ্গোপনের নিমিত্ত, অথবা শ্রীযশোদাবঞ্চনের নিমিত্ত, কারণ বারম্বার ভোজনে পুত্রের উদরাময় হইতে পারে এই আশঙ্কায় জননীর ক্রোধোদ্রেক হইতে পারে) নবনীতাদি ভোজ্যবস্তু

তাঁহাকে ভোজন করাইয়া কর্পূরদীপসর্ষপাদি দ্বারা নীরাজন-পূর্ব্বক সেই সকল দ্রব্য স্ব স্ব মস্তকে স্থাপন করিলেন ॥ ৯৮ ॥

দিব্য চন্দন, কাশ্মীর অর্থাৎ কুঙ্কুম, কস্তুরী এই সকলের পঙ্কে কণ্ঠ কপাল কপোলদেশ অতিসুন্দর চিত্রিত করিয়া দিলেন ॥ ৯৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের ভাব নিরীক্ষণ করিলে তাঁহারাও ভাবজনিত হস্তস্তম্ভন যত্নপূর্ব্বক সম্বরণ করিয়া হর্ষভরে নেত্রকমলে কজ্জল প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১০০ ॥

কৃষ্ণ গোপীগণের সমক্ষে বিচিত্র বন্যক্রীড়াসুখ বর্ণন করিলেন এবং বিচিত্র বিচিত্র নর্ম্মবাক্য ও রতিসুখ অর্থাৎ কুচস্পর্শাদি বিস্তার করিলেন ॥ ১০১ ॥

এই রূপে পরস্পর সৌহার্দ্দরাশির প্রকটনহেতু বেশরচন ক্রিয়া সমাপ্ত হয় নাই। কারণ গোপীগণ অঙ্গস্পর্শলোভে বারম্বার তিলক রচনা করেন ও লোপ করিতে থাকেন ॥ ১০২ ॥

পুত্রস্নেহে আতুরহৃদয়া যশোদা বেশরচনা সমাপ্ত হইয়াছে কি না, ইহা দেখিবার নিমিত্ত বারম্বার বহির্নির্গত হইয়া রোষবশতঃ গোপীদিগকে এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ১০৩ ॥

শ্রীযশোদা বলিলেন হে গোপকুমারিকাগণ ! কি আশ্চর্য্য ! তোমাদিগকে আমি বাল্যকাল হইতেই চঞ্চল-স্বভাব দেখিতেছি ! এখন পর্য্যন্ত স্নান কেশরচনাদিক্রিয়া সমাপ্ত হয় নাই ? ॥ ১০৪ ॥

শ্রীস্বরূপ বলিলেন। গোপীগণ বারম্বার স্বপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিলে, বৃন্দা তাঁহাদের চিত্ত

পরিহাসোৎসুক হইয়াছে” ইহা অবগত হইয়া বলিলেন ॥ ১০৫ ॥

অয়ি পুত্রি ! যশোদে ! এখানে আগমন করিয়া হর্ষভরে নিরীক্ষণ কর। দেখ তোমার শ্যামবর্ণ পুত্রকে এই বালিকাগণ গৌরবর্ণ করিয়াছেন ॥ ১০৬ ॥

স্বীয় ধাত্রী মুখরার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীযশোদা পুনরায় নির্গমনপূর্ব্বক বৃদ্ধাকথিত নর্ম্মবাক্যের সরোষে উত্তর প্রদান করিলেন ॥ ১০৭ ॥

শ্রীযশোদা বলিলেন, স্বাভাবিক অশেষ সৌন্দর্য্য যাহার পাদপদ্মের নীরাজনা করিতেছে, সেই আমার শ্যামসুন্দর সৌন্দর্য্যবিষয়ে জগতের মস্তকোপরি পুনঃপুনঃ নৃত্য করিতেছে ॥ ১০৮ ॥

তুমি এই গৌরাঙ্গী শ্রীরাধাদির সৌন্দর্য্য দেখিয়া কি গর্ব্ব করিতেছ ? আমি নিশ্চয় বলিতেছি, ইহাদের সকলেরই এই সৌন্দর্য্যরাশি আমার শ্যামসুন্দরের পাদনখাগ্র-সৌন্দর্য্যের এক-কণা-মাত্রেরও নীরাজনযোগ্য নহে। শ্রীযশোদার অভিপ্রায় এই যে, ইহাদের যে কিঞ্চিৎ সৌন্দর্য্য আছে, তাহা আমার শ্যামসুন্দরের বধূত্ব অভাবে বিফল হইবে ॥ ১০৯ ॥

শ্রীস্বরূপ বলিলেন, যশোদানন্দনের সেই সৌন্দর্য্য অর্থাৎ অঙ্গ-সৌষ্ঠব, সেই লাবণ্য-লক্ষ্মী, সেই মাধুর্য্য অর্থাৎ ইঙ্গিতাদি, এই সকলের বিষয় কি বর্ণনা করিব ? কারণ কমলাদি-লৌকিক-দ্রব্যের সহিত লোকাতীত শ্রীবিষ্ণুআদির সহিত, শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর-নারায়ণের সহিত, অযোধ্যানাথ শ্রীরামচন্দ্রের সহিত, এমন কি যদুপতি শ্রীদ্বারকেন্দ্রের

সহিতও যশোদানন্দন রূপবিষয়ে তুলনা প্রাপ্ত হইতে পারে না ॥ ১১০ ॥

কৃষ্ণ যাদৃশ নাগরশেখর-শ্রেষ্ঠ, রাধাও তাদৃশ নাগরিকা-বরাগ্র্যা, রাধা যাদৃশ নাগরিকাবরাগ্র্যা, কৃষ্ণও তাদৃশ নাগরশেখরাগ্র্য, অর্থাৎ উভয়েই উভয়ের তুলনাস্থান ॥ ১১১ ॥

বলদেবের সহিত গোপরাজ স্নান করিয়া তথায় আগমন করিতেছেন জানিয়া গোপীগণ সকলেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ১১২ ॥

নন্দ ভোজনশালাতে কনকাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার উভয় পার্শ্বে রাম এবং কৃষ্ণ কনকাসনে ভোজন করিতে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ১১৩ ॥

নন্দের বামপার্শ্বে যশোদাতনয় উপবিষ্ট হইলেন এবং দক্ষিণপার্শ্বে রোহিণীতনয় উপবিষ্ট হইলেন। কারণ রোহিণী-তনয় জ্যেষ্ঠ বলিয়াই দক্ষিণপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। আমি শ্রীনন্দাদির আগ্রহে তাঁহাদের সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়াছিলাম। তাঁহারা একত্র ভোজন করেন, ইহাই সূচিত হইতেছে। বিশেষ রামকৃষ্ণ অনুপনীত বলিয়া তাঁহাদের একত্র ভোজন দোষাবহ নহে ॥ ১১৪ ॥

শ্রীরোহিণী রত্নময় সুবর্ণময় রজতময় পাত্রে বিবিধ দিব্য দিব্য ভোজ্য দ্রব্য গৃহমধ্যে সজ্জিত করিতেছেন। শ্রীযশোদা পরিবেষণ করিতেছেন এবং ভোগপুরন্দর শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বসদ্‌গুণ-সম্পন্ন চতুর্ব্বিধ অন্ন ভোজন করিতেছেন ॥ ১১৫—১১৬ ॥

পৃথক্ পৃথক্ বিচিত্র কচোলা (কটোরা) পরিপূর্ণ

ভোজ্য দ্রব্য কনকস্থালীতে স্থাপনপূর্ব্বক যথেচ্ছ ভোজন করিতেছেন ॥ ১১৭ ॥

কোন সময়ে জননী কোন সময়ে পিতা কোন সময়ে ভ্রাতা যত্নপূর্ব্বক মুখে খাদ্যসামগ্রী প্রদান করিতেছেন। তিনি লীলাবশে সেই সকল ভোজন করিতেছেন ॥ ১১৮ ॥

মধ্যে মধ্যে কচোলাপূর্ণ পানীয় দ্রব্য ও ভৃঙ্গারিকা-পরিপূর্ণ পরমোত্তম জল পান করিতেছেন ॥ ১১৯ ॥

প্রথমতঃ-ঘৃত-শর্করা সংযুক্ত ঈষদুষ্ণ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পায়স, নাড়িক অর্থাৎ জিলাপী, সূপ, ফেণিকা ও রোটিকা ভক্ষণ করিলেন ॥ ১২০ ॥

রসালা অর্থাৎ শিখরিণীর সহিত অন্যান্য ঘৃতপক্ক দ্রব্য, দধি-দুগ্ধ-বিকার-জনিত নানাবিধ মিষ্টান্ন ভোজন করিলেন। বটক, পর্পট শাক, সুপ প্রভৃতি ব্যঞ্জনের সহিত ঈষদুষ্ণ সূক্ষ্ম সুরভি কোমল শাল্যন্ন ভোজন করিলেন ॥ ১২১—১২২ ॥

মধুর অম্লরসসংযুক্ত কটু তিক্ত অম্লদ্রব্য ও লবণসংযুক্ত গোরসনির্ম্মিত নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য ভোজন করিয়া পুনর্ব্বার শিখরিণী,দধিনির্ম্মিত খাদ্যদ্রব্য ও হিঙ্গ্বাদিসংস্কৃত খাদ্য ভোজন করিলেন ॥ ১২৩—১২৪ ॥

চর্ব্বনকালে অভিব্যক্ত অরুণবর্ণ অধর, চারুজিহ্বা, গণ্ডস্থল, আননসরোজ, এই সকলের বিলাসভঙ্গী এবং ভ্রূচাপ, লোচনসরোরুহের প্রকাশিত-নৃত্য বাচ্য ও গম্য হইতে পারে না ॥ ১২৫ ॥

গোপিকাগণ স্ব স্ব গৃহ হইতে ক্ষীর-ঘৃত-শর্করা-পক্ক খাদ্যদ্রব্য আনিয়া যশোদার অগ্রে ধারণ করিলেন ॥ ১২৬ ॥

বিচিত্র লীলায় ঐ সকল খাদ্যদ্রব্যের বারম্বার প্রশংসা করিয়া গোপিকাদের মনোরঞ্জন করিলেন এবং স্বহস্তে আমাকেও কিঞ্চিৎ ভোজন করাইলেন ॥ ১২৭ ॥

অনন্তর সেই শ্রীরাধিকা গুটিকা-পুরিকা-সংযুক্ত মনোহর নামে লড্ডুক কৃষ্ণের বামপার্শ্বে স্থাপন করিলেন ॥ ১২৮ ॥

কৃষ্ণ তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কিঞ্চিৎ জিহ্বাগ্রে আস্বাদন করিয়া নিম্বভোজনে যাদৃশী মুখভঙ্গী হয়, সেই রূপ মুখভঙ্গী করিলেন ॥ ১২৯ ॥

অনুজের মুখভঙ্গি দেখিয়া বলরাম ঈষৎ হাস্য করিলেন। তিক্ত-দ্রব্য-প্রদানে জননী রাধিকার প্রতি কুপিত হইলেন। বুদ্ধিমতী রাধিকা কিরূপে প্রমত্তা হইল, এই বলিয়া পিতা নন্দ বিস্মিত হইলেন। হায়! আমাদের সখী-শ্রীমতী রাধিকা প্রমত্তা হইলেন এই ভাবিয়া সখীগণ ব্যথিত হইলেন। সপত্নীগণ হর্ষ লাভ করিলেন ॥ ১৩০ ॥

"হে রাধে! তোমার ভ্রাতৃবংশেরই যোগ্য এই তিক্ত খাদ্য" এই বলিয়া সেই নাগরচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ সেই মনোহর লড্ডুক আমার পাত্রে নিক্ষেপ করিলেন, আমি সেই পরমস্বাদু লড্ডুক সকল ভক্ষণ করিয়া বিস্মিত হইলাম ॥ ১৩১ ॥

শ্রীরাধা যশোদার রোষপ্রকাশে পরমব্যথিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের উপরি সকটাক্ষ নিরীক্ষণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও কোমল-মৃদু হাস্য করিতে করিতে শ্রীরাধার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া মনোরঞ্জন করিলেন ॥ ১৩২ ॥

আমি তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণপ্রেমভরে পীড়িত-ব্যক্তিগণের

পরম-প্রীতিপ্রদায়ক বিদগ্ধশিরোমণির সেই লীলা অবগত হইলাম ॥ ১৩৩ ॥

অনন্তর তিনি যথাবিধি আচমনপূর্ব্বক লীলাভরে উত্তম তাম্বূল চর্ব্বণ করিয়া রাধিকাকে দেখিতে দেখিতে তাম্বুল-চর্ব্বিত আমার মুখে প্রদান করিলেন ॥ ১৩৪ ॥

স্নেহাতুরা জননী ভুক্তজারক মন্ত্রসকল পাঠ করিতে করিতে বামপাণিতল দ্বারা তাঁহার উদর লঘু লঘু বারম্বার মার্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১৩৫ ॥

নন্দ গোব্রজের অভ্যন্তরে গমন করিলেন। বিচক্ষণ অর্থাৎ রহস্যজ্ঞ রাম নিদ্রিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ গান করিতে করিতে ব্রজাঙ্গনে পাদচালনা করিতে লাগিলেন ॥ ১৩৬ ॥

ক্ষণকাল ব্রজসুন্দরীবর্গের সহিত সকামে বিহার করিয়া জননী কর্ত্তৃক শয়নার্থ পুনঃপুনঃ আহ্বানে শয়নালয়ে দুগ্ধফেণনিভ-তুলিকা-সংযুক্ত শয্যায় শয়ন করিলেন ॥ ১৩৭ ॥

মহাপ্রভু অনর্ঘ্য-রত্নকাঞ্চন-খচিত অতিসুন্দর পল্যঙ্ক উপরি সেই শয্যা, নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র সদৃশ মৃদু উপাধান-সমূহে শোভিত হইয়াছিল ॥ ১৩৮ ॥

যে পল্যঙ্ক, বহুরত্ননির্ম্মিত প্রাসাদশ্রেষ্ঠে মৌক্তিকমালাবৃত চিত্রবিতানে উপশোভিত, অগুরু-ধূপ-বাসিত রম্যপ্রকোষ্ঠে শোভা পাইতেছে ॥ ১৩৯ ॥

সেই বিদগ্ধা শ্রীরাধিকা সংস্কারপূর্ব্বক তাম্বূলপুট তাঁহার মুখমধ্যে প্রদান করিতেছিলেন। চন্দ্রাবলী ও শ্রীললিতা লীলাভরে তাঁহার পাদ সম্বাহন করিতেছেন ॥ ১৪০ ॥

কোন গোপী বীজনার্থ চামর সকল কেহ কেহ তাম্বূল

সমুদ্গক-সমুদয়, কেহ কেহ বিভাগক্রমে পতদ্গ্রহ সমুদয় (পিক্দানী) কেহ কেহ বা সুবাসিত মধুর জলপূর্ণ ভৃঙ্গারিকা-সমুদয় গ্রহণ করিয়াছেন॥ ১৪১ ॥

অন্য কেহ কেহ শ্রোত্রমনোহর সংকীর্ত্তন ও গীত গান করিতেছিলেন। কেহ কেহ বহু বহু বাদ্য বাদিত করিতেছিলেন। কেহ কেহ বা শ্রীকৃষ্ণের সহিত নর্ম্ম অর্থাৎ কৌতুক বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ ১৪২ ॥

তাঁহারা সকলেই সৌহার্দ্দপরিপূর্ণ হইয়া তাঁহাকে পরিসেবিত করিলে তিনি তাঁহাদের সকলকেই পরস্পরের অলক্ষ্যে অত্যভীষ্ট তাম্বূলচর্ব্বিত প্রদান করিলেন ॥ ১৪৩ ॥

মহাধূর্ত্তসমাজের শিরোমণি স্বব্যবহারে প্রিয়াবৃন্দকে সন্তোষিত করিলেন এবং শ্রীরাধিকার প্রেমবার্ত্তায় সুনির্বৃত হইয়া ক্ষণকাল পরেই নিদ্রিত হইলেন ॥ ১৪৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কোন সংজ্ঞা দ্বারা তাঁহাদিগকে সঙ্কেতিত করিলে তাঁহারা সকলেই হর্ষপরিপ্লুত হইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন ॥ ১৪৫ ॥

অনন্তর শ্রীদাম সেই স্থানে আগমন করিয়া যত্নসহকারে আমাকে স্বীয়গৃহে লইয়া গেলেন। তাঁহার নিশাকালীন অন্যান্য ক্রীড়া আমি বর্ণন করিতে অক্ষম ॥ ১৪৬ ॥

অতিকষ্টে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে নন্দগৃহে উপস্থিত হইলাম! দেখিলাম তিনি রতি-চিহ্ন-যুক্ত হইয়া পর্য্যঙ্কে নিদ্রিত রহিয়াছেন ॥ ১৪৭ ॥

সরলপ্রকৃতি মাতা তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া বহু

প্রকারে পুত্রের লালন করিতেছেন এবং আপন মনে কি বলিতেছেন ॥ ১৪৮ ॥

শ্রীযশোদা বলিলেন। কি দুঃখের বিষয়! আমার এই বালক বনে বনে সমস্ত দিন ভ্রমণ করিয়া পরিশ্রান্ত হয় বলিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে, এখনও পর্য্যন্ত জাগরিত হয় নাই ॥ ১৪৯ ॥

গাত্রে গোপীগণ-কৃত নখক্ষত চিহ্ন দেখিয়া বর্ণন করিতেছেন, এই অবোধ বালক বনে বনে বারম্বার ভ্রমণ ও ধাবন করিয়া গাত্র দুষ্ট অরণ্যকণ্টকে ক্ষত করিয়াছে ॥ ১৫০ ॥

চুম্বনকালে গোপীকালোচনের কজ্জল অধরে সংলগ্ন হইয়াছে দেখিয়া জননী বলিতেছেন, কি কষ্ট! আমার এই নিদ্রিত বালক কিছুই জানিতে পারিতেছে না। কি আশ্চর্য্য! নেত্রকজ্জল গাত্রে ম্রক্ষিত করিয়াছে ॥ ১৫১ ॥

গোপীদিগের অধর-তাম্বূলরাগ হারাদিতে নিরীক্ষণ করিয়া বলিতেছেন, এই বালক পার্শ্বপরিবর্ত্তনকালে তাম্বূলরাগ গাত্রে ও হারমালাদিতে সংযোজিত করিয়াছে ॥ ১৫২ ॥

গোপীস্তন হইতে সংলগ্ন কুঙ্কুমচিহ্ন দেখিয়া বলিতেছেন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, যমুনাতীরের মৃত্তিকা কুঙ্কুমবর্ণা। শরীরের সহচরীর ন্যায় এই মৃত্তিকা স্নান দ্বারাও দূরীভূত হয় নাই ॥ ১৫৩ ॥

গতকল্য সন্ধ্যায় চপলা বালিকাগণ অবধানপূর্ব্বক উদ্বর্ত্তন ও স্নান করায় নাই ॥ ১৫৪ ॥

শ্রীস্বরূপ বলিলেন, নন্দালয়ে সমাগতা গোপীগণ, মাতা

যশোদার (যিনি পুত্রেরই যশো বর্ণনা করেন) এই সকল কথা শ্রবণ করিলে তাহাদের মুখমণ্ডল ভয়াবির্ভাবজনিত (কি জানি রহস্য ব্যক্ত হইয়া যায়) হাস্যাবির্ভাবজনিত (যশোদার মুগ্ধতা অবলোকনে) লজ্জাবির্ভাবজনিত (প্রকাশমান রতিচিহ্ন সকলের অবলোকনহেতু) মুদ্রায় বিলসিত হইয়াছিল ॥ ১৫৪ ॥

অনন্তর সেই শ্রীকৃষ্ণ জাগরিত হইলেন। শ্রীযশোদা বলরামের সহিত তাঁহাকে স্নপন করাইয়া ভোজন করাইলেন ॥ ১৫৬ ॥

গোপী সকলের সুখবার্ত্তায় ক্ষণকাল বিশ্রাম করাইয়া জননী পুত্রের শুভ বনপ্রয়ানের অনুষ্ঠান সকল করিতে লাগিলেন ॥ ১৫৭ ॥

ভাবি-বিচ্ছেদ-চিন্তায় অন্তরার্ত্ত গোপীগণ দিব্যমঙ্গল গীত গান করিতে করিতে পূর্ণকুম্ভাদি স্থাপন করিলেন এবং দধি অক্ষত লাজাদি মঙ্গলদ্রব্য বিকিরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫৮ ॥

জননী এক পীঠোপরি শ্রীবলদেবের সহিত পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে নিবেশিত করিয়া বনগমনোচিত ভূষণ সকল, গারুড়মণি, ব্যাঘ্রনখ, অভিমন্ত্রিত রক্ষাডোর, বিশল্যকরণী প্রভৃতি ঔষধি সকল গাত্রে পরিধাপিত করিলেন ॥ ১৫৯ ॥

তিনি বৃদ্ধব্রাহ্মণী ও বৃদ্ধগোপীগণ কর্ত্তৃক শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়া তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বরবিজ্ঞানার্থ নাসাগ্রে হস্তাঙ্গুলি-প্রক্ষেপরূপ যাত্রাবিধি সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলেন ॥ ১৬০ ॥

জননী কর্ত্তৃক প্রদত্ত মাধ্যাহ্নিক ভোগ্য শ্রীদামের

হস্তে অর্পণ করিয়া বেণু বাদিত করিতে করিতে গোসকলের সহিত অগ্রসর হইলেন ॥ ১৬১ ॥

কৃষ্ণের সহিত সখিত্ববিষয়ে উপযুক্ত সহচরবর্গ ঘোষ হইতে দলে দলে বিভক্ত হইয়া স্ব স্ব ভোজ্যাদি গ্রহণপূর্ব্বক তথায় সমাগত হইলেন ॥ ১৬২ ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণ কোন সময়ে তাঁহাদের সহিত বংশী, কদাচিৎ শৃঙ্গ, কদাচিৎ পত্রবাদ্য বহুপ্রকারে বাদিত করিতে করিতে প্রকাশিত হইলে লাগিলেন ॥ ১৬৩ ॥

অগ্রজ বলদেবের সহিত অবস্থিত হইয়া সেই শ্রীকৃষ্ণ চামর, ছত্র, পাদুকা, ব্যজন, আসন, ভোগ্য, পেয়, কন্দুক, তাল, মৃদঙ্গ প্রভৃতি ক্রীড়াসাধন-সামগ্রী-সংযুক্ত নর্ত্তন ও স্তবনশীল সহচরবৃন্দ সহ হর্ষ অনুভব করিয়াছিলেন ॥ ১৬৪ ॥

তাঁহার অগ্রে জ্যেষ্ঠ বলদেব, পশ্চাতে আমি, (অর্থাৎ স্বরূপ) গমন করিয়াছিলাম। বিরহদুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রেমপাশবদ্ধ গোপীরাও সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন ॥ ১৬৫ ॥

কোন ভাবপ্রভাবে (গোপীকর্ত্তৃক-নিরীক্ষণজনিত) স্বেদ-যুক্ত পুত্রমুখ প্রথমতঃ হস্তদ্বারা পশ্চাৎ বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা সম্মার্জ্জনা করিতে করিতে জননীর স্তন হইতে ক্ষীরধারা নিঃসৃত হইতে-ছিল। সেই স্নেহাতুরা জননী বহির্দ্বার পর্য্যন্ত পুত্রের অনুগমন করিয়াছিলেন ॥ ১৬৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক কথিত হইয়া দুই তিন পদ যাইতে না যাইতেই জননী গ্রীবাদেশ বক্র করিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নিমেষ পরেই হৃদয়ে পুত্রস্নেহ সঞ্চরিত

হওয়ায় কিঞ্চিৎ বিস্মরণের ছলে পুনর্ব্বার ব্যগ্র হইয়া পুত্র-সমীপে গমন করিলেন॥ ১৬৭ ॥

পুত্রের মুখে ও হস্তে তাম্বূল সমর্পণ করিয়া নিবৃত্ত হইতে না হইতে পূর্ব্বের ন্যায় গ্রীবা ফিরাইয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলেন, পুনরায় বেগে গমন করিলেন॥ ১৬৮ ॥

পথি মধ্যে ফলাদি কিঞ্চিৎ ভোজন করাইয়া, গৃহে যাইতে যাইতে পুনরায় পুত্রসমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন॥ ১৬৯ ॥

সেই জননী পুনর্ব্বার পুত্রের বস্ত্র ও বেশভূষা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যথাযোগ্য সন্নিবেশিত করিয়া গমন করিতে করিতে পুনর্ব্বার সমাগত হইলেন এবং দুঃখিত হইয়া পুত্রকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন॥ ১৭০ ॥

হে বৎস! অতিদূরে দুর্গম অরণ্যে গমন করিও না। কণ্টকাকীর্ণ বন-অভ্যন্তরে কদাপি প্রবেশ করিও না॥ ১৭১ ॥

জননী কাকুবাক্যে নিজের শপথ প্রদান করিয়া উক্ত নিষিদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিলেন। পরে কয়েকপদ গমন করিয়া পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইলেন॥ ১৭২ ॥

হে তাত! রাম! তুমি অনুজের অগ্রে গমন করিবে, হে শ্রীদামন্! তুমি স্বরূপের সহিত তোমার সখার পৃষ্ঠদেশে থাকিবে, হে অংশো! তুমি ইহার দক্ষিণদেশে থাকিবে, হে সুবল! তুমি বামদেশে থাকিবে। এইরূপে জননী দন্তে তৃণ-সংযোগ-পূর্ব্বক বারম্বার প্রার্থনা করিয়া পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন॥ ১৭৩—১৭৪ ॥

স্নেহভরে ব্যাকুলবুদ্ধি জননী এইরূপে বারম্বার যাতায়াত

করিয়া, স্নেহবিষয়ে পরমস্নিগ্ধা নবপ্রসূতা সুরভিকেও জয় করিলেন ॥ ১৭৫ ॥

পুত্র তাঁহার পাদগ্রহণপূর্ব্বক প্রণাম ও আলিঙ্গন করিয়া প্রযত্নপূর্ব্বক বিবিধচ্ছলে ও নিজশপথ প্রদান করিয়া তাঁহাকে নিবর্ত্তিত করিলেন ॥ ১৭৬ ॥

তখন জননী বনসমীপে এক উচ্চস্থানোপরি আরোহণ করিয়া চিত্রিতের ন্যায় দূর হইতে পুত্রকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় তাঁহার স্তন হইতে স্নেহবশে ক্ষীর, নেত্রযুগল হইতে অশ্রুধারা গলিত হইতে লাগিল ॥ ১৭৭ ॥

শ্রীগোপীগণ পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। ভাবি-বিচ্ছেদদুঃখে তাঁহাদের কণ্ঠ বাষ্পাবেগে রুদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহারা গান করিতেও অক্ষম হইলেন। গমনকালে পদ-স্খলন হইতেছিল, অশ্রুধারায় দৃষ্টিরুদ্ধ হইল। সেই সময় তাঁহারা লজ্জা ও ভয়বশতঃ কিছু করিতে (অর্থাৎ আলিঙ্গনাদি করিতে) বা বলিতে (অর্থাৎ আপনার বিরহে আমরা কিরূপে জীবিত থাকিব ?) পারেন নাই। এই অবশ্যম্ভাবি-দুঃখের প্রতীকারে অসমর্থা সেই অবলাগণ মহা-শোকসাগরে নিপতিতা হইয়াছিলেন ॥ ১৭৮—১৭৯ ॥

যাঁহারা ব্রজ হইতে দূরদেশে আগমন করিয়াছেন, সেই ব্রজাঙ্গনাগণের হৃদয় ও ঈক্ষণ তিনি হরণ করিয়া লইলেন এবং অতিপ্রযত্নে নিবর্ত্তিত করিয়া, গ্রীবা ফিরাইয়া বারম্বার তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন নিবিড় বনে প্রবেশ করিবেন, তখন তিনি স্বয়ংই ব্যগ্রতাবশতঃ গ্রীবা বক্র করিয়া সপ্রেম-দৃষ্টিদ্বারা

বারম্বার নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহাদিগকে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন এবং ভ্রূসঙ্কেতাদি দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ে লজ্জা ও ভয় সঞ্চারিত করিলেন। সেই ব্রজাঙ্গনাগণ দুঃখভরে স্তম্ভিত হইয়া যশোদার অগ্রে তাঁহারই ন্যায় কোন উচ্চস্থানে অবস্থিত হইলেন ॥ ১৮১—১৮২ ॥

পুরোহিতাদি-ব্রজজনবেষ্টিত স্বভাবস্নিগ্ধ বল্লবেন্দ্র শ্রীনন্দ পত্নীর পুত্রবাৎসল্য অবলোকন করিয়া স্নেহোদ্রেকযুক্ত হইলেন এবং পুত্রের প্রতি সমগ্র-ব্রজবাসীর এমন কি গোপীগণের সেই স্নেহভর বিলোকন করিয়া উপনন্দাদির সহিত দূরে অনুগমন করিয়াও পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই ॥ ১৮৩—১৮৪ ॥

ঊর্দ্ধদেশে মঙ্গলদ্যোতক পক্ষিসকল ও পশ্বাদির হৃষ্টতা অবলোকন করিয়া অন্তরে হৃষ্ট হইলেও পুত্রবিচ্ছেদে কাতর হইলেন এবং যুগপৎ বলদেবের সহিত পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বারম্বার স্নেহপূর্ণ-হৃদয়ে পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ ও অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিলেন ॥ ১৮৫—১৮৬ ॥

অনন্তর পুত্র বহু বহু কর্ত্তব্য (অর্থাৎ ব্রজজনের আশ্বাসন ও রক্ষণ) নির্দ্দেশপূর্ব্বক পিতাকে প্রস্থাপিত করিলেন। সেই নন্দও গ্রীবা বক্র করিয়া বারম্বার তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে কিয়ৎকাল তথায় অবস্থিত রহিলেন ॥ ১৮৭ ॥

যখন পুত্রযুগল অরণ্যে আচ্ছাদিত হইলেন, আর দেখা যায় না, শৃঙ্গাদির কোন শব্দও শ্রুত হয় না তখন অগত্যা জাঙ্ঘিক সকল (অর্থাৎ পদব্রজে বার্ত্তাহারী) নিয়োজিত করিয়া ব্রজাঙ্গনা সহিত পত্নী যশোদাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক

গৃহে প্রস্থাপিত করিলেন। পরিশেষে নিজেও ব্রজে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ১৮৮—১৮৯ ॥

বিরহব্যথিত ব্রজাঙ্গনাবর্গ শ্রীনন্দনন্দনের সেই সেই বিলাসাবলী গান করিতে করিতে ব্রজে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গমধ্যানেই দিনক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৯০ ॥

এই সকল বিরহ-বৈচিত্র্য-বর্ণনে অনন্তদেবও অসমর্থ, অপরের কথা কি বর্ণনা করিব? অথবা মহাপীড়াজনক সেই বিষয় বর্ণন করিতে কোন বুদ্ধিমান্ প্রবৃত্ত হইবে? ॥ ১৯১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপাঙ্গনাগণকে প্রস্থাপন করিয়া নিজ অন্তরে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেও সহচরবর্গ কর্তৃক বলপূর্ব্বক অগ্রে নীত হইয়া শীঘ্রই শ্রীমদ্ বৃন্দাবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় সহচরগণ তাঁহাকে বৃন্দাবন শোভা প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন। তিনিও স্বয়ং সেই বৃন্দাবনশোভা যথাযুক্ত বর্ণন করিয়া যেন নির্গতাধি অর্থাৎ মনোব্যথা-রহিতই হইয়াছিলেন ॥ ১৯২—১৯৩ ॥

অনন্তর তিনি যে সকল গোপজনোচিত বিভ্রম বিস্তার করিয়াছিলেম এবং সেই বিভ্রম দেখিয়া চরাচর সকল যে ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই সকল বিভ্রম ও ভাব হৃদয়েও উপাসিত হইতে পারে না, সুতরাং কিরূপে অপরের নিকট ব্যক্ত করিব? ॥ ১৯৪ ॥

গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তি স্থান সকলে গোচারণ করিতে করিতে এবং যমুনায় গোসকলকে জলপান করাইতে করাইতে কতই ক্রীড়া করিয়াছিলেন এবং সায়ংকালে সেই-

রূপই নিজ ব্রজে প্রত্যাগমন করিয়া সেই ব্রজেশ-তনয় ব্রজবধূবর্গ সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ১৯৫ ॥

যদিও নন্দপুরী শ্রীনন্দীশ্বর প্রদেশে বর্ত্তমান আছে, তথাপি কৃষ্ণমতানুবর্ত্তী শ্রীগোলোকবাসিগণ সর্ব্বদা নিকুঞ্জ আদিতেই বাস করিতে সাগ্রহে অভিলাষ করিয়া থাকেন ॥ ১৯৬ ॥

এইরূপে শ্রীগোলোকে বাস করিয়া যে আনন্দ ও সুখ* অনুভূত হইয়া থাকে, সেই আনন্দ ও সুখ কীদৃক্, ইহা ব্যক্ত করা যাইতে পারে না ॥ ১৯৭ ॥

ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্যহেতু মুক্ত সকলের সুখ হইতে বৈকুণ্ঠবাসিগণের সুখ মহৎ। ভক্তিবেত্তৃগণ এইরূপই নিশ্চয় করিয়াছেন ॥ ১৯৮ ॥

বৈকুণ্ঠসুখ হইতে অযোধ্যাসুখ মহৎ। অযোধ্যাসুখ হইতে দ্বারকাসুখ মহৎ। রসবিশেষের তারতম্য এই সুখতারতম্যের কারণ। এই সকল তত্ত্ব পূর্ব্বে ব্যক্ত হইয়াছে। গোলোকবাসি সকলের যে সুখ, তাহা সকল সুখ হইতেই অধিকাধিক। এই গোলোকসুখ যুক্তি দ্বারাও প্রদর্শিত হইতে পারে না, তবে কিরূপে কথা দ্বারা প্রকাশিত হইবে? ॥ ১৯৯—২০০ ॥

তাদৃশ সৌহার্দ্দের একমাত্রবিষয় অবিচ্ছেদে সেই সুখের অনুভাবক গোলোকবাসিগণই প্রভুর সেই তত্ত্ব অবগত হইয়া থাকেন ॥ ২০১ ॥

নিত্য বৈকুণ্ঠপার্ষদগণ নিত্যপ্রিয় গোপরাজ শ্রীমন্-

* আনন্দ ও সুখের কার্য্যকারণত্বরূপ ভেদ আছে, অথবা বাহ্যাভ্যন্তর-স্বরূপেও ভেদ হইতে পারে।

নন্দাদিরই অবতারস্বরূপ। স্বর্গাদিতে বর্ত্তমান দেবগণ সেই বৈকুণ্ঠবাসিরই প্রতিরূপ। প্রপঞ্চান্তর্গতত্ব-হেতু মায়িকের ন্যায়ই দেবগণ প্রতীত হইয়া থাকেন, এই জন্যই তাঁহাদিগকে প্রতিরূপ বলিয়াও বর্ণন করিলেন। এই জন্যই দেবগণকে অবতার বলিয়াও বর্ণন করিলেন না। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, দশমস্কন্ধে শ্রীমন্নন্দকে দ্রোণবসুর অবতার বলিয়া যাহা নির্ণয় করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধেই বলিতেছেন যে বৈকুণ্ঠবাসিগণ গোলোকবাসির অবতার। স্বর্গস্থ দেবগণ বৈকুণ্ঠবাসিগণের প্রতিরূপ। সুতরাং নিশ্চয় হইল যে স্বর্গবাসী দ্রোণবসু গোলোকবাসি নন্দের অবতারের প্রতিরূপ। এই জন্যই দশমস্কন্ধে নন্দকে দ্রোণবসুর অবতার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন॥ ২০২॥

যেমন ক্রীড়াচিকীর্ষু বিষ্ণুর অর্থাৎ উপেন্দ্রের প্রীত্যর্থে ধরাতলে বারম্বার দেবগণের অবতার হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীগোলোকে বর্ত্তমান নিত্যপ্রিয় গোপরাজ শ্রীনন্দেরই অবতার বৈকুণ্ঠে নন্দনামা নিত্যপার্ষদ। তাঁহারই প্রতিরূপ দেবসমাজে দ্রোণনামে বসু। সেই গোলোকস্থ নন্দই পৃথিবীতে কদাচিৎ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এইরূপ শ্রীগোলোকে শ্রীবলরাম, বৈকুণ্ঠে শেষনামে নিত্যপার্ষদ, দেবসমাজে সপ্ত-পাতালবর্ত্তী ধরণীধর। পৃথিবীতে সেই মূল বলরাম কদাচিৎ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সেইরূপ গোলোকে শ্রীদামা, বৈকুণ্ঠে নিত্যপার্ষদ গরুড়, দেবসমাজে বিনতা-নন্দন। পৃথিবীতে কোন সময়ে সেই শ্রীদামই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। গোলোকে শ্রীবসুদেব দেবকী, বৈকুণ্ঠে

সুতপা পৃশ্নি, দেবসমাজে কশ্যপ অদিতি। সেই বসুদেব দেবকীই কোন সময়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এইরূপ অন্য অন্য স্থানেও কল্পনা করিবেন ॥ ২০৩ ॥

কৃষ্ণের অবতারসমূহ যেমন অবতারীর সহিত অভিন্ন, সেই রূপ নিত্যপ্রিয়-গোপরাজ শ্রীনন্দাদির অবতার সকলও অবতারীর সহিত অভিন্ন। কারণ, অংশী হইতে অংশ অভিন্ন ॥ ২০৪ ॥

নন্দাদির অবতার সকলও কাল অনুসারে, কার্য্য অনুসারে, স্থান অনুসারে কৃষ্ণেরই ন্যায় কখন অংশরূপে, কখন বা পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যেমন সেই কৃষ্ণ সত্যযুগের আদিতে পৃথিবী-উদ্ধারার্থ অংশরূপে বরাহশরীর ধারণ করিয়াছিলেন এবং দ্বাপরের শেষভাগে নিজপ্রেমভক্তি বিস্তারহেতু সুখক্রীড়া-বিশেষের জন্য শ্রীমথুরায় পূর্ণরূপে অবতরণ করিয়া থাকেন। সেইরূপ নন্দাদিরও অবতারবিষয়েও ক্রম জানিবেন ॥ ২০৫ ॥

সেই গোলোকস্থ নন্দাদি কোন রসবলে অর্থাৎ পরমপ্রেমময়-ক্রীড়াবিশেষের বলে আকৃষ্ট হইয়া নিজ-নাথসহ কোন স্থলে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিলে, পরমেশ্বরের ন্যায়ই নিজ নিজ অবতারবর্গসহ ব্রহ্মদত্ত-বরাদিরূপ-ছলবিশেষে ঐক্যপ্রাপ্ত হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। সেই সময় তাঁহাদের অবতারগণও তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইজন্যই মুনিগণ বলিয়াছেন যে, দ্রোণাদিই নন্দাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ২০৬—২০৮ ॥

যদি বল শ্রীবৈকুণ্ঠলোক হইতে পরমোৎকৃষ্টমাহাত্ম্য-

বিশিষ্ট সেই শ্রীগোলোকে কংসাদি দৈত্য কি রূপে স্থান লাভ করিল? কি রূপেই বা সেই গোলোকেও তাঁহারা দৌরাত্ম্য করিয়া থাকে? কিরূপেই তথায় অচেতন কাষ্ঠাদি-ময় শকটাদি ও ধূলি প্রভৃতি অবস্থিত হইতে পারে? হে ব্রহ্মন্! চিন্তা করিবেন না, বলিতেছি শ্রবণ করুন। বৈকুণ্ঠলোকে নারদোক্ত সিদ্ধান্তানুসারে সমস্তই অনবদ্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ বৈকুণ্ঠেও বানরাদি জন্তু ও তৃণাদি বস্তু সচ্চিদানন্দময় হইয়া থাকে। সেই রূপ গোলোকেও কংসাদি দৈত্য ও শকটাদি বস্তুবৃন্দ সচ্চিদানন্দময় হইয়া থাকে। কেবল প্রভুর বিনোদার্থই তাহারা তত্তদ্রূপ ধারণ করিয়াছে॥ ২০৯॥

হে মাথুরোত্তম! শ্রীকৃষ্ণের কৃপাবিশেষ-বলে গোলোক-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য বর্ণন করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন॥ ২১০॥

কোটি গোপবালক বৃদ্ধ ও তরুণ ইঁহারা সকলেই বিবেচনা করেন যে, আমিই কৃষ্ণের মহাপ্রিয়, অপর ব্যক্তি কৃষ্ণের প্রিয় নহেন॥ ২১১॥

গোপ সকল তাদৃশ বিবেচনামাত্র করেন, এরূপ নহে, কারণ দেখা যায় যে, তাঁহারা কৃষ্ণের প্রতি তাদৃশ ব্যবহারও করিয়া থকেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের প্রতি তাদৃশ বিশুদ্ধ ব্যবহার করিয়া থাকেন॥ ২১২॥

তথাপি কাহারও কদাচ তৃপ্তিলাভ হয় না, পরন্তু দীনতা-জননী বিবিধা প্রেমতৃষ্ণা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে॥ ২১৩॥

তথায় কোটি কোটি গোপীদিগের প্রত্যেকেরই তাঁহার প্রতি

পরা প্রীতি বর্ত্তমান আছে। তাঁহারও তাঁহাদের প্রতি কৃপা-শক্তি বর্ত্তমান আছে ॥ ২১৪ ॥

আমরা শত শত যুক্তিবলে নিশ্চিত অনুমান করিয়াছি যে, এই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের যাদৃশ প্রিয়, তাদৃশ প্রিয় গোলোকে বা অন্য কুত্রাপিও বর্ত্তমান নাই ॥ ২১৫ ॥

তথাপি যখন তিনি যাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করেন, সেই সময় প্রতীত হয় যে, ইনিই কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া ॥ ২১৬ ॥

সকল গোপিকাই পরমপ্রেম-বিশেষের উপযুক্ত। কারণ ক্রীড়াসুখ-পরম্পরা সর্ব্বদা অনুভব করিলেও বিবেচনা করিতেন যে, আমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তা নাই। "এতাদৃশী খেদবুদ্ধিই প্রেমপরিপাকের পরিচয়" গোপীগণ প্রত্যেকেই চিন্তা করিয়া থাকেন যে, আমার কি এমন সৌভাগ্য হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ আমায় অধমদাসী বলিয়া গণনা করিবেন। গোপ-সকলও পরমপ্রিয়তম হইলেও আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের দাসবর বলিয়াই গণনা করিয়া থাকেন। "ইহাদ্বারা গোপসকল হইতে গোপীদিগের ভাববিশেষ সূচিত হইল" যদিও বৈকুণ্ঠ-বাসিদিগের ভক্তিস্বভাববলে শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দের ভজনানন্দ-বিষয়ে তৃপ্তি নাই, তথাপি সেই বৈকুণ্ঠ-পার্ষদগণ প্রত্যেকেই চিন্তা করিয়া থাকেন যে, আমাদের সকলের উপরি পরম-শক্তিমান্ শ্রীভগবানের কৃপারাশি নির্ব্বিশেষে বর্ত্তমান আছে। এই জন্যই বৈকুণ্ঠবাসী অপেক্ষা গোলোকবাসিগণের উৎকৃষ্টতা ॥ ২১৭—২১৮ ॥

হে স্বামিন্! গাঢ় প্রেমরসের প্রকৃতিগত অদ্ভুত গভীর এই

মহিমা মহৎ সকলও তর্ক করিয়া নিশ্চয় করিতে পারেন নাই ॥ ২১৯ ॥

একদা শ্রীনন্দনন্দন যমুনাতীরে বিহার করিতে করিতে শ্রবণ করিলেন যে, কালিয় আপন হ্রদে পুনর্ব্বার আগমন করিয়াছে ॥ ২২০ ॥

তৎক্ষণাৎ তিনি তথায় একাকী গমন করিয়া বেগভরে জল-নিঃসারণ-পূর্ব্বক পতিত হইলেন ॥ ২২১ ॥

বিচিত্র বিচিত্র অনুলোম প্রতিলোম সন্তরণ বিস্তারপূর্ব্বক জলমধ্যে নানাবিধ জলবাদ্য ও বিলাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন সেই কৌতুকী খল কালিয় কর্ত্তৃক ফণা-মণ্ডল দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আপনার কোন অবস্থা প্রদর্শন করাইয়া ছিলেন ॥ ২২২ ॥

তাঁহার সহচর গোপসকল তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া মৃততুল্য হইলেন। সকলেই ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশাদি পদচিহ্ন অনুসারে তাঁহাকে দেখিবার জন্য কালিয়হ্রদে উপস্থিত হইলেন ॥ ২২৩ ॥

সেই বয়স্যবর্গ তাঁহাকে চেষ্টারহিত অবলোকন করিয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন। হায়! তাঁহারা বনশ্রেণীতে তাঁহাকে আচ্ছাদিত হইতে দেখিলেই প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন ॥ ২২৪ ॥

ধেনুসকল বৃষসকল বৎসতরসকল এবং অন্যান্য গ্রাম্যপশু ও অরণ্যপশু তীরে অবস্থিত হইয়া কৃষ্ণমুখোপরি দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক মহাকরুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল ॥ ২২৫ ॥

পক্ষিগণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বেগে তথায়

পতিত হইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ বৃক্ষাদি সকলও শুষ্ক হইয়া গেল। অতিদারুণ ত্রিবিধ মহোৎপাত সকলও আবির্ভূত হইল ॥ ২২৬ ॥

প্রভু কর্ত্তৃক অন্তরে প্রেরিত হইয়া কোন বৃদ্ধ দ্রুত ব্রজমধ্যে গমন করিলেন। সেই বৃদ্ধ ঘোর আর্ত্তনাদ ও উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে সেই বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন ॥ ২২৭ ॥

সেই বৃদ্ধগমনের পূর্ব্বেই মহাভয়ঙ্কর উৎপাতধ্বনি শ্রবণ করিয়াই মহাসম্ভ্রমে ব্যস্ত হইয়া ঘোষস্থিত নন্দাদি-ব্রজবাসি-মণ্ডল শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণার্থ বহির্দ্দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ২২৮ ॥

ভগ্নকণ্ঠের স্বরে সেই বৃদ্ধ সেই নিদারুণ বাক্য উদ্গিরণ করিলে, ঐ বাক্য তাঁহাদের সম্বন্ধে সহসা বজ্রপাতের ন্যায় হইয়াছিল ॥ ২২৯ ॥

গৃহে অবস্থিত সেই বলরাম "মিথ্যা মিথ্যা" এই কথা বলিতে বলিতে মৃতপ্রায় অথচ দ্রুত-গমন-শীল ব্রজবাসিদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং মাতা রোহিণীকে প্রবোধ দিয়া গৃহরক্ষণে নিযোজিত করিলেন। অবশেষে দ্রুত গমন করিয়া ব্রজবাসিবর্গের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন ॥২৩০-২৩১॥

অনুজের প্রভাব অবগত হইলেও সেই বলদেব হ্রদতীরে উপস্থিত হইয়া ধৈর্য্যরক্ষা করিতে পারিলেন না। তখন প্রেম-বৈবশ্যহেতু রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ২৩২ ॥

সেই বলরাম কাষ্ঠপাষাণ-বিদারণকারী বিবিধ বিলাপ

করিতে লাগিলেন এবং যশোদা-নন্দের ন্যায় তিনিও অবশেষে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৩৩ ॥

অনন্তর প্রাণি সকলের আর্ত্তিপূরিত মহাক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। তখন বোধ হইল, যেন সমস্ত বিশ্বই রোদন করিতেছে ॥ ২৩৪ ॥

বীর-শিরোমণি বলরাম সেই ক্রন্দনরবে চেতন প্রাপ্ত হইয়া যত্নপূর্ব্বক আত্মাকে স্থির করিয়াছিলেন ॥ ২৩৫ ॥

ক্ষণকাল পরে নন্দযশোদা চেতন প্রাপ্ত হইয়া পুত্রকে তাদৃশ-অবস্থা-যুক্ত দেখিয়াই সবেগে হ্রদে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু বলদেব বলপূর্ব্বক হস্ত ধারণ করিয়া নিরোধ করিলেন ॥ ২৩৬ ॥

সেই বলরাম ব্রজবাসিবর্গকে মূর্চ্ছিত ও মৃততুল্য দেখিয়া নিতান্ত কাতর হইলেন। তখন কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া গদ্গদ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৩৭ ॥

শ্রীবলদেব বলিলেন, এই নন্দাদি ব্রজবাসিবর্গ বৈকুণ্ঠ-পার্ষদ গরুড়াদি নহেন। অযোধ্যানিবাসী শ্রীহনুমদাদি বানরও নহেন। এমন কি দ্বারকানিবাসী শ্রীমান্ উদ্ধবাদি যাদবও নহেন। ইঁহারা গোলোকবাসী, আপনিই ইঁহাদের একমাত্র জীবন। হে ভগবন্! এই কারণ আমিও ইঁহাদিগকে রক্ষা করিতে অসমর্থ ॥ ২৩৮ ॥

এই ব্রজবাসি-বৃন্দ যে পর্য্যন্ত প্রাণহীন না হয়েন, এই বিবেচনা করিয়া হে দয়াময়! আপনি এই বিনোদ পরিত্যাগ করুন। অন্যথা গোষ্ঠজনের একমাত্র মিত্র! হে কৃষ্ণ! আপনিও শোকাতুর হইবেন। কারণ আপনার স্বভাবও কোমল ॥ ২৩৯ ॥

শ্রীস্বরূপ বলিলেন। গোপীগণ বিবিধ বিলাপে রোদন করিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ মোহ যুক্ত হইলেন। পরমশোক-ভরে তাঁহাদের কেশ ও নীবী শ্লথিত হইল। তাঁহারা হস্তস্থিত শঙ্খবলয়াদি ভগ্ন করিতে লাগিলেন। পরে শোক-বিনষ্ট-বুদ্ধি সেই গোপীসকল প্রভুর পার্শ্বে গমন করিবার জন্য হ্রদে প্রবেশ করিতে গমন করিলেন॥ ২৪০॥

গোপীদিগের সেই সম্ভ্রম দেখিয়া সেই প্রভু আত্মকৌতুক পরিত্যাগপূর্ব্বক কালিয়ের ফণাবন্ধন হইতে বহির্গত হইলেন এবং সেই সর্পের বিস্তীর্ণ সহস্র সহস্র ফণাতে আরোহণ করিয়া গোপীসকলকে তথায় নীত করিবার জন্য হস্তপদ্ম-যুগ্ম বিস্তার করিলেন॥ ২৪১॥

পরে পরমকুতুকী ভগবান্ রত্নস্থলীর পংক্তিসমূহের ন্যায় সর্ব্বত্র চিত্র বিচিত্র ভ্রমণাভিরামি কালিয়-ফণা-সমূহে সেই গোপিকাগণকে সত্বর আরোহণ করাইলেন॥ ২৪২॥

কৌতুকান্বিত ভগবান্ সেই মহাদ্ভুত রঙ্গসকলে গোপিকা-বর্গের সহিত দিব্য গীত বাদ্য ও বিচিত্র নৃত্য কৌতুক বিস্তার করিয়া রাস-বিলাস-জনিত সুখ লাভ করিয়াছিলেন। এই রহস্য ক্রীড়া তাঁহার অদ্ভুতপ্রভাবে নন্দাদি অবলোকন করিতে পারেন নাই॥ ২৪৩॥

তটের উপরি বর্ত্তমান নন্দাদি বলরাম কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া কৃষ্ণকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক হর্ষ ও বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন॥ ২৪৪॥

তিনি অহিরাজ কালিয়কে দমন করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে

করিতে স্তবকারিণী নাগপত্নীগণের উত্তরীয়বস্ত্র সকল বল-পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া গ্রহণ করিলেন ॥ ২৪৫ ॥

সেই কুতুকী সেই সকল উত্তরীয়ে এক দীর্ঘ প্রগ্রহ (লাগাম) নির্ম্মাণ করিয়া কালিয়ের নাসাবিদ্ধ করিলেন এবং বামহস্তে ধারণ করিলেন ॥ ২৪৬ ॥

অশ্বের ন্যায় সেই নাগকে বলপূর্ব্বক ইতস্ততঃ চালিত করিতে লাগিলেন এবং দক্ষিণহস্তে মুরলীবাদন করিতে লাগিলেন ॥ ২৪৭ ॥

কোন সময়ে কশ্যার ন্যায় সেই মুরলী দ্বারা সঞ্চালিত করিয়া তাহার প্রতি অনুগ্রহই বিস্তারপূর্ব্বক নিজ বাহনরূপে পরিণমিত করিয়াছিলেন। শ্রীদশমস্কন্ধে নাগপত্নী-স্তবে "অনুগ্রহোঽয়ং ভবতা ইত্যাদি" ॥ ২৪৮ ॥

কালিয়-পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণকে যে অনর্ঘ্য রত্ন ও ভূষণ সকল বস্ত্র মাল্য ও অনুলেপন উপায়ন প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি সেই সমুদায় তাঁহার ফণার উপরিই স্থাপন করিয়া-ছিলেন ॥ ২৪৯ ॥

অনন্তর তিনি কালিয় পত্নীগণের হস্ত দ্বারাই যমুনা জলো-ৎপন্ন পদ্ম ও উৎপল সকলে ও পূর্ব্বোক্ত ভূষণসমূহে গোপিকা সকলকে ও আপনাকে বিভূষিত করিয়া-ছিলেন ॥ ২৫০ ॥

অসংখ্য মুখদ্বারা ফণীন্দ্র কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া নন্দাদি আত্মীয়বর্গকে হর্ষভরে নৃত্য করাইতে করাইতে হ্রদ হইতে নিঃসৃত হইলেন ॥ ২৫১ ॥

মহাশ্চর্য্যতর অর্থাৎ নিখিল অদ্ভুত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা সেই

ভগবান্ গরুড়েরও দুষ্প্রাপ্য-মহাপ্রসাদপংক্তি-লাভে মহা-প্রহৃষ্ট কালিয় হইতে গোপবধূবর্গ সহ অবতরণ করিলেন। শ্রীভগবান্ সেই কালিয় মস্তকোপরি স্বীয় চরণচিহ্ন অর্পণ করিয়া কালিয়ের প্রতি অনুগ্রহ চিরস্মরণীয় করিয়াছেন ॥ ২৫২ ॥

সেই ভগবান্ হর্ষজনিত নীরাজনা ও আলিঙ্গন পরম্পরায় এবং শ্রীনন্দাদিকর্ত্তৃক হর্ষাশ্রুধারায় আপ্লাবিত হইলেন। পরে কৃপাপূর্ব্বক সেই ফণীন্দ্রের প্রতি কিঞ্চিৎ অনুশাসন প্রদান করিলেন। সেই ফণীন্দ্রও তাঁহার আজ্ঞামতে হ্রদ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিলেন। তথাচ শ্রীদশমস্কন্ধে শ্রীভগবদাজ্ঞা 'নাত্র স্থেয়ং ত্বয়া সর্প! ইত্যাদি" ॥ ২৫৩ ॥

হর্ষোৎফুল্ল গোপ-গোপী-সমূহ কর্ত্তৃক বিস্তার্য্যমান বাদিত্র গীত মহোৎসব দ্বারা সন্তোষিত হইয়া ভগবান্ স্বঘোষে প্রস্থান করিয়াছিলেন ॥ ২৫৪ ॥

করুণরসাদি-মিশ্রিত বীর-রস-লীলা বর্ণন করিয়া শুদ্ধ বীর-রসলীলা বর্ণন করিতেছেন। কোন সময়ে দুষ্ট কংসের প্রিয় অনুচর তাঁহার বহিঃস্থিত প্রাণস্বরূপ কেশি ও অরিষ্ট নামে দুই অসুর একসময়ে ব্রজে প্রবেশ করিয়াছিল। প্রথম অসুর মহাঘোটকাকৃতি, দ্বিতীয় বৃষাকৃতি। অসুরদ্বয় গোপ সকলের হৃদয়ে ভয় সঞ্চারিত করিয়াছিল এবং সমগ্র গোকুল মর্দ্দিত করিতেছিল। এই অসুরদ্বয়ের শরীর গগন পর্য্যন্তও স্পর্শ করিয়াছিল। দুষ্টযুগল ঘোরনাদে অখিল প্রাণিকে ভূপৃষ্ঠে নিপাতিত করিতেছিল ॥ ২৫৫—২৫৭ ॥

কেশি ও অরিষ্টের ভয়ে গোপ গোপী-সকল কর্ত্তৃক বল-পূর্ব্বক নিবার্য্যমান হইলেও তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান

করিয়া বাহ্বাস্ফোট-পুরঃসর বীরদর্পে অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন ॥ ২৫৮ ॥

বেগভরে পূর্ব্বেই সমাগত কেশিকে পাদপ্রহারে দূরে নিক্ষেপ করিলেন, পরে বৃষকে নাসিকাবদ্ধ করিয়া গোপীশ্বর সম্মুখে (বৃন্দাবনান্তর্বর্ত্তি শ্রীশিবলিঙ্গ সম্মুখে) স্থাপন করিলেন ॥ ২৫৯ ॥

কেশি অসুর পুনর্ব্বার বেগভরে আপতিত হইলে মহাপরাক্রম অমন্দবিক্রম "যাহার গমনাগমাদি-চেষ্টা কেহ লক্ষ্যও করিতে পারে না" ভগবান্ তাহার উপরি আরোহণ করিলেন এবং অনেক প্রকার অশ্বচালনা শিক্ষা দিয়াছিলেন। এইরূপে অশ্বরূপী অসুরকে নির্দ্দমিত করিয়া তিনি শোভাযুক্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৬০ ॥

সেই অশ্বোপরি নিজ বয়স্যবর্গকে আরোহিত করিয়া হস্তলাঘবে বিচিত্র কুর্দ্দন-কৌতুক প্রদর্শনপূর্ব্বক পৃথিবীতে ও আকাশে ভ্রমণ করিতে করিতে নানাপ্রকার ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ২৬১ ॥

ক্ষণমধ্যেই তিনি সেই অশ্বাসুরকে নিয়মিত করিয়া বশীভূত করিলেন এবং আরোহণকৌতুক বিস্তারার্থ তাহাকে ব্রজমধ্যে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিলেন। বৃষাসুরকেও শকটবাহনার্থ রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়াছিলেন ॥ ২৬২ ॥

এক্ষণে পরম-করুণ-রসলীলা বর্ণন করিতেছেন। কৃষ্ণ নন্দীশ্বরপুরে অবস্থান করিলে এক সময়ে কংসের আজ্ঞাক্রমে অক্রূর ব্রজ হইতে মধুপুরীতে কৃষ্ণকে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইলেন ॥ ২৬৩ ॥

অক্রূর তথায় উপস্থিত হইলে যে ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, তাহা আমি কি বর্ণনা করিব? কৃষ্ণের মধুপুরী গমনরূপ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অন্যত্র স্থিত শিলা কাষ্ঠাদিও রোদন করিতে লাগিল, এমন কি তাহারা শোক-ভরে বিদীর্ণ হইয়া গেল॥ ২৬৪॥

রাত্রিতে সেই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া গোকুলবাসি সমস্ত লোক বহুপ্রকারে বিলাপ করিতে করিতে বারম্বার রোদন করিয়াছিলেন ২৬৫॥

পুত্রপ্রাণা যশোদা দুষ্টকংস হইতে ভীত হইয়া বারম্বার নিজের শপথ প্রদান করিয়া কৃষ্ণকে বস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া সংগোপিত করিয়াছিলেন॥ ২৬৬॥

প্রভাতে অক্রূর কর্ত্তৃক বহুবহু যুক্তিদ্বারা প্রবোধিত হইয়া নন্দ রোদনশীলা পত্নীকে প্রবোধ দিয়া স্বীয় পুত্রকে বহির্দেশে আনয়ন করিয়াছিলেন॥ ২৬৭॥

নন্দ স্বীয় পুত্রকে বহির্দেশে আনয়ন করিয়া হা হা এই আর্ত্তস্বরে নির্লজ্জভাবে উচ্চ-রোদনশীলা, কেবলমাত্র দুঃখভরে নিরীক্ষণশীলা "কারণ পিতা কর্ত্তৃক পুত্রের আনয়নে বা অন্যত্র প্রস্থাপনে তাঁহাদের কোন বলিবার অধিকার নাই" গোপীদের প্রাণ সকলই যেন বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়াছিলেন॥ ২৬৮

সেই সময় দীনা যশোদা সমাগত হইয়া নিজ অশ্রুধারা মার্জ্জন করিতে করিতে পুত্রের কর ধারণ করিয়া শ্বফল্কপুত্রের করে পুত্রকে ন্যাসের ন্যায় অর্পণ করিলেন॥ ২৬৯॥

সেই যশোদা নন্দকেও বলিলেন যে, আমি আপনার হস্তে ধন ও প্রাণ হইতেও অধিক এই পুত্রকে সমর্পণ করিলাম।

অতএব আপনি কাহারও প্রতি এমন কি অক্রূরের প্রতিও বিশ্বাস না করিয়া আপন পার্শ্বে রক্ষা করিয়া আমার হস্তে এই পুত্রকে প্রত্যর্পণ করিবেন ॥ ২৭০ ॥

পুত্র-স্নেহ-ভরে পরমকাতরা পুনঃপুনঃ মোহপ্রাপ্তা সেই সতী কৃষ্ণ ব্যতীত যখন আত্মগৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন ব্রজাঙ্গনা সকলের মহান্ ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল ॥ ২৭১ ॥

অদ্যাপিও যে কথা শ্রবণ করিলে শিলা রোদন করিয়া থাকে, শুষ্ককাষ্ঠও জলস্রাব করিয়া থাকে, বজ্রও বিদীর্ণ হইয়া থাকে। এমন কি এইরূপ প্রতীতি হইয়াছিল যে, ক্ষণকাল মধ্যে যদি জগৎ প্রাণ-বিযুক্ত না হয়,তবে নিশ্চয়ই শোকসাগরে মগ্ন হইবে ॥ ২৭২ ॥

আমি মুনিপুত্র অক্রূরের ও শ্রীগোপরাজের হস্তে পুত্র সমর্পণ করিলাম, সাধুলোকের হস্তে নিক্ষিপ্ত-দ্রব্যবিষয়ে কোনও শঙ্কা যুক্তিযুক্ত নহে। ইহাঁরা অবশ্য শীঘ্রই পুত্রকে আমার করে সমর্পণ করিবেন। এই রূপে সরলস্বভাবা যশোদা বহুপ্রকারে সান্ত্বনা প্রদান করিলেও সেই ব্রজাঙ্গনাগণ মহাশোকার্ণবে মগ্নমানসা হইয়া সকোপে সেই যশোদাকে বলিয়াছিলেন ॥ ২৭৩ ॥

রে নির্দ্দয়ে! রে বুদ্ধিবিহীনে! ব্যাঘ্রহস্তে নিজ বৎস সমর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণশূন্য দাহযোগ্য-গৃহে প্রবেশ করিতে একমাত্র তুমিই সক্ষম হইয়াছ ॥ ২৭৪ ॥

ব্রজাঙ্গনাগণ সেই যশোদাকে নন্দাদিকে এবং অক্রূরকে অভিসম্পাত প্রদান করিতে করিতে অধিক শোক-

বেগে গৃহ হইতে নির্গত হইয়া প্রভুকে আহ্বানপূর্ব্বক করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে ধাবমানা হইলেন ॥২৭৫॥

সেই ব্রজাঙ্গনাগণ মহাশোকজনিত দৃঢ় আর্ত্তি-পুরঃসর রোদন-প্রভাবে বলদেব ও অন্যান্য গোপসমন্বিত অক্রূর ও নন্দকে, এমন কি রথারূঢ় প্রিয়-শ্রীকৃষ্ণকে রোদন করাইয়া অখিল-ব্রজবাসিকে ব্যামোহযুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ২৭৬ ॥

সেই গোপিকাগতি ক্ষণকাল পরেই স্বাস্থ্যলাভ করিয়া চরমদশাপ্রাপ্ত গোপিকা-সকলকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক সঞ্জীবিত করিতে করিতে লম্ফদানে যান হইতে অবতরণ করিয়া সকলের অলক্ষ্যে সেই গোপিকা-সকলের সহিত কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৭৭ ॥

অনন্তর কংসদূত স্বস্থ হইয়া দেখিলেন যে, কৃষ্ণ রথোপরি বর্ত্তমান নাই! এই আকস্মিক ঘটনায় তিনি অনুতাপ করিতে লাগিলেন। তখন বাক্‌পটুতায় বলদেবকে বশীভূত করিয়াছিলেন ॥ ২৭৮ ॥

তিনি দেবকী ও বসুদেবের এবং অন্যান্য যাদব সকলের একমাত্র-কৃষ্ণ-নিমিত্তক দুঃখ বর্ণনা করিয়াছিলেন ॥ ২৭৯ ॥

বসুদেব-পুত্র রৌহিণেয় অর্থাৎ বলরাম পিতৃদুঃখে কাতর হইয়া, পিতৃব্য অক্রূরের সহিত অনুজকে অনুসন্ধান করিতে করিতে পদ-চিহ্ন-ক্রমে সেই কুঞ্জসমীপে উপস্থিত হইলেন ॥ ২৮০ ॥

অগ্রজ অনুজকে গোপী সকল কর্ত্তৃক পরিবৃত দেখিয়া দূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অক্রূর কৃষ্ণকে শ্রবণ করাইয়া করাইয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ২৮১ ॥

শ্রীমান্ অক্রূর বলিলেন, দুষ্ট কংস বসুদেব দেবকীকে নিত্যই ভর্ৎসনা করিয়া থাকে এবং দীন সেই বৃদ্ধদ্বয়কে খড়্গ দ্বারা হনন করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে। তোমার সেই ভক্তদ্বয় ত্রাস ও শোকসাগরে নিমগ্ন। অতএব তাঁহাদের প্রতি কদাপি উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ২৮২ ॥

সেই যাদবগণও অনন্যালম্বন অর্থাৎ আপনি ভিন্ন তাঁহাদের অন্যগতি নাই। তাঁহারা সকলেই আমার গন্তব্যপথের উপরি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন। অতএব মহার্ত্ত ও শোকসন্তপ্ত সেই যাদবগণ হতাশ না হউন। সেই কংস হইতে ইন্দ্রাদি দেবগণ, গর্গাদি বিপ্রগণ, গো সকল, বৈষ্ণব সকলও সর্ব্বদা ভীত হইয়া আছেন। কেবল আপনার আশায় তাঁহারা জীবিত আছেন। অতএব হে দয়াময়! অধুনা আপনি তাঁহাদিগকে হতাশ করিবেন না ॥ ২৮৩ ॥

অক্রূরের এই সকল বিনয়বাক্যেও ভগবান কোন উত্তর না করাতে অক্রূর কোপোদ্দীপক বাক্য বলিতেছেন। সেই কংস সর্ব্বদা স্বীয় বাহুবলেরই গর্ব্ব করিয়া থাকে, সেই দেবমর্দ্দক কাহাকেও মান্য করে না। আত্মানুরূপ অর্থাৎ তাহার ন্যায় দুর্দ্দান্ত নরপতি সমুদয় কর্ত্তৃক সেই কংস সর্ব্বদা অনুকূলভাবে অর্চ্চিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ বাণভৌম প্রভৃতি অসুরাবতার-রাজন্যগণ তাহার সহিত মিলিত হইয়াছে ॥ ২৮৪ ॥

শ্রীস্বরূপ বলিলেন, তথাপি শ্রীনন্দনন্দন গোপীদিগকে পরিত্যাগ করিলেন না। পরমোগ্রকর্ম্মা অক্রূর তখন অনন্যোপায় হইয়া দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক একে একে প্রত্যেক

ব্রজরমণীকে প্রণাম করিতে করিতে মহা-কাকু বাক্যে প্রার্থনা করিলেন ॥ ২৮৫ ॥

শ্রীমান্ অক্রূর বলিলেন, হে দেবীগণ! আপনারা যাদবদিগকে বিনাশ করিবেন না, এই সমস্ত লোককে রক্ষা করুন। বিশেষতঃ কংস-কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ কৃষ্ণের সেই দীন পিতা মাতাকে পরিরক্ষণ করুন ॥ ২৮৬ ॥

শ্রীগোপিকাবর্গ বলিলেন, হে মহাধূর্ত্ত! হে মিথ্যা-প্রলাপক! হে কংসানুবর্ত্তিন্! বসুদেব দেবকী কিরূপে কৃষ্ণের পিতা মাতা হইলেন। নন্দ যশোদাই কৃষ্ণের পিতা-মাতা। অক্রূর বলিলেন, বসুদেব দেবকী ইহাঁর পিতা না হউন, কিন্তু অনন্যগতিভক্ত, সুতরাং তাঁহাদিগকে রক্ষা করা কৃষ্ণের কর্ত্তব্য। গোপীগণ অক্রূরের এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া বলিতেছেন, হে অক্রূর! কংস কর্ত্তৃক বসুদেবকীর বধে তোমার উপরি কোন দোষ আপতিত হইবে না। কারণ সেই ঘটনা ভবিষ্যদ্বর্ত্তিনী, তাহার প্রতীকারও অন্য কোন প্রকারে হইতে পারে। কিন্তু তুমিই এই গোকুলের অর্থাৎ গো সকলের এবং স্ত্রী সকলের বধের কারণ হইতেছ, সেই বধ সম্প্রতি সংঘটিত হইবে। অতএব হে অক্রূর! আপনি গোকুলকে মারিবেন না, স্ত্রীঘাত করিবেন না ॥ ২৮৭ ॥

শ্রীস্বরূপ বলিলেন, নন্দনন্দন দুষ্টকংসের তাদৃশ ব্যবহার এবং স্বনিমিত্তক যাদবদিগের সেই দুঃখ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন এবং বলদেবেরও মধুপুরী গমনে অনুমতি অবগত হইলেন। তখন তিনি গোপীদিগকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক রোষভরে ও শোকভরে কুঞ্জ হইতে নির্গত হইয়াছিলেন ॥ ২৮৮ ॥

অনন্তর অক্রূর প্রমুদিত হইয়া বলদেবের অনুমতিক্রমে সেই স্থানেই রথ আনয়ন করিবার জন্য বেগে বহির্গত হইয়াছিলেন ॥ ২৮৯ ॥

কৃষ্ণ মধুপুরী-গমনে কৃতনিশ্চয় হইলে গোপীগণ তাঁহার মুখপদ্ম বারম্বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বিয়োগানলে ভীত হইয়া রোদন করিতে করিতে তাঁহার পাদপদ্মে পতিত হইয়াছিলেন ॥ ২৯০ ॥

শ্রীগোপগণ বলিয়াছিলেন, হে নাথ! আপনি ব্যতীত আমরা এক লবও কদাপি জীবিত থাকিতে পারিব না; অতএব আপনি এই অনাশ্রয় নিজ দাসীদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। আপনি যথায় গমন করিবেন, আমাদিগকেও তথায় লইয়া চলুন ॥ ২৯১ ॥

হে নাথ! আপনার জন্য বনও আমাদের গৃহ হইয়াছে, কারণ সেই বনেই আপনার সঙ্গলাভ করিয়া থাকি, গৃহ বন হইয়াছে, কারণ গৃহে আপনার সঙ্গলাভ করিতে পারি না। সপত্নী আদি শত্রুগণও মিত্র হইয়াছেন, কারণ তাঁহারা আপনার সহিত মিলনে সাহায্য করিয়া থাকেন। পতি পুত্রাদি বন্ধুবর্গ বৈরী হইয়াছেন, কারণ তাঁহারা আপনার সহিত মিলনে বাধা প্রদান করিয়া থাকেন। বিষও অমৃত হইয়াছে, কারণ বিরহে বিষও ইষ্টসাধক হইয়া থাকে। অমৃত অর্থাৎ চন্দ্র-জ্যোৎস্না চন্দন আলেপনাদি মধুরদ্রব্যও বিষতুল্য হইয়া থাকে। এই জন্যই বলিতেছি, আপনার বিরহে আমরা শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করিব ॥ ২৯২ ॥

আপনার এই ঈষদ্-হাস্যযুক্ত সুন্দর আনন মনোহর পাদ-

পদ্মযুগল, অখিল শোভার আধার বক্ষঃস্থল, কি গৃহে কি বনে কুত্রাপি অবলোকন না করিয়া আমরা নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব ॥ ২৯৩ ॥

শীঘ্রই আমি প্রত্যাবর্ত্তন করিব, কৃষ্ণের এইরূপ আশয় অবগত হইয়া গোপীগণ বলিতেছেন। আপনি গোপক্রীড়া-লোভে মিত্রবৃন্দসহ বৃন্দাবনে গমন করিলে, সায়ংকালে নিশ্চয়ই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, এই আশায় আমরা অতিকষ্টে দিনমান ক্ষেপণ করিয়া থাকি ॥ ২৯৪ ॥

আপনি দুষ্টকংসের আজ্ঞানুসারে তাহারই সুহৃৎ অক্রূরের সঙ্গে তাহারই পুরী মথুরায় গমন করিলে আমরা নানাবিধ শঙ্কায় আকুল হইয়া প্রবাসজনিত দুঃখচিন্তায় কি প্রকারে জীবিত থাকিব ? ২৯৫ ॥

আমরা বলিতে পারিতেছি না যে, অনুচরসহ কংসের বিনাশে আপনার কি রূপ পরিশ্রম হইবে। যদি বলেন, আমি অতি শীঘ্রই সেই কংসকে বিনাশ করিব, হে নাথ! তত্রত্য যাদববর্গের দুঃখ দূরীকরণেই বা কত কাল ব্যয়িত হইবে, তাহাও অবগত নহি। যদি বলেন তোমাদিগকে স্মরণ করিয়া শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিব, কোন চিন্তা করিবে না, হে বল্লভ! মধুপুরীতে গমন করিয়া আপনি আমাদিগকে স্মরণ করিবেন কি না, তাহাও অবগত হইতে পারিতেছি না ॥ ২৯৬ ॥

শ্রীস্বরূপ বলিলেন, এইরূপে সেই ব্রজনারীগণ কাকু প্রকাশ করিলেন যে, সেই কাকুবাণী শ্রবণ করিয়া সর্ব্বপ্রাণী রোদন করিয়াছিল, এমন কি মোহগ্রস্তও হইয়াছিল ॥ ২৯৭ ॥

সেই ভগবান্ কোন প্রকারে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া, নিজের

ও গোপীদিগের নেত্র-অশ্রু মার্জ্জন করিতে করিতে এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ২৯৮ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে সখীগণ! আমার ও সাধুদিগের শত্রু সেই অল্পশক্তি কংসকে অনায়াসে বিনাশ করিয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন করিলাম বলিয়াই ধারণা কর। এক্ষণে তোমরা রোদন করিয়া এই শুভযাত্রায় অমঙ্গল আচরণ করিও না ॥ ২৯৯ ॥

যে স্থলে ভগবান্ গোপিকাবর্গের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন তথায় নন্দাদি গোপবর্গ রোহিণী যশোদা পুরোহিত দাসদাসী প্রভৃতি লোক এবং গোমহিষাদি জন্তুগণ ত্বরিতগতি সমাগত হইয়াছিল ॥ ৩০০ ॥

অক্রূর দ্রুত রথ আনয়ন করিলে অগ্রজের সহিত হরি সেই রথে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং যত্নপূর্ব্বক গোপিকা লগ্নদৃষ্টি নিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন ॥ ৩০১ ॥

ভূপতিতা বিহ্বলা গোপীগণ অশ্রুধারায় ধরণী পঙ্কিল করিয়া রোদন করিতেছেন দেখিয়া যশোদাও করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩০২ ॥

নন্দ অন্তরে দুঃখিত হইয়াও যত্নসহকারে সেই যশোদাকে সান্ত্বনা করিয়া প্রস্তুতার্থের সমাধান বিষয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩০৩ ॥

শ্রীনন্দ বলিলেন, মধুপুরী দর্শনের ঔৎসুক্যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গমনে আমার কোন প্রীতি আছে, এরূপ বিবেচনা করিবে না, মদীয় মিত্রবর বসুদেবের পুরী দর্শন করিতে হর্ষভরে গমন করিতেছি, এরূপও বিবেচনা করিবে না। মিথ্যাভাষী অক্রূরের

কথানুসারে শ্রীবসুদেবের পুত্রজ্ঞানে কদাচিৎ আমার ঔদাসীন্য হইবে, এইরূপও আশঙ্কা করিও না। কারণ আমি কখনই ধারণা করি না যে, কৃষ্ণ অন্যের পুত্র। যদি বল শ্রীবসুদেবাদি বলপূর্ব্বক কৃষ্ণকে অধিকার করিবে, এরূপও আশঙ্কা করিও না। কারণ কৃষ্ণকে বলপূর্ব্বক অধিকার করিতে কাহারও সামর্থ্য নাই! আমি সত্য বলিতেছি, এই কৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া কোন ক্রমেই ব্রজে প্রত্যাগমন করিব না। যদি বল কংসবধে রাজ্যলাভ হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তথায় সুখে চির-কাল বাস করিবে, এইরূপও আশঙ্কা করিও না। কারণ আমি কদাপি উন্মনা হইয়া বিলম্ব করিব না অর্থাৎ আমি তাহাকে তথায় বাস করিতে দিব না ॥ ৩০৪ ॥

হে যশোদে! আমি ইহা বিশেষ জানি যে, তোমার পুত্র ব্যতীত ব্রজবাসিগণ ও আমরা ক্ষণকাল জীবিত থাকিতে পারিব না। তুমি নিশ্চয় জানিও যে, তোমার ও আমার সুহৃদ্ সেই শ্রীদেবকী বসুদেবকে কংস হইতে বিমোচিত করিয়া শীঘ্রই পুত্রসহ প্রত্যাগমন করিব, ইহা নিশ্চয় ধারণা কর ॥ ৩০৫ ॥

শ্রীস্বরূপ বলিলেন, এই প্রকারে শ্রীনন্দ শ্রীযশোদাকে বার-ম্বার বহুরূপে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। যশোদা চিত্তে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়া গোপীদিগকে বারম্বার আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৩০৬ ॥

যশোদা জলসেকাদি দ্বারা বহুযত্নে তাঁহাদিগকে সন্তর্পিত করিয়া উত্থাপিত করিলেন। পরে গোপসকল শকটে আরোহণ করিলেন, সেই অক্রূরও রথ চালনা করিলেন ॥ ৩০৭

যাঁহারা কিঞ্চিৎকালের জন্যও কৃষ্ণবিরহ সহ্য করিতে পারেন না, সেই ব্রজ-স্ত্রীগণ কৃষ্ণকে প্রয়াণ করিতে দেখিয়া হা হা! এই রবে শুষ্কমুখে, ভগ্নকণ্ঠস্বরে, মহার্ত্তিভরে-দীর্ঘস্বরে রোদন করিয়া, দশদিক্ পরিপূরণপূর্ব্বক রথের অনুগমন করিয়াছিলেন ॥ ৩০৮—৩০৯ ॥

কোন গোপী রথ-ধারণ করিয়াছিলেন, কেহ কেহ বা বেগে চক্রের নিম্নে পতিত হইয়াছিলেন, কেহ কেহ বা মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কেহ কেহ বা শোকভরে অগ্রগমনে সমর্থ হয়েন নাই ॥ ৩১০ ॥

অনন্তর গো, বৃষ, বৎস, মৃগ ও অন্যান্য জন্তুগণ চীৎকার করিতে করিতে অশ্রুজলে বদন প্লাবিত করিয়া, সেই রথ বেষ্টনপূর্ব্বক অবস্থিত হইয়াছিল ॥ ৩১১ ॥

পক্ষি সকলও কোলাহল করিতে করিতে রথোপরি পরিভ্রমণ করিতেছিল। তখন ক্ষণমাত্রেই উদ্ভিজ্জ-জাতির পত্র-সকলও শুষ্ক হইয়া গেল ॥ ৩১২ ॥

গোবর্দ্ধনাদি মহাপর্ব্বতস্থ শিলা ও বনস্পতিসকল নিম্নে স্খলিত হইতে লাগিল। নদীসকলের কমলকুল শুষ্ক হইয়া গেল, তাহারাও ক্ষীণা হইয়া প্রতিকূলবাহিনী হইয়াছিল ॥ ৩১৩ ॥

গোপী প্রভৃতি পরম-প্রিয়-গণের সেই দশা অবলোকন করিয়া, তাঁহার মানস আর্ত্তি ও শোকে আকুল হইল। তিনিও উচ্চরোদন সম্বরণ করিতে অশক্ত হইয়া, অশ্রুধারা-পরিমার্জ্জনে ব্যগ্র হইয়াছিলেন ॥ ৩১৪ ॥

ভগবান্ পুনর্ব্বার রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত

হইতে পারেন, অন্তরে এইরূপ ভাবনা করিয়া পরমবুদ্ধিমান্ সেই বৃষ্ণিবৃদ্ধ, কি জানি ইনি মোহভরে পতিত হয়েন, এইরূপ প্রণয়-প্রকাশচ্ছলেই তাঁহার পৃষ্ঠদেশ প্রণয়ভরে ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৩১৫ ॥

কৃষ্ণকে মোহগ্রস্ত দেখিয়া, অক্রুর, শ্রীবলরাম ও নন্দের সম্মতিক্রমে কশাঘাত করিয়া বেগে অশ্বচালনা করিয়া-দিলেন ॥ ৩১৬ ॥

ইতস্তত: গোপনারীসকল ও পশুবর্গ পতিত রহিয়াছে দেখিয়া, অশ্বচালক বক্রগতিতে রথচালনা করিয়া-ছিলেন ॥ ৩১৭ ॥

কুররী সকলের মধ্য হইতে শ্যেন যেরূপ আমিষ হরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই অক্রূর রোদনশীলা গোপীসকলের নয়নপথ হইতে প্রভুকে হরণ করিয়াছিলেন ॥ ৩১৮ ॥

তিনি এরূপ বেগে বেগবান্ অশ্বসকলকে সঞ্চালিত করিয়াছিলেন যে, প্রভু কোথায় গমন করিলেন, ইহা কেহই লক্ষ্য করিতে পারেন নাই ॥ ৩১৯ ॥

মহাবৃষভ-যোজিত স্ব স্ব শকটে আরোহণ করিয়া নন্দাদি সমস্ত গোপবর্গ সবেগে তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন ॥৩২০॥

অক্রূর ব্রহ্মহ্রদে তাঁহাকে আনয়ন করিয়া, বহুবিধ স্তব করিয়াছিলেন এবং নানাবিধ নীতি-প্রদর্শন করাইয়া কৃষ্ণকে স্বাস্থ্যযুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ৩২১ ॥

সেই ব্রজবাসি সকলের যে দুঃশ্রবা "অর্থাৎ যাহা শ্রবণ করিতেও কষ্ট হয়" দশা উপস্থিত হইয়াছিল, সেই দশার

কথনে বজ্রাদি কঠোর পদার্থ সকলও বিদীর্ণ হইয়া যায় ॥ ৩২২ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, অয়ি মাতঃ! স্বরূপ এই কথা বলিতে বলিতে সকাতর্য্যে করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং প্রেমবিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন ॥ ৩২৩ ॥

শ্রোতা সেই মাথুরবর্য্যও ব্যগ্র হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণকাল পরে তিনি চেতনপ্রাপ্ত হইয়া বিবিধ প্রয়াসে স্বরূপকে সুস্থ করিয়াছিলেন। সেই স্বরূপও পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩২৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বিরহকৃত গোপী-প্রভৃতি ব্রজজনের মহাদুর্দ্দশা বর্ণনে কি জানি মোহ উপস্থিত হয়, এই জন্য উহা পরিত্যাগ করিয়া মধুপুরী-বার্ত্তাই বর্ণন করিতেছেন। শ্রীস্বরূপ বলিলেন, কৃষ্ণ মধুপুরীতে গমন করিয়া তত্রত্য বায়ক মালাকার প্রভৃতিকে পরিতোষিত করিয়া এবং সানুচর কংসকে বিনাশ করিয়া দেবকী বসুদেবকে বিমোচিত করিয়াছিলেন ॥ ৩২৫ ॥

পরে কংসের পিতা উগ্রসেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, দেশান্তরে পলায়িত যাদব সকলকে আনয়ন করিলেন, পৌর-জন সকলকে আশ্বাসিত করিলেন ॥ ৩২৬ ॥

কংসপ্রিয় জরাসন্ধ প্রভৃতি নৃপবর্গ হইতে ভীত, পরমার্ত্ত শ্রীকৃষ্ণ-বিনা গতি ও জীবন শূন্য যদুগণের আগ্রহে সেই ভক্ত-বৎসল মধুপুরীতেই অগ্রজসহ সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ব্রজবাসিসকলকে আশ্বাসিত করিবার জন্য নন্দাদিকে ব্রজে প্রেরণ করিয়াছিলেন ॥ ৩২৭—৩২৮ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে পিতঃ! আমাদের বিরহে যে

পর্য্যন্ত কেহ প্রাণত্যাগ না করেন, এই অবসরে প্রথমতঃ আপনি গোপবর্গের সহিত দ্রুত গমন করুন ॥ ৩২৯ ॥

আপনারই মিত্র উদ্বিগ্নচিত্ত এই যাদববর্গের সুখ বিধান করিয়া আমিও সেই ব্রজে গমন করিতেছি ॥ ৩৩০

শ্রীনন্দ বলিলেন। তুমি অপরের নহ, ইহা আমি জানি। তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কুত্রাপি বাস করিতে সক্ষম কদাপি এরূপ প্রতীতিও আমার হয় নাই, এই কারণেই আমি এস্থলে আগমন করিয়াছি ॥ ৩৩১ ॥

হে পুত্র! রক্ষা কর, রক্ষা কর, নিজ সমীপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিও না মুক্ত করিও না। তুমি যখন আত্ম ইচ্ছায় তথায় গমন করিবে, আমরাও তখন তোমারই সঙ্গে গনন করিব ॥ ৩৩২ ॥

মৎপ্রদত্ত আশা অবলম্বন করিয়াই ব্রজবাসিগণ তোমার জননীর সহিত প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন। হে বাপ! আমি অত্যন্ত কঠিনহৃদয়, কারণ তোমার এই বাক্যে আমার প্রাণত্যাগ হওয়াই উচিত ছিল। যাহা হউক তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি গমন করিলেই সেই ব্রজবাসিবর্গ তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিবেন ॥ ৩৩৩ ॥

শ্রীদাম বলিলেন, হে প্রভো! গোচারণ-লীলায় যে আপনি তরু লতা দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে আমরা জীবিত থাকিতে পারি না, আমরা সেই আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া সেই ব্রজে কিরূপে বাস করিতে সমর্থ হইব? ৩৩৪ ॥

শ্রীস্বরূপ বলিলেন, তাঁহাদের এইরূপ বৈকল্যোক্তি শ্রবণ

করিয়া প্রভু নীরব হইলেন। তখন শূরসুত বসুদেব প্রভুর ব্রজ-গমনেচ্ছা আশঙ্কা করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৩৫ ॥

শ্রীবসুদেব বলিলেন, হে ভ্রাতঃ নন্দ! তোমার পুত্র অগ্রজসহ সেই ব্রজে বাস করিয়াই নির্ব্বৃত্তি অর্থাৎ পরম-সুখ-লাভ করিয়া থাকেন। অন্যস্থানে বাস করিয়া কেবল ব্যথা প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩৩৬ ॥

এই কৃষ্ণের উপনয়ন-কাল উপস্থিত, কারণ একাদশ বর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব এই রাম ও কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী অর্থাৎ কৃতোপনয়ন হইয়া স্থানান্তরে বেদাধ্যয়ন-পূর্ব্বক ব্রজে গমন করিবেন ॥ ৩৩৭ ॥

শ্রীস্বরূপ বলিলেন, নন্দ ঈঙ্গিতক্রমে বসুদেবের বাক্যে কৃষ্ণের সম্মতি এবং নিজবাক্যে তাঁহার অসম্মতি অবগত হইয়া রোদন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, নন্দ বিবেচনা করিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের বিরহে অন্যত্র অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না, সুতরাং আমাদের সঙ্গেই আগমন করিবে ॥ ৩৩৮ ॥

তিনি যাদববর্গের সহিত ব্রজরাজের অনুগমন করিলে গোপ সকল ক্রমশঃ তাঁহার কণ্ঠধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩৯ ॥

ব্যাকুলতা বশতঃ কৃষ্ণ ব্রজ গমনে উৎসুক হইলে বসুদেবাদি বীর যাদবগণ যুক্তি পংক্তি বিস্তার করিয়া তাঁহাকে নিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন ॥ ৩৪০ ॥

কৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমেই নন্দাদি গোপ সকল ব্রজে প্রস্থান করিয়াছিলেন। অন্যথা কৃষ্ণ ব্যতীত তাঁহারা কদাপি ব্রজে

যাইতে সমর্থ হইতে পারে না। এমন কি তখন কৃষ্ণেচ্ছায় শকট সকলও চালিত হইয়াছিল। দূর হইতে সেই শকটধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্রজবাসিগণ নন্দ আসিতেছেন ইহা অবগত হইয়া কৃষ্ণ-দর্শন-লালসায় অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন ॥ ৩৪১ ॥

নন্দ শোক ও লজ্জা বশতঃ বস্ত্রদ্বারা মুখ আচ্ছাদিত করিয়া রোদন করিতে করিতে গৃহে গমন করিয়া পরম-দুঃখিত মানসে ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিলেন ॥ ৩৪২ ॥

ব্রজবাসিগণ প্রভুকে অবলোকন না করিয়া আর্ত্তি-কাতর এবং কর্ত্তব্যবিষয়ে বিমূঢ় হইলেন। পরে কংসকৃত দুশ্চেষ্টা আশঙ্কা করিয়া অধিকতর আতুর হইয়াছিলেম। তখন তাঁহাদের মুখমণ্ডল শুষ্ক হইয়া গেল। কৃষ্ণ কোথায়? এই রূপ জিজ্ঞাসাও করিতে পারেন নাই। পরে বৃদ্ধগোপ সকলের মুখ হইতে যদুকুলের দুঃখনাশার্থ মধুপুরীতেই কৃষ্ণের অবস্থানরূপ বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন ॥ ৩৪৩ ॥

গোপগণ যশোদাসহ হাহারবে মহার্ত্তিনাদে রোদন করিতে করিতে যে দশাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, হায়! হায়! আমি সে কথা কেমন করিয়া বর্ণনা করিব? ৩৪৪ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, হে মাতঃ! কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে গোপী-দিগের যে দশা উপস্থিত হইয়াছিল, সেই কথা মনেতে উদিত হইলে সেই স্বরূপ শোকাগ্নিতে যেন দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তখন সেই গোপকুমার-শ্রেষ্ঠ অত্যন্ত মোহপ্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন ॥ ৩৪৫ ॥

তখন সেই বিপ্রবর জলসেকাদি উপায় দ্বারা বহুযত্নে সচেতন করিলে সেই স্বরূপ পুনর্ব্বার আপনার মোহ আশঙ্কা

করিয়া ব্রজজন-সম্বন্ধিনী-বার্ত্তা বিশেষরূপে বর্ণন করিলেন না॥ ৩৪৬॥

তথাপি সেই মাথুর প্রস্তুত কথার অবশেষ শ্রবণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তখন মহাশয় স্বরূপ অতি যত্নে চিত্ত স্থির করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন॥ ৩৪৭॥

শ্রীমদ্ উদ্ধবাদিকে ব্রজে প্রেরণ করিয়া তিনি যাদবকুলে প্রচার করিলেন যে, ব্রজবাসিবর্গের সেই শোকরাশি কোন-প্রকারে নিবর্ত্তিত করিতে পারা যাইবে না। অগত্যা নিজ-প্রিয়ের প্রেমে বশীভূত সেই ভগবান্ অগ্রজের সহিত ব্রজে গমন করিয়াছিলেন॥ ৩৪৮॥

বিদগ্ধসকলের-শিরোমণি কৃপাকুল সেই ভগবান্ ব্রজবাসি-সকলের প্রাণদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সহিত সেইরূপ ব্যবহারও করিয়াছিলেন। তখন ব্রজবাসিবর্গ অক্রূর-আগমন হইতে মথুরাপ্রয়াণ প্রভৃতি সমস্ত ঘটনা বিস্মৃত হইয়াছিলেন॥ ৩৪৯॥

যদিও কেহ কখন কৃষ্ণের মথুরাগমনবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সেই স্মরণ স্বপ্নকালেই সংঘটিত হয় জানিবেন। স্মরণকর্ত্তা বলেন যে, আমি অদ্য কৃষ্ণবিচ্ছেদ-রূপ অসম্ভব ঘটনা স্বপ্নে অনুভব করিয়া ভয়ে বহু রোদন ও বিলাপ করিয়াছি॥ ৩৫০॥

গোপালের বিহার-মাধুরীভর-প্রভাবে ইন্দ্রিয়সকল সমাকৃষ্ট ও বিমোহিত হইলে ব্রজবাসী জনসমুদায় অতীত ও ভবিষ্যৎ কিঞ্চিন্মাত্রও স্মরণ করিতে পারেন নাই॥ ৩৫১॥

হে সখে! সেই অক্রূরই পূর্ব্বে অনাগতেরই ন্যায় রথ লইয়া পুনর্ব্বার ব্রজে আগমন করিয়াছিলেন ॥ ৩৫২ ॥

অক্রূর কর্ত্তৃক সেই ব্রজজীবন সেইরূপ মধুপুরীতে নীয়মান হইলে ব্রজবাসিদিগের সেইরূপই কোন দশা উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ৩৫৩ ॥

কৃষ্ণ মধুপুরীতে পুনর্ব্বার গমন করিয়া কংসকে বিনাশ করিলেন এবং ব্রজে আগমন করিয়া সেইরূপই বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫৪ ॥

এইরূপে পুনঃপুনঃ মধুপুরীতে গমন করেন এবং পুনঃপুনঃ ব্রজে সমাগত হইয়া সেইরূপই ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥৩৫৫॥

প্রভু সেইরূপই পুনঃপুনঃ কালিয়দমন, সেইরূপই বারম্বার গোবর্দ্ধনধারণ এবং অন্যান্য বিবিধ অদ্ভুত ভক্ত মনোহর-লীলা প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৩৫৬ ॥

সেই গোলোকবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রেমরূপ কালকূটে বিমোহিত হইয়া সেই লীলাকে সর্ব্বদাই অপূর্ব্ব বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন ॥ ৩৫৭ ॥

এই জন্যই সেই ব্রজবাসিবর্গের প্রেমাবেশের আবেগ সংযোগ-বিয়োগে নিরন্তর উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে ॥ ৩৫৮ ॥

শ্রীগোলোকে নিত্যনিবাসি-সমূহের কথা দূরে থাকুক, আমাদের মত নূতনব্যক্তি সকলেরও তথায় অনুসন্ধান তিরোহিত হইয়া যায় ॥ ৩৫৯ ॥

তাদৃশ মহামোহন মাধুরীরূপ-নদীধারার সমুদ্রে নিমজ্জন-হেতু এবং তাদৃশপ্রিয় প্রেমরূপ-মহাধনাবলী-লাভে

উন্মত্ততাহেতু কাঁহারা কোন্ সামগ্রী বিস্মৃত না হয়েন ? ৩৬০ ॥

তথায় কি মহাশ্চর্য্য ! অভিজ্ঞশেখর অর্থাৎ চিদ্ঘন-বিগ্রহ সেই প্রভুও নিজপ্রিয়দিগের প্রেম-সমুদ্রে সংপ্লুত হইয়া কৃতবিষয় ও কার্য্যবিষয়ের কিঞ্চিন্মাত্রও সর্ব্বদা অনুসন্ধান করিতে পারেন না। মূলশ্লোকে "সদা" এই পদটি প্রকাশ করিতেছে যে কোন সময়ে সেই প্রেমের অনুকূল কিঞ্চিন্মাত্রের স্মরণও করিয়া থাকেন ॥ ৩৬১ ॥

প্রভুপাদপদ্মের সচ্চিদানন্দময়ী সেই সেই পরিবারযুক্ত সেই নিত্যলীলা তদীয় সেবা কর্ত্তৃক যেন আকৃষ্যমান হইয়াই স্বয়ং প্রবর্ত্তমান হইয়া থাকে ॥ ৩৬২ ॥

হে ব্রহ্মন্ ! আমি সেই গোলোকের সর্ব্বাপেক্ষা চরম-কাষ্ঠা-প্রাপ্ত মাহাত্ম্যের মাধুরী ধারা বর্ণন করিলাম ॥ ৩৬৩ ॥

শ্রীমাথুর বলিলেন। যে আপনি শ্রীগোপালদেবের দর্শন ও তাঁহার সহিত অবিচ্ছিন্ন ক্রীড়াসুখ অনুভব করিবার জন্য বহুপ্রযত্নে সেই গোলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই আপনি, শ্রীকৃষ্ণ মধুপুরী গমন করিলে কোথায় অবস্থান করিয়াছিলেন ? ॥ ৩৬৪ ॥

শ্রীস্বরূপ বলিলেন, মাদৃশ জনসকল সেই প্রভুর আদেশক্রমে স্বসদৃশ নন্দাদির সহিতই সেই ব্রজেই বাস করিয়া থাকেন। কারণ মধুপুরীতে অসদৃশ-জন-সংসর্গে মনোদুঃখ উপস্থিত হইতে পারে ॥ ৩৬৫ ॥

গোলোকের এইরূপই স্বভাব যে, কৃষ্ণসঙ্গ ব্যতীতও সেই ব্রজেই অবস্থান করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে। কাহারও

কোন সময়ে স্থানান্তরে গমনাদি করিতে ইচ্ছা হয় না ॥ ৩৬৬ ॥

গোলোকে যে দুঃখ বর্ত্তমান আছে, সেই দুঃখসকল সুখের মস্তকোপরিও বারম্বার নৃত্য করে এবং তথায় যে শোক বর্ত্তমান আছে, সেই শোকও সমগ্র আনন্দরাশির উপরি পুনঃপুনঃ নৃত্য করিয়া থাকে ॥ ৩৬৭ ॥

এইরূপে তথায় বাস করিয়া চিরবাঞ্ছিত ও বাঞ্ছাধিক পরমফল অবিরত চিত্ত-পরিপূরণপূর্ব্বক অনুভব করিলেও বস্তুস্বভাব-বলে কদাপি তৃপ্তি লাভ হয় না ॥ ৩৬৮ ॥

এই জন্যই আমি ব্রজাঙ্গনাগণের কুচকুঙ্কুমে পরিব্যাপ্ত তাঁহার মনোহর পাদপদ্মদ্বয় লেশপরিমিত কালের জন্যও পরিত্যাগ করিতে পারি না ॥ ৩৬৯ ॥

সেই ভগবান্ এই দীনতর জনে মাধুর্য্যনিষ্ঠার যে কৃপারূপ প্রসাদ অর্পণ করিয়াছেন, তাহা অন্যত্র অসম্ভব, এই জন্য কুত্রাপি ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য নহে। তথাপি শ্রীরাধার আজ্ঞা-ক্রমে তোমার হিতার্থেই ব্যক্ত করিলাম ॥ ৩৭০ ॥

আমি এইরূপে তথায় বহুকাল বাস করিয়া মর্ত্ত্যলোকস্থ শ্রীমৎ মথুরামণ্ডলকেও তাদৃশ অবলোকন করিয়াছিলাম। অর্থাৎ গোলোকতত্ত্বের অনুভব দ্বারা মথুরামণ্ডলতত্ত্বের অনুভব সিদ্ধ হইয়া থাকে। এসম্বন্ধে দৃষ্টান্ত এই যে জ্ঞানপর সকলের ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান দ্বারা যেমন আত্মানুভব সিদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ গোলোকজ্ঞানে মথুরামণ্ডলের জ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই কারণেই মহাবাক্যে "তত্ত্বমসি" আদিতে তৎপদের নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৩৭১ ॥

এই মথুরামণ্ডল সেইরূপে সেই সেই শ্রীযুক্ত গোপগোপী গো পশু পক্ষি কৃমি পর্ব্বত নদী তরু লতা গুল্মাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত ॥ ৩৭২ ॥

এই মথুরামণ্ডল সেই গোলোকের ন্যায়ই শ্রীমৎকৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক বিস্তার্য্যমাণ তাদৃশ ক্রীড়াশ্রেণীতে মণ্ডিত হইতেছে ॥ ৩৭৩ ॥

এই জন্য কখন আমি এই ভৌম মাথুরব্রজে কখন বা সেই গোলোকে অবস্থান করিয়া থাকি, তথাপি অদ্যাবধি এই দুই স্থানের অণুমাত্র ভেদ অনুভব করিতে পারি নাই ॥ ৩৭৪ ॥

ঊর্দ্ধ অধোলোকে গমনাগমন কারণে যৎকিঞ্চিৎ দুঃখ হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় বটে, কিন্তু লোকদ্বয়ে আশক্তি বশতঃ আমি স্পষ্ট অনুভব করিতে পারি না ॥ ৩৭৫ ॥

এই স্থানদ্বয় হইতে অন্য কোন স্থানকে আমার দৃষ্টি শ্রবণ এবং মন স্পর্শও করে না ॥ ৩৭৬ ॥

অন্য কোন স্থানে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহার নন্দাদির ন্যায় ভক্ত সকল বর্ত্তমান আছেন, ইহা আমার হৃদয়ে ধারণাও হয় না ॥ ৩৭৭ ॥

কোন সময়ে যদি বৈকুণ্ঠাদিবাসি লোক সকলের সহিত দর্শন হয়, তাহাদিগকে দেখিয়া প্রতীতি হয় যে তাঁহারাও বুঝি শ্রীকৃষ্ণবিরহে ব্যথিত আছেন ॥ ৩৭৮ ॥

কোন সময়ে সেই বৈকুণ্ঠাদিলোক-বাসিগণে ব্রজবাসি-লোকের সাদৃশ্য ও ভাব অবলোকন না করিয়া আমার

হৃদয়ে যে অনুতাপ উপস্থিত হইত, তাহাতেই পরম প্রেম প্রকাশিত হওয়াতে পরম সুখের সঞ্চার হইত ॥ ৩৭৯ ॥

অহো! নিখিল-ভুবন-বাসি লোক সকলের পূজনীয় সেই নন্দাদি লোক সকল কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অনুভবনীয় গোলোকরূপ মহৎপদার্থের কতগুলি বিবরণ প্রকাশ করিব? অতএব গোলোকের অখিল পরিকরকে আমি পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতেছি ॥ ৩৮০ ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গোলোকমাহাত্ম্যে
হভীষ্টলাভো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥

দ্বিতীয় খণ্ড।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীস্বরূপ বলিলেন। হে ব্রহ্মন্! যাহা পরমসাধ্য ও যাহা পরমসাধন, তাহা আপনি অধুনা স্বয়ং বিচার করিয়া নির্ণয় করুন ॥ ১ ॥

হে মাথুরব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ! দেবীর প্রসাদে আপনি আমার ন্যায় মহৎ প্রাপ্য প্রাপ্ত হইবেন, ইহা ধারণা করুন ॥ ২ ॥

শ্রীমদ্‌গোপালদেবের সন্দর্শনাদি যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও সম্পন্ন হইল বলিয়াই অবগত হউন। কারণ দেখিতেছি, ভগবানের স্পষ্ট-কৃপাভর আপনার প্রতি পতিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

আমার নিজের, সেই ভগবানের ও ভক্তসকলের যাহা কিছু পরমগোপ্য, সমস্তই আমি আপনার নিকট বর্ণন করিলাম ॥ ৪ ॥

লজ্জাবশতঃ যাহা মনেতেও প্রকাশ করিবার যোগ্য নহে, সেই ভগবচ্চরণাশ্রয়, নিজ ভাববিশেষে এবং দশাবিশেষে প্রাপ্ত হইলে আত্ম-পরের বিস্মৃতিহেতু বিশেষজ্ঞানাভাবে যাহা অনুভব করিতে পারি নাই, কৃষ্ণ আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সেই সকল ঘটনা, বলপূর্ব্বক আপনার নিকট নিঃসারিত করিয়া দিলেন ॥ ৫—৬—৭ ॥

আমি লক্ষণ দ্বারা অবগত হইতেছি যে আমার বাক্যে আপনার শীঘ্র ফলপ্রদ বিশ্বাস সমুৎপন্ন হইয়াছে॥ ৮॥

স্বয়ং শ্রীরাধিকা দেবী অদ্য প্রভাতে আমায় আদেশ করিলেন, হে স্বরূপ! আমার ভক্ত মাথুর ব্রাহ্মণ আমার কুঞ্জে আগমন করিতেছেন॥ ৯॥

তুমি একাকী অদ্য তথায় গমন করিয়া সদুপদেশ দানে প্রবোধিত ও আশ্বাসিত করিয়া শীঘ্রই কৃষ্ণ-প্রসাদ তাহাকে প্রদান কর॥ ১০॥

আমি হর্ষভরে কৃষ্ণসঙ্গ সুখ অপেক্ষা না করিয়াই শ্রীরাধিকাদেবীর আদেশমতে শীঘ্রই এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি॥ ১১॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মণকে বহু কথা বলিলেও তাঁহার প্রেমসম্পত্তির আবির্ভাব হইল না দেখিয়া স্বরূপ বিষাদে মস্তকে হস্ত অর্পণ করিলেন॥ ১২॥

শ্রীস্বরূপ যাহা যাহা অনুভব করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত সেই মহাত্মার চিত্তেতে তৎক্ষণাৎ স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল॥১৩॥

তাদৃশ প্রযত্নভরে শ্রীভগবানের কৃপাবিশেষ অতি বিলম্বে তাদৃশ ভক্ত কর্ত্তৃক যে বস্তু অধিকৃত হইয়াছিল, সেই ব্রাহ্মণের তাদৃশ প্রযত্নাদির অভাবেও শীঘ্রই তাহা কিরূপে হস্তগত হইল? এই আশঙ্কা নিরাসার্থই "মহৎ সঙ্গম ইত্যাদি" এই শ্লোক বর্ণন করিয়াছেন। অর্থাৎ মহৎসঙ্গমের মাহাত্ম্য এই রূপই পরম অদ্ভুত। কারণ যে মাহাত্ম্য বলে সেই বিপ্রও সেই স্বরূপের ন্যায়ই কৃতার্থ হইয়াছিলেন॥ যদি বল এরূপ কিরূপে হইতে পারে? এরূপ আশঙ্কা করিও না, কারণ মহৎ-

সঙ্গম-মাহাত্ম্য পরমঅদ্ভুত ও অত্যন্ত দুর্বিতক্য, অতএব সমস্তই সম্ভব হইতে পারে। এই জন্যই তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীদেবহুতি বর্ণন করিয়াছেন,—

সঙ্গো যঃ সংসৃতে র্হেতু রসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে" ॥

অর্থাৎ অবুদ্ধিগণ সংসারের হেতুস্বরূপে যে অসৎসঙ্গ করিয়া থাকেন, সে সঙ্গ যদি সাধুদিগের সহিত কৃত হইয়া থাকে, তবে উহা নিঃসঙ্গত্বের নিমিত্ত অর্থাৎ প্রেমভাবের নিমিত্তই সমর্থ হইয়া থাকে। বাশিষ্ঠেও বর্ণনা করিয়াছেন--

সদা সন্তোঽভিগন্তব্যা যদ্যপ্যুপদিশন্তি ন।
যা হি স্বৈরকথাস্তেষাম্ উপদেশা ভবন্তি তে ॥
শূন্যমাপূর্ণতামেতি মৃতিরপ্যমৃতায়তে।
আপৎ সম্পদিবাভাতি বিদ্বজ্জনসমাগমাদিতি ॥

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীবিদুরও বর্ণন করিয়াছেন, "যৎ সেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ। রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ" অর্থাৎ আপনাদের ন্যায় সাধু সকলের চরণসেবা করিলে দুর্জ্জেয় মধুসূদনে ব্যসনাপহারী রতিরাস অর্থাৎ প্রেমোৎসব উৎপন্ন হইয়া থাকে। "কূটস্থ" এই বিশেষণটি কূট অর্থাৎ অন্নকূট নামে খ্যাত শ্রীগোবর্দ্ধনশৃঙ্গে অবস্থানকারী শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে। অতএব সেই গোবর্দ্ধন শৃঙ্গবর্ত্তী শ্রীমধুসূদন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে তীব্র রতিরাস তাঁহার সহিত অনবচ্ছিন্ন অথবা দুর্নিবার অথবা স্বাভাবিক রতিরাস। "ব্যসনার্দ্দনসংসারঃ" অর্থাৎ অশেষ দুঃখ নাশ করে যে। অথবা "পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দন" অর্থাৎ পাদযুগলের ব্যসনার্দ্দন, কারণ রাসক্রীড়ায় নৃত্যপ্রাধান্য-

হেতু, নৃত্যের গতিপ্রাধান্যহেতু, পাদযুগলের দুঃখবিঘাতক। শ্রীকপিলদেবও বর্ণন করিয়াছেন,—"সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্য-সংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপ-বর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতীতি" ॥ অর্থাৎ সাধু সকলের সংসর্গে আমার হৃৎকর্ণ রসায়ন কথা হইলে অপবর্গবর্ত্ম হরিতে শ্রদ্ধা রতি, ভক্তি সঞ্চরিত হইয়া থাকে। অনু অর্থাৎ পশ্চাৎ ঐগুলি স্বতই সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইস্থলে যে ক্রম, তাহা অবিবক্ষিত। অর্থাৎ প্রথমতঃ শ্রদ্ধা, তাহার পর কীর্ত্তনাদি ভক্তি, তাহার পর রতি অর্থাৎ প্রেম, এইরূপই অবগত হইবেন। প্রেম ভক্তির ফল বলিয়াই সর্ব্বত্র গণিত হইয়া থাকে। শ্রীধ্রুব চতুর্থস্কন্ধে প্রার্থনা করিয়াছেন,—"ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো ভূয়াদনন্ত! মহতামমলাশয়ানাং। যেনাঞ্জনসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং নেষ্যে ভবদ্‌গুণকথামৃতপানমত্তঃ" ইতি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে হে অনন্ত! যাঁহারা আপনার প্রতি অবিচ্ছেদে ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন, আমি যেন সেই অমলাশয় বিশুদ্ধচিত্ত মহৎ সকলের প্রকৃষ্ট সঙ্গ লাভ করি। যদি বলেন তুরীয় পুরুষার্থ মোক্ষ কি জন্য যাচ্ঞা করেন নাই? বলিতেছি, আনুষঙ্গিক ফল বলিয়া মোক্ষ স্বয়ংই উপস্থিত হইয়া থাকে। ধ্রুব প্রার্থনা করিয়াছেন যে, আমি মহৎসঙ্গে আপনার গুণকথা-রূপ অমৃত পান করিয়া মত্ত হইলে অনায়াসে উরুব্যসন অর্থাৎ দৃঢ় দুঃখময় সংসার উত্তীর্ণ হইব। যেমন মধুপানাসক্ত পুরুষ সকলের মধুর আস্বাদগ্রহণই মুখ্য উদ্দেশ্য, শীতনিবারণাদি আনুসঙ্গিক ফল,

তদ্রূপে এস্থলে মোক্ষকে অবান্তর ফল বলিয়াই জানিবেন। চতুর্থ স্কন্ধে শ্রীশিব ও বলিয়াছেন,—"ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং। ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ "অথানঘাঙ্ঘ্রে স্তব কীর্ত্তিতীর্থয়োরন্তর্বহিঃ স্নানবিধূতপাপ্মনাং। ভূতেষ্বনুক্রোশসুসত্ত্বশীলিনাং স্যাৎ সঙ্গমোঽনুগ্রহ এষ নস্তব ইতি॥ ভগবৎ সঙ্গিসঙ্গের সহিত স্বর্গকে ক্ষণকালের জন্যও তুলনা করিতে পারি না, এমন কি অপুনর্ভব অর্থাৎ মোক্ষকেও তুলনা করিতে পারি না। রাজ্যাদি যে তাহার সহিত তুলনা প্রাপ্ত হইতে পারে না এবিষয়ে কি বক্তব্য হইতে পারে? ভগবদ্ভক্তজনের সঙ্গই সকল পুরুষার্থশ্রেণীর মস্তকে বারম্বার নৃত্য করিয়া থাকে। পাপহর অথবা অঘাসুরঘাতকের অঙ্ঘ্রিযুগলে সুশোভিত আপনার অর্থাৎ ভগবানের কীর্ত্তি এবং তীর্থে অর্থাৎ গঙ্গায় অথবা গোপীদিগের বারিভরণ যমুনাঘট্টে যথাক্রমে আন্তর ও বাহ্যস্নানে অথবা অন্তঃস্নান অর্থাৎ অন্তরস্থ বাসনাক্ষয়ে এবং বহিঃস্নান অর্থাৎ নরকাদি নিবারণরূপ স্নানে যাঁহাদের পাপ বিনাশিত হইয়াছে, এই জন্যই ভূত সকলের প্রতি যাঁহাদের কৃপা, সেই সুসত্ত্বশীলী অর্থাৎ শীল ও আর্জ্জবাদিবিশিষ্ট লোক সকলের সহিত আমাদের সঙ্গ হউক। এইরূপই আমার প্রতি আপনি অনুগ্রহ করুন। অতএব পঞ্চমস্কন্ধে শ্রীভগবান্‌ও বর্ণন করিয়াছেন,—"রহুগণৈতত্তপসা ন যাতি নচেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা। ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকং॥ যত্রোত্তম শ্লোকগুণানুবাদঃ প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ।

নিষেব্যমাণোঽনুদিনং মুমুক্ষোর্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে" ॥
অর্থ এই যে কোন ব্যক্তি শ্রীবসুদেব নন্দনরূপ ভগবৎ সঙ্গ, তপ আদি দ্বারা প্রাপ্ত হয়েন না. তপঃ অর্থাৎ স্বধর্ম্মাচরণ অথবা মনের ঐকাগ্র্য, ইজ্যা অর্থাৎ বৈদিক কর্ম্ম, নির্ব্বপন অর্থাৎ অন্নাদিসম্বিভাগ, গৃহ অর্থাৎ মৃত্তিকার উপকরণ, ছন্দঃ অর্থাৎ বেদাভ্যাস, জলাদি অর্থাৎ পূজিত জলাদি-দেবতা বরুণ অগ্নি সূর্য্য এবং অন্যান্য দেবতা, এই সকল দ্বারা বাসুদেবকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অথবা জলপ্রবেশ ও অগ্নিপ্রবেশ করিলেও তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অথবা সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিলেও তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মহৎ সকলের পাদরজোদ্বারা যদি অভিষেক না হয়, তবে উক্ত সাধন সকল দ্বারা বাসুদেবকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাৎপর্য্য এই যে, মহৎ সকলের অনুগ্রহ হইলেই তপস্যাদি দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তপস্যাদি ব্যতীতও মহৎ সকলের অনুগ্রহেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু মহৎ সকলের অনুগ্রহ ব্যতীত তপস্যাদি দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কারণ ঐ মহৎ সকলে উত্তমঃশ্লোকের অর্থাৎ উদ্গত হয় তমঃ যাহা হইতে এতাদৃশ শ্লোক অর্থাৎ যশঃ যাঁহার, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণবাদ অর্থাৎ ভক্তবাৎসল্যাদি-গুণকথা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া থাকে। অথবা মহৎ পদরজে অভিষেক হইলে লোক সকল এইরূপ প্রস্তাব করিয়া থাকেন যে মহৎ পদরজে অভিষেক হইলে বিষয়াসক্ত কর্ত্তৃকও এই গ্রাম্যবার্ত্তাহারক উত্তমঃ শ্লোকের গুণানুবাদ নিষেবিত হইয়া থাকে, সেই

নিষেবিত উত্তমশ্লোক-গুণানুবাদ বাসুদেববিষয়ে মুমুক্ষু সকলের অর্থাৎ বিষয়বিরক্ত সকলের দৃঢ়া মতি প্রদান করিয়া থাকে। অথবা উহা মুমুক্ষুকেও মোক্ষেচ্ছা পরিত্যাগ করাইয়া সতী অর্থাৎ উত্তমা মতি প্রদান করিয়া থাকে। শ্রীরহুগণও বর্ণন করিয়াছেন। "অহো! নৃজন্মাখিল জন্মশোভনং কিং জন্মভিস্তপরৈরপ্যমুষ্মিন্। ন যদ্ধৃষীকেশযশঃকৃতাত্মনাং মহাত্মনাং বঃ প্রচুরঃ সমাগমঃ"। অখিল জন্মের শোভা-স্বরূপ মনুষ্যজন্মে "মনুষ্যজন্মই ভগবদ্ভক্তি-বিস্তারণের হেতু" এবং সকল জন্মের শ্রেষ্ঠ দেবজন্মে অথবা স্বর্গে, হৃষীকেশের যশেতে যাঁহাদের চিত্তশোধিত হইয়াছে অথবা যাঁহারা কীর্ত্তনাদি দ্বারা হৃষীকেশের যশেতে আত্মা অর্পণ করিয়াছেন, এতাদৃশ আপনাদের ন্যায় মহাত্মগণ যদি প্রচুররূপে সমাগত না হয়েন, তবে উক্ত মনুষ্যজন্মাদি বৃথা হইয়া থাকে। সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন, "নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদ-রজোঽভিষেকনিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবদিতি"। অর্থাৎ যে কাল পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন মহৎ সকলের পাদরজে অভিষেক না হয়, সে পর্য্যন্ত মতি অনার্থাপহারী উরুক্রমের অঙ্ঘ্রিযুগ স্পর্শ করে না। ফলিতার্থ এই যে, মহদনুগ্রহের অভাব হইলে তত্ত্বনিশ্চয় বা কোনরূপ ফল উৎপন্ন হয় না। দশমস্কন্ধে শ্রীমুচুকুন্দ বর্ণন করিয়াছেন। "ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত! সৎসমাগমঃ। সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিরিতি" হে অচ্যুত! সৎসমাগম হইলে সংসরণশীল লোকের সংসার

ছিন্ন হইয়া যায়। সৎসঙ্গমপ্রভাবে সংসারচ্ছেদনের কথা কি বলিব? কারণ যখন সৎসঙ্গম হইয়া থাকে, তখন ব্রহ্মাদিদেবগণেরও গৌরবভরে (প্রিয়তমভাবে নহে) পূজনীয় ও ভক্ত সকলের গতি তোমার চরণে রতি অর্থাৎ প্রেম আবির্ভূত হইয়া থাকে। একাদশ স্কন্ধে স্বয়ং ভগবান্ ও বর্ণন করিয়াছেন। "যথোপশ্রয়মমাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুং। শীঘ্রং ভয়ং তমোহপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা, নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণং। সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাং ॥ অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণা আর্ত্তানাং শরণং ত্বহং। ধর্ম্মবিত্তং নৃণাং প্রেত্যং সন্তোহর্বাগ্বিভ্যতো হরণং ॥ সন্তো দিশন্তি চক্ষুংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ। দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেবচেতি" ॥ বিভাবসু অর্থাৎ অগ্নির সেবা করিলে যেমন সর্পাদি ভয় অপগত হয়, সেইরূপ সাধুসেবা করিলে তম অপগত হইয়া থাকে। তম অর্থাৎ কর্ম্মাদিজাড্য, আগামিসংসারভয়, সংসারের মূল কারণ অজ্ঞান, অথবা সংসার। "উপ" এই শব্দের তাৎপর্য্য এই যে দূর হইতে সেবা করিলেও তাদৃশ ফল লাভ হইয়া থাকে। কারণ "নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং" এই মূলস্থ পদের অর্থ এই যে যাঁহারা উচ্চনীচ যোনি ভ্রমণ করিতেছেন তাঁহারা, অথবা যাঁহারা সংসারসাগরে নিমগ্ন হইয়া উত্থিত হইতে ইচ্ছা করিতেছেন তাঁহারা। এই সকল লোকের সমীপে শান্ত ব্রহ্মবিদ্গণ জলস্থ লোক সকলের পক্ষে দৃঢ় নৌকার ন্যায় পরমায়ন অর্থাৎ পরম আশ্রয় হইয়া থাকেন। শ্লোকে "ব্রহ্মবিদঃ" এই পদের অর্থ, সকলবেদের তাৎপর্য্যবিষয়

ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যের অভিজ্ঞাতৃগণ। এই জন্য উক্ত ব্রহ্মবিদ্‌গণ শান্ত অর্থাৎ মোক্ষবিষয়ে অপেক্ষারহিত। অন্ন প্রাণি সকলের প্রাণ, আমি আর্ত্ত সকলের শরণ, যেমন ধর্ম্ম পরলোকের ধন সেইরূপ সাধুসকল সংসারপতন-ভীত লোক সকলের শরণ। সাধুসকল চক্ষু অর্থাৎ সগুণ জ্ঞান প্রদান করেন, কিন্তু চক্ষুঃ বাহ্যচক্ষুঃ প্রদান করে, যাহা প্রদান করে, তাহাও পরিচ্ছিন্ন। অধিক বলিব কি? সাধু সকলই সকল দেবতা, সাধুসকলই সকল বান্ধব, সাধুসকলই সকল জীবের আত্মা অর্থাৎ প্রিয়। অথবা ভগবান্ বলিতেছেন, আমিই সাধুসকল, কারণ তাঁহারা আমা হইতে ভিন্ন নহেন। তথায় তিনি আরও বলিয়াছেন, "ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম এব চ। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তেন দক্ষিণা॥ ব্রতানি যজ্ঞাশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ। যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্" ইতি॥ সর্ব্ব-সঙ্গনাশক সৎসঙ্গ আমাকে যেমন বশীভূত করে, এই সকল গুলি আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না, যথা যোগ অর্থাৎ আসন প্রাণায়ামাদি ও শমাদি "সমাধি পর্য্যন্ত" সাঙ্খ্য অর্থাৎ তত্ত্বসকলের বিবেক, ধর্ম্ম অর্থাৎ অহিংসাদি অথবা বর্ণাশ্রমাচার, স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদজপ, তপঃ অর্থাৎ কৃচ্ছ্রাদি, ত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাস, ইষ্টাপূর্ত্ত অর্থাৎ শৌচাদি দ্বাদশ, যম অর্থাৎ অহিংস্রাদি—দ্বাদশ। যম ও নিয়ম তথায় বর্ণিত হইয়াছে, অহিংসা সত্যমস্তেয়মসঙ্গো হ্রীরসঞ্চয়ঃ। আস্তিক্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মৌনং স্থৈর্য্যং ক্ষমাভয়ং॥ শৌচং জপস্তপো হোমঃ শ্রদ্ধাতিথ্যং মদর্চ্চনং তীর্থাটনং পরার্থেহা তুষ্টিরাচার্য্য-

সেবনং॥ অস্তেয় অর্থাৎ মনের দ্বারাও পরদ্রব্যের অগ্রহণ, আস্তিক্য অর্থাৎ ধর্ম্মবিশ্বাস, শৌচ অর্থাৎ বাহ্যশৌচ এবং আভ্যন্তর শৌচ। সর্ব্বসঙ্গাপহ অর্থাৎ গুণময় ও গুণাতীত বিষয়েও সঙ্গ অর্থাৎ মনের অভিনিবেশ অপহরণ করে যে তাহা, অর্থাৎ সৎসঙ্গ। অথবা ভগবান্ বলিতেছেন, ঐ সৎ-সঙ্গ আমারও সর্ব্বসঙ্গাপহ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাদি-বিষয়ক-ক্রীড়া-শক্তি হইতেও আকর্ষক। অতএব মহৎসকলের সঙ্গপ্রভাবে সেই কৃতার্থতা হইবে, এবিষয়ে কি বক্তব্য হইতে পারে? তাঁহাদের মাহাত্ম্যশ্রবণও পরমফল-স্বরূপ। শ্রীবিদুর তৃতীয় স্কন্ধে বলিয়াছেন, "শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ। তত্তদ্গুণানুশ্রবণং মুকুন্দ-পাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষামিতি। সুচির শ্রমসাধ্য শাস্ত্র সকলের এই রূপই অর্থ পণ্ডিতগণ নিশ্চয় করিয়াছেন, যাঁহা-দের হৃদয়ে মুকুন্দ পাদারবিন্দ বিরাজ করিতেছেন সেই সকল ভাগবতের গুণমাহাত্ম্য ও স্বভাবের বারম্বার শ্রবণ "ইহাই অর্থ" চতুর্থ স্কন্ধে শ্রীধ্রুবও বলিয়াছেন। "যা নির্ব্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্মধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ। সা ব্রহ্মণি স্ব মহিমন্যপি নাথ! মাভূৎ কিম্বান্তকাসি লুলিতাৎ পততাং বিমানাদিতি"॥ ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন মহৎ সকলের প্রসঙ্গেও পরম কৃতার্থতা হইয়া থাকে, তখন সেই ভক্ত সকলের সঙ্গে যে পরম কৃতার্থতা হইবে এবিষয়ে কি বক্তব্য হইতে পারে। ভবদীয় অর্থাৎ বৈষ্ণব সকলের পাদারবিন্দের সৌগন্ধ্যসেবায় যাঁহাদের হৃদয় লুব্ধ হইয়াছে, তাঁহারাই অতিপ্রিয় দেহ ও দেহানুগত পুত্র

সুহৃদাদিকে স্মরণ করেন না। শ্লোকে যে "তু" শব্দ আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল-যোগনিষ্ঠ-সকলের দেহাদির প্রতি অভিমান নিবৃত্ত হয় না॥ একাদশস্কন্ধে শ্রীহংস বলিয়াছেন, "দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতম্বা সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপং। দৈবাদপেতমথ দৈববশাদুপেতং বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ" অর্থাৎ মদিরামদান্ধ ব্যক্তির বস্ত্রগ্রহণের ন্যায় সিদ্ধগণ দৈববলে মিলিত দৈববলে অপগত দেহাদি দর্শন করিতে পারেন না। এই জন্যই পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, মর্ত্ত্য অর্থাৎ দেহকে লক্ষ্য করিয়া বর্ত্তমান সুতাদির প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে না॥ মহৎ সকলের লক্ষণও পঞ্চমস্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে। যে বা ময়ীশে কৃত-সৌহৃদার্থা জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু। গৃহেষু জায়াত্মজরাদি মৎসু ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে। অর্থাৎ মহৎসকল সমচিত্ত অর্থাৎ শত্রু-মিত্রাদির প্রতি একভাবযুক্ত, কারণ তাঁহারা প্রশান্ত অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি-শূন্য, কারণ বিমন্যু অর্থাৎ নিক্রোধ, কারণ সুহৃৎ অর্থাৎ নিঃস্বার্থ সকলের উপকার পরায়ণ, কারণ সাধু অর্থাৎ সদাচাররত, এইরূপে এই বিশেষণ সকলের কার্য্যকারণ-ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে মূলহেতু ব্যক্ত করিতেছেন "ময়ীশে কৃত সৌহৃদার্থাঃ" আমার প্রতি কৃতসৌহার্দ্দরূপ অর্থযুক্ত হইলে বিষয়বার্ত্তা ও গৃহাদিতে প্রীতিযুক্ত হয়েন না, দেহ নির্ব্বাহের অধিক বিষয়ে লালসা শূন্য হইয়া তাঁহারা দিনক্ষেপ করিয়া থাকেন॥ একাদশস্কন্ধে স্বয়ং ভগবান্ বর্ণন করিয়াছেন। "নিষ্কিঞ্চনা ময্যনুরক্ত-

চেতসঃ শান্তা মহান্তোঽখিলজীববৎসলাঃ কামৈরনালব্ধধিয়ো-জুষন্তি তে যন্নৈরপেক্ষ্যং ন বিদুঃ সুখং মমেতি"॥ আমার প্রতি অনুরক্তচিত্ত মহৎ সকলের এই গুলি বাহ্য লক্ষণ, যথা তাঁহারা নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ ত্যক্তপরিগ্রহ, শান্ত অর্থাৎ রাগাদি-শূন্য, সমগ্রজীবে বাৎসল্যযুক্ত, বিষয়ভোগে অনালব্ধবুদ্ধি অর্থাৎ অস্পৃষ্টচিত্ত। এই বিশেষণ সকলের কার্য্যকারণতা কল্পিত হইতে পারে। এক্ষণে আন্তর লক্ষণ বলিতেছেন, এতাদৃশ মদীয়গণ যে সুখের সেবা করিয়া থাকেন, সেই সুখ তাঁহারাই অবগত আছেন, অপরে অবগত নহেন। কারণ সেই সুখ নৈরপেক্ষ্য অর্থাৎ যাঁহাদের কোন বিষয়ে এমন কি মোক্ষেতেও অপেক্ষা নাই, তাঁহারাই ঐ সুখলাভ করিতে পারেন। অথবা এতাদৃশ সাধুগণ যাঁহারা আমাকে প্রীণিত করিয়া থাকেন, তাঁহারাই যাহা নৈরপেক্ষ্য তাহা অবগত হইতে পারেন। অপরে অবগত হইতে পারে না। অথবা তাঁহারাই নৈরপেক্ষ্য অর্থাৎ পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। অথবা তাঁহারাই আমার সেবা করিয়া থাকেন। এই কারণেই তাঁহারা আত্মারামত্বাদি-রূপে সর্ব্বত্র নৈরপেক্ষ্যরূপে অবগত নহেন কিন্তু রসাপেক্ষক ভক্তজন-পরবশ বলিয়াই অবগত আছেন॥ "অপি মে পূর্ণকামস্য নবং নবমিদং প্রিয়মিতি" "অহং ভক্ত-পরাধীন" ইত্যাদি শ্রীভগবদ্বচনও প্রমাণ আছে। শ্রদ্ধাদির আতিশয্য-সহকারে ভজন করিলে অনুরাগসিদ্ধি হইলেই মহত্তা সম্পন্ন হইয়া থাকে। "বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রি-পদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ" অর্থাৎ হরি সাক্ষাৎ

যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না অথবা পাপসমূহ নাশকারী সাক্ষাৎ হরি যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না, অথবা হরি প্রেমরূপ-রসনায় বদ্ধ হইয়া যাঁহাকে কি বিতরণ না করেন? তিনিই ভাগবতপ্রধান। শ্লোকে "স ভবতি ভাগবতপ্রধান" এক বচন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে তাদৃশ ভাগবতপ্রধানের বাহুল্য সম্ভূত হইতে পারে না। কারণ কথিত হইয়াছে যে, "সলক্ষণা লোকে দুর্লভা মানবাঃ কলৌ। নহি সিংহসমূহা বৈ দৃশ্যন্তে যত্র কুত্রচিদিতি। অর্থাৎ এই সকল লক্ষণযুক্ত মানব কলিকালে দুর্লভ, কারণ সিংহসমূহ যত্র তত্র দৃষ্ট হয় না" শ্রীহরিভক্তি সুধোদয়েও ধরণীদেবীর বাক্য 'সুদুর্লভা ভাগবতা হি লোকে' একাদশস্কন্ধেও বর্ণন করিয়াছেন 'দুর্লভো মানুষোদেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ। তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শন মিতি'॥ কারণ সমূলে অশেষপাপক্ষয়হেতু এবং সম্পূর্ণ সৎকর্ম্ম সমূহরূপ সম্পত্তি-বলেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রীভগ-বদ্গীতাতেও বর্ণিত হইয়াছে। যেষাং ত্বন্তর্গতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাং। তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতা ইতি। শ্রীদশমস্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, দানব্রত তপোহোম জপস্বাধ্যায়সংযমৈঃ শ্রেয়োভির্বিবিধৈ শ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তি র্হি সাধ্যত ইতি। যোগবাশিষ্ঠেও "জন্মান্তর সহস্রেষু ইত্যাদি" এই সকল প্রমাণদ্বারা জানা যায় যে, যাহাদিগের ভগবদ্ভক্তি নাই তাহারা পাপী। আত্মতত্ত্বজ্ঞান-পরগণের জ্ঞানই ভক্তি, এরূপ বলা যাইতে পারে না যোগবাশিষ্ঠাদি বচন সকলে ব্যক্ত হইয়াছে যে, তপঃ জ্ঞান ও সমাধি এই সকল ভক্তির সাধন।

শ্রীভগবদ্গীতা তাৎপর্য্য নির্দ্ধারে শ্রীধরস্বামিপাদ টীকার অন্তে ইহা লিখিয়াছেন যথা "জ্ঞানস্য ভক্ত্যবান্তরব্যাপারত্বং" অর্থাৎ জ্ঞান ভক্তির অবান্তর ব্যাপারমাত্র॥ "তেষাং সততযুক্তানা-মিত্যাদি" বচন এ বিষয়ে প্রমাণ হইতেছে॥ জ্ঞানই ভক্তি, ইহাও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না কারণ "সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ইত্যাদি" প্রমাণে জ্ঞান ও ভক্তির ভেদ দৃষ্ট হইতেছে। অতএব নিশ্চয় হইল যে আত্মতত্ত্বোপাসক যতিগণ ভক্ত সকল হইতে ভিন্ন হইলেন। চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপৃথুর প্রতি সনৎকুমার বলিয়াছেন,—"যৎ পাদপঙ্কজ-বিলাসভক্ত্যা কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ। তদ্বন্ন-রিক্তমতয়ো যতয়োঽপিরুদ্ধস্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবমিতি"। যাঁহার পাদপঙ্কজের পলাশ অর্থাৎ অঙ্গুলি' এই সকলের বিলাস অর্থাৎ কান্তি, অথবা বিলাস অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনাদি-বিষয়ক-ক্রীড়া, তার প্রতি শ্রবণকীর্ত্তন-রূপা ভক্তি প্রকাশ করিয়া সাধুগণ কর্ম্মাশয় ছেদন করিয়া থাকেন। যতিগণ সেরূপ পারেন না। শ্রীকপিলদেবও নিজমাতার প্রতি এই কথাই বলিয়াছেন। অথবা বিলাস অর্থাৎ ভগবানের মহাপ্রসাদরূপ অন্নভক্ষণ নৃত্য গীত, এতদ্রূপ যে ভক্তি, তাহা দ্বারাই তাঁহারা যেরূপ কর্ম্মাশয় ছেদন করিয়া থাকেন। যতিগণ অর্থাৎ সন্ন্যাসি সকল স্রোতোবর্গ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গ নিরুদ্ধ করিয়া ও ভক্ত সকলের ন্যায় কর্ম্মাশয় ছেদন করিতে পারেন না। কিন্তু যতিগণ কিঞ্চিন্মাত্রেই শিথিল করিয়া থাকেন। অথবা সাধুসকলই ছেদন করিয়া থাকেন, যতি সকল পারেন না, ইহাই "তদ্বৎ"

শব্দের অর্থ। কারণ "তথা ন তে মাধব! তাবকাঃ ক্বচিৎ ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদা" এইস্থলে যেমন তথা পতিত হয়েন না, কিন্তু কিঞ্চিৎ পতিত হয়েন, এইরূপ অর্থ অসঙ্গত হইয়া থাকে। কারণ তাঁহারা মাধবের প্রতি বদ্ধসৌহৃদ। সেইরূপ যতি-গণ ভক্তসকলের ন্যায় শিথিল করিতে পারেন না কিন্তু কিঞ্চিৎ শিথিল করিতে পারেন, এরূপ অর্থও সঙ্গত হইতে পারে না। "স্রোত" শব্দের দ্বারা জানা যাইতেছে যে, গঙ্গাদি স্রোতের নিরোধ কদাচিৎ হইতে পারে না, সেইরূপ ইন্দ্রিয় বর্গেরও নিরোধ কদাচিৎ হইতে পারে না কোন ক্রমে যদি বা গঙ্গাস্রোত আদির নিরোধ হইতে পারে, তথাপি ছিন্ন করিতে পারা যায় না। কারণ যতিগণ রিক্তমতি অর্থাৎ শূন্যরূপ আত্মতত্ত্বে মতি অর্পণ করিয়াছেন। যথা দশমস্কন্ধে শ্রুতিগণ ব্রহ্মস্বরূপে ভগবৎস্তুতিতে বর্ণন করিয়াছেন,— "বিয়ত ইবাপদস্য তব শূন্যতুলাং দধত" অথবা রিক্তা অর্থাৎ শূন্যা মতি যাঁহাদের তাঁহারা, অর্থাৎ নির্ব্বুদ্ধি সকল। কারণ তাঁহারা শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দের প্রতিভক্তি ত্যাগ করিয়া আত্মোপাসনা করিয়া থাকেন। অতএব পূর্ব্বে "সৎ" শব্দ প্রয়োগ করিয়া অপরের অসত্ত্ব নিশ্চয় করিয়াছেন। এতাদৃশ শ্রীবসুদেবনন্দন-রূপ অরণ অর্থাৎ শরণ আশ্রয় কর। "অরণ" এই পদ দ্বারা যতি সকলের শরণরাহিত্য ধ্বনিত হইতেছে। কারণ ভগবদাশ্রয়ণ ব্যতীত অনাথত্বই পর্য্য-বসিত হইয়া থাকে। ভক্ত সকলই সনাথ, অতএব পরম নির্ভয়ে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বৃত্তি বিস্তার করিয়া সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার ভজন করিয়া সংসারবন্ধন তাঁহারা যে মোচন করিবেন,

এবিষয়ে কি বক্তব্য হইতে পারে? সেই ভক্তগণ অনুক্ষণ মুক্ত সকলের দুর্লভ নূতন নূতন মধুর মধুর আনন্দরাশি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই সকল কথা পূর্ব্বে নিরূপণ করিয়াছি। শ্রীভগবদ্ভক্তগণ যতিসকলের মহাপ্রযত্নে দুস্তরণীয় সংসারসাগর হেলাপূর্ব্বক সুখে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। "ননাম তে দেব পাদারবিন্দং প্রপন্নতাপোপশমাতপত্রং যন্মূলকেতা যতয়োঽঞ্জসোরু সংসারতাপং বহিরুৎক্ষিপন্তি" ইতি যতি সকলও যাঁহার পদারবিন্দতল আশ্রয় করিয়া মহৎ সংসার দুঃখ দূরে উৎক্ষেপ করিয়া থাকেন। অথবা যাঁহারা শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহারা যতি বলিয়া কথিত হইতে পারেন না, কিন্তু তাঁহারা পরমভক্ত বলিয়াই কথিত হইয়া থাকেন। গৃহাদি পরিত্যাগের নিষ্ঠা অর্থাৎ দৃঢ়তা সম্পাদনার্থই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন। কেবল বেশ মাত্রেই যতি সকলের সাদৃশ্য ধারণ করিয়া থাকেন। যাহারা আত্মাকে (নিজকে) শ্রীভগবন্নারায়ণরূপে জ্ঞান করিয়া আত্ম-ব্যতিরিক্ত দৃষ্ট শ্রুত সকল পদার্থই আমার মায়া কল্পিত এবং আমাতেই অধ্যস্ত এইরূপ মায়াবাদ অনুসারে অদ্বৈত বোধমাত্রে তৎপর হইয়া থাকে, তাহারাই অদ্বৈতপর বেদান্ত-সিদ্ধান্তমতে যতি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাহারাই "যৎপাদপঙ্কজ ইত্যাদি" শ্লোকে সচ্ছব্দের বাচ্য হইতে ভিন্ন এবং অক্ষীণপাপ, বিষয়রাগযুক্ত হইয়াও আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। তাহাদের প্রতিই এই সকল বচন শ্রুত হইয়া থাকে। দশমস্কন্ধে দেবস্তুতিতে বর্ণিত হইয়াছে "যে ঽন্যে ঽরবিন্দাক্ষ! ইত্যাদি" শ্রুতিস্তুতিতেও

বর্ণিত হইয়াছে "যদি ন সমুদ্ধরন্তি ইত্যাদি" বাশিষ্ঠে কথিত হইয়াছে "অজ্ঞস্যার্দ্ধপ্রবুদ্ধস্য ইত্যাদি" ব্রহ্মবৈবর্ত্তে 'বিষয়স্নেহ-সংযুক্তো ইত্যাদি' পুরাণান্তরে 'সংসারসুখসংযুক্ত মিত্যাদি' সর্ব্বসাধননিরূপণ-প্রসঙ্গে পূর্ব্বে মহৎসঙ্গম-মাহাত্ম্য কথিত হয় নাই। মহৎসঙ্গ সর্ব্ব সাধনবর্গের শ্রেষ্ঠ ॥ ১৪ ॥

স্বরূপের ন্যায় সেই মাথুরদ্বিজও মহাপ্রেম-সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং তাঁহার ন্যায়ই স্বেদ অশ্রুপাত পুলকাদিরূপ প্রেমবিকারের তরঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! "সেই কিশোরশেখরকে প্রদর্শিত কর" এই কথা বলিতে বলিতে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

দন্তে তৃণগ্রহণ-পূর্ব্বক সেই ব্রাহ্মণ স্বরূপকে এবং স্থাবর জঙ্গম প্রাণি সকলকে প্রণাম করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, কৃষ্ণ কোথায় আছেন? আপনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন কি? ১৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মনোরম নাম সকল সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শিষ্যের প্রেমদর্শনে প্রেমসমুদ্রে মগ্ন ও বিহ্বল সেই গুরুর চরণযুগল ধারণপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

ক্ষণকাল পরে মহা-প্রেমবেগে যন্ত্রিত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে কণ্টকাকীর্ণ করীরকুঞ্জে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

হে মাতঃ! তৎক্ষণাৎ গো সকলের হাম্বারবে-মিশ্রিত তৌম্বেয়ী বীণাদল এই সকলের বাদ্যযুক্ত মধুর গম্ভীর বেণু ও বিষাণধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল ॥ ১৯ ॥

বেণুবীণাদির ধ্বনিপ্রভাবে সেই গুরু ও শিষ্য সচেতন

হইয়া সেই গম্ভীর শব্দ অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং তথায় সুশ্যাম-গাত্রচ্ছবি-মণ্ডলে সমুজ্জ্বল শ্রীগোপালদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

তরণিসুতা অর্থাৎ শ্রীযমুনায় বয়স্যবর্গসহ পশু সকলকে জলপান করাইতে গজেন্দ্রলীলার তিরস্কারক নৃত্যভঙ্গি বিস্তার করিতে করিতে সেই অনন্তলীল ভগবান্ সমীপে আগমন করিতেছিলেন ॥ ২১ ॥

সেই গোপালদেব স্বীয় কৈশোরবয়সে বিভূষিত, বিচিত্র লাবণ্যতরঙ্গের সাগরস্বরূপ, জগতের মনোনেত্রের আনন্দ-বর্দ্ধন এবং তিনি বারম্বার নূতন নূতন মাধুরী ধারণ করিতেছেন ॥ ২২ ॥

তাঁহার সুন্দর অঙ্গ সমগ্র সল্লক্ষণে সংযুক্ত, কদম্ব-পুষ্পযুগল তাঁহার কর্ণভূষণ হইয়াছে, শঙ্খের ন্যায় ত্রিরেখাযুক্ত মুক্তাহারে মণ্ডিত হইয়াছে। তিনি প্রভাযুক্ত কৌশেয় বসনযুগল পরিধান করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

শ্রীবৎস ও লক্ষ্মীর নিবাসস্থল তাঁহার পীন-বক্ষঃস্থলে গুঞ্জা-নির্ম্মিত দীর্ঘ মহাহার দোলিত হইতেছে। তাঁহার কটিদেশ মৃগেন্দ্রকটির ন্যায় মনোহর, তাঁহার বিক্রমও শত-সিংহের ন্যায়, পাদপদ্ম-যুগল সৌভাগ্যসার অর্থাৎ পরমসৌন্দর্য্য কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইতেছে ॥ ২৪ ॥

কদম্ব, গুঞ্জা, তুলসীশিখণ্ড, প্রবাল এই সকলের মালাই তাঁহার সুন্দর ভূষণস্বরূপ হইয়াছে। তাঁহার নিতম্বদেশ কটিতটী-রাজিত বিচিত্র পুষ্পমালার আন্দোলনে সুশোভিত হইতেছে ॥ ২৫ ॥

বৃত্ত আয়ত ও স্থূল ভুজদ্বয় স্থবর্ণ-নির্ম্মিত দিব্য অঙ্গদ ও কঙ্কণের উল্লাসে অতীব মনোহর হইয়াছে। করপদ্মের অঙ্গুলি সকল বিম্বাধরে ন্যস্ত মনোজ্ঞ বেণুর বাদনে উল্লাসিত হইতেছে ॥ ২৬ ॥

তিনি নিজেরও বিস্ময়োৎপাদক অপূর্ব্ব বেণুগীতের ভঙ্গি-সুধায় বিশ্বের লোক সকলকে মোহিত করিতেছেন। যাঁহার লোচন-কমলযুগল ঈষৎ চঞ্চল অপাঙ্গ বিলোকনের ভঙ্গিরূপ অলঙ্কাররসে লালিত হইতেছে ॥ ২৭ ॥

তিনি ধনুরাকার ভ্রূযুগলের নর্ত্তনশোভায় ভক্ত সকলের অনুরাগ বর্দ্ধন করিতেছেন। ঈষদ্ হাস্যযুক্ত শ্রীমুখারবিন্দ-শোভায় আত্মারাম সকলেরও চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন ॥২৮॥

তিলপুষ্প হইতেও উত্তম নাসিকার অগ্রভাগে এক গজেন্দ্রমৌক্তিক বিরাজ করিতেছে। কোন সময়ে বা গোধূলিবিভূষিত অলকরূপ ভ্রমর সকলের সম্বরণার্থ তাঁহার হস্ত উল্লসিত হইতেছে ॥ ২৯ ॥

নানারঙ্গ-তরঙ্গের সিন্ধুস্বরূপ সেই শ্রীগোপালদেব অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ললাটপট্টে যমুনার শুভ্রমৃত্তিকার ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করিয়াছেন। নানা-গৈরিক-ধাতু দ্বারা শ্রীঅঙ্গ চিত্রিত করিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

কোন কোন সময়ে তিনি ত্রিভঙ্গি-ললিত-ভাবে অবস্থিত হইয়া বংশীবাদিত করিতেছেন, নর্ম্ম বিস্তার করিয়া নিজ-মিত্রবর্গকে হাস্যযুক্ত করিতেছেন এবং স্বীয়পদ-বিক্ষেপে ভূমি বিভূষিত করিতেছেন ॥ ৩১ ॥

তাঁহারই অনুরূপ বয়ঃ ও বেশযুক্ত নীলাম্বর-যুক্ত

গৌরকান্তি রমণীয়মূর্ত্তি অগ্রজ রাম ও আত্মতুল্য সহচর-বৃন্দ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়াছেন ॥ ৩২ ॥

সেই গুরুশিষ্য তাঁহার দর্শন-জনিত মহা-হর্ষাবলি-ভরে নিপাতিত হইলে বোধ হইল যেন তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবার জন্যই তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইলেন। তৎকালে তাঁহার দর্শন-জনিত সম্ভ্রমে ঐ গুরুশিষ্যের সমস্ত নৈপুণ্য বিধ্বংসিত হইয়াছিল ॥ ৩৩ ॥

প্রিয়বর্গের প্রেম-বশীভূত সেই শ্রীগোপালদেব ধাবমান হইয়া সমাগত হইলেন এবং হর্ষভরে মুগ্ধ হইয়া দীর্ঘ মহাভুজ-যুগল দ্বারা সেই গুরুশিষ্য-দ্বয়কে আলিঙ্গন করিয়া পতিত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

কৃপার্দ্রমানস সেই মহাপ্রভু প্রেমাশ্রুধারায় তাঁহাদিগকে স্নপিত করিয়াছিলেন। ক্ষণকাল পরে করদ্বয় দ্বারা সেই গুরুশিষ্যকে সচেতন ও স্থির করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

সেই দয়ালু, ব্রাহ্মণের ও স্বরূপের অশ্রু ও গাত্রস্থিত ধূলি সংমার্জ্জন করিতে করিতে বারম্বার আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। সেই স্থলেই সেই দুইজনের সহিত উপবেশন করিয়া বাক্যামৃত দ্বারা ব্রাহ্মণকে সন্তোষিত করিয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে মথুরানুগৃহীত আর্য্য! হে বিপ্রবংশ-সাগরচন্দ্র! হে জন-শর্ম্মন্! আপনার সকল-বিষয়ে কুশল ত? ॥ ৩৭ ॥

আপনার প্রভাবে আমি সপরিবারে কুশলে আছি।

আমি আপনার প্রতি কৃপাকৃষ্ট-চিত্তে আপনার আগমন-পথে নিত্যই সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া আছি ॥ ৩৮ ॥

ভাগ্যবলেই আপনি আমাকে স্মরণ করিয়াছেন এবং ভাগ্যবলে আমি আপনাকে দর্শন করিলাম। হে ব্রহ্মন্! আমি আপনার অধীন হইয়াছি। অতএব আপনি এইস্থলে যথেচ্ছ বিহার করুন ॥ ৩৯ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন। সমগ্র সম্ভ্রম ও প্রেমানন্দভরে যন্ত্রিত হইয়া জনশর্ম্মা কোন বলিতে বা নিরীক্ষণ করিতে পারেন নাই ॥ ৪০ ॥

তখন সেই ব্রাহ্মণ বাষ্পসংরুদ্ধ-কণ্ঠ হইলেন এবং তাঁহার লোচন-যুগল অশ্রুতে পরিপূর্ণ হইল। অনন্তর ভগবানের চরণ-পদ্ম-দ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

সেই বদান্যচূড়ামণি আত্ম হইতে অধিক প্রতিদেয় কোন বস্তু না দেখিতে পাইয়া আকুল হইয়াই যেন নিজগাত্র হইতে স্বীয় ভূষণ সকল নিষ্কাশিত করিয়া সেই ব্রাহ্মণকে স্বরূপের ন্যায় বিভূষিত করিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥

সেই বদান্যচূড়ামণি ভগবান্ আত্মানুরূপা অর্থাৎ অসাধারণা কৃপা বিস্তার করিয়াছিলেন। সরূপতার বিধানহেতু (পূর্ব্বোক্ত শ্লোকানুসারে) জনশর্ম্মার অর্থ সকল পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কারণ ঐকান্তিকগণ তদ্ব্যতিরিক্ত সকল বিষয়েই নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন। একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং। ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি

মদ্বিনান্যৎ” অর্থাৎ ভগবান্ বলিতেছেন, যাঁহারা আমার প্রতি আত্মা অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা পারমেষ্ঠ্য প্রভৃতি ইচ্ছা করেন না। তৃতীয় স্কন্ধে শ্রীকপিলদেব বর্ণন করিয়াছেন, সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসরূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ। সালোক্য অর্থাৎ এক লোকে ভগবানের সহিত বাস, সার্ষ্টি অর্থাৎ সমান ঐশ্বর্য্য, সামীপ্য অর্থাৎ নিকটবর্ত্তিত্ব, একত্ব অর্থাৎ সাযুজ্য। আমার ভক্তসকল সালোক্যাদি প্রদত্ত হইলেও তাঁহারা গ্রহণ করেন না। তাঁহারা কেবল আমার সেবাই প্রার্থনা করিয়া থাকেন; আরও প্রমাণ আছে যে, “নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিৎমৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ। অন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণীতি”॥ অর্থাৎ যাঁহারা আমার সেবায় অভিরত, তাঁহারা একাত্মতা অর্থাৎ সাযুজ্য মোক্ষ ইচ্ছা করেন না। নবমস্কন্ধে দুর্ব্বাসার প্রতি শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, “মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং। নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতমিতি” অর্থাৎ যখন সেবাপূর্ণগণ সালোক্যাদি ইচ্ছা করেন না, তখন কালবিপ্লুত অর্থাৎ নশ্বর পারমেষ্ঠ্যাদির কথা কি বলিব? দশমস্কন্ধে শ্রীনাগপত্নীগণ বলিয়াছেন, “ন নাকপৃষ্ঠমিত্যাদি” দশমস্কন্ধে শ্রীদ্রৌপদীর প্রতি শ্রীমহিষীবর্গ বলিয়াছেন, “ন বয়ং সাধ্বি! সাম্রাজ্যং স্বারাজ্যং ভোজ্যমপ্যুত। বৈরাগ্যং পারমেষ্ঠ্যং বা আনন্ত্যং বা হরে পদং। কাময়ামহ এতস্য শ্রীমৎপাদরজঃশ্রিয়ং। কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্যং মূর্দ্ধ্না বোঢুমেব কাময়ামহে। সাম্রাজ্য অর্থাৎ সার্ব্বভৌমপদ,

স্বারাজ্য অর্থাৎ ইন্দ্রপদ, ঐহিকপারত্রিক-সুখভোগ, আনন্ত্য অর্থাৎ মোক্ষ, "হরেঃ পদ" অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ, আমি এ সকল প্রার্থনা করিতেছি না। কেবলমাত্র শ্রী অর্থাৎ ব্রহ্মাদি-সেবিত মহালক্ষ্মীর কুচকুঙ্কুমসংযুক্ত গদাভৃৎ শ্রীকৃষ্ণের পাদ-রজঃ কামনা করিতেছি। অথবা তাঁহার পরম-প্রিয়তম-জনের সহিত সাপত্ন্যবিশেষ অঙ্গীকার করিয়াও অনির্ব্বচনীয় বিবিধ মাধুর্য্য-সাগর এই শ্রীকৃষ্ণের পাদরজঃ কামনা করিয়া থাকি। অথবা "এতস্য" অর্থাৎ শ্রীদেবকীনন্দনের, শ্রী অর্থাৎ রুক্মিণীদেবীর। কামনাহেতুত্ববশতঃ ব্রজাঙ্গনাগণও যাহা বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। সেই ব্রজাঙ্গনাগণের বাঞ্ছনীয় বলিয়া পাদরজের পরম-মধুর-মহিমাভর প্রতিপাদিত হইতেছে। আরও কথিত হইয়াছে, "পুলিন্দ্যস্তৃণধীরুধঃ। গাবশ্চারয়তো গোপাঃ পাদস্পর্শমহাত্মনঃ" ইহার তাৎপর্য্য এই যে উহা পরমদুর্লভ হইলেও তৎপর সকলের সুলভ। আরও তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীর কুচকুঙ্কুমযুক্তত্বরূপেই প্রার্থনীয়, কুচকুঙ্কুম-ব্যতিরিক্তত্বরূপে প্রার্থনীয় নহে। কারণ কুচকুঙ্কুম ব্যতিরিক্ত হইলে কদাচিৎ আত্মারামত্বাদি-প্রশস্ত-ঔদাসীন্য উপস্থিত হইতে পারে, অর্থাৎ পরমরসিকতাদিই অভি-প্রেত ॥ ৪৩ ॥

অনন্তর বেণুর সঙ্কেতধ্বনি ও বিচিত্র মুখশব্দ দ্বারা আহ্বান করিয়া গোসকলকে জল পান করাইয়া সুখময়দেশে বেণুধ্বনি দ্বারা সেই পশু সকলকে নিরুদ্ধ করিয়া স্বরূপ জনশর্ম্মা এবং অন্যান্য সহচরবৃন্দ ও অগ্রজের সহিত জল-বিহার করিয়াছিলেন ॥ ৪৪—৪৫ ॥

পরস্পর জলনিক্ষেপকারী সহচর সকলকে কোন সময়ে তিনি জল-নিক্ষেপ করিয়া পরাজিত করেন, কোন সময়ে সহচর সকল কর্ত্তৃক বিনোদ-কোবিদ জলক্ষেপে পরাজিত হইয়া হর্ষ-লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৪৬ ॥

সেই শ্রীগোপালদেব শ্রীযমুনাপ্রবাহে সহচর-বৃন্দ সহ সুমধুর জল-বাদ্য করিতেছিলেন, কখন বা অনুলোম প্রতি-লোম ক্রমে বিচিত্র সন্তরণ লীলা বিস্তার করিয়াছিলেন ॥৪৭॥

কোন সময়ে কৃষ্ণা অর্থাৎ যমুনার জলমধ্যে নিজ অবয়ব এবং পদ্মবনে নিজমুখ লুক্কায়িত করিয়া সেই কুতূহলী অবস্থিত হইলে কেহই তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারেন নাই ॥ ৪৮ ॥

শ্রীগোপালদেব কর্ত্তৃক নিরীক্ষণই যাঁহাদের জীবন-স্বরূপ, তাদৃশ সুহৃদ্বর্গ তাঁহাকে অন্বেষন করিয়া যখন প্রাপ্ত হইলেন না, তখন তাঁহারা মহার্ত্ত ও ব্যগ্র হইয়া ঘোররবে রোদন করিতেছিলেন ॥ ৪৯ ॥

অনন্তর সেই কৌতুকী হাস্য করিতে করিতে পদ্মবন হইতে নিঃসৃত হইলে বিকাশিতলোচন সুহৃদ্গণ তাঁহার অভিমুখে কুর্দ্দন করিয়া গমন করিলেন। পরে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া বিহার করিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥

তিনি মৃণালসূত্র দ্বারা জলপুষ্প-সমূহে মনোরম হার রচনা করিয়া মিত্র সকলকে অলঙ্কৃত করিলে তাঁহারাও তাঁহাকে তদ্রূপ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, পরিশেষে তাঁহাদের সহিত জল হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥

তিনি কৃষ্ণা অর্থাৎ শ্রীযমুনার বিস্তীর্ণ পুলিনে মাধ্যাহ্নিক ভোজন করিবার জন্য মণ্ডলাকারে গোপ সকলকে উপবেশন

করাইয়া মধ্যস্থলে অগ্রজ অর্থাৎ শ্রীবলরামকে উপবেশন করাইলেন ॥ ৫২ ॥

তিনি লীলাযুক্ত নৃত্য-গতি দ্বারা চতুর্দ্দিকে বিচিত্র ভ্রমণ করিতে করিতে গৃহ হইতে আনীত অদ্ভুত ভোজ্য পরিবেষণ করিয়া শোভাযুক্ত হইয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥

সকল ঋতুতেই নিত্য ফল-পুষ্পশালি বৃন্দাবনের দিব্য বিচিত্র বৃক্ষ সকল হইতে সংগৃহীত সুস্বাদু ফল সকল অভি-লাষানুসারে বিভাগ করিয়া শোভা পাইতেছিলেন ॥ ৫৪ ॥ রসাল তাল বিল্ব বদর আমলক নারিকেল পনস দ্রাক্ষা কদলক নাগরঙ্গ পীলু করীর খর্জ্জুর দাড়িম ইত্যাদি রসযুক্ত পক্কফল-সমুদয় হর্ষভরে তাঁহাদিগকে পরিবেষন করিতে করিতে অচ্যুত নিজেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আস্বাদ করিয়া-ছিলেন ॥ ৫৫—৫৭ ॥

গোপগণ মিষ্ট মিষ্ট ফল সকল আস্বাদ করিয়া স্ব স্ব হস্তে তাঁহার শ্রীমুখে অর্পণ করিলে তিনি সাদরে ও প্রশংসার সহিত বিচিত্র মুখভঙ্গি সহকারে মধুর মধুর চর্ব্বণ করিতে করিতে তাঁহাদিগকে হাস্য করাইয়া বিমোহিত করিয়া-ছিলেন ॥ ৫৮—৫৯ ॥

পরে নানাবিধ-সুখ-ক্রীড়া-কুতূহলে বিশারদ সেই শ্রীগোপালদেব গোপ সকলকে নানাবিধ অম্ল দ্রব্য, নানাপ্রকার বহু বহু মিষ্ট উপভোগ করাইয়া এবং অলাবু পাত্রস্থিত যমুনার জল পান করাইয়া স্বয়ং পান করিয়াছিলেন ॥ ৬০—৬১ ॥

অনন্তর আচমনান্তে গৃহ হইতে আনীত কর্পূর-পূর্ণ

সুগন্ধতাম্বূল এবং বনজাত নূতন আর্দ্র নাগবল্লীদলও পূগ বিভাগ করিয়া ভোজন করিয়াছিলেন ॥ ৬২ ॥

তুলসী মালতী জাতি মল্লিকা কুন্দ কুব্জক লবঙ্গ কেতকী ঝিণ্টী মাধবী যূথিকাদ্বয় অর্থাৎ স্বর্ণ-যুথী শ্বেতযুথী কাঞ্চন শ্বেতকরবীর রক্তকরবীর শ্বেতপদ্ম রক্তপদ্ম পলাশ নবমল্লী ওড্র দমনক কদম্ব নীপ বকুল পুন্নাগ চম্পক কুটজ অশোক মন্দার কর্ণিকার আসন অর্জ্জুন পাটল প্রিয়ক এবং অন্যান্য পত্রযুক্ত পুষ্প সকল দ্বারা মিত্র সকল কর্ত্তৃক রচিত মালা তিনি বিভাগ করিয়া গ্রহণ করিলেন ॥ ৬৩—৬৭ ॥

চন্দন অগুরু কস্তুরী কুঙ্কুম এবং অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য বন হইতে আনয়নপূর্ব্বক পেষণ করিয়া অঙ্গে অনুলেপন করিয়াছিলাম ॥ ৬৮ ॥

অনন্তর সুগন্ধিপুষ্প-সুবাসিত অলিগুঞ্জনযুক্ত নিকুঞ্জ-গৃহে নবীন মৃদুপ্রবাল-পত্রপুষ্প সমূহ দ্বারা উৎকৃষ্ট রচিত উৎকৃষ্ট শয্যায় শ্রীদাম নামে দয়িতের অঙ্করূপ উপধানে মিত্রসমূহ কর্ত্তৃক কেশপ্রসাধন মনোহর সঙ্গীত করপদ্ম ও চরণপদ্মের সম্বাহন স্তবন বীজন আদি দ্বারা পরিষেবিত হইয়া সুখে শয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৬৯ ॥

হাস্যরোধন-রূপ ক্রীড়ায় সুদক্ষ মিত্র সকলকে নানা প্রকার অনুকরণে মুখপদ্মের বিকারও নর্ম্ম ভঙ্গিশত বিস্তার করিয়া পরাজয়পূর্ব্বক আহ্লাদিত করিয়া রামের সহিত হর্ষে বিবিধ বিশ্রামকেলি বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ ৭০ ॥

অনন্তর বেণু শৃঙ্গনাদরূপ সঙ্কেতে উত্থাপিত করিয়া গোবর্দ্ধন সমীপে গোচারণ করিতে করিতে ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥৭১॥

অনন্তর সহচর সকল অহংপূর্ব্বিকাক্রমে (আমি অগ্রে করিব আমি অগ্রে করিব এইরূপ উৎসাহে) নিজ নিজ রুচি অনুসারে বনজাত হরিতাল ময়ূর-পিচ্ছাদি দ্বারা তাঁহাকে পুনঃপুনঃ ভূষিত করিয়াছিলেন ॥ ৭২ ॥

ব্রজের আনন্দ-বর্দ্ধন সেই শ্রীগোপালদেব নবাগত জন-শর্ম্মাকে স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করিয়া সায়ংকালে পূর্ব্ববর্ণন মতে ঘোষে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥ ৭৩ ॥

এইরূপে ইতিহাস সমাপন করিয়া নিজজননী-কৃত প্রশ্নের উত্তর নিষ্পাদন করিতেছেন। হে মাতঃ! এই ইতিহাস-শ্রবণে আপনি স্বকৃত প্রশ্নের উত্তর স্বয়ংই বিচার করিয়া গ্রহণ করুন। কারণ আপনি শ্রীগোপীনাথের প্রসাদে মহাসাধুগতির নিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন ॥ ৭৪ ॥

পরীক্ষিৎ পুনর্ব্বার মাতৃস্নেহে স্বয়ংই ফলিতার্থ উপদেশ-পূর্ব্বক প্রকরণার্থের উপসংহার করিতেছেন, "শ্রীগোলোক আদি চারিটি শ্লোক দ্বারা।" হে জননি! সম্পূর্ণ-পরমানন্দ-রাশির চরমকাষ্ঠার সাগর-স্বরূপ শ্রীগোলোকে গমন করিতে আপনি স্বয়ং প্রয়াস করুন। (যদিও শ্রীভগবৎ-প্রসাদে গোলোকগমন সম্ভূত হইতে পারে, তথাপি সাধক সকলের গোলোক-গমন-বিষয়ে সাধন শ্রদ্ধা আসক্ত্যাদি নিমিত্ত-বলিয়া কথিত হইয়াছে। সাধন শ্রদ্ধাদি-বিষয়ে ঔদাসীন্য হইলে শ্রীভগবানের প্রসাদই সম্ভূত হইতে পারে না ॥ গোলোকে গমন করিবামাত্র সেই নাথের অর্থাৎ শ্রীমদন-গোপালদেবের সহিত পরমানির্ব্বচনীয় বিবিধ ক্রীড়া অবিচ্ছেদে সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে ॥ ৭৫ ॥

যদি বলেন মর্ত্ত্যলোকস্থ শ্রীমথুরা মণ্ডলের শ্রীগোলোক-সহ অভিন্নতহেতু মথুরা-মণ্ডলে গমনের প্রয়াস করাই কর্ত্তব্য, হে মাতঃ এবিষয়ে বলিতেছি। ভৌম মথুরামণ্ডল গমন করিবামাত্র কাহারও সকল সময়ে বিবিধ রতি সিদ্ধ হয় না। কিন্তু কোন দ্বাপর যুগের অন্তে শ্রীগোলোক-নাথ প্রকট হইয়া অবতীর্ণ হয়েন, তখন তথায় গমন করিবামাত্র সকলেরই তাদৃশ বিবিধ-রতি লাভ হইতে পারে। অন্য সময়ে কদাচিৎ কথঞ্চিৎ কোন ব্যক্তির তাদৃশ সিদ্ধি হইতে পারে। অর্থাৎ শ্রীগোপীনাথের যিনি প্রিয়তম, তাঁহারই কৃপারাশিবলে কাঁহারও তাদৃশ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, যেমন শ্রীস্বরূপের কৃপায় শ্রীজনশর্ম্মার অভীষ্টসিদ্ধি হইয়াছিল। অতএব বলিতেছি হে মাতঃ ! যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিই প্রিয়, মোক্ষাদি প্রিয় নহে, তাদৃশ লোক সকলের পাদরজঃ যত্নপূর্ব্বক সঞ্চয় করুন ॥ ৭৬ ॥।

গোপীগণের কুচকুঙ্কুমের শ্রীভরে আর্দ্র শ্রীযুত পাদযুগের প্রতি প্রীতিসঙ্গ-প্রদায়ি কোন স্থানের বিষয় আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হে জননি ! আমি আপনার মধুর ও গহন প্রশ্নের-ভাবানুসারে অশেষসন্দেহ-ঘাতক গোলোক বর্ণন করিলাম ॥ ৭৭ ॥

যে গোলোক বৈকুণ্ঠেরও উপরি ভাগে বিরাজ করিয়া থাকে। যে গোলোক গোপীরমণের চরণ প্রতি প্রেমরাশির প্রকাশ দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে গোলোক বাঞ্ছার ও বাঞ্ছারাউপরি বর্ত্তমান কোন গুরুফলের প্রাপ্তির বিষয়স্বরূপ।

সেই গোলোকস্থ লোক সকলকে ধ্যান করিলে পরম প্রেম-সম্পত্তি নিষ্ঠা উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৭৮ ॥

এক্ষণে আত্মচিত্ত সন্তোষ-জনক মহামুনিগণের এই বচন সকল শ্রবণ করুন ॥ ৭৯ ॥

স্বর্গলোকের ঊর্দ্ধে ব্রহ্মর্ষিগণ সেবিত যে ব্রহ্মলোক, (ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ। স্বর্লোকঃ কল্পিতো মূর্দ্ধ্নঃ এই প্রমাণ অনুসারে স্বর্গ হইতে পঞ্চলোকই স্বর্গ শব্দ বাচ্য অর্থাৎ স্বর্গ, মহঃ, জনঃ, তপ, সত্য) এই পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডসীমা। ইহার উপরি ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মময়-লোকই বৈকুণ্ঠলোক, কারণ উহা সচ্চিদানন্দঘন। পূর্ব্বে যে আবরণ সকলের উল্লেখ হইয়াছে, ঐ আবরণ সকল লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে, উদ্ধতামাত্র বিবক্ষা করিয়াই কথিত হইয়াছে। তথায় উমা সহ উমাপতি এবং জ্যোতিঃ স্বরূপে মহাত্মগণ অর্থাৎ মুক্তগণ বাস করিয়া থাকেন ॥ ৮০ ॥

তাহার উপরি গোলোক, যাহা সেই সেই মহাত্মগণের ভজনীয়। অথবা ব্রহ্মাদি সকলেরই সাধনীয়। নিত্য প্রিয় শ্রীনন্দাদি গোলোক অধিকার করিয়া ভোগ করিতেছেন। অথবা হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনারই সাধনযোগ্য তত্রত্য গোপগোপী সকল। হে কৃষ্ণ! সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান বৈকুণ্ঠলোক তাহার উপরি বর্ত্তমান যে গোলোক, সেই গোলোকেই আপনারই তপোময়ী গতি হইয়া থাকে। আমরা সকলে পিতামহ অর্থাৎ শ্রীব্রহ্মাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া উক্ত গতি অবগত হইতে পারি নাই ॥ ৮১—৮২ ॥

সুকৃতকর্ম্মা পুরুষ সকলের মধ্যে স্বর্গ অর্থাৎ স্বর্গ হইতে

সত্যলোক পর্য্যন্ত শমদমাদির গতি। ব্রহ্মলোক অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোক ব্রাহ্ম-তপস্যা অর্থাৎ বৈষ্ণব তপস্যার পরমা গতি, কিন্তু সেই গো সকলের লোক দুরারোহ! হে ধীর! আপনি গো সকলের প্রতি সংকৃত উপদ্রবে ব্যথিত হইয়াই যেন উপদ্রব বিনাশপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৮৩—৮৫ ॥

স্কন্দ পুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে। হে কৌন্তেয়! আমি বহুবিধরূপে ব্রহ্মলোক এবং সনাতন গোলোকে ভ্রমণ করিয়া থাকি। সত্য লোকাদিতে যে গোলোকের কথা শ্রবণ করা যায় এবং যে গোলোকবাসিনী সুরভি নিজ-কুলের আদি কারণস্বরূপ মাথুরগোকুলরক্ষণে প্রহৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মার আদেশক্রমে গোবিন্দাভিষেকের জন্য আগমন করিয়াছিলেন, সেই গোলোক তত্তল্লোক সকলের উপভোগ-যোগ্য লোকবিশেষ। ব্রজবিহারি-শ্রীগোপালদেবের সহিত সম্বন্ধহেতু মথুরামণ্ডলাদি গো সকলের বৈকুণ্ঠোপরি স্থানপ্রাপ্তি যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৮৬ ॥

শ্রীজনমেজয় বলিলেন, হে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ! আমি তৎকালে বৈশম্পায়নের মুখে এই সকল শ্লোক শ্রবণ করিয়া কোন অর্থ অবধারণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনার মুখে ঐ সকল শ্লোক শ্রবণ করিয়া কোন এক অপূর্ব্ব অর্থ অর্থাৎ ঐ গোলোক বৈকুণ্ঠেরও উপরি বর্ত্তমান, এইরূপ অর্থ আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। অহো! ভগবদ্ভক্ত সকলের কি পরম অদ্ভুত মহিমা! ॥ ৮৭—৮৮ ॥

কথা পরিসমাপ্তি হইবে, এই আশঙ্কায় আমার মন পরিতপ্ত হইতেছে। শ্লেষের দ্বারা কথিত হইল যে আমি

মরণ শঙ্কায় জ্বরাভিভূত হইয়াছি, অতএব আপনি রসায়ন অর্থাৎ চরম ঔষধি অর্থাৎ শ্রীভগবানের এবং তদীয়গণের মাহাত্ম্যবিশেষের আখ্যানরূপ রসায়ন সাক্ষাৎ প্রদান করুন। যে রসায়ন-প্রভাবে আমার মন সুনির্বৃত অর্থাৎ পরমসুখে অবস্থান করিবে ॥ ৮৯ ॥

শ্রীজৈমিনি বলিলেন, হে বৎস! জনমেজয়! তোমার পিতা গোলোকমাহাত্ম্য-কথনে প্রহৃষ্ট হইয়া উপাখ্যান দ্বয়ের অনুরূপ যে সকল পদ্য গান করিয়াছিলেন, আমি শ্রুতিস্মৃতি সকলের যাবদীয় অর্থের সারস্বরূপ রুচির সেই পদ্যগুলি গান করিয়া আপনার পিতৃবিয়োগ-জনিত দুঃখ ক্ষেপণ করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি সেই সকল পদ্য বলিতেছি ॥ ৯০—৯১ ॥

নিজরূপকতাহেতু অর্থাৎ স্বাভাবিকতাহেতু পরম-সুখাত্মক অনুভববিশেষে নির্ম্মিত সুপ্রসিদ্ধ অনির্ব্বচনীয় কলার সহিত অর্থাৎ বৈদগ্ধী, গুণরূপাদিসম্বন্ধি বিচিত্র শোভা ও ক্রীড়া এই সকলের সহিত অথবা নিজ অংশস্বরূপ গোপগোপী প্রভৃতির সহিত অখিল জীবের আত্মভূত যিনি গোলোকে বাস করিয়া থাকেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করিতেছি ॥ ৯২ ॥

যিনি গোলোকাখ্য নিজধামে এবং তাহার অধোদেশস্থিত দেবীলোকে মহেশলোকে এবং বৈকুণ্ঠলোকে এবং সেই মহাকালপুর প্রভৃতি স্থানেতে নিজ প্রভাবসমূহ প্রকটিত

দেবীলোক—শিবলোকের অধোদেশে বর্ত্তমান অথবা অষ্টাবরণের অধিষ্ঠাত্রী প্রকৃতি ॥ ৯৩ ॥

করিয়াছেন, সেই আদি আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করিতেছি ॥ ৯৩ ॥

তথায় শ্রীসকলই কান্তা, পরমপুরুষই কান্ত, বৃক্ষগণ কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণি গণময়ী অমৃতই তোয়, কথাই গান, গমনই নাট্য, বংশী প্রিয়সখী, চিদানন্দই জ্যোতিঃ, শ্রীগোবিন্দের অধরামৃত তথায় আস্বাদ্য। ভগবতী শ্রীগোপীসকলকে লক্ষ্য করিয়াই, অধরামৃতের উল্লেখ করিয়াছেন ॥৯৪॥

যেস্থলে সুরভিসকল হইতে ক্ষীরসমুদ্র প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যেস্থলে পরার্দ্ধ্য পরিমাণ ও নিমেষার্দ্ধ পরিমাণ কাল অতীত হয় না। তথায় কালহেতু ভয় ও পরিণাম উৎপন্ন হয় না। যদি বল প্রপঞ্চান্তর্গত ক্ষীরসমুদ্রবর্ত্তী প্রসিদ্ধ শ্বেতদ্বীপও এইরূপই হইয়া থাকে,এরূপ আশঙ্কা করিবেন না। এইলোকে যে শ্বেতদ্বীপ সেই শ্বেতদ্বীপকে গোলোক বলিয়া অবগত হইয়াছেন, তাদৃশ সাধুসকল পৃথিবীতলে অতি বিরল। তাঁহারা তৎপ্রীতিপর হইয়া নির্জ্জনে বিচরণ করিয়া থাকেন। যদিও এতাদৃশ ধর্ম্মবত্ত্ব প্রসিদ্ধ শ্বেতদ্বীপেও বর্ত্তমান আছে, তথাপি তথায় সমস্ত স্ত্রীর শ্রীত্ব এক পরমপুরুষের কান্তত্ব বংশীর প্রিয়-সখীত্ব নাই। বৈকুণ্ঠোপরি বর্ত্তমান গোলোকেরই এই সকল ধর্ম্ম সঙ্গত হইতে পারে। তাহার পরম শুদ্ধতাহেতু ও সর্ব্বদা গব্যক্ষীরময়ত্বহেতু শ্বেততা। দ্বীপশব্দ আশ্রয়বাচী বলিয়া পরমবিশুদ্ধ শ্রীনন্দাদির নিবাসস্থানত্বহেতুও তাহার শ্বেততা। শ্রীমথুরামণ্ডলেরও শ্রীযমুনাতীরবর্ত্তিত্ব-হেতু মণ্ডলাকারে ক্ষীর-প্লতত্বাহেতু শ্বেতদ্বীপত্ব হইয়া থাকে। এবং তথায় শ্রীমথুরাই

ক্ষীরাব্ধি, কারণ ঐদেশ গোপ্রধান ও ক্ষীরময়, শ্রীবৃন্দাবন শ্বেতদ্বীপ, কারণ বৃন্দাবন ব্রজভূমি প্রধান ॥ ৯৫ ॥

শ্রীনন্দগোকুল হইতে শ্রীমধুপুরীতে আগমনপূর্ব্বক কুবলয়াপীড়কে প্রাতঃকালে হনন করিয়া রঙ্গভূমি প্রবেশ করিয়াছিলেন, পরে চাণূরের সহিত মল্লযুদ্ধে ভগবান্‌কে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া কোন কোন পুরনারী বালকের সহিত বলবানের যুদ্ধদর্শনে "মহানয়ং" ইত্যাদি শ্লোকে নিন্দা করিলে কেহ কেহ "পুণ্যা" এই শ্লোক বলিয়াছিলেন। "ব্রজ-ভুবঃ" অর্থাৎ ব্রজভূমি এবং তত্রত্য চরাচরই ধন্য। এই মহাপুরী ধন্য নহে। কারণ যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ অনুভূত হইয়া বিবিধ ক্রীড়া করিতে করিতে পর্য্যটন করিয়া থাকেন। "এইরূপ তাৎপর্য্য" এই সভাকে ধিক্, যেখানে ইনি পরাজিত হইতেছেন, সেই ব্রজভূমি ধন্য, যেস্থলে তিনি ক্রীড়া করিতে করিতে পর্য্যটন করেন, অথবা ব্রজের সচেতন প্রপঞ্চই ধন্য, কিন্তু এই নাগর ক্ষত্রিয়প্রবর শ্রীযাদবগণও ধন্য নহেন। "অযং" এইরূপ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ বলিতেছেন ইনি যাঁহাদিগকে সন্মান করিয়া থাকেন। তাঁহার নাম প্রেমমোহভয়ে স্পষ্ট গ্রহণ করিলেন না। যদি বল বৃদ্ধ গর্গ বচনাদির প্রামাণ্য অনুসারে এই শ্রীকৃষ্ণই এইস্থলে প্রভু হইবেন, অতএব এই সভ্যগণ এই সভা এই মধুপুরী ইহাঁরা সকলেই ধন্য হইবেন। সত্য এইরূপ হইবে বটে, তথাপি সেই ব্রজ-জাতসমূহই পুণ্য, কারণ ইনি পুরাণ অর্থাৎ বারম্বার অনুভূত এবং অন্তর্যামিরূপে হৃদয়নিবাসী। ইনি শ্রীশিব মহালক্ষ্মী কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া থাকেন ॥ তথাপি ব্রজভূমিতে মনুষ্য-চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন।

অথবা মনুষ্যরূপে গূঢ় হইয়া অর্থাৎ কংসবঞ্চনার্থ বৈভব অপ্রকটিত করিয়া কিম্বা ক্রীড়াবিশেষে নিকুঞ্জাদিতে অলক্ষিত হইয়া বনসম্বন্ধি বিচিত্র মাল্য ধারণপূর্ব্বক ক্রীড়া করিয়া থাকেন এবং গোচারণ ও বেণুবাদন করিতে করিতে রাসাদি ক্রীড়াদ্বারা অঞ্চিত অর্থাৎ পূজিত হইয়া থাকেন "তাৎপর্য্য এইরূপ" শ্রুতি স্মৃতির অর্থ তৎপর এই সকল ক্ষত্রিয় প্রবরগণ ইহাঁর প্রতি পুরাণ বলিয়া তাদৃশ আদর প্রকাশ করেন না। অন্তর্য্যামি বাসুদেব-বুদ্ধিতেও তাদৃশ আদরপ্রকাশ করিতে পারেন না। দিব্য চতুর্ভুজাদিরূপ দর্শনহেতু, শিবাদি সেব্য-স্বরূপে অবগতিহেতু, পরমবৈভব-প্রকটনের আলোচনহেতু ভয় গৌরবাদির সঞ্চার হইয়াছিল, তজ্জন্যই তাঁহাদের তাদৃশী প্রেমসম্পত্তি উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু সেই ব্রজবাসিগণ তাঁহাকে নিত্য নূতনত্বরূপে অবলোকন করেন বলিয়া কোন সময়ে ইনি দূরস্থ হইলে দর্শনোৎকণ্ঠার আতিশয্যবশতঃ এবং ক্ষণে ক্ষণে আবির্ভাবশীল পরম প্রেম-পরম্পরাহেতু শ্রীনন্দ-যশোদার পুত্ররূপে অবগতিহেতু, নিগূঢ়রূপে পরম উপজীব্য মহানিধির ন্যায় নিরন্তর পরমাপেক্ষ্য-জনিত রহস্য-বিহারহেতু অবিচ্ছেদে ভজনশীল এই ব্রজবাসিগণ মহাসুখ-বিশেষপরম্পরার কাষ্ঠা অনুভব করিয়া অতীব ধন্য হইয়া থাকেন। যদি বা প্রেমভক্ত যাদব সকলেরও তাদৃশত্ব হইতে পারে, তথাপি তাঁহার বনচিত্রমাল্যতা কিরূপে হইবে? যদি বা তাহা হইতে পারে, তথাপি রাজ্যৈশ্বর্য্য লাভ হইলে গো পালন কিরূপে সম্ভূত হইবে? যদি বা তাহাও হয় তথাপি বেণুবাদন ও রাস-ক্রীড়া সম্ভূত হইতে পারে না। অপর লীলা স্ত্রীগণ লজ্জা বশতঃ

উল্লেখ করিলেন না। অবশেষে নিষ্কর্ষ করিতেছেন, গিরিত্র-রমা অর্থাৎ যিনি গোবর্দ্ধন ধারণকালে শ্রীকৃষ্ণকে কটাক্ষপাতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন তিনিই শ্রীরাধিকারূপা লক্ষ্মী, এইস্থলে সেই রাধিকা কর্ত্তৃক ইনি সেবিত হইবেন না॥ ৯৬॥

শ্রীব্রহ্মাও বৃন্দাবনে ভগবানের স্তব করিয়াছিলেন। এই ব্রজের ধেনুসকল ও রমণীসকল পরমাদ্ভুত ধন্যতাযুক্ত, কারণ তাঁহারা নিজস্তন্য-দানে আপনাকে আহ্লাদিত করিয়া জগৎ আহ্লাদিত করিতেছেন। পশ্চাৎ-উল্লেখ-হেতু গো সকল হইতে রমণীগণের ধন্যতা সূচিত হইল। মাদৃশ জন-কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অনুষ্ঠিত অশ্বমেধাদি যজ্ঞ সমুদায় তাদৃশ তৃপ্তি প্রদান করিতে পারে না। তজ্জন্যই আপনি বৎস ও আত্মজ-রূপে তাঁহাদের স্তন্যামৃত প্রতিক্ষণ পান করিয়া থাকেন। মূলে (পীত) এই অতীত নির্দ্দেশ দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, ব্রহ্মহৃত বৎস ও বৎসপ সকলের আগমনে বিলম্ব নাই। হে বিভো! আপনি অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও ভক্ত সকলের আহ্লাদার্থ পরিচ্ছিন্নের ন্যায় বৎসরূপ ধারণ করিয়াছেন॥৯৭॥

নন্দগোপ এবং ব্রজবাসি সকলের আশ্চর্য্য ভাগ্য! কারণ পরমানন্দ সনাতন পূর্ণব্রহ্ম তাঁহাদের মিত্র। তাৎপর্য্য যথা, সনাতনমিত্র অর্থাৎ নিত্যই হিতকারী কোন সময়ের জন্যও উপেক্ষক নহেন। কেবল ভয় ত্রাণ-কর মিত্র নহেন, কিন্তু পরমসুখদায়ী, অথবা যিনি কেবল মিত্র, ঈশ্বরাদিরূপ নহেন, "যাহা দ্বারা প্রেম হ্রাস হইবে"॥ ৯৮॥

এই ব্রজবাসি সকলের মাহাত্ম্য অধিক কি বর্ণন করিব? আমার সহিত শ্রীরুদ্রাদি ত্রয়োদশ দেবগণ (শিব ব্রহ্মা চন্দ্র

দিগ্ বায়ু অর্ক প্রচেতাঃ বহ্নি ইন্দ্র উপেন্দ্র মিত্র প্রজাপতি) এই ব্রজবাসি সকলের অহঙ্কারাদি ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক সেই ইন্দ্রিয় সকলকে পানপাত্র স্বরূপ করিয়া চতুর্দ্দিশের অর্থাৎ আপনার চরণারবিন্দ মকরন্দ ক্রমে পান করিতেছেন। সেই মকরন্দ পরমমাধুর্য্যে অমৃত এবং অসব অর্থাৎ প্রাণময় অথবা অমৃত অর্থাৎ মুক্ত সকলেরও আসব অর্থাৎ পরম-মাদক। এতাদৃশ মধু বারম্বার পান করিতে হইলে ব্রজবাসিবর্গের ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করিলেই সঙ্ঘটিত হইতে পারে, অন্য ভক্তের ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করিলে তাদৃশ সৌভাগ্য লাভ হয় না। ইহা দ্বারা ব্রজবাসি সকলের পরমোৎকর্ষ সূচিত হইল। অথবা মূলস্থিত "একাদশ" এই পদটি 'বয়ং' (আমরা) ব্রহ্মাদি দেবগণেরই বিশেষণ। পায়ু এবং উপস্থ দ্বারা সাক্ষাদ্ ভগবদ্ভজন হয়না বলিয়া, এই দুইটির উল্লেখ করেন নাই। যদিও উপস্থ দ্বারা গোপীদিগের হইতে পারে তথাপি ধৃষ্টতা-পরিহারের জন্য উল্লেখ করেন নাই। যদ্যপি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ব্রজবাসি সকলের প্রাকৃত দেবগণ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা হইতে পারেন না, তথাপি পাঞ্চভৌতিক দেহানুকরণেই এইরূপ কথিত হইয়াছে। কিম্বা বৈকুণ্ঠস্থিত সচ্চিদানন্দ চন্দ্রসূর্য্যাদি দেবগণের তথায় অবতার হইয়াছিল, তজ্জন্যই এইরূপ বলিয়াছেন। অথবা সচ্চিদানন্দ শ্রীশিব ও ব্রহ্মার সাহচর্য্যহেতু অন্যান্য দেবগণও সচ্চিদানন্দ হইয়া থাকেন ॥ ৯৯ ॥

মনুষ্যলোকে এই গোকুলে তৃণাদি জন্মলাভ করিলেও ভূরিভাগ্য বলিয়া গণনা করিয়া থাকি। কারণ গোকুল-

বাসির কোন একজনের পাদধূলি লাভ করিতে পারা যাইবে। কারণ সেই ভগবান্ মুকুন্দ যাঁহাদের জীবনস্বরূপ, যাঁহার পাদধূলি সমুদয় শ্রুতিসকল অদ্যাপি অনুসন্ধান করিতেছেন ॥ ১০০ ॥

ব্রহ্মা বলিতেছেন, আমি কি বর্ণনা করিব ? যাঁহাদের ভক্তি-বিশেষে ভগবান্ আপনিও মহা ঋণী হইয়া আছেন। সর্ব্বফল-স্বরূপ আপনা হইতে অপর কি ফল আপনি তাঁহাদিগকে প্রদান করিবেন এই ভাবিয়া আমি মুগ্ধ হইতেছি। ঋণ পরিশোধের কোন দ্রব্য আমি দেখিতে পাইতেছি না। যদি বলেন, আমি স্বয়ং আপনাকেই প্রদান করিয়া ঋণ পরিশোধ করিব। ইহা হইতে পারে না, কারণ বালঘাতিনী পূতনা সাধুবেশ ধারণ করিয়া আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। আপনি যদি এই ব্রজ-বাসিদিগকে আত্মাই প্রদান করেন, তবে নিতান্ত অসামঞ্জস্য হইবে, কারণ ইহাঁরা নিজ নিজ ধাম অর্থ সুহৃৎপ্রিয় আত্মতনয় প্রাণ আশয় আপনার জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন ॥ ১০১ ॥

যদি বলেন, সর্ব্বত্যাগি যতিগণেরও আমা হইতে অধিক ফল বাঞ্ছনীয় নাই, তবে এই ব্রজবাসিগণের অপর্য্যাপ্ত কিরূপে হইল ? হে কৃষ্ণ ! রাগাদি সেইকাল পর্য্যন্ত স্তেন অর্থাৎ বিবেক-ধৈর্য্যাদি সর্ব্বগুণরত্নহারক হইয়া থাকে, মোহও সেইকাল পর্য্যন্ত পাদশৃঙ্খল হইয়া থাকে। যতদিন লোকসকল আপনার না হইয়া থাকেন। ত্বদীয় সকলের রাগাদি ত্বন্নিষ্ঠ হইয়া বিমোচকই হইয়া থাকে। অতএব যতিসকল হইতে ইহাঁদের বিশেষ নাই, বরং তাহাদের (ব্রজবাসি-সকলের) ভজন অধিকতর হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে লোকসকল ত্বৎ-

স্তেন অর্থাৎ চোর ॥ ১০২ ॥

সম্বন্ধমাত্র-বিশিষ্ট না হইলেই তাহাদের রাগাদি দোষাবহ হইয়া থাকে, আপনার হইলে ভক্তিসম্পত্তি-বৃদ্ধির হেতু হইয়া গুণবিশেষের আপাদক হইয়া থাকে। সন্ন্যাসি-সকল আপনার প্রতি ভক্তিবিহীন। অথবা হে সর্ব্বচিত্তাকর্ষক কৃষ্ণ! জনসকল যতদিন আপনার প্রতি নত অর্থাৎ ভক্তিতে প্রবৃত্ত না হয়েন, ততদিন আপনারও রাগাদিরূপ গৃহও কারাগৃহ, মোহও অঙ্ঘ্রি নিগড় হইয়া থাকে। এইরূপে আপনি স্বয়ংই নিজভক্তিবিষয়ে লোকসকলকে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বিচিত্র রাগাদি আবিষ্কার করিতে করিতে বহুপ্রকার স্বার্থসিদ্ধির জন্য ক্রীড়া করিয়া থাকেন॥ ১০২॥

যদি বলেন, আমি এইজন্যই পুত্রাদিরূপে ব্রজভূমিতে বর্ত্তমান আছি। হে ভগবন্! আপনি নিষ্প্রপঞ্চ হইয়াও ভূতলে যে পুত্রত্বাদি অনুকরণ করিতেছেন, তাহার কারণ এই যে নিজ ভক্তজন সমুদয়ের আনন্দ সমূহের বর্দ্ধনমাত্র, সুতরাং আনৃণ্য অক্ষুণ্ণই থাকিল॥ ১০৩॥

জ্ঞানবিষয়ে যতমানগণ জ্ঞানের সাধন করুন "ইহা জ্ঞান-পরগণের প্রতি সোল্লুণ্ঠবচন" জ্ঞান ও জ্ঞানফল হইতে ভক্তির মহিমা অধিক, এ বিষয়ে অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। হে প্রভো! হে বিচিত্রানন্ত-প্রভাব! আপনার বৈভব অর্থাৎ আপনার প্রতি ভক্তিমহিমা কায়, বাক্, মন এই সকলের ব্যাপারের বিষয় নহে। কারণ, উহা অপরিচ্ছিন্ন ও অবিতর্ক্য। ইহা দ্বারা সূচিত হইল যে, জ্ঞান ও জ্ঞানের ফল এবং অন্যান্য পরিচ্ছিন্ন। হে প্রভো! অর্থাৎ সর্ব্ববিলক্ষণ-প্রকৃষ্টতররূপ! আপনার শরীরের বৈভব আমার মন ও বাক্যের বিষয় নহে।

অথবা আপনার মনেরও বৈভবও আমার গোচর নহে। ফলিতার্থ এই যে, আপনার মন যেরূপ অপরিচ্ছিন্ন, অবিতর্ক্য সম্বিচ্ছক্তি-বিশেষরূপ, বাক্য তদ্রূপ অনন্ত অগাধবোধ, আপনার বপুঃও তদনুরূপ। হে অপরিচ্ছিন্ন-বিচিত্র-শক্তিমন্! এই ব্রজবাসি-সকলের মহিমা আমার ও আপনার কায়-বাক্-মনের গোচর নহে। অর্থাৎ ব্রহ্মা উহা লিখিয়া শেষ করিতে পারে না ॥ ১০৪ ॥

ব্রহ্মা দীর্ঘকাল ব্রজবাসি-সমীপে অবস্থান করিতে আপনাকে অযোগ্য বিবেচনা করিয়া এবং অপরাধান্তরও আশঙ্কা করিয়া স্বস্থানে গমন করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। হে ভগবন্! আপনি নিজমহিমা এবং আমাদের নিকৃষ্টত্বাদি অবগত আছেন। কারণ আপনি সর্ব্বদৃক্ অর্থাৎ সর্ব্বদা সকলবস্তু সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছেন। এইজন্য আপনাকে স্তব করিতে আমি যোগ্য নহি। এক্ষণে আমার প্রতি গমনানুজ্ঞা প্রদান করুন। যদি বলেন তুমি আমার রূপ-নামাদির ভক্তির ভক্তসকলের এবং এই ব্রজবাসি সকলের মাহাত্ম্য অশেষরূপে বর্ণন কর, হে ভগবন্! এরূপ অনুমতি করিবেন না, আপনি সর্ব্বদৃগ্ হইয়া সমস্ত অবগত হইতেছেন না কি? কারণ সেই সেই মহিমার অন্ত নাই। অথবা ভগবান্ বলিতেছেন হে ব্রহ্মন্! অধুনা তুমি এই ব্রজে যে কোন জন্ম প্রার্থনা করিলে, তবে এক্ষণে কিজন্য অন্যত্র গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছ? অতএব তুমি এই স্থানে অবস্থান করিয়া কর্ণ-সুখাবহ ব্রজমহিমা বর্ণন কর। তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিতেছেন হে ভগবন্! চতুর্ম্মুখ-শরীরে আমি এইস্থানে বাস করিতে যোগ্য নহি।

শরীরান্তর-ধারণও দ্বিপরার্দ্ধাবসান না হইলে হইতে পারে না। এইজন্য ব্রজবাসির পাদধূলিতে অভিষেক আমার দুর্লভ হইতেছে। আরও বলি নিজ অশক্যে এই ব্রজবাসিগণের মহিমা-বর্ণনে প্রবৃত্তি পরমলজ্জার-হেতু এবং দোষের নিমিত্ত হইবে। যদি বলেন যে তুমি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও কিজন্য বিচার না করিয়া এইরূপ যাচ্ঞা করিলে? হে ভগবন্! আপনিই সর্ব্বজ্ঞ মাদৃশ লোক-সকল কিঞ্চিজ্জ্ঞ অর্থাৎ অল্পজ্ঞ। অথবা আপনিই জ্ঞানাদি-শক্তি প্রদান করিয়া সকলকে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, এইজন্য আপনিই সর্ব্বদৃক্॥ আপনি অন্তর্যামিরূপে যেরূপ প্রেরণ করিয়াছেন আমিও সেই রূপই প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সে বিষয়ে আমার কোন দোষ বা গুণ নাই। হে ব্রহ্মন্! দাসের পক্ষে এইকথা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে, তুমি জগতের স্বামী তোমার পক্ষে এইকথা যুক্তি-যুক্ত হইতে পারে না। হে প্রভো! আপনিই জগতের নাথ, আমি বা অন্য কেহ জগতের নাথ নহে। অতএব আমিও আপনার দাস। ভগবান্ বলিলেন হে ব্রহ্মন্! তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া পুত্রপৌত্রাদিরূপে জগৎত্রয় অধিকার করিয়াছ, প্রত্যক্ষ ইহা দর্শন করিতেছি, অতএব আমি কিরূপে জগন্নাথ হইলাম? তুমিই বা আমার কিরূপে দাস হইলে? ব্রহ্মা বলিলেন হে ভগবন্! এই জগৎ আপনাতেই নিহিত আছে এই জন্য এই জগৎ আপনারই অধীন। অথবা আপনার এই জগৎ আপনা কর্ত্তৃক আমাতে অর্পিত হইয়াছে। আপনার অর্পণ-কৌশলেই জগৎ মদায়ত্ত বলিয়া অভিমান করিতেছি॥ ১০৫॥

হে বৃষ্ণিকুলপদ্মের উৎসব দায়িন্! হে (সূর্য্যোপম!) পৃথিবী দেব ব্রাহ্মণ পশু এই সকলরূপ সাগরের বৃদ্ধিকারিন্ (চন্দ্রোপম!) পাষণ্ড-ধর্ম্মরূপ নৈশতমের বিলোপকারিন্ চন্দ্র-সূর্য্যোপম! ক্ষিতিরাক্ষস-কংসাদির বিনাশকারিন্! অর্ক অর্থাৎ সূর্য্যকে অধিকার করিয়া সকলেরই পূজ্য! ভগবন্! কল্প পর্য্যন্ত আপনাকে নমস্কার করিতেছি॥ ১০৬॥

এক্ষণে পরিক্ষীৎ ভগবানের অভীষ্টোত্তমতর শ্রীবলরামের সৌভাগ্যাতিশয় গান করিয়াছিলেন। পৌগণ্ড গোপালন-লীলায় বৃন্দাবনের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে করিতে শ্রীভগবান্ বৃন্দাবনের সদ্‌গুণাতিরেকে পরম হৃষ্ট হইয়াছিলেন। শোভা বর্ণনচ্ছলে স্বমহিমা-বর্ণনে লজ্জিত হইয়া, জ্যেষ্ঠসম্মানন-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিবার জন্যই শ্রীবলরামকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে-ছেন, এই অনাদিকাল হইতে অনুবর্ত্তমানা আপনার বিচিত্র বিভূতি ও অবতারগণে বিভূষিতা হইয়া এবং পূর্ব্বে আপনা কর্ত্তৃক বরাহরূপে উদ্ধৃতা এবং রমিতা, শেষরূপে মস্তকে ধার্য্যমানা হইয়াও এই ধরণী অদ্যই ধন্যা হইতেছেন, অথবা ধন্যা অর্থাৎ ধর্ম্মযুক্তা হইতেছেন। ইহাঁর তৃণ বীরুধ ও গুল্ম সকলও ধন্য। স্বর্গাদিস্থ তৃণাদি ধন্য নহে। কারণ ইহারা গোপালরূপে মথুরায় অবতীর্ণ আপনার পাদস্পর্শ করিতেছে। শ্রীরঘুনাথ অবতারেও ধরণী এতাদৃশ ধন্য হয়েন নাই। কারণ তিনি পৌগণ্ডদশা অতিক্রম করিয়া বনভূমি ধন্য করিয়াছেন, এক্ষণে বিচিত্র পৌগণ্ড লীলায় সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিয়া এই ধরণীকে ধন্য করিতেছেন। দ্রুম ও লতা সকল ফলপুষ্প-গ্রহণে এবং

ভূষণার্থ পত্রপল্লবাদির বিচ্ছেদে আপনার নখস্পৃষ্ট হইয়া ধন্য হইতেছেন। শ্রীযমুনাদি নদী সকল শ্রীগোবর্দ্ধনাদি পর্ব্বত সকল ময়ূরাদি পক্ষি সকল কৃষ্ণসারাদি মৃগ সকল আপনার সদয় অবলোকনে ধন্য হইতেছে। এমন কি গোপীসকলও ভুজযুগলের অন্তর অর্থাৎ শ্রীবক্ষঃ দ্বারা ধন্যা হইতেছেন। লক্ষ্মীও সেই বক্ষঃ স্পৃহা করিয়া থাকেন॥ ১০৭॥

শ্রীগোপিকামাহাত্ম্য বিশেষ বর্ণন দ্বারা গোপীভাব প্রাপ্ত সেই রাজা এক্ষণে সবিশেষ বর্ণনা করিতেছেন। যথা হে সখি শ্রীরাধে! এই বৃন্দাবন স্বর্গ ও লোকাতীত লোক সকল হইতেও এই ভুলোকের কীর্ত্তি বিস্তার করিতেছে। কারণ এই বৃন্দাবন দেবকীসুত শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম যুগল হইতে লক্ষ্মী লাভ করিয়াছে। স্বর্গাদিস্থিত শ্রীবিষ্ণু ইঁহার অবতার, ইনি অবতারী, এইজন্যই স্বর্গাদি হইতে ভুলোক কীর্ত্তিমান্ হইতেছে। কারণ এই বৃন্দাবনে গোবিন্দ-বেণু নাদ শ্রবণ করিয়া গম্ভীরগর্জ্জী নীলমেঘ বিবেচনা করিয়া ময়ূরগণ পর্ব্বতসানুতে নৃত্য করিতে থাকিলে অন্যান্য জন্তুগণ স্ব স্ব কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া বিস্মিতলোচনে ঐ নৃত্য দর্শন করিতে থাকে॥ ১০৮॥

অন্য কোন গোপিকা বর্ণন করিতেছেন। হে অবলা! অর্থাৎ সখীগণ! এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত নিশ্চয় হরিদাস-শ্রেষ্ঠ, হরি যেমন সকলের দুঃখ এবং চিত্ত হরণ করিয়া থাকেন, এই গোবর্দ্ধনও সেইরূপ সকলের দুঃখ ও চিত্ত হরণ করিয়া থাকেন। কারণ ইনি রামকৃষ্ণের চরণস্পর্শে

তৃণাদির উদ্গমচ্ছলে রোমোদগমাদি-লক্ষণ-লক্ষিত প্রমোদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই গোবর্দ্ধন যেমন প্রভুর পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভ্রাতা বলদেবের এবং সহচরগণেরও পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। কারণ দাসবর্য্যের এইরূপই লক্ষণ। অথবা রমণশীল কৃষ্ণচরণ-যুগলের স্পর্শপ্রভাবে নবনীতাদির ন্যায় কোমল হইয়া ঐ চরণযুগলের সেবা করিয়া থাকেন। অথবা শ্রীকৃষ্ণচরণ বিহার করিয়া ইহাকে প্রমোদিত করিতেছেন। আমাদিগকে ধিক্! আমরা এইরূপ সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিতেছি না॥ ১০৯॥

কোন কোন সখী বর্ণন করিতেছেন। বলরাম এবং গোপগণের সহিত গোবিন্দ বেণুবাদন করিতে করিতে ব্রজপশু অর্থাৎ গোমহিষ্যাদি চারণ করিতে থাকিলে প্রেম-পরবশ অম্বুদ সেই প্রিয়কে প্রিয়ের ন্যায় স্বশরীররূপ ছত্র দ্বারা এবং কুসুমাবলী অর্থাৎ বৃষ্টিকণা-সমূহ দ্বারা সম্মান করিয়া থাকেন। অতএব হে সখি! সেই মেঘই ধন্য আমরা অধন্য। কারণ আমাদের সকলই বিপরীত। পশুসঞ্চারণ-সময়ে তাঁহার দর্শনই সুদুর্ঘট, যদিবা কোন সময়ে দর্শন বা বেণুশ্রবণ লাভ করি বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মোহ উপস্থিত হইয়া সুখভঙ্গ করিয়া থাকে॥ ১১০॥

কোন সখী বলিতেছেন। হে সখীগণ! নদী সকলও অনির্ব্বচনীয় বেণু নাদামৃতময় মুকুন্দগীত সাবধানে কর্ণ দ্বারা হৃদয়ে ধারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আবর্ত্তসূচিত কামবেগে ভগ্নতরঙ্গা হইয়া থাকেন এবং ঊর্ম্মিরূপ ভুজসমূহ দ্বারা আলিঙ্গন অর্থাৎ আচ্ছাদন করিয়া হৃদ্রোগ উপশমনের জন্য

পরম-দীনতার সহিত ধারণ করিয়া থাকেন। পরিশেষে কমলরূপ-পূজাসামগ্রী সকল দ্বারা পাদযুগলের পূজাও করিয়া থাকেন। অথবা নদীগণ মোহনবেণু-গীত শ্রবণ করিয়া সহসা স্বপতি সমুদ্রাভিগমনের ত্বরা পরিত্যাগ করিয়া মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক মণিমুক্তাদি-হার সকল হইতেও শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণপ্রিয় ব্রজভূমিতে জাত কমল-হারে ভূষিত হইয়া উর্ম্মি সদৃশ দীর্ঘ বহুতর ভুজ সকল দ্বারা মুরারির পাদযুগল গ্রহণ করিতেছেন। এই জন্য বলিতেছি হে সখি! সেই নদী সকলই পরম ধন্য, তাঁহারাই তদীয় প্রিয়তমা আমরা নহি, আমাদের মত দুর্ভাগ্যগণের তাঁহার বেণুগীত-শ্রবণে সামর্থ্য নাই। কৃষ্ণসেবা করিবার জন্য অবকাশ নাই, কারণ পতিপুত্র-সেবাদিরূপ-গৃহকৃত্যের বিরাম নাই। তদীয় ভজনোচিত বেশভূষাদি ধারণের নৈপুণ্য নাই। অথবা তাঁহাদের ন্যায় দীর্ঘতর হস্তও নাই॥ ১১১॥

অন্য কোন সখী বর্ণন করিতেছেন। বৃন্দাবনাদিস্থ লতাসকল, বিষ্ণু অর্থাৎ ব্যাপকরূপে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিলেও ভক্তবশ্যতা-হেতু শ্রীনন্দকিশোররূপে সর্ব্বদা স্থিত পরমবিষ্ণুকে নিধির ন্যায় যত্নপূর্ব্বক রহস্যে রক্ষা করিলেও প্রেম বৈবশ্য-হেতু তাঁহাকে ব্যক্ত করিতেছেন। কারণ এই লতাগণ পুষ্পফলাদিরূপ অক্ষয়সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন, প্রণাম করিবার জন্য শাখা সকল অবনমিত করিয়াছেন। মধুধারা-রূপ অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছেন। ইঁহাদের তনু প্রেমভরে অতীব হৃষ্ট হইয়াছে। ইঁহাদের ভর্ত্তা তরুসকলও এই-রূপ হইয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত লোক

সকল পুষ্পতুল্য রূপ জাতি ও ধন দ্বারা ফলতুল্য পুত্রাদি দ্বারা যুক্ত হইয়া অথবা পুষ্পতুল্য অর্থবাদ বহুল বেদ সকল, বেদোক্ত কর্ম্মাচরণাদি এই সকল দ্বারা এবং তদুক্ত ঐহিক পারত্রিক ভোগসুখ দ্বারা পরিবেষ্টিত শাখারূপ-পরিবারে যুক্ত হইয়া ও মাতৃজারের ন্যায় সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণুকে গোপন করিলেও তাঁহার গীত-শ্রবণ-মাত্রে প্রেমরাশির উদ্গম হেতু স্বেদ কম্প পুলকাদি হর্ষ বিকারে যুক্তশরীর হইয়া আনন্দাশ্রু-ধারা মোচন করিয়া থাকেন। এই সকল শ্লোকে নিজদুঃখ-নাশক হর্ষই সূচিত হইতেছে ॥ ১১২ ॥

ভগবান্ বলরামকে বলিতেছনে। এই ভ্রমর সকল অখিল ভুবনের এবং সমগ্র লোকের তীর্থস্বরূপ আপনার যশোগান করিয়া পথে পথে অনুসরণ করিতেছে। এই অলিগণ অন্য কেহ নহে, আপনার মুখ্যভক্ত, আত্মারাম নহে। আপনি বন্যবেশে গূঢ় হইলেও ইহারা আপনাকে পরিত্যাগ করিতেছে না। যেমন পরমবৈষ্ণব মুনিগণ দুর্ব্বোধলীলত্ব দুর্লভত্বাদিহেতু থাকিতেও আপনাকে ত্যাগ করেন না। কিন্তু কর্ম্মজ্ঞানাদিমার্গে বর্ত্তমান হইয়াও সারভূত আপনার যশঃই পরম-সেব্যত্বরূপে গান করিতে করিতে অন্তর্যামিরূপে ও সর্ব্বজীব-পূজ্যতম পরমেশ্বররূপে প্রকাশমান আপনাকে ভজন অর্থাৎ সাক্ষাদ্ দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ১১৩ ॥

অধুনা কীট সকল হইতে শ্রেষ্ঠ জলচারি পক্ষি সকলের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন। গোপী সকলের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছেন। হে সখীগণ! জলকমলাদি বিচিত্র মনোহর ভোগসামগ্রীযুক্ত সরোবরে অবস্থিত নিরন্তর

বিহারপর সঙ্খ্যাতীত সারস হংস এবং অন্যান্য জলচর বিহঙ্গমগণ শ্রীকৃষ্ণবেণুর চারু গীতদ্বারা হৃতচিত্ত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ মোহপ্রযুক্ত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া পশ্চাৎ সেই সরোবরে আগমনপূর্ব্বক হরি উপাসনা করিয়া থাকে। উপাসনাপ্রকার এইরূপ, বেণুগীত-শ্রবণে তাহারা যতচিত্ত অর্থাৎ মনঃ সংযমযুক্ত হইয়াছেন, মীলিতদৃশ অর্থাৎ চক্ষুরাদি অঙ্গবর্গ সংযমিত করিয়াছে, ধৃতমৌন অর্থাৎ বাগাদি ইন্দ্রিয়-বর্গও সংযমিত করিয়াছে ॥ ১১৪ ॥

পরমমোহে ধৈর্য্যহানি-বশতঃ কোন সখী যশোদাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, হে অম্ব ! এই শ্রীবৃন্দাবনে যে সকল পক্ষি আছে তাহারা সকলেই ভগবদ্ধর্ম্ম-পরায়ণ পরমর্ষি, কারণ ইহাঁরা বেণুগীত এবং শ্রীবৃন্দাবনস্থ গোপ-গোপীগণের গাথা শ্রবণ করিয়া থাকেন এবং রুচিরপ্রবাল-বিশিষ্ট বৃক্ষ-শাখায় আরোহণ করিয়া নির্ব্বাধে কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। তৎকালে তাঁহারা আনন্দভরে স্ব স্ব নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকেন এবং অন্যকথা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-পর মুনিগণও শ্রীকৃষ্ণদর্শন যে প্রকারে হইয়া থাকে, সেই প্রকারে রুচির-প্রবালস্থানীয়—সৎকর্ম্ম প্রকাশক বেদ-রূপ-দ্রুমের-শাখায় আরূঢ় হইয়া যে সকল বেদদ্বারা যে প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, সেই বেদ সকল আশ্রয় করিয়া সৎকর্ম্ম ফলার্পণরূপ প্রকারদ্বারা বেদোক্ত-কর্ম্ম সকল স্বীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের নিমিত্ত পরম মনোরম তাঁহার গীত শ্রবণ করেন। পরে পরমানন্দে নয়ন মুদ্রিত করিয়া কেবলমাত্র তাঁহার নাম-সংকীর্ত্তন-তৎপর হইয়া থাকেন।

অহো আমাদিগকে ধিক! কারণ আমরা বৃক্ষারূঢ় হইয়া বনচারি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন বা তাঁহার বেণুগীত শ্রবণ করিতে পারি না ॥ ১১৫ ॥

কোন কোন গোপী মৃগসকলের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন। হে সখীগণ! আমরা অধন্যা, কারণ এই সকল মূঢ়মতি হরিণী বেণুনাদ শ্রবণ করিয়া বনমালা গুঞ্জাদি-নির্ম্মিত বিচিত্র বেশধারী আমাদের প্রিয়তম শ্রীনন্দনন্দনকে কৃষ্ণসার অর্থাৎ স্বীয় পতির সহিত প্রণয়াবলোকন দ্বারা বিরচিত পূজা বিধান করিতেছে। বনহরিণী-গণ বেণুনাদ শ্রবণ করিবামাত্র সমীপে আগমনপূর্ব্বক কামমোহিত হইয়া অন্য কিছু বিচার করিতে বা করিতে অশক্ত হইয়া প্রেমভরে কেবল নিরীক্ষণচ্ছলে পূজা করিয়াছিলেন। তাহাদের পতিগণও কৃষ্ণসার অর্থাৎ কৃষ্ণকেই সার করিয়াছেন, সুতরাং তাহারাও ঐ কার্য্যে যোগদান করিয়াছিল। আমরা সর্ব্ব-জ্ঞানশক্তি-বিশিষ্ট হইয়া মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হইয়া এবং সকল-সদ্‌গুণ-বিদগ্ধ গোপজাতি হইয়াও বনে বিহরণশীল শ্রীকৃষ্ণের বেণুনাদ শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহার অভিগমন করিয়া তাদৃশ বেশ দর্শন করিয়া প্রেমভরে বিশাল-চক্ষুর্দ্বয় সম্যক্ উন্মীলন করিয়া প্রসন্ন দৃষ্টিদ্বারা সেবা করিতে সমর্থ হইতেছি না। যদি বা নিরীক্ষণ করি, তথাপি আমাদের পতি সকল সাক্ষাতে তাহা সহ্য করিতে পারেন না ॥ ১১৬ ॥

গোসকল কৃষ্ণমুখ-নির্গত বেণুগীতরূপ অমৃত কর্ণপুট উত্তোলনপূর্ব্বক পান করিতে করিতে হৃদয়ে গোবিন্দকে স্পর্শ করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে স্থিরভাবে অবস্থান করিয়াছিল এবং

শাবক সকলও সেই বেণুগীতামৃত পান করিয়া স্তনক্ষরিত দুগ্ধকবলে স্থিরভাবে অবস্থান করিয়াছিল ॥ ১১৭ ॥

হে সখি! এই ব্রজের বৃষ মৃগ ও গোগণ বেণুরবে হৃত-চিত্ত হইয়া দলে দলে সমীপে আগমনপূর্ব্বক দন্তদ্বারাই গ্রাস ধারণ করিয়া আছে, প্রেমবিহ্বলতাহেতু ভক্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। বেণুরব শ্রবণ করিবার জন্য কর্ণ উত্তোলন করিয়াছিল। তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয় ইহারা কি সকলেই নিদ্রিত অথবা চিত্রিত? ১১৮ ॥

অন্ত্যজজাতি স্ত্রীগণের মাহাত্ম্য কোন গোপী বর্ণন করিতেছেন। বনচরী শবরাঙ্গনা উরুগায় অর্থাৎ যিনি বহু প্রকারে বেণুবাদন করিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের পদাব্জ আরুণ্যে কান্তিযুক্ত দয়িতাগণের স্তনভূষণ তৃণলগ্ন শ্রীকুঙ্কুম দর্শন করিয়া কন্দর্প পীড়াযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে সেই কুঙ্কুম তৃণ হইতে উদ্ধার করিয়া স্ব স্ব মুখমণ্ডল ও স্তনমণ্ডলে লেপন করিয়া কামব্যথা উপশমিত করিয়াছিল। মূলশ্লোকে "শ্রী" ও "মণ্ডিত" শব্দ আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, কুঙ্কুম সকল শ্রীকৃষ্ণবল্লভা সকল কর্ত্তৃক প্রথমতঃ স্তনে লিপ্ত হইয়াছিল, পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মের সম্পর্ক-প্রভাবে কান্তি-বিশেষ প্রাপ্ত হইয়াছিল, এইজন্য 'শ্রী' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। বর্ণ কান্তি-বিহীন শবর-যুবতিগণ ঐ কুঙ্কুম স্তনমণ্ডলে ধারণ করিয়া অলঙ্কারের অভাবজনিত দুঃখ পরিত্যাগ করিয়াছিল, এইজন্য 'মণ্ডিত' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন ॥ ১১৯ ॥

এক্ষণে ভগবৎ-সহচর শ্রীগোপকুমার সকলের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছেন ॥ কৃষ্ণ যদি বনশোভা-দর্শনার্থ দূরবনে

গমন করেন, তখন সকলেই অহম্পূর্ব্বিকা ক্রমে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ১২০ ॥

অনন্তর তাঁহাদের পরমসৌভাগ্য আলোচনে অতি বিস্মিত হইয়া শ্রীবাদরায়ণিপাদ তাঁহাদেরই অভিনন্দন করিতেছেন। কৃতপুণ্যপুঞ্জ অর্থাৎ যাঁহারা অক্ষয়-পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চয় করিয়াছেন, অথবা যাঁহারা ভগবদর্পিত কর্ম্মরূপ-লক্ষণে লক্ষিত পুণ্যপুঞ্জ-বিশিষ্ট এতাদৃশ সেই গোপালগণ দাস্যগত ভক্ত সকলের পরম-দৈবত-স্বরূপ, মায়াশ্রিত লোক সকলের নরদারক স্বরূপ, অথবা মায়া অর্থাৎ কাত্যায়নীর আশ্রিত গোপী সকলের পরম-মনোহর-বর-স্বরূপ পরম-মনোহর-কিশোরের সহিত ব্রহ্মসুখ অনুভব করিতে করিতে (অর্থাৎ বিরহেও ব্রহ্মসুখ অনুভবপূর্ব্বক) বিহার করিয়াছিলেন। ফলিতার্থ এই যে দিবাবিরহযুক্ত গোপীগণ অত্যন্ত প্রেমভরে বিবশা হইয়া মনস্তৃপ্তির সহিত রমণ করিতে সমর্থ হইতেন না, এই বালক সকল তাঁহার সহিত গৃহেতে বনেতে বিচিত্র বিহার করিয়া থাকেন, গোপীগণ এইরূপে আক্ষেপ করিয়া থাকেন। যদিও ভগবতী গোপী সকলেরই সর্ব্বাপেক্ষা পরম-সৌভাগ্য-মহিমা সর্ব্বত্র বর্ণিত হইয়া থাকে, তথাপি শ্রীশুকদেবপাদ সহজ-গোপীভাবে আক্রান্তহৃদয় হইয়া গোপীদিগের ন্যায় গোপবালক সকলেরই সৌভাগ্যাতিশয় বর্ণন করিয়াছিলেন ॥ ১২১ ॥

যাঁহার পাদপদ্মের একটি মাত্রও ধূলি বহুজন্ম ব্রহ্মচর্য্যাদি-ব্রতানুষ্ঠায়ী জিতেন্দ্রিয়গণ এবং সমাধিযোগ-যুক্তগণ লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন, এতাদৃশ তিনি স্বয়ংই যাঁহাদের

নয়নবিষয় হইয়া স্থিত হইয়াছেন, সেই ব্রজবাসি সকলের দিষ্ট অর্থাৎ ভাগ্য অথবা পূর্ব্বজন্মপুণ্য অথবা ভাগধেয়োৎসব, অথবা প্রভাব কি প্রকারে বর্ণনীয় হইতে পারে? ॥ ১২২ ॥

কোন সময়ে সেই মল্লযুদ্ধে শ্রমযুক্ত শ্রীগোপালদেব বৃক্ষমূল অর্থাৎ সহজ-নিবিড় সুস্নিগ্ধচ্ছায় কদম্বতল আশ্রয় করিয়া পল্লব-পত্রপুষ্প দ্বারা নির্ম্মিত অভিনব অথচ কোমল শয্যায় শ্রীদামের ক্রোড়রূপ উপাধানে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিয়া থাকেন ॥ ১২৩ ॥

কেহ কেহ সেই মহাত্মার পাদ-সম্বাহন করিয়াছিলেন, অপর কোন কোন হতপাপ্মা (পাপ শব্দে ভক্তিবিরুদ্ধ) ব্যজন সকল দ্বারা সম্যক্ প্রকারে বীজন করিয়াছিলেন ॥১২৪॥

অন্য কতিপয় গোপ স্নেহযুক্ত-হৃদয়ে সমুদ্রকোটি-গম্ভীর সেই মহাত্মার মনোজ্ঞ এবং তদনুরূপ অর্থাৎ তাঁহার চিত্ত আকর্ষক গাথা সকল মন্দ মন্দ গান করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! আপনারাও এতাদৃশ সুখসম্ভোগ করেন নাই ॥ ১২৫ ॥

হে ব্রহ্মমূর্ত্তে! শ্রীমান্ নন্দ কোন্ মহোদয় শ্রেয় আচরণ করিয়াছিলেন? হরি যাঁহার স্তন পান করিয়াছিলেন সেই মহাভাগা যশোদাই বা কোন মহোদয় শ্রেয় আচরণ করিয়াছিলেন? "মহাভাগা" পদদ্বারা শ্রীনন্দ হইতে শ্রীযশোদার ভাগ্যবিশেষ সূচিত হইল ॥ ১২৬ ॥

অনন্তর জনার্দ্দন পুত্রতা প্রাপ্ত হইলে সকল গোপ ও গোপী হইতে নন্দযশোদার ভগবানের প্রতি প্রেমলক্ষণা ভক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা ভগবানের বাল্য

লীলার অপেক্ষায় কথিত হইয়াছে। কারণ পরমপ্রেম-রসের আবিষ্কারক কৈশোরসময়ে পৌগণ্ডে কদাচিৎ বাল্যেও গোপীসকলেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভক্তিসম্পৎ শ্রুত হইয়া থাকে। হে ভারত ! আপনি প্রকৃষ্টবংশোৎপ অতএব বিচার করিয়া গ্রহণ করুন ॥ ১২৭ ॥

হে কুরূদ্বহ ! উদারবুদ্ধি শ্রীমান্ নন্দ প্রবাস অর্থাৎ মথুরা হইতে আগমনপূর্ব্বক স্বীয় পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া মস্তক আঘ্রাণে পরমান্ত্য সীমাগত হর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মূল শ্লোকে যে "স্বপুত্র" শব্দ আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বসুদেব কৃষ্ণের প্রতি পুত্র-ভাব প্রকাশ করিলেও নন্দের অণুমাত্র পুত্রত্বাভিমান অপগত হয় নাই, কৃষ্ণ পূতনাবধে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেও ঐশ্বর্য্যশঙ্কা তাঁহার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই ॥ ১২৮ ॥

নবনীতচৌর্য্য এবং দধিভাণ্ড-ভঞ্জন অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে যশোদা তাঁহাকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিতে থাকিলে সকল রজ্জুই দুই অঙ্গুলি পরিমাণ হ্রস্ব হইয়া যায়। এইরূপে বন্ধনবিষয়ে পুনঃপুনঃ উদ্যম করিয়া জননী-যশোদার গাত্র হইতে ঘর্ম্মস্রাব এবং কবর হইতে পুষ্পদাম বিগলিত হইয়াছিল, তখন সেই কৃপালু কৃপা করিয়া স্বীয়বন্ধনে স্বীকৃত হইয়াছিলেন ॥ ১২৯ ॥

পুত্র বিরিঞ্চি, সখা মহাদেব, বল্লভা মহালক্ষ্মীও এতাদৃশ প্রসাদ বিমুক্তিদ শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রাপ্ত হয়েন নাই, যে প্রসাদ গোপী-যশোদা তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া-

ছিলেন। কারণ যিনি সংসারবন্ধনের মোচনকর্ত্তা তিনিও সেই যশোদা হইতে বন্ধন স্বীকার করিয়াছিলেন ॥ ১৩০ ॥

হে রাজন্ ! ব্রহ্মা বৎস ও বৎসপাল সকলকে হরণ করিলে মোক্ষাদি অশেষ পুরুষার্থের প্রদানকর্ত্তা ভগবান্ দেবকীপুত্র (পুত্রের প্রতি স্নেহভরে ক্ষরিত যাঁহাদের স্তন দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা অবিরত কৃষ্ণকে পুত্র বলিয়া নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন) এতাদৃশ গোপীগণের অজ্ঞানসম্ভব সংসারের কদাচ সম্ভব হইতে পারে না ॥ ১৩১—১৩২ ॥

মুঞ্জাটবী-দাবানল মোচন করিয়া সায়ংকালে ব্রজে আগমন করিলে গোপী সকলের শ্রীভগবানের দর্শন জনিত আনন্দ-মাহাত্ম্য শ্রীবাদরায়ণি বর্ণন করিতেছেন। তৎকালে গোবিন্দকে দর্শন করিয়া গোপী সকলের পরমানন্দ উৎপন্ন হইয়াছিল। কারণ গোবিন্দ-বিরহে একক্ষণও তাঁহাদের পক্ষে শতযুগের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ১৩৩ ॥

রাসারম্ভে শ্রীভগবান্ অন্তর্হিত হইলে পরমার্ত্ত গোপীগণ সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত না হওয়ায় শরচ্চন্দ্র-জ্যোৎস্নার প্রবেশহীন মহান্ধকার বন হইতে নিবৃত্ত হইয়াও স্ব স্ব গৃহে গমন করিতে পারেন নাই। তাহাই বর্ণন করিতেছেন, কারণ সেই গোপীগণ "তন্মনস্কা" অর্থাৎ তাঁহাতেই তাঁহাদের সংকল্প বিকল্পাত্মক মন বর্ত্তমান আছে, "তদালাপা" অর্থাৎ তাঁহাকেই তাঁহারা বিচিত্র সংকীর্ত্তন এবং আহ্বানে আহ্বান করিয়াছিলেন। "তদ্বিচেষ্টা" অর্থাৎ তাঁহার জন্যই তাঁহারা পুষ্পমালা-গ্রথন শয্যাস্তরণ প্রভৃতি চেষ্টা করিয়াছিলেন। "তদাত্মিকা" অর্থাৎ তাঁহাতেই

তাঁহারা মনঃ বাক্ কায়ের বৃত্তি অর্পণ করিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহারা তাঁহার গুণগান করিতে করিতে আত্মা ও আগার স্মরণ করিতে পারেন নাই ॥ ১৩৪ ॥

কংস-রঙ্গভূমিতে শ্রীকৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া তত্রত্য রমণীগণ পরস্পর বর্ণন করিয়াছিলেন। হে সখি! গোপীসকল কি তপস্যা আচরণ করিয়াছিলেন? যে তপস্যার প্রভাবে লাবণ্যের সারভূত অসমোর্দ্ধ সর্ব্ববিলক্ষণ প্রতিক্ষণে নূতন হইতেও নূতন যশঃ, শ্রী, ঐশ্বর্য্য, এই সকলের একমাত্র আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ নয়ন দ্বারা পান করিয়া থাকেন ॥ ১৩৫ ॥

যাঁহারা ইহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া অশ্রুকণ্ঠে দোহনে অবহননে মথনে উপলেপনে হিন্দোলে সেচনে মার্জ্জনাদিতে ইহাঁরই গুণগান করিয়া থাকেন। অতএব এইরূপে যাঁহাদের চিত্ত উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গমন করিয়াছে, সেই ব্রজাঙ্গনাগণই ধন্যা ॥ ১৩৬ ॥

প্রভাতে বেণুবাদন করিতে করিতে গো এবং গোপ-কুমার-বর্গের সহিত ব্রজ হইতে বন-গমন-কালে এবং সায়ং-কালে ব্রজপ্রবেশ কালে বেণুনাদ শ্রবণ করিয়া সেই ভূরি-পুণ্যবতী অবলাগণ শীঘ্রই গৃহ হইতে নির্গমনপূর্ব্বক ঈষদ্-হাস্যযুক্ত তাঁহার মুখমণ্ডল সাগ্রহে অবলোকন করিয়া থাকেন ॥ ১৩৭ ॥

রাসক্রীড়ায় কৃষ্ণচন্দ্র অন্তর্হিত হইলে গোপীদিগের আর্ত্তনাদে পুনরায় তাঁহাদের সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া প্রশ্ন-ত্রয়ের উত্তরে বলিয়াছিলেন। হে গোপি! আমি দেবগণের আয়ুঃপরিমাণ কালেও যাঁহারা নিরবদ্যসংযুক্ অর্থাৎ সর্ব্বদৈন্য-

পেক্ষ্য ও কাপট্যাদি-দোষস্পর্শ-রাহিত্যরূপে অতএব নির্ম্মল-প্রেমবিশেষরূপে নির্দ্দোষসংযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এতাদৃশ তোমাদের স্ব সাধুকৃত্য অর্থাৎ প্রত্যুপকার করিতে পারিব না। কারণ তোমরা দুর্জ্জরগেহ-শৃঙ্খলা ছেদন করিয়া আমাকে ভজন করিয়াছ। অতএব তোমাদের সাধুকৃত্য দ্বারা আমার এই ঋণ পরিশোধ হউক। অর্থাৎ আমি তোমাদের নিকট চিরঋণী হইলাম ॥ ১৩৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে নিজ-প্রিয়তম সেবকবর মহামন্ত্রী উদ্ধবকে ব্রজে প্রস্থাপন কালে বলিতেছেন, হে উদ্ধব! অর্থাৎ উৎসবসংজ্ঞ! তুমি ব্রজে গমন কর। শ্লেষপূর্ব্বক বলিতেছেন, তুমি জগতের উৎসবরূপ, অতএব তুমি তথায় গমন করিলে মহান্ উৎসব হইবে। তথায় গমন করিয়া আমাদের অর্থাৎ আমার, বলদেবের (তোমারও) পিতা-মাতা নন্দ যশোদার প্রীতিবিধান কর। মূল শ্লোকে, "নঃ" এইবহুত্ববাচক শব্দের তাৎপর্য্য এই যে ভগবান্ আপনাকে নন্দ-পুত্ররূপে ভাবনা করিয়া গৌরবে আপনাতে বহুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। অতএব উপযুক্ত পুত্রের ন্যায় পরমভক্তি-বিনয়াদি দ্বারা আমার বিরহে শোকসন্তপ্ত মাতা পিতার প্রীতি উৎপাদন কর। লোকব্যবহারাপেক্ষায় প্রথমতঃ মাতাপিতারই শোকশান্তির জন্য উপদেশ করিয়া ছিলেন। "সৌম্য" এই বিশেষণের তাৎপর্য্য এই যে নিজসহজ-কোমল-রীতি দ্বারাই প্রীতি-বিধান করিবে। গোপী-সকলের আমার বিয়োগজনিত যে আধি, তাহা নিজচাতুর্য্য-দ্বারা উপশমিত না করিয়া আমার সন্দেশ অর্থাৎ বাচিক দ্বারাই উপশমিত করিবে।

নন্দযশোদা অপেক্ষা গোপী সকলেরই বিয়োগাধি প্রবল, ইহাই সূচিত হইতেছে ॥ ১৩৯ ॥

সেই গোপী সকল আমাতেই মনপ্রাণ অর্পণ করিয়াছেন। আমার জন্যই দেহ ও কার্য্যসমুদয় ত্যাগ করিয়াছেন। অতএব বলিতেছি, যাঁহারা আমার জন্য লোক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে সুখেতে বর্দ্ধিত করিয়া থাকি ॥ ১৪০ ॥

সংসারের মধ্যে প্রথমতঃ প্রিয় পতিপুত্রাদি, তাহা ইতে দেহ, তাহা হইতে প্রাণ, তাহা হইতে ধর্ম্ম, তাহা ইতে প্রেমফলা ভগবদ্ভক্তি, এই সকল প্রিয়তমের মধ্যে ামি তাহাদের পক্ষে প্রিয়তম, এতাদৃশ আমি দূরস্থ হইলে াকুলাঙ্গনাগণ আমাকে স্মরণপূর্ব্বক উৎকণ্ঠাবিহ্বল হইয়া রম্বার মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৪১ ॥

সেই বল্লবীগণ মদাত্মিকা অর্থাৎ আমাতেই আত্মা র্পণ করিয়াছেন, সেই জন্যই তাহারা এই বিরহতাপে দগ্ধ ান নাই। আমি তাহাদের আত্মা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা তেছি। তাহারা আমার প্রত্যাগমন সন্দেশ অবলম্বন য়াই অতিকষ্টে প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন ॥ ১৪২ ॥

বলদেবের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্বাফল্কি অর্থাৎ ূর বলদেবের সহিত অমাকে মথুরায় আনয়ন করিলে ার প্রতি অনুরক্তচিত্তা গোপঙ্গনাগণ বিগাঢ় অনুরাগহেতু াগজনিত তীব্র মনোব্যথা-যুক্ত হইয়া অন্য কোন সুখকর র্থ অবলোকন করেন নাই ॥ ১৪৩ ॥

আমি বৃন্দাবনে অবস্থান করিলে সেই গোপাঙ্গনাগণ াদের প্রিয়তম-স্বরূপ আমার সহিত সেই রাত্রি-

সকলকে ক্ষণকালের তুল্য গণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার বিচ্ছেদে ক্ষণপরিমাণ কালও কল্পতুল্য জ্ঞান করিতেছেন ॥ ১৪৪ ॥

যেরূপ সমাধিপ্রবিষ্ট মুনিসকল এবং সমুদ্রজলে প্রবিষ্ট নদী সকল স্বীয় নাম-রূপ অবগত হইতে পারে না, তদ্রূপ সেই ব্রজাঙ্গনাগণ আমার প্রতি নিত্য-বদ্ধবুদ্ধি হইয়া স্ব অর্থাৎ পতিপুত্রাদি আত্মা অর্থাৎ অহঙ্কারাস্পদ বা ক্ষেত্রজ্ঞ অবগত হইতে পারেন না। তজ্জন্যই তাঁহারা ইহ লোকে বা পরলোকেরও অনুসন্ধান করেন না ॥ ১৪৫ ॥

হে সখে! সেই গোপী সকলের অভীষ্টসিদ্ধ্যাদির মাহা কি বর্ণনা করিব? তাঁহাদের সঙ্গলাভ করিয়া পুলিন্দী প্রভৃ বন্যজাতীয় নারীগণও পরম দুর্লভ গতি লাভ করিয়াছে তাহাই এই শ্লোক বর্ণন করিতেছেন, জাতি-ক্রিয়া-জ্ঞ শক্ত্যাদি-বলহীন পুলিন্দজাতীয় সহস্র সহস্র অবলাগণ অস্ব বিদ্ অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞান-রহিত অথবা আমার সৌন্দ জ্ঞানরহিত হইয়াও তাঁহাদের সঙ্গপ্রভাবে জার অর্থাৎ উপপতি-ভাবে ব্রহ্মস্বরূপ আমাকে । হইয়াছে ॥ ১৪৬ ॥

কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে উদ্ধব বৃন্দাবনে গমন ক গোপীদিগকে কৃষ্ণের আদেশ বর্ণন করিলেন। ই তাঁহাদের বিরহের শান্তি না হইয়া বরং বর্দ্ধিতই হইল। আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া উদ্ধব মনে মনে হইয়া চিন্তা করিলেন, এতাদৃশ গম্ভীর প্রেম কুত্রাপি পাওয়া যায় না॥ তিনি তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়াছ